ডিসেপশন পয়েন্ট

দ্য দা ভিঞ্চি কোড খ্যাত

ড্যান ব্রাউন

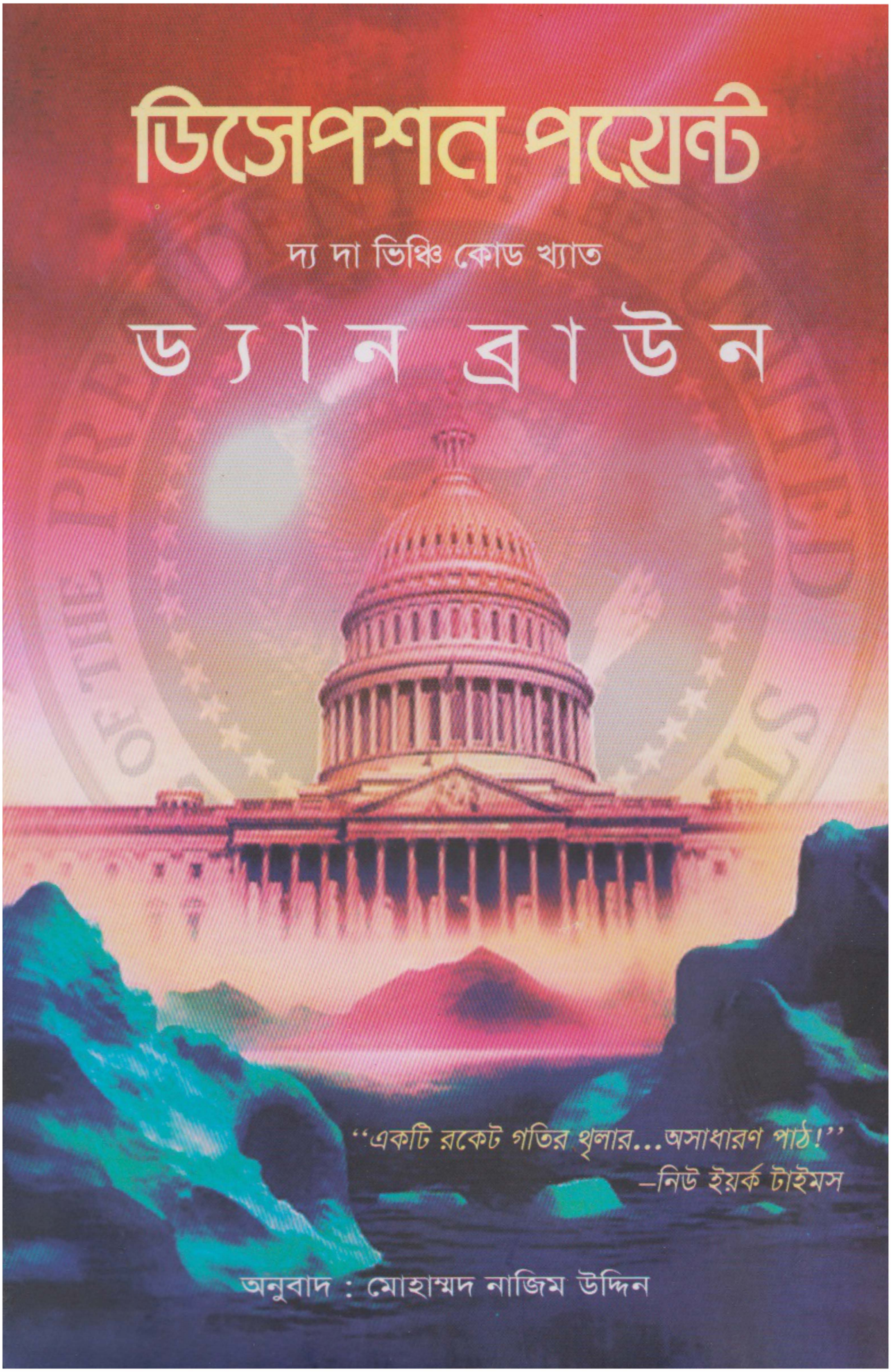

''একটি রকেট গতির থৃলার...অসাধারণ পাঠ!''
—নিউ ইয়র্ক টাইমস

অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

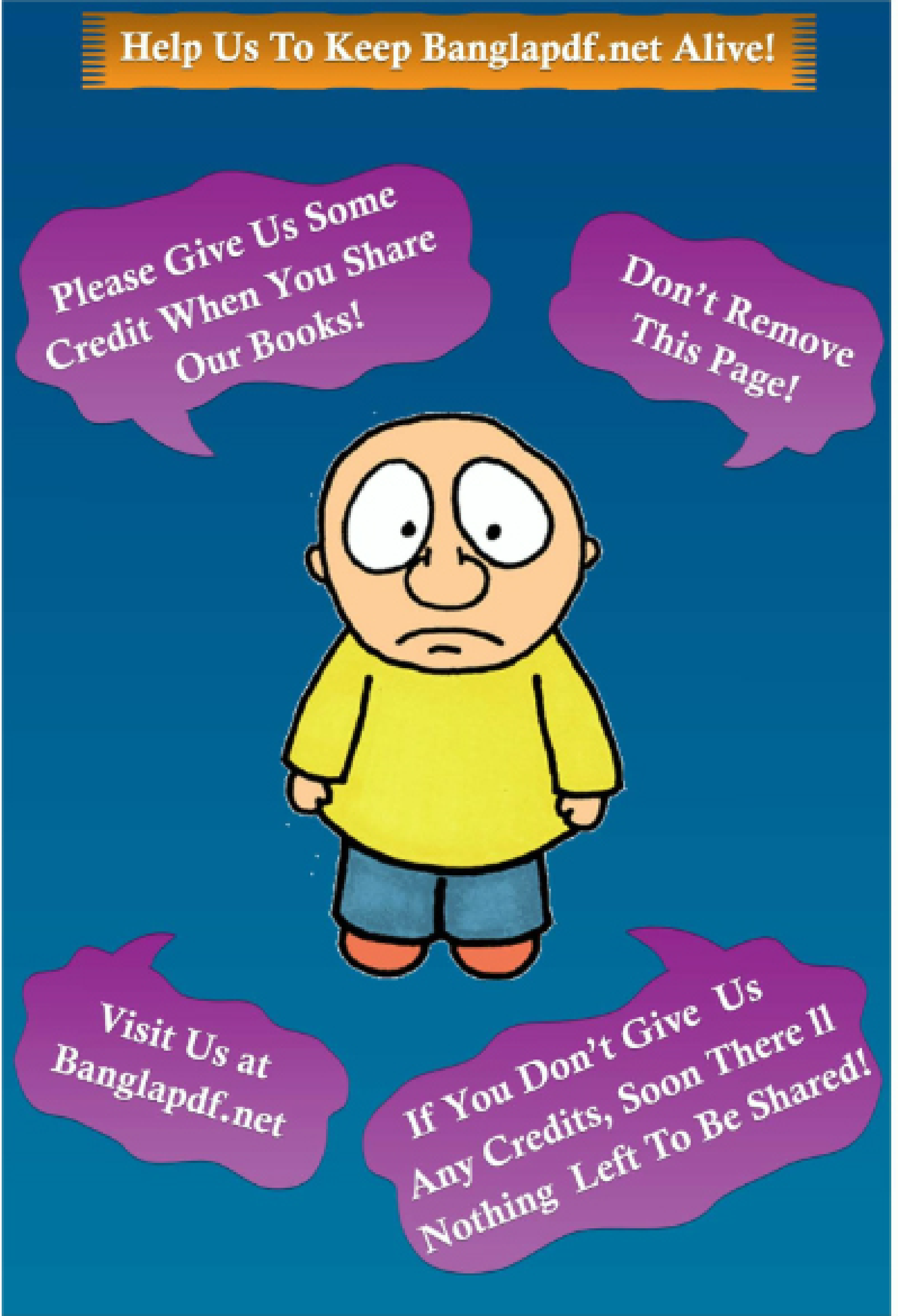
Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

মুখবন্ধ

মৃত্যু এই অভিশপ্ত জায়গায় অসংখ্যভাবে আসতে পারে। ভূ-তত্ত্ববিদ চার্লস ব্রফি বন্য এই জায়গাটি বহু বছর ধ'রে সহ্য ক'রে এসেছে, তারপরও কোনো অস্বাভাবিকতা আর দুর্ভাগ্য বরণের জন্য তাকে প্রস্তুত ক'রে তোলে নি এই বন্য পরিবেশ।

ব্রফির ভূ-তত্ত্ব পরীক্ষা নিরীক্ষার যন্ত্রপাতির স্লেড গাড়িটার চারটা হাস্কি কুকুর তুন্দ্রা অঞ্চল দিয়ে যাবার সময় আচম্কাই আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকালো।

"কি হয়েছে ছুক্রিরা?" স্লেড থেকে নেমে জিজ্ঞেস করলো ব্রফি।

ঘন মেঘের ওপাশে একটি দু'পাখাওয়ালা পরিবহন হেলিকপ্টার নেমে আসছে। *এটা অদ্ভূত,* ভাবলো সে। ব্রফি এই সর্ব দক্ষিণে কোনোদিন কোনো হেলিকপ্টার নামতে দেখে নি। কপ্টারটা পঞ্চাশ গজ দূরে নামলে বাতাসের চোটে তুষাড়গুড়ো চারদিক উড়ে বেড়ালো। ভড়কে গিয়ে ঘোৎ ঘোৎ ক'রে উঠলো তার কুকুরগুলো।

কপ্টারের দরজা খুলে বের হয়ে এলো দু'জন লোক। পুরোপুরি সাদা চামড়ার পোশাক পরা আর তাদের হাতে অস্ত্র, ব্রফির দিকেই তাড়াহুড়ো ক'রে এগিয়ে আসছে লোকগুলো।

"ডক্টর ব্রফি?" একজন বললো।

বিস্মিত হলো ভূ-তত্ত্ববিদ। "আপনারা আমার নাম জানলেন কীভাবে? আপনারা কারা?"

"আপনার রেডিওটা বের করুন, প্লিজ।"

"কী বললেন?"

"যা বলছি তাই করুন।"

অবাক হয়ে ব্রফি তার পার্কা সোয়েটারের পকেট থেকে রেডিওটা বের করলো।

"আমরা চাই আপনি এক্ষুণি একটি জরুরি বার্তা পাঠাবেন। আপনার রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি একশো কিলোহার্জে কমিয়ে আনুন।"

একশ কিলোহার্জ? ব্রফি একেবারেই হতভম্ব হয়ে গেলো। এতো নিচু ফ্রিকোয়েন্সিতে কারো পক্ষে তো যোগাযোগ করা সম্ভব নয়। "কোনো দুর্ঘটা কি হয়েছে?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি তার রাইফেল ব্রফির মাথার দিকে তাক্ করলো। "ব্যাখ্যা করার সময় আমাদের নেই। যা বলছি তাই করুন।"

কাঁপতে কাঁপতে ট্রান্সজিস্টারটা ঠিক ক'রে নিলো ব্রফি। প্রথম লোকটি এবার ছোট্ট একটা কাগজ বাড়িয়ে দিলো তার দিকে, তাতে কিছু কথা টাইপ করা আছে। "এই কথাগুলো ট্রান্সমিট করুন। এক্ষুণি।"

ব্রফি কাগজটার দিকে তাকালো, "আমি বুঝতে পারছি না। এই তথ্যটা সত্য নয়। আমি এটা ট্রান্সমিট করতে পারবো না—"

ভূ-তত্ত্ববিদের মাথায় রাইফেল দিয়ে চাপ দিলো লোকটি। বার্তাটা ট্রান্সমিট করার সময়

কাঁপতে শুরু করলো ব্রফির কণ্ঠ।

"ঠিক আছে," প্রথম লোকটি বললো। "এবার আপনি এবং আপনার কুকুরসহ কপ্টারে উঠে পড়ুন।"

বন্দুকের মুখে ব্রফি তার কুকুরসহ স্লেড গাড়িটা নিয়ে উঠে পড়তেই কপ্টারটা সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম দিকে উড়ে গেলো।

"আপনারা আসলে কারা?" ব্রফি জানতে চাইলো, পার্কার নিচে ঘেমে গেছে সে। *আর এই বার্তাটার মানেই বা কী?*

লোকটা কিছুই বললো না।

কপ্টারটা খুব উঁচুতে উঠলে বাতাসের বেগ এসে খোলা দরজায় আঘাত হানলে স্লেডের সাথে সংযুক্ত ব্রফির চারটা হাস্‌কি কুকুর ভয়ে ঘেউ ঘেউ করতে শুরু করলো।

"অন্তত দরজাটা তো বন্ধ করবেন," বললো ব্রফি। "আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন না আমার কুকুরগুলো ভয় পাচ্ছে।"

লোকটা এবারও কোনো জবাব দিলো না।

কপ্টারটা ৪০০০ ফিট উঁচুতে উঠতেই নিচে দেখা গেলো বরফের সারিসারি পর্বতমালা। আচম্‌কা উঠে দাঁড়ালো লোক দুটো, কোনো কথা না বলেই কুকুরগুলোসহ স্লেডটা ধ'রে ফেলে দিলো খোলা দরজা দিয়ে নিচে। এই ভীতিকর দৃশ্যটা চেয়ে চেয়ে দেখলো ব্রফি। মুহূর্তেই উধাও হয়ে গেলো কুকুরগুলো।

লোকটা এবার ব্রফির কলার চেপে ধরতেই তীব্র চিৎকারে দাঁড়িয়ে পড়লো সে। তাকেও দরজার কাছে নিয়ে গেলো তারা। ভয়ে অসাড় হয়ে লোকটার শক্ত হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করলো ব্রফি, কিন্তু কোনো কাজ হলো না, কিছুক্ষণবাদেই সে নিচের সাদা বরফের পাহাড়ের ওপর আছড়ে পড়লো।

Scanned and Edited by: Rakib

১

ক্যাপিটল হিলের পাশে অবস্থিত তুলোর রেঁস্তোরায় রাজনৈতিকভাবে ভুল মেনু, বেবি ভিল এবং হর্স কারপাচিও রাখে, যা ওয়াশিংটনবাসীর শক্তিশালী নাস্তার ব্যাপারে একটি পরিহাসই বলা চলে। আজ সকালে তুলো খুব ব্যস্ত—এসপ্রেসো মেশিনের শব্দ আর মোবাইল ফোনের সংলাপ চলছে চারপাশে।

মেইতর দি, মানে হোটেল পরিচালক সকালে তার ব্লাডিমেরিতে যখন চুমুক দিচ্ছে তখন মেয়েটা ঢুকলো। তার দিকে চেয়ে বহুলচর্চিত একটি হাসি দিলো সে।

"শুভ সকাল," বললো মেইতর দি। "আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি?"

মেয়েটা খুব আকর্ষণীয়, মধ্য তিরিশের হবে, প'রে আছে ধূসর ফ্লানেলের প্যান্ট, রক্ষণশীল ফ্লাট আর আইভরি গলার ছাই রঙা ব্লাউজ। তার বুক টানটান—মুখটা একটু উপরের দিকে তোলা—তবে উন্নাসিক নয়, একটু শক্ত ধরণের। মেয়েটার চুল বাদামী আর তার চুলের কাটিং বর্তমানে ওয়াশিংটনের সবচাইতে জনপ্রিয় স্টাইল—'অ্যাঙ্কর ওম্যান'—ঘাড় অবধি নামানো চুল। যৌনাবেদনময়ী হবার জন্য বেশ উপযুক্ত, কিন্তু আপনার চেয়ে বেশি স্মার্ট এটা মনে করিয়ে দেবার জন্য যথেষ্ট নয়।

"আমার একটু দেরি হয়ে গেছে," মেয়েটা বললো, তার কণ্ঠ অননুমিত। "সিনেটর সেক্সটনের সঙ্গে আমার ব্রেকফাস্ট মিটিং রয়েছে।"

মাইতরে দি একটু অপ্রস্তুত হলো যেনো। *সিনেটর সেজউইক সেক্সটন*। সিনেটর এখানে নিয়মিতই আসেন, আর বর্তমানে তিনি দেশের সবচাইতে জনপ্রিয় একজন মানুষ। গত সপ্তাহে, মঙ্গলবার বারোজন রিপাবলিকান সিনেটরকে উড়িয়ে দিয়ে তিনি পার্টির মনোনয়ন পেয়েছেন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচনের জন্য। অনেকেই বিশ্বাস করে, সিনেটর সাহেব বর্তমান প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে হোয়াইট হাউজের চাবিটা ছিনিয়ে নিতে পারবেন। এখন সেক্সটনের মুখ প্রতিটি জাতীয় দৈনিকে আর ম্যাগাজিনে দেখা যাচ্ছে। তার ক্যাম্পেইন শ্লোগান দেখা যাচ্ছে সারা আমেরিকায় : 'খরচ করা বন্ধ করুন। নির্মাণ করা শুরু করুন।'

"সিনেটর সেক্সটন তার নিজের বুথেই আছেন," মাইতরে দি বললো। "আর আপনি?"

"রাচেল সেক্সটন। তার মেয়ে।"

কী বোকারে আমি, ভাবলো সে। মিলটা খুবই স্পষ্ট। মেয়েটার রয়েছে সিনেটরের মতোই অন্তর ভেদ করা একজোড়া চোখ আর চমৎকার শরীর—যাকে আভিজাত্য বলা যেতে পারে। "আপনার সাথে পরিচিত হওয়াটা সত্যি আনন্দের, মিস্ সেক্সটন।"

মাইতরে দি রাচেলকে ডিনার টেবিলের দিকে নিয়ে যাবার সময় খেয়াল করলো পুরুষ মানুষের তীক্ষ্ণ চোখ মেয়েটাকে পরখ করছে, এটা খেয়াল ক'রে সে একটু বিব্রত হলো...কেউ কেউ সতর্ক, বাকিরা তাও নয়। খুব কম মেয়েই তুলোতে ডিনার করে আর তার চেয়েও কম রাচেল সেক্সটনের মতো দেখতে মেয়েরা।

"চমৎকার শরীর," একজন বললো, এরইমধ্যে একজন নতুন বৌ জুটিয়ে ফেলেছে দেখছি!"

"এটা তার মেয়ে, গাধা," আরেকজন বললো।

মুখ টিপে হাসলো লোকটা। "সেক্সটনকে তো চিনি, হয়তো নিজের মেয়েকেও রেহাই দেবে না।"

* * *

রাচেল যখন তার বাবার টেবিলের কাছে পৌছালো তখন সিনেটর সাহেব সেলফোনে কারো সাথে নিজের সাম্প্রতিক কোনো সফলতা নিয়ে উচ্চ স্বরে কথা বলছেন। তিনি তার দিকে চেয়ে ইশারা ক'রে মনে করিয়ে দিলেন যে, সে দেরি ক'রে ফেলেছে।

আমি অনেকদিন তোমাকে দেখি নি বাবা, ভাবলো রাচেল।

তার বাবার প্রথম নাম টমাস, যদিও এই নামটি বহু আগেই বদলে নিয়েছেন। রাচেলের ধারণা, তিনি অনুপ্রাস পছন্দ করেন বলেই এটা করেছেন। *সিনেটর সেজউইক সেক্সটন*। সাদা চুল, সিলভার মুখের এক রাজনৈতিক জীব। দেখলে মনে হবে সোপ অপেরার কোনো ডাক্তার সাহেব।

"রাচেল!" তার বাবা ফোনটা রেখেই উঠে দাঁড়িয়ে তাকে চুমু খেলেন।

"হাই, ড্যাড।" সে তাকে পাল্টা চুমু খেলো না।

"তোমাকে খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছে।"

তাহলে তা' শুরু হয়ে গেছে, ভাবলো সে।

"আমি তোমার মেসেজ পেয়েছি। কী ব্যাপার বলো তো?"

"আমি কি আমার মেয়েকে নাস্তা খেতে ডাকতে পারি না?"

রাচেল তার বাবার কাছ থেকে খুব কম অনুরোধই পেয়ে থাকে, আর তিনিও তার সঙ্গ খুব একটা কামনা করেন না, যদি না কোনো উদ্দেশ্য থেকে থাকে।

সেক্সটন কফিতে চুমুক দিলেন। "তোমার দিনকাল যাচ্ছে কেমন?"

"ব্যস্ত। আমি তোমার ক্যাম্পেইন দেখেছি, খুব ভালোই হচ্ছে।"

"ওহ্, এসব কথা থাক," সেক্সটন টেবিলের সামনে ঝুঁকে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললেন। "স্টেট-ডিপার্টমেন্টের সেই ছেলেটার ব্যাপার কি, যাকে তোমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম?"

রাচেল দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রচণ্ড তাড়ায় সে হাত ঘড়িটা দেখলো। "বাবা, তাকে ফোন করার মতো সময় আমার ছিলো না। আর আমি চাই তুমি এসব বন্ধ করো।"

"তোমার সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ জানি, রাচেল। তবে মনে রেখো, ভালোবাসা ছাড়া সবকিছুই অর্থহীন।"

রাচেলের অনেক কিছুই মনে পড়ে গেলো, তবে চুপ থাকাটাই বেছে নিলো সে। "বাবা, তুমি আমাকে শুধু দেখতে চেয়েছো? বলেছিলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু।"

"তাই তো।" তার বাবা তাকে খুব ভালো ক'রে পরখ করলেন।

রাচেল টের পেলো তার আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা তার বাবার চোখের চাহনিতে গুলিয়ে যাচ্ছে।

লোকটার ক্ষমতাকে অভিশম্পাত দিলো সে। সিনেটরের চোখ দুটোই তাঁর সেরা সম্পদ, এমন একটি সম্পদ, রাচেলের মতে যা তাকে হোয়াইট হাউজে নিয়ে যাবে। এই তার চোখ অশ্রুসজল তো মুহূর্তেই বদলে যাবে সেটা, যেনো নির্মোহ আত্মার জানালা খুলে গেছে। সবার প্রতি যেনো একটি গভীর আস্থা তাতে। *এটা আস্থারই ব্যাপার,* তার বাবা সবসময়ই বলেন। এক বছর আগেই রাচেলকে হারিয়েছেন সিনেটর তবে খুব দ্রুতই দেশটা করায়ত্ত করতে পেরেছেন তিনি।

"তোমার জন্য আমার একটি প্রস্তাব রয়েছে," সিনেটর সেক্সটন বললেন।

"আমাকে অনুমান করতে দাও," নিজের অবস্থান দৃঢ় করার চেষ্টা করলো সে। "কোনো বিখ্যাত তালাকপ্রাপ্ত তরুণী এক বৌ খুঁজছে?"

"ঠাট্টা কোরো না। তুমি আর সেই তরুণীটি নও।"

সেই সুপরিচিত কাঁপুনিটা টের পেলো রাচেল যা তার বাবার সাথে দেখা হলেই ঘটে থাকে।

"আমি তোমার জীবনটাকে টেনে তুলতে চাই," তিনি বললেন।

"আমি জানতাম না আমি ডুবে যাচ্ছি, বাবা।"

"তুমি না, প্রেসিডেন্ট। দেরি হবার আগেই তোমার উচিত জাহাজ থেকে লাফ দেয়া।"

"আমরা কি এ ব্যাপারে কথা বলি নি?"

"নিজের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করো। আমার জন্য কাজ করতে পারো রাচেল।"

"আশা করি তুমি আমাকে এজন্যে নাস্তা খেতে ডাকো নি।"

সিনেটরের ঠাণ্ডা শীতল মেজাজটা একটু বিগড়ে গেলো। "রাচেল, তুমি কি বুঝতে পারছো না, তার হয়ে তোমার কাজ করাটা আমার নির্বাচনে বাজে প্রভাব ফেলবে?।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললো রাচেল, "বাবা, আমি প্রেসিডেন্টের জন্য কাজ করি না। এমনকি তার সাথে দেখাও করি না। আমি কাজ করি ফেয়ারফ্যাক্স'র হয়ে।"

"রাজনীতি হলো অনুধাবনের বিষয়, রাচেল। দেখে কিন্তু মনে হয় তুমি প্রেসিডেন্টের হয়েই কাজ করছো।"

বিরক্ত হলো রাচেল, চেষ্টা করলো নিজেকে শান্ত রাখতে। "এই কাজটা পেতে আমাকে খুব খাটতে হয়েছে, বাবা। আমি এটা ছাড়ছি না।"

সিনেটরের চোখ দুটো কুচ্‌কে গেলো। "জানো, তোমার স্বার্থপর আচরণ কখনও কখনও সত্যি—"

"সিনেটর সেক্সটন?" টেবিলের পাশে এসে দাঁড়ালো একজন রিপোর্টার।

সেক্সটনের অভিব্যক্তি আচম্‌কাই বদলে গেলো। হাফ ছেড়ে টেবিলের ঝুড়ি থেকে একটা ক্রইসান্ট তুলে নিলো রাচেল।

"র‍্যাল্‌ফ স্নিডান," রিপোর্টার নিজের পরিচয় দিয়ে বললো, "ওয়াশিংটন পোস্ট। আমি কি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে পারি?"

সিনেটর হেসে রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে বললেন, "আমার সৌভাগ্য, র‍্যাল্‌ফ। একটু জলদি করো। আমি চাই না আমার কফিটা ঠাণ্ডা হয়ে যাক।"

রিপোর্টার হাসলো। "অবশ্যই, স্যার।" একটা মিনি টেপ রেকর্ডার বের করলো সে। "সিনেটর, আপনার টেলিভিশন বিজ্ঞাপনে আপনি আহ্বান জানিয়েছেন কর্মক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান বেতন...নতুন পরিবারের জন্য ট্যাক্স ছাটাইয়ের কথা। এ ব্যাপারে কিছু বলবেন?"

"অবশ্যই। শক্তিশালী নারী আর পরিবারের একজন বড় ভক্ত বলতে পারো আমাকে।"

রাচেল মুখ টিপে হাসলো।

"আর পরিবারের বিষয়ে," বললো রিপোর্টার, "আপনি শিক্ষার ব্যাপারে অনেক কথাই বলেছেন। আপনি খুবই বতির্কত বিষয়ে বাজেট ছাটাই ক'রে স্কুলগুলোকে দেবার পক্ষপাতি।"

"আমি বিশ্বাস করি শিশুরাই ভবিষ্যৎ।"

রাচেল বিশ্বাসই করতে পারছে না তার বাবা পপগান থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করছেন।

"শেষ প্রশ্ন, স্যার। আপনি বিগত কয়েক সপ্তাহ ধ'রে নির্বাচনের ব্যাপারে বেশ এগিয়ে আছেন। প্রেসিডেন্ট নিশ্চয় ভড়কে গেছে। আপনার বর্তমান সফলতার ব্যাপারে কিছু বলবেন কি?"

"আমার মনে হয় বিশ্বাস আর আস্থার সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে। আমেরিকানরা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে প্রেসিডেন্ট কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। এ দেশে সরকার চালাতে গিয়ে প্রতিদিন খরচ বেড়েই যাচ্ছে, বেড়ে যাচ্ছে ঋণ। তাই আমেরিকানরা ভাবতে শুরু করেছে, সময় এসেছে খরচ কমিয়ে মেরামত শুরু করার।"

তার বাবার এই বাকসর্বস্ব বক্তৃতার মধ্যেই রাচেলের পেজারটা বেজে উঠলো, অন্য কোনো সময়ে এর আওয়াজ বিরক্তিকর মনে হলেও এখন রাচেলের কাছে আওয়াজটা খুবই সুমধুর ব'লে মনে হচ্ছে। কথার মাঝখানে ছেদ পড়াতে বিরক্ত হয়ে সিনেটর তার দিকে তাকালেন। রাচেল তার হাতব্যাগ থেকে পেজারটা বের ক'রে তাতে কী মেসেজ রয়েছে দেখলো।

স্নিডান দাঁত বের ক'রে সিনেটরের দিকে চেয়ে বললো, "আপনার মেয়ে খুবই ব্যস্ত দেখছি। আপনারা দু'জন এখনও ডিনার করার জন্য সময় বের করতে পারেন দেখে খুব ভালো লাগছে।"

"যেমনটি আমি বলেছি, সবার আগে পরিবার।"

স্নিডান মাথা নেড়ে সায় দিলো। তারপর শক্ত হলো তার চাহ্নি। "আমি কি জিজ্ঞেস করতে পারি স্যার, আপনি এবং আপনার মেয়ে আপনাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্বগুলো কিভাবে সামলান?"

"দ্বন্দ্ব?" সিনেটর সেক্সটন নির্দোষভাবে মাথা দোলালেন, যেনো কিছুই বুঝতে পারছেন না। "কিসের দ্বন্দ্বের কথা বলছো?" রাচেল ভুরু কুচ্কে তার বাবার অভিনয়টা দেখলো। সে জানে এটার গন্তব্য কোথায়। *শালার রিপোর্টার*, ভাবলো সে। তাদের অর্ধেকই হলো রাজনীতিকদের পাপেট। রিপোর্টার এমন একটি প্রশ্ন করবে, মনে হবে খুব কঠিন তদন্ত কিন্তু বাস্তবে সেটা সিনেটরের পক্ষেই যাবে—অনেক বিষয়ে তার বাবা পরিষ্কার ক'রে নিতে পারবেন এই প্রশ্নের জবাব দেবার মধ্য দিয়ে।

"তো স্যার..." রিপোর্টার একটু কেশে অস্বস্তির ভাবটা দূর করতে চাইলো। "দ্বন্দ্বটা মানে, আপনার মেয়ে আপনার প্রতিপক্ষের হয়ে কাজ করছে।"

সিনেটর সেক্সটন হাসিতে ফেঁটে পড়লেন, যেনো উড়িয়ে দিলেন প্রশ্নটা। "র‍্যাল্‌ফ, প্রথমত, প্রেসিডেন্ট এবং আমি প্রতিপক্ষ নই। আমরা কেবল দু'জন দেশপ্রেমিক, যাদের রয়েছে দেশের মঙ্গল ভাবনা নিয়ে দু' ধরণের মতামত বা চিন্তাভাবনা।"

রিপোর্টার চোখ কুঁচ্‌কালো, "আর দ্বিতীয়ত?"

"দ্বিতীয়ত, আমার মেয়ে প্রেসিডেন্টের কর্মচারী নয়। গোয়েন্দাসংস্থার লোক। সে হোয়াইট হাউজে গোয়েন্দা রিপোর্ট পাঠায়। এটা আসলে অতো বড় পদমর্যাদার নয়।" তিনি থেমে রাচেলের দিকে তাকালেন, "সত্যি বলতে কী, আমি নিশ্চিত নই, তুমি এখনও প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করেছো কিনা, তাই না?"

রাচেল তাকালো, তার চোখে আগুন। পেজারটাতে আবার শব্দ হলে তার দৃষ্টি ইনকামিং মেসেজটার দিকে গেলো।।

–আরপি আরটি ডিআইএন আরও এমটি এটি–

এই শর্টহ্যান্ড নোটটার মানে বুঝতে পেরে চিন্তিত হলো সে। এটা অপ্রত্যাশিত এবং নিশ্চিতভাবেই খারাপ সংবাদ। তবে নিদেনপক্ষে বের হবার দরজাটা তো পেলো।

"জেন্টেলম্যান," বললো সে। "আমার কাজে দেরি হয়ে গেছে।"

"মিস্ সেক্সটন," রিপোর্টার খুব জলদি বললো, "যাবার আগে আপনি কি বলবেন, গুজব আছে, আপনার আজকের সাক্ষাতের আসল উদ্দেশ্যটা কি? আপনি নাকি চাকরি ছেড়ে বাবার ক্যাম্পেইনে যোগ দিচ্ছেন?"

রাচেলের মনে হলো কেউ তার মুখে গরম কফি ঢেলে দিয়েছে। প্রশ্নটা একেবারে বিগড়ে দিলো তাকে। তার বাবার মুখ টেপা হাসি দেখে টের পেলো প্রশ্নটা আগে থেকেই তৈরি করা ছিলো। তার ইচ্ছে হচ্ছে টেবিল ডিঙিয়ে ছুরি দিয়ে তাকে আঘাত করতে।

রিপোর্টার টেপরেকর্ডারটা তার মুখের কাছে ধরলো। "মিস্ সেক্সটন?"

রিপোর্টারের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো রাচেল। "র‍্যাল্‌ফ, তুমি যেই হওনা কেন, শুনে রাখো, নিজের কাজ ছেড়ে দিয়ে সিনেটর সেক্সটনের হয়ে কাজ করার কোনো ইচ্ছে আমার নেই। আর তুমি যদি এটা না লিখে অন্য কিছু লেখো, তবে পাছা থেকে টেপ রেকর্ডারটা বের করার জন্য তোমার জুতোর হিলের দরকার হবে।"

রিপোর্টারের চোখ দুটো গোল গোল হয়ে গেলো, রেকর্ডারটা বন্ধ ক'রে হাসিটা লুকাতে চাইলো সে। "আপনাদেরকে ধন্যবাদ।" কথাটা বলেই চ'লে গেলো।

সঙ্গে সঙ্গেই মেজাজ খারাপের জন্য অনুশোচনা অনুভব করলো রাচেল। তার বাবার রগচটা ব্যাপারটা সে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। আর এজন্যেই সে তাকে ঘৃণা করে। *শান্ত হও রাচেল, একদম শান্ত*।

তার বাবাকে অসন্তুষ্ট ব'লে মনে হচ্ছে। "তোমার একটু আদব-কায়দা শেখার দরকার রয়েছে, রাচেল।"

নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে শুরু করলো রাচেল। "এই মিটিংটা শেষ।"

সিনেটরেরও মনে হলো মেয়ের সাথে পাট চুকিয়ে ফেলেছেন। সেলফোনটা বের ক'রে একটা ফোন করলেন তিনি। "বাই, সুইটি। অফিসে এসে দেখা ক'রে যেও, হ্যালো ব'লে যেও। আর ঈশ্বরের দোহাই, বিয়ে ক'রে ফেলো, খুব জলদি। তোমার বয়স এখন তেত্রিশ।"

"চৌত্রিশ," ঝট ক'রে বললো সে। "তোমার সেক্রেটারি একটা কার্ড পাঠিয়েছিলো।"

তিনি যেনো জিভ কাটলেন। "চৌত্রিশ, প্রায় বয়স্ক এক কনে। তুমি হয়তো জানো, চৌত্রিশ বছর বয়সে আমি–"

"মাকে বিয়ে ক'রে প্রতিবেশীদের অতিষ্ঠ ক'রে ফেলেছিলে?" কথাটা খুব জোরে শোনা গেলেও রাচেল অবশ্য এতো জোরে বলতে চায় নি। কথাটা আশপাশের লোকদের মনোযোগ আকর্ষণ করলো।

সিনেটরের চোখ দুটো বরফের মতো জ'মে আছে, দুটো ক্রিস্টাল চোখ তার কাছে বিরক্তির ব'লে মনে হচ্ছে এখন। "সাবধানে ডার্লিং।"

দরজার দিকে চলে গেলো রাচেল।

না। তুমিই সাবধানে থেকো, সিনেটর।

২

তিন জন লোক তাদের থার্মাটেক তাবুর ভেতরে চুপচাপ ব'সে আছে। বাইরে বইছে বরফের ঝড়ো বাতাস। তাবুটা ছিঁড়ে ফেলার উপক্রম হচ্ছে যেনো। অবশ্য কেউই সেটা আমলে নিচ্ছে না; তারা সবাইই এর চেয়েও আতঙ্কজনক পরিস্থিতি আগেও দেখেছে।

তাবুটা একেবারে ধবধবে সাদা। সবার দৃষ্টির আড়ালে রয়েছে সেটা। যোগাযোগের যন্ত্রপাতি, পরিবহন আর অস্ত্রশস্ত্র সব কিছু খুবই আধুনিক। দল নেতার ছদ্মনাম ডেল্টা-ওয়ান। পেশীবহুল আর ঘোলাটে চোখের এক মানুষ সে।

তীক্ষ্ণশব্দে বিপ্ ক'রে উঠলো ডেল্টা-ওয়ানের হাতে থাকা সামরিক ক্রোনোগ্রাফটা। কাকতালীয়ভাবে বাকি দু'জনের ক্রোনোগ্রাফটাও বিপ ক'রে উঠলো।

অতিবাহিত হলো আরো ত্রিশ মিনিট।

আবারও সময় হয়েছে।

হুট করে ডেল্টা-ওয়ান বাকি দুই সঙ্গীকে রেখে বাইরের অন্ধকারে বেড়িয়ে পড়লো। ইনফারেড দূরবীন দিয়ে পূর্ণিমার আলোয় আলোকিত দিগন্তরেখার দিকে তাকালো সে। সব সময় যেমনটি করে, স্থাপনার দিকেই ফোকাস করলো। সেটা ১০০০ মিটার দূরে–উষর ভূখণ্ডের উপর অসদৃশ্যভাবে একটি অট্টালিকা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সে এবং তার দল আজ থেকে দশ দিন আগে যখন থেকে এটা নির্মাণ করা হয়েছে নজরদারি ক'রে যাচ্ছে। ডেল্টা-ওয়ানের কোনো সন্দেহই নেই যে, ভেতরের তথ্যটা পুরো বিশ্বকে বদলে দেবে। এটা রক্ষা করতে গিয়ে এরইমধ্যে কতোগুলো জীবন হারিয়ে গেছে।

এই মুহূর্তে স্থাপনার বাইরে সবকিছুই খুব শান্ত ব'লে মনে হচ্ছে। তবে সত্যিকারের পরীক্ষাটা হলো, ভেতরে আসলে কী হচ্ছে।

ডেল্টা-ওয়ান তাবুর ভেতরে আবার ঢুকে তার সঙ্গী দু'জন সৈনিককে উদ্দেশ্য ক'রে

বললো, "ফ্রাই করানোর সময় হয়েছে।"

উভয় সৈনিক মাথা নেড়ে সায় দিলো। তাদের মধ্যে ডেল্টা-টু নামের লম্বামতো লোকটি তার ল্যাপটপ কম্পিউটার খুলে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে হাত রাখলো একটি জয়স্টিকে। হাজার মিটার দূরে এক ভবনের গভীরে লুকিয়ে থাকা মশার সমান আকৃতির একটি সার্ভিলেন্স রোবট ট্রান্সমিশনটা গ্রহণ ক'রে জীবন্ত হয়ে উঠলো।

৩

রাচেল সেক্সটন এখনও রাগে ফুঁসছে, লিসবার্গ হাইওয়ে ধ'রে ছুটছে তার সাদা ইন্টেগ্রা গাড়ি। চারিদিকের পরিবেশ শান্ত নিথর হলেও সেটা তাকে শান্ত করতে পারছে না। তার বাবার সাম্প্রতিক কাজকর্ম নির্বাচনে হয়তো তাকে ভালো অবস্থানে নেবে, কিন্তু সেটা যে কেবল তার আত্মঅহমিকাতেই রসদ সরবরাহ করবে সে ব্যাপারে তার মনে কোনো সন্দেহ নেই।

লোকটার শঠতা সন্দেহাতীতভাবেই যন্ত্রণাদায়ক, কারণ তিনিই রাচেলের একমাত্র পারিবারিক সদস্য। রাচেলের মা তিন বছর আগেই মারা গেছেন। তার জন্য সেটা ছিলো চরম বিপর্যয়। তার হৃদয়ে এখনও মায়ের জন্যে তীব্র আবেগ রয়েছে। রাচেলের একমাত্র সান্ত্বনা, তার মা তার বাবার কারণে যে তীব্র দহনে জ্বলছিলেন সেটা থেকে মুক্তি পেয়েছেন।

রাচেলের পেজারটা আবারও বিপ্ করলে তার চিন্তা ভাবনাকে বাস্তবে টেনে নিয়ে এলো সেটা। ইনকামিং মেসেজটা ঠিক আগেরটার মতোই :

–আর.পি আর.টি ডি.আই আর.এন আর.ও এস.টি এ.টি–

রিপোর্ট টু দি ডিরেক্টর অব এনআরও স্ট্যাট, মানে এনআরও'র ডিরেক্টরের সাথে এক্ষুণি দেখা করো! দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে। *আরে বাবা, আমি আসছি!*

সবসময় যে পথ দিয়ে যায় সেই পথ দিয়েই ছুটলো রাচেল। ব্যক্তিগত প্রবেশ পথের দিকে গাড়িটা ঘুরিয়ে ভারি অস্ত্রসজ্জিত গার্ডদের একটি সেন্ট্রিবুথের কাছে গিয়ে থামলো সে। এটা হলো ১৪২২৫ লিসবার্গ হাইওয়ে। এই দেশের সবচাইতে গোপনীয় একটি ঠিকানা।

গার্ডরা যখন রাচেলের গাড়িতে আঁড়িপাতার যন্ত্র স্ক্যান করতে লাগলো তখন সে দূরের স্থাপনাটির দিকে তাকালো। ১০০০০০০ বর্গফুটের কমপ্লেক্সটি ৬৮ একর জায়গা জুড়ে ওয়াশিংটন ডিসির উপকণ্ঠে ভার্জিনিয়ার ফেরারফ্যাক্সে অবস্থিত। ভবনটির সামনের অংশ কাঁচে ঢাকা, তাতে একটি সাদা স্যাটেলাইট ডিশের প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। সেগুলো রয়েছে ভবনের চারপাশে।

দুই মিনিট পর প্রধান প্রবেশদ্বারের সামনে গ্রানাইট পাথরের যে সাইন খোদাই করা আছে ঠিক তার সামনে এসে গাড়িটা থামালো :

ন্যাশনাল রেকনেসান্স অফিস (এনআরও)

দু'জন সশস্ত্র মেরিন বুলেটপ্রুফ রিভলভিং দরজাটা খুলে দিতেই রাচেল হনহন ক'রে চ'লে গেলে তারা তার দিকে চেয়ে রইলো। এই দরজা দিয়ে ঢুকতে গেলে সবসময় যে অনুভূতিতে আক্রান্ত হয় এবারো সেই একই জিনিস টের পাচ্ছে সে... যেনো একটি ঘুমন্ত দৈত্যের পেটের ভেতরে ঢুকছে।

ভেতরে ঢুকেই লবিতে চারপাশে চাপা ফিস্‌ফাস্‌ শুনতে পেলো রাচেল। একটা বিশাল মোজাইক এনআরও'কে নির্দেশ করছে:

এমবেলিং, ইউ এস গ্লোবাল ইনফরমেশন সুপিরিয়টি, ডিউরিং পিস এ্যান্ড ওয়ার

এখানকার দেওয়ালে সারিসারি ছবি টাঙানো: রকেট উৎক্ষেপন, সাবমেরিন, ইন্টারসেপ্ট স্থাপনাসমূহ–পর্বততুল্য সব অর্জন, যা কেবল এসব দেয়ালের ভেতরেই উদ্‌যাপন করা হয়।

সবসময়ের মতোই রাচেল টের পেলো বাইরের পৃথিবীটা মিইয়ে যাচ্ছে তার পেছনে। যেনো অন্য একটা পৃথিবীতে ঢুকে পড়ছে সে। এমন এক পৃথিবী যেখানে সমস্যাগুলো ট্রেনের মতো গর্জে উঠলেও সমাধানটা ফিস্‌ফিস্‌ কণ্ঠের মতোই শোনায়।

রাচেল যখন চূড়ান্ত চেক পয়েন্টের দিকে এগোলো অবাক হয়ে ভাবলো, কী এমন সমস্যা হয়েছে যে ত্রিশ মিনিটের মধ্যে তার পেজারে দু'বার মেসেজ পাঠানো হলো!

"গুড মর্নিং, মিস্‌ সেক্সটন।" লোহার দরজার দিকে এগোতেই গার্ড হেসে বললো।

রাচেলও হেসে জবাব দিলে গার্ড একটা সোয়াব বা ছোট্ট তুলোর কাঠি বের ক'রে রাচেলের হাতে দিলো।

"আপনি তো নিয়মটা জানেনই," বললো সে।

রাচেল তুলোর কাঠিটা তার মুখে থার্মোমিটারের মতো ঢুকিয়ে দিয়ে জিভের নিচে দু'সেকেন্ড রেখে গার্ডের কাছে ফিরিয়ে দিলে গার্ড সেটা মেশিনের ছিদ্রের ভেতরে ঢুকিয়ে দিলো। রাচেলের ডিএনএ সঠিক কিনা সেটা নিশ্চিত করতে মাত্র চার সেকেন্ড সময় ব্যয় করলো মেশিনটা। এরপরই ম্যাচিং লেখাটা ভেসে উঠলো মনিটরে।

গার্ড মুচ্‌কি হাসলো। "মনে হচ্ছে আপনি এখনও আপনিই আছেন।" সোয়াবটা বের ক'রে একটা পাত্রে ফেলে দিলো সে, সঙ্গে সঙ্গে ওটা নষ্ট ক'রে ফেলা হলো। বোতাম টিপে বিশাল লোহার দরজাটা খুলে দিলো গার্ড।

ভবনের ভেতরে ঢুকতেই রাচেল অবাক হয়ে ভাবলো, ছয় বছর ধ'রে এখানে কাজ করেও এই প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম সে পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারে নি। এই এজেন্সিটা অন্য ছয়টি ইউএস স্থাপনার সঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত, দশ হাজারেরও বেশি কর্মচারী রয়েছে এখানে, আর প্রতিবছর এখানকার বাজেট হলো ১০ বিলিয়ন ডলার।

পুরোপুরি গোপনীয়তায় সর্বাধুনিক গোয়েন্দা প্রযুক্তি তৈরি এবং ব্যবস্থাপনা ক'রে থাকে এনআরও; বিশ্বব্যাপী ইলেক্ট্রনিক ইন্টারসেপ্ট, স্পাই স্যাটেলাইট, টেলিফোন যন্ত্রপাতিতে আঁড়িপাতার যন্ত্র লাগিয়ে দেয়া, এমনকি উইজার্ড নামে পরিচিত পৃথিবীর সাগর তল জুড়ে

থাকা ১৪৫৬টি হাইড্রোফোনের একটি গোপন জালের যে নাভাল রিকোন নেটওয়ার্ক রয়েছে তা দিয়ে পৃথিবীর সর্বত্র জাহাজ চলাচল মনিটরিং ক'রে থাকে তারা।

এনআরও'র প্রযুক্তি কেবল আমেরিকাকে মিলিটারি দ্বন্দ্বেই বিজয়ীই করে নি বরং শান্তি কালীন সময়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সাহায্য করা, পরিবেশ বিপর্যয় রোধ করার কাজে সিআইএ, নাসা এবং পলিসি মেকারদেরকে প্রয়োজনীয় ডাটা দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য ক'রে থাকে তারা ।

রাচেল এখানে কাজ করে 'ডাটা সারসংক্ষেপকারী' হিসেবে। সারসংক্ষেপ করা অথবা ডাটা বিশ্লেষণ ক'রে এক পাতার সারসংক্ষেপ রিপোর্ট দেয়ার ক্ষেত্রে নিজেকে স্বভাবজাত প্রতিভা হিসেবে প্রমাণ করতে পেরেছে রাচেল।

রাচেল এখন এনআরও'র প্রধান ডাটা সারসংক্ষেপকারী পদে হোয়াইট হাউজের লিয়াঁজো হিসেবে কর্মরত। এনআরও'র ডাটা বিশ্লেষণ ক'রে কোন্‌গুলো প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠানো হবে সেই দায়িত্ব তার উপরেই ন্যস্ত। প্রেসিডেন্টের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার কাছেও এক পাতার একটি প্রতিবেদন পাঠায় সে।

যদিও কাজটা খুব কঠিন আর সময়সাপেক্ষ, তারপরও এটি খুবই সম্মানজনক একটি পদ। তার বাবার ছায়া থেকে বেড়িয়ে এসে স্বাধীনভাবে নিজেকে তুলে ধরতেও সাহায্য করেছে এই পদটি। সিনেটর অসংখ্যবার রাচেলকে তার পদ ছেড়ে দিয়ে তার সাথে যোগ দেবার প্রস্তাব দিয়েছেন, কিন্তু সিনেটর সেজউইক সেক্সটনের কাছে নিজেকে অর্পণ করতে ইচ্ছুক নয় রাচেল। তার মা তাকে এ ব্যাপারে সাবধান ক'রে দিয়েছেন যে, একজন মানুষের হাতে যখন অনেক বেশি কার্ড থাকে তখন সে কি করে বা কি হতে পারে।

মার্বেল ফ্লোরে প্রতিধ্বনিত হলো রাচেলের পেজারের শব্দ।

আবারো? মেসেজটা দেখারও প্রয়োজন অনুভব করলো না। লিফটে ঢুকে উপর তলায় চলে গেলো সে।

৪

কোনো মামুলি লোকের পক্ষে এনআরও'র ডিরেক্টরকে ফোন করাটা একদম বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। এনআর'ওর ডিরেক্টর উইলিয়াম পিকারিং একজন ছোটখাটো মানুষ, পাণ্ডুর একটি মুখ, টেকো মাথার আর ঘোলাটে চোখের ব্যক্তি, যা দিয়ে সে দেশের সুগভীর গোপনীয়তাকে বের ক'রে আনে। তাসত্ত্বেও, যারা তার অধীনে কাজ করে তাদের জন্য পিকারিং পর্বতসম ব্যক্তি। তার আত্মম্ভরী ব্যক্তিত্ব এবং জনপ্রিয় দর্শন এনআর'ওতে কিংবদন্তী হয়ে আছে। লোকটার শান্ত শিষ্ট ভাবমূর্তি তাঁর কালো সুটের পোশাকের সাথে মানানসই। তাকে 'পাতি হাঁস' ব'লে একটি ডাক নামে ডাকা হয়। একজন প্রতিভাবান কৌশলবিদ এবং কর্মক্ষমতার প্রতিভূ সে। নিজের জগৎটি সে পরিচালনা করে কোনো রকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াই। তার মন্ত্র হলো : 'সত্য খুঁজে বের করো। তার ওপরেই কাজ করো।'

রাচেল যখন ডিরেক্টরের অফিসে পৌছালো তখন সে ফোনে কথা বলছে। রাচেল তাকে দেখে সব সময়ই অবাক হয়: উইলিয়াম পিকারিংকে দেখে মনে হয় না সে এতো ক্ষমতাধর

ব্যক্তি, যে কিনা যখন তখন প্রেসিডেন্টকে ঘুম থেকে ডেকে তুলতে পারে।

পিকারিং ফোনটা রেখে হাত নেড়ে তাকে ভেতরে আসতে ঈশারা করলো। "এজেন্ট সেক্সটন, বসুন।" তার কণ্ঠ শক্ত হয়ে আছে।

"ধন্যবাদ, স্যার।" রাচেল বসলো।

উইলিয়াম পিকারিংয়ের সামনে লোকজন অস্বস্তিবোধ করলেও, রাচেল মানুষটাকে পছন্দই করে। সে তার বাবার একেবারে বিপরীত...শারিরীকিভাবে, মানসিকভাবে। সে খুবই ক্যারিশম্যাটিক আর নিজের কাজ পুরো দমে একজন দেশপ্রেমিক হিসেবেই ক'রে থাকে।

পিকারিং চোখের চশমা খুলে তার দিকে তাকালো, "এজেন্ট সেক্সটন, প্রেসিডেন্ট আমাকে আধঘণ্টা আগে ফোন ক'রে সরাসরি আপনার কথা বলেছেন।"

রাচেল তার সিটে নড়েচড়ে বসল। পিকারিং সরাসরি আসল কথায় যাবার জন্য বিখ্যাত। *শুরুটা চমৎকার*, সে ভাবলো। "আমার কোনো রিপোর্টে আশা করি কোনো সমস্যা হয়নি।"

"বরং বলা যায়, তিনি বলেছেন, হোয়াইট হাউজ আপনার কাজে খুবই খুশি।"

রাচেল নিরবে দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "তো, তিনি তবে চাচ্ছেনটা কী?"

"আপনার সাথে দেখা করতে চান। একান্তে এবং তা' এক্ষুণি।

রাচেলের অস্বস্তিটা চাপা থাকলো না। "একান্তে দেখা সাক্ষাত? কিসের জন্যে?"

"আচ্ছা, প্রশ্ন করেছেন। তিনি সেটা আমাকে বলেননি।"

এবার রাচেল খেই হারালো। এনআরও'র ডিরেক্টরের কাছ থেকে তথ্য গোপন করার অর্থ ভ্যাটিকানের কোনো ব্যাপার পোপের কাছ থেকে গোপন রাখা। ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটিতে একটা জোক প্রচলিত আছে যে, যদি পিকারিং কিছু না জেনে থাকে, তো ধ'রে নিতে হবে ঘটনাটা আদৌ ঘটেনি।

পিকারিং এবার উঠে দাঁড়িয়ে জানালার সামনে পায়চারী করতে লাগলো। "তিনি আমাকে বলেছেন, আমি যেনো এক্ষুণি তোমার সাথে যোগাযোগ ক'রে তোমাকে তাঁর কাছে মিটিংয়ের জন্য পাঠিয়ে দেই।"

"এক্ষুণি?"

"তিনি ট্রান্সপোর্ট পাঠিয়ে দিয়েছেন। বাইরে সেটা অপেক্ষা করছে।"

রাচেল চিন্তিত হলো। প্রেসিডেন্টের অনুরোধটা অদ্ভুত, কিন্তু পিকারিংয়ের চেহারাটা দেখে সে ঘাবড়ে গেলো। "আপনি অবশ্যই সময় চেয়ে নিয়েছেন।"

"আমি তাই করেছি!" পিকারিংয়ের মধ্যে আবেগের বিরল উপস্থিতি দেখা গেলো। প্রেসিডেন্টের সময়টা মনে হয় প্রায় অপরিপক্ক। আপনি এমন একজনের মেয়ে যে তাঁকে বর্তমানে নির্বাচনে চ্যালেঞ্জ করছে। আর তিনি আপনার সাথে একান্তে দেখা করতে চাচ্ছেন? আমি এতে অসঙ্গতি দেখতে পাচ্ছি। আপনার বাবাও, নিঃসন্দেহ আমার সাথে একমত হবেন।"

রাচেল জানে, পিকারিং ঠিকই বলেছে – এই নয় যে, সে তার বাবাকে কিভাবে দেখে। "আপনি কি প্রেসিডেন্টের অভিপ্রায় সম্পর্কে বিশ্বাস করতে পারছেন না?"

"আমার দায়িত্ব হলো, বর্তমান সময়ের হোয়াইট হাউজ প্রশাসনকে ইন্টেলিজেন্স সাপোর্ট

দেয়া। তাদের রাজনীতি সম্পর্কে বিচার ক'রে মন্তব্য করা নয়।"

ঠিক পিকারিংয়ের মতোই জবাব, রাচেল বুঝতে পারলো। পিকারিং কখনই রাজনীতিবিদদের ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করে না।

"হতে পারে এটা নির্দোষ কোনো প্রস্তাব," রাচেল বললো। আশা করলো প্রেসিডেন্ট কোনো ধরণের সস্তা ক্যাম্পেইনের ঊর্ধ্বেই থাকবেন। "হয়তো, তাঁর কিছু স্পর্শকাতর ডাটার সারসংক্ষেপ করার দরকার হয়েছে।"

"তেমনটি মনে হচ্ছে না, এজেন্ট সেক্সটন। হোয়াইট হাউজের তো এরকম যোগ্য লোক বহু রয়েছে। চাইলে তাদেরকে তারা পেতে পারে। প্রেসিডেন্টই ভালো জানেন কেন আপনাকে তাঁর দরকার। আর যদি তা না হয়, তাহলে তিনি ভালো করেই জানেন একজন এনআরও'র সম্পদকে অনুরোধ জানিয়ে, আমাকে তার কারণ না বলার মানেটা কী।"

পিকারিং সবসময়ই তার কর্মচারীদেরকে সম্পদ হিসেবে উল্লেখ ক'রে থাকে।

"আপনার বাবা ক্রমশ রাজনৈতিক সুবিধা পাচ্ছেন," পিকারিং বললো, "অনেক বেশিই পাচ্ছেন। হোয়াইট হাউজ অবশ্যই নার্ভাস আছে এ ব্যাপারে।" সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "রাজনীতি হলো একটি মরিয়া ব্যাপার। যখন প্রেসিডেন্ট তার প্রতিদ্বন্দ্বির মেয়ের সাথে গোপনে দেখা করতে চান, আমার ধারণা সেটা ইন্টেলিজেন্স-এর ব্যাপার না হয়ে অন্য কিছুই হবে।"

রাচেল শীতল অনুভব করলো। "আর আপনি ভয় পাচ্ছেন হোয়াইট হাউজ আমাকে রাজনীতিতে গুলিয়ে ফেলার জন্য উদগ্রীব?"

পিকারিং একটু থামলো। "আপনি আপনার বাবা সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করেন, সে ব্যাপারে কোনো রাখঢাক করেন না। আর আমার খুব কম সন্দেহই রয়েছে, এটা প্রেসিডেন্টের ক্যাম্পেইন স্টাফরা জানে। আমার কেন যেনো মনে হচ্ছে তারা আপনাকে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চাইছে।"

"আমি তবে কোনোটা ধ'রে নেবো?" ঠাট্টাচ্ছলে বললো রাচেল।

পিকারিংকে দেখে মনে হলো খুশি হয়নি। সে তার দিকে দৃঢ়ভাবে তাকালো। "সতর্ক ক'রে দেবার জন্য বলা, এজেন্ট সেক্সটন। আপনি যদি মনে করেন যে, আপনার পেশাদারিত্বের ব্যাপারের জন্য আপনার বাবার সাথে টানাপোড়েনের সৃষ্টি হবে তবে আমার উপদেশ হলো, আপনি প্রেসিডেন্টের অনুরোধটা ফিরিয়ে দিন।"

"ফিরিয়ে দেবো?" রাচেল নার্ভাস হয়ে হাসলো। "আমি কোনোভাবেই তাঁর অনুরোধ ফিরিয়ে দিতে পারি না।"

"না," ডিরেক্টর বললো, "আপনি না, আমি সেটা পারি।"

তার কণ্ঠটা একটু গর্জে উঠলো যেনো। রাচেলের মনে প'ড়ে গেলো পিকারিংকে পাতিহাঁস ব'লেও ডাকা হয়। ছোটখাটো মানুষ হওয়া সত্ত্বেও, পিকারিং রাজনৈতিক ভূমিকম্পের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। যদি সে চায়।

"আমার চিন্তাটা খুব সহজ," পিকারিং বললো। "আমার অধীনে যারা কাজ করে তাদেরকে রক্ষা করার দায়িত্বও আমারই। আমার কোনো লোক রাজনীতির খেলার ঘুটি হিসেবে ব্যবহৃত হোক এটা আমি হতে দেবো না।"

"আপনার দিক নির্দেশনাটা তবে কি?"

পিকারিং দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "আমার উপদেশ হলো, আপনি তার সাথে দেখা করেন। কোনো মন্তব্য করবেন না। প্রেসিডেন্ট যখন বলবেন তিনি কী চাচ্ছেন, আমাকে ফোন করবেন। আমি যদি মনে করি তিনি আপনার সাথে রাজনৈতিক খেলা খেলছেন, বিশ্বাস করুন, আমি আপনাকে এত দ্রত তা' থেকে বের ক'রে আনবো যে, লোকটা বুঝতেও পারবে না, তাঁকে কী আঘাত করছে।"

"ধন্যবাদ স্যার।" রাচেল ডিরেক্টরের তরফ থেকে এক ধরণের সুরক্ষার আশ্বাস পেলো, যা সে তার বাবার কাছ থেকে পাবার জন্য বহুদিন ধ'রে উদগ্রীব হয়ে আছে। "আপনি বলছিলেন, প্রেসিন্টে ইতিমধ্যেই গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন?"

"ঠিক তা না।" পিকারিং ভুরু কুচ্‌কে জানালার দিকে ইঙ্গিত করলো।

অনিশ্চিতভাবে রাচেল জানালার কাছে এগিয়ে গিয়ে বাইরে তাকালো।

একটি সাব-নোজ্‌ড এমএইচ-৬০জি পেইভ হক হেলিকপ্টার বাইরের প্রাঙ্গণে অপেক্ষা করছে। এ পর্যন্ত তৈরি করা সবচাইতে দ্রুত গতির কপ্টার এটি। এই পেইভ হক'টাতে হোয়াইট হাউজের সিল মারা রয়েছে। পাইলট পাশেই দাঁড়ানো, হাত ঘড়ি দেখছে।

রাচেল অবিশ্বাসে পিকারিংয়ের দিকে তাকালো। "হোয়াইট হাউজ মাত্র পনেরো মাইল দূরত্বের জন্য পেইভ হক পাঠিয়েছে?"

"মনে হচ্ছে, প্রেসিডেন্ট আশা করছেন হয় আপনি বিমোহিত হবেন, নয়তো ভড়কে যাবেন।" পিকারিং তার দিকে তাকালো। "আমার ধারণা আপনি এর কোনোটিই হননি।"

রাচেল মাথা নাড়লো। সে আসলে দুটোই হয়েছে।

চার মিনিট বাদে, রাচেল সেক্সটন এনআরও থেকে বেড়িয়ে হেলিকপ্টারের চ'ড়ে বসলো। সিট -বেল্ট বাধার আগেই কপ্টারটা উড়তে শুরু করলো। ভার্জিনিয়ার জঙ্গলের ওপর দিয়ে যাবার সময় রাচেল নিচের বৃক্ষসারির দিকে তাকিয়ে টের পেলো তার নাড়িস্পন্দন দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। সেটা এমনভাবে বাড়তে লাগলো যেনো তার মনে হচ্ছে হকারটা কখনই হোয়াইট হাউজে পৌছাতে পারবে না।

৫

ঝড়ো বাতাসে থার্মাটেকের তাবুটা যেনো ছিড়ে যাচ্ছে, কিন্তু ডেল্টা-ওয়ান সেটা মোটেও লক্ষ্য করলো না। সে এবং ডেল্টা-থৃ তাদের কমরেডের দিকে চোখ রাখছে। জয়স্টিকটা নিয়ে গভীর মনোযোগের সাথে কাজ করছে সে। তাদের সামনের পর্দায় একটা লাইভ ভিডিও দেখা যাচ্ছে। সেটা ক্ষুদ্র রোবটের ক্যামেরা থেকে ট্রান্সমিট হচ্ছে।

নজরদারীর মোক্ষম একটা হাতিয়ার, ডেল্টা-ওয়ান ভাবলো। এই যন্ত্রটা সচল করলে প্রতিবারই তারা মুগ্ধ হয়। পরবর্তীতে মাইক্রো-মেকানিক্সের জগতে এই সত্যটা দূর কল্পনাকেও ছাপিয়ে যাবে।

মাইক্রো ইলেক্ট্রো মেকানিক্যাল সিসটেম (এমইএমএস)—নজরদারীর উচ্চপ্রযুক্তির একটি নতুন এবং উন্নতমানের যন্ত্র, 'দেয়ালে ওড়ার প্রযুক্তি', তারা এটাকে এ নামেই ডাকে।

আক্ষরিক অর্থেই।

যদিও মাইক্রোস্কপিক, রিমোট কন্ট্রোলের রোবটটা শুনতে সায়েন্সফিকশান ব'লে মনে হচ্ছে, কিন্তু ১৯৯০ এর দশকেই এটার অস্তিত্ব ছিলো। *ডিসকভারি* ম্যাগাজিন ১৯৯৭ সালের মে মাসে মাইক্রোবোট নিয়ে কভার স্টোরি করেছিলো। সেটাতে ওরা এক সাঁতার কাটা রোবটের ছবিও দিয়েছিলো। সাঁতার কাটাটা – লবনের দানার আকারে – মানুষের শরীরের রক্ত প্রবাহে সেটা ঢুকিয়ে দেয়া যাবে, *ফ্যান্টাস্টিক ভয়েজ* সিনেমাতে যেমনটি দেখানো হয়েছে। এগুলো এখন উন্নতমানের চিকিৎসাবিজ্ঞানে ব্যবহার করা হচ্ছে ধমনীর অভ্যন্তরে কাজ করার জন্য, রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে সেটা পরিচালনা করা হয়ে থাকে। ধমনীর ব্লকেজ চিহ্নিত ক'রে কোনো রকম অস্ত্রোপচার ছাড়াই চর্বি কেটে ফেলা যায় এই যন্ত্রটি দিয়ে।

সেদিক থেকে, উড়ন্ত মাইক্রোবোট নির্মাণ করাটা আরো সহজ কাজ। কিটি হকের সময় থেকেই ক্ষুদ্র উড়ন্ত যান তৈরির প্রচেষ্টা শুরু হয়। এ ধরণের প্রথম উড়ন্ত মাইক্রোবোট আকাশে উড়াতে সক্ষম হয় নাসা, মানবহীন মহাকাশযান মঙ্গলে পাঠানোর গবেষণার অংশ হিসেবে। সেটা অবশ্য কয়েক ইঞ্চির দৈর্ঘ্যের ছিলো। এখন নানা প্রযুক্তির বিকাশ ঘটেছে। ফলে মাইক্রোবোট আর দূর কল্পনার বিষয় নয়, বাস্তব।

সত্যিকারের প্রচেষ্টাটি এসেছে বায়োমিনিকস নামের নতুন একটি ক্ষেত্র থেকে – ধরণীমাতাকে অনুকরণ করে। অতি ক্ষুদ্র ড্রাগন মাছিই হলো এসব রোবটের আদর্শ টাইপ। পিএইচ-টু মডেলের ডেল্টা-টু এক সেন্টিমিটার লম্বা – মশার আকৃতির – এটার রয়েছে সিলিকন দিয়ে তৈরি স্বচ্ছ দুটো ডানা। এজন্যে এটা শূন্যে ভালোমতো ভাসতে পারে।

মাইক্রোবোটের জ্বালানী গ্রহণের পদ্ধতিটি আরো একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। প্রথম মাইক্রোবোট প্রোটোটাইপটি কেবলমাত্র উজ্জ্বল আলোর উৎস থেকেই সেলের মধ্যে দিয়ে শক্তি সঞ্চয় করতে পারতো। সেটা অন্ধকারের জন্য উপযোগী ছিলো না। নতুন প্রোটোটাইপটি, কেবলমাত্র কয়েক ইঞ্চির চৌম্বক ক্ষেত্র থেকেই রিচার্জ ক'রে নিতে পারে তার শক্তি গেলোকে। আধুনিক সমাজে, চৌম্বক ক্ষেত্র একটি সহজলভ্য জিনিস, সর্বত্রই রয়েছে বলা চলে – কম্পিউটার মনিটর, ইলেট্রিক তার, অডিও স্পিকার, সেলফোন– মনে হয় রিচার্জ করার কোনো ঘাটতিই কোনোদিন হবে না। একবার মাইক্রোবোট ছেড়ে দিলে, সেটা সীমাহীনভাবেই অডিও-ভিডিও সিগন্যাল পাঠাতে সক্ষম হবে। ডেল্টা ফোর্সের পিএইচ টু এক সপ্তাহের বেশি সময় ধ'রে চালু আছে, এখন পর্যন্ত কোনো সমস্যা দেখা দেয় নি।

এখন, একটা পোকার মতো গোলাঘরের ভেতরে যেনো ভেসে বেড়াচ্ছে, শূন্যে ভাসা মাইক্রোবোটটা নিঃশব্দে ছুটে বেড়াচ্ছে বিশাল ঘরটার মধ্যে। উপর থেকে মাইক্রোবোটটা নিরবে চক্কর দিচ্ছে, নিচে কতগুলো মানুষ–টেকনিশিয়ান, বিজ্ঞানী, বিশেষজ্ঞ, অসংখ্য ক্ষেত্রের এক গেবষণাগার। পিএইচ-টু চক্কর দিতেই ডেল্টা-ওয়ান দু'জন পরিচিত মুখকে টার্গেট করলো, তারা কথা বলছে। তাদের কথা কোনো৷ দরকার। সে ডেল্টা-টু'কে বললো আরেকটু নিচে নেমে কথাবার্তা কোনোর জন্য।

ডেল্টা-টু রোবটের সাউন্ড সেন্সরটা বাড়িয়ে দিয়ে সেটা বিজ্ঞানীদের মাথার ঠিক দশ ফিট

উপরে স্থির ক'রে রাখলো।ট্রান্সমিশনটা ক্ষীণ হলেও শ্রবনযোগ্য ছিলো।

"আমি এখনও এটা বিশ্বাস করতে পারছি না," একজন বিজ্ঞানী বললেন। এখন থেকে আটচল্লিশ ঘন্টা আগে, এখানে আসার পর থেকে তাঁর প্রবল উত্তেজনাটা একটুও কমেনি।

যে লোকটার সাথে তিনি কথা বলছেন তার অবস্থাও একই রকম। "আপনার জীবনে কি ...আপনি ভেবেছিলেন যে এরকম কিছু দেখে যেতে পারবেন?"

"কখনও না।" বিজ্ঞানী জবাব দিলেন। এটাতো একটা চমৎকার স্বপ্নের মতো।"

ডেল্টা-ওয়ান যথেষ্ট শুনেছে। ভেতরের সবকিছুই প্রত্যাশানুযায়ীই ঘটছে। ডেল্টা-টু মাইক্রোবোটটাকে বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে দূরে নিয়ে গিয়ে তার আগের লুকানো জায়গায় নিয়ে গেলো। সে এই জিনিসটাকে একটা ইলেক্ট্রিক জেনারেটরের সিলিন্ডারের কাছে সবার অলক্ষ্যে পার্ক করলো। পিএইচ-টু'র এনার্জি-সেলসগুলো সঙ্গে সঙ্গেই পরের মিশনের জন্য রিচার্জ করতে শুরু ক'রে দিলো।

৬

রাচেল সেক্সটনের চিন্তাভাবনা সকালের অদ্ভুত ঘটনাবলীতে খেই হারিয়ে ফেলেছে। পেইভ হক কপ্টারটি সকালের আকাশ চিঁড়ে ছুটতে লাগলো। চিজাপিক উপসাগরের দিকে যাওয়ার আগ পর্যন্ত রাচেল বুঝতে পারেনি যে, তারা ভুল দিকে যাচ্ছে। কিছু বুঝতে না পেরে রাচেল উদ্বিগ্ন হয়ে গেলো।

"হেই!" সে পাইলটকে চিৎকার ক'রে বললো। "আপনি করছেন কি?" ব্লেডের ঘরঘর শব্দে তার কথা কিছুই কোনো৷ যাচ্ছে না। "আপনারতো আমাকে হোয়াইট হাউজে নিয়ে যাবার কথা।"

পাইলট মাথা ঝাঁকালেন। "দুঃখিত, ম্যাম। আজ সকালে প্রেসিডেন্ট হোয়াইট হাউজে নেই।"

রাচেল মনে করার চেষ্টা করলো, পিকারিং তাকে হোয়াইট হাউজের কথা বলেছিলেন কিনা, নাকি সে-ই ধ'রে নিয়েছে যে, তিনি সেখানে আছেন। "তাহলে প্রেসিডেন্ট এখন আছেন কোথায়?"

"তাঁর সাথে আপনার সাক্ষাৎটা হবে অন্যখানে।"

ধ্যাত্তারিকা। "সেটা কোথায়?"

"খুব বেশি দূরে নয়।"

"আমি সেটা জিজ্ঞেস করিনি।"

"আরো ষোলো মাইল দূরে।"

রাচেল তার দিকে কটমট ক'রে তাকালো। এই লোকটা নির্ঘাত রাজনীতিবিদ হবে। "আপনি কি বুলেটকে এড়িয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নও এড়িয়ে যাবার কৌশল শিখে ফেলেছেন?"

পাইলট কোনো জবাব দিলো না।

কপ্টারটা চিজাপিক পার হতে সাত মিনিট সময় নিলো। যখন ভূমি আবার দৃষ্টিগোচরে এলো তখন পাইলট উত্তর দিকের একটি সরু দ্বীপের উদ্দেশ্যে মোড় নিলো। রাচেল সেখানে এক সারি রানওয়ে এবং সামরিক ভবন দেখতে পেলো। পাইলট সেই জায়গাটাতে নেমে যেতে লাগলো। এবার রাচেল বুঝতে পারলো জায়গাটা কোথায়। ছয়টা লাঞ্চপ্যাড এবং রকেট টাওয়ারই ব'লে দেবার জন্য যথেষ্ট। একটি ভবনের ছাদে বিশাল ক'রে লেখা আছে : ওয়ালপ আইল্যান্ড

ওয়ালপ আইল্যান্ড হলো নাসা'র সবচাইতে পুরনো লাঞ্চ প্যাড। এখনও এটা স্যাটেলাইট লাঞ্চ করার জন্য এবং নিরীক্ষাধর্মী এয়ার ক্রাফট পরীক্ষার জন্য ব্যবহার করা হয়। ওয়ালপ হলো নাসা'র এমন একটি ঘাঁটি যেটা সবার অলক্ষ্যেই রয়ে গেছে।

প্রেসিডেন্ট ওয়ালপ আইল্যান্ডে আছেন?

এটাতো বোধগম্য হচ্ছে না।

পাইলট গতি কমিয়ে দিলো। "আপনি প্রেসিডেন্টের সাথে তাঁর অফিসে দেখা করবেন।"

রাচেল ঘুরে তাকালো। লোকটা কি ঠাট্টা করছে, ভেবে পেলো না। "আমেরিকার প্রেসিডেন্টের ওয়ালপ আইল্যান্ডেও একটা অফিস আছে?"

পাইলটকে দেখে সিরিয়াসই মনে হলো। "আমেরিকার প্রেসিডেন্ট যেখানে চাইবেন সেখানেই তাঁর অফিস হবে, ম্যাম।"

সে রানওয়ের শেষপ্রান্তে নির্দেশ করলো। দৈত্যাকৃতির অবয়বটা দেখেই রাচেলের হৃদস্পন্দন বন্ধ হবার উপক্রম হলো। ৩০০ গজ দূরে হলেও, সে হাল্কা নীল রঙের ৭৪৭টা দেখে চিনতে পারলো।

"আমি তাঁর সাথে ওটাতে..."

"হ্যা, ম্যাম। এটা তার বাড়ির বাইরের বাড়ি।"

রাচেল অভিজাত বিমানটার দিকে তাকালো, এটা খুবই উন্নতমানের সামরিক ভিসি-২৫এ বিমান। যদিও সারা দুনিয়া এটাকে অন্য নামে চেনে: এয়ারফোর্স ওয়ান।

"মনে হচ্ছে আজ সকালে আপনি এখানে নতুন," পাইলট বললো।

উদাসভাবে মাথা নাড়লো রাচেল। খুব কম আমেরিকানই জানে, আসলে দুটো এয়ারফোর্স ওয়ান রয়েছে—দেখতে হুবহু একই রকম, ৭৪৭ বি, একটার লেজে লেখা রয়েছে ২৮০০০ এবং অন্যটার লেজে ২৯০০০। দুটো প্লেনের গতিই ঘণ্টায় ৬০০ মাইল। এটাকে মোডিফাই ক'রে শূন্যেই রিফুয়েলিং করার উপযোগী ক'রে তোলা হয়েছে ফলে সীমাহীনভাবেই উড়তে সক্ষম এটি।

যখন প্রেসিডেন্ট অন্য দেশে ভ্রমণে যান, তখন প্রায়শই নিরাপত্তার খাতিরে সেই দেশের রাষ্ট্র প্রধানকে অনুরোধ করা হয়, এই প্লেনেই দেখা সাক্ষাত করার জন্য। যদিও এটা করা হয়ে থাকে নিরাপত্তার জন্য, তারপরও, নিশ্চিতভাবেই আরেকটা উদ্দেশ্যও রয়েছে। দরকষাকষির সুবিধার্থে বেশি সুবিধা পাবার জন্য একটু ভীতির সঞ্চার করা। হোয়াইট হাউজে যাওয়ার চেয়ে, এয়ারফোর্সে ওয়ান-এ যাওয়া বেশিই ভীতিকর। এক ইংরেজ মহিলা কেবিনেট সদস্য একবার প্রেসিডেন্ট নিক্সনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ক'রে বলেছিলো, তিনি নাকি 'নিজের পুরুষাঙ্গটি তার

মুখের দিকে নাড়িয়ে' তাকে এয়ারফোর্স ওয়ানে যাবার আমন্ত্রণ দিয়েছিলেন। পরে, ক্রুরা ঠাট্টা ক'রে প্লেনটার একটা ডাক নাম দিয়ে দেয়, 'বিগ ডিক' বা 'বড় লিঙ্গ' ব'লে।

"মিস সেক্সটন?" ব্লেজার পরা সিক্রেট সার্ভিসের এক সদস্য কপ্টারের দরজার সামনে এসে দরজাটা খুলে দিয়ে বললো, "প্রেসিডেন্ট আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।"

রাচেল কপ্টার থেকে নেমে বিশাল আকৃতির বিমানটার দিকে তাকালো। *উড়ন্তলিঙ্গের ভেতরে।* সে একবার শুনেছিলো এই উড়ন্ত 'ওভাল অফিস'টার রয়েছে চার হাজার বর্গফুটের মতো জায়গা, চারটা পৃথক প্রাইভেট ঘুমানোর কোয়ার্টার, ছাব্বিশ জন ফ্লাইট সদস্যের ঘুমানোর বিছানা, এবং পঞ্চাশজন লোকের খাবার জোগান দেবার উপযোগী দুটো কক্ষ।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় রাচেল টের পেলো সিক্রেট সার্ভিসের লোকটা তার ঠিক পেছনেই, তাকে তাড়া দিচ্ছে দ্রুত ওঠার জন্য। বিমানের শরীরে কেবিনে ঢোকার দরজাটা দেখে মনে হয় কোনো বিশাল রূপালি তিমি মাছের গায়ে একটা ফুটো। সে ভেতরে ঢুকতেই টের পেলো তার আত্মবিশ্বাসের চিড় ধরছে।

সহজ হও, রাচেল, এটা কেবলই একটা প্লেন।

সিক্রেট সার্ভিসের এক লোক তার হাত ধ'রে সংকীর্ণ প্যাসেজ দিয়ে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলো। তারা ডান দিকে ঘুরে একটু গেলো, তারপরই বিশাল আর জাকজমক একটা কেবিনে ঢুকে পড়লো। রাচেল ছবি দেখেই সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলো।

"এখানে অপেক্ষা করুন," লোকটা তাকে বলেই চ'লে গেলো।

রাচেল এয়ারফোর্স ওয়ানের বিখ্যাত কাঠের প্যানেলের কেবিনে একা দাঁড়িয়ে থাকলো। এই ঘরটা মিটিংয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তাদেরকে আপ্যায়ন করা হয় এখানে, প্রথমবার আসা কোনো যাত্রীকে অবশ্যই ভড়কে দেবার জন্য ব্যবহার করা হয়। ঘরটার প্রশস্ত পুরো বিমানটার প্রশস্তার সমান। ভেতরটার সাজসজ্জা খুবই নিখুঁত – কর্ডোভার হাতাওয়ালা চামড়ার চেয়ার, গোল মিটিং টেবিল, পিতলের ল্যাম্প, সোফার পাশেই আর মেহগনি কাঠের বার।

বোয়িং নক্সাকাররা এই কেবিনটা ডিজাইন করার সময় খুব যত্ন ক'রে এটার মধ্যে প্রশান্তি নামক জিনিসটা বজায় রেখেছে। 'প্রশান্তি' এই শব্দটা এখন রাচেলের কাছে অচেনাই মনে হচ্ছে। একমাত্র যে জিনিসটা সে ভাবতে পারছে, সেটা হলো, কতো বিখ্যাত রাষ্ট্রনায়কই না এখানে ব'সে আলোচনা করেছেন, পৃথিবীর আকার বদলে দেবার মতো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন!

এই ঘরের সব কিছুই যেনো ক্ষমতাকেই প্রকাশ করছে। হাল্কা তামাকের গন্ধ থেকে প্রেসিডেন্টের গোল সিলটা পর্যন্ত, সব কিছুতেই। কুশনে অলিভ ডাল আর তীর খামচে ধ'রে রাখা ঈগলপাখি এমব্রয়ডারি করা। সেটা এমনকি কার্পেট থেকে কোস্টার মানে গ্লাসের নিচে রাখা প্যাডে পর্যন্ত খোদাই করা। রাচেল একটা কোস্টার তুলে নিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখলো।

"এরইমধ্যে সুভেনির চুরি করা শুরু হয়ে গেছে?" তার পেছন থেকে গভীর একটা কণ্ঠ জিজ্ঞেস করলো।

রাচেল চমকে ঘুরে দাঁড়াতেই হাত থেকে কোস্টারটা পড়ে গেলে হাঁটু মুড়ে তুলতে গিয়ে দেখতে পেলো আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট তার দিকে চেয়ে দাঁত বের ক'রে হাসছেন।

"আমি রাজা বাদশাহ নই, মিস্ সেক্সটন। হাঁটু মোড়ার কোনো প্রয়োজন নেই।"

৭

সিনেটর সেজউইক সেক্সটন তার লিমোজিনের ভেতরে প্রাইভেসিটা বেশ ভালোমতোই উপভোগ করছেন, গাড়িটা এঁকেবেঁকে ওয়াশিংটনের সকালের ট্রাফিক জ্যাম পাশ কাটিয়ে ছুটে চলছে। সামনে ব'সে আছে তার চব্বিশ বছর বয়সী ব্যক্তিগত সহকারী গ্যাব্রিয়েল অ্যাশ। মেয়েটি দৈনিক শিডিউল প'ড়ে শোনাচ্ছে তাকে।

আমি ওয়াশিংটন ভালোবাসি, তিনি ভাবলেন, কাশ্মিরি সোয়েটারের নিচে সহকারীর নিখুঁত শারীরিক অবয়বটা আঁচ করতে পেরে সমীহ করলেন। *ক্ষমতা হলো সবচাইতে বড় আফ্রোদিসিয়াক...আর এটাই এই মেয়েটাকে এখানে নিয়ে এসেছে।*

গ্যাব্রিয়েল হলো নিউইয়র্কের আইভি লিগার, যে স্বপ্ন দেখে একদিন নিজেই সিনেটর হবে। সে তাও হতে পারবে, সেক্সটন ভাবলেন, সে দেখতে অবিশ্বাস্য রকমের আর চাবুকের মতোই তীক্ষ্ণ। তার চেয়ে বড় কথা, সে খেলার নিয়মকানুন ভালোই জানে।

গ্যাব্রিয়েল অ্যাশ কৃষ্ণাঙ্গিনী হলেও তার গায়ের রঙ মেহগনির মতো, এটাই সেক্সটনের পছন্দ। সেক্সটন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছে গ্যাব্রিয়েলকে বর্ণনা করেছেন, দেখতে হলোবেরি কিন্তু বুদ্ধিসুদ্ধি আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা হিলারি ক্লিনটনের মতো ব'লে। যদিও কখনও কখনও তিনি মনে করেন এটাও বুঝি কমই বলা হলো।

তিন মাস আগে, তিনি যখন গ্র্যাবিয়েলকে তাঁর নির্বাচনী প্রচারণায় নিয়োগ করেন তখন থেকেই মেয়েটা তাঁর জন্যে একটা বিশেষ সম্পদ হয়ে উঠেছে। আর সব চাইতে বড় কথা, সে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। তার ষোলো ঘন্টা কাজের সবচাইতে বড় সান্ত্বনা হলো, সে ঝানু রাজনীতিবিদদের সাথে থেকে কিছু শিখতে পারছে।

অবশ্য, সেক্সটন আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তুলে ভাবলেন। আমি তাকে কাজ করার চেয়েও বেশি কিছু করতে প্ররোচিত করেছি, গ্যাব্রিয়েলকে নিয়োগ দেবার পর, সেক্সটন তাকে গভীর রাতের 'অরিয়েন্টেশন 'সেশন' এ আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তাঁর প্রাইভেট অফিসে। অপ্রত্যাশিতভাবেই, তাঁর যুবতী সহকারী ভালোমতোই তৃপ্ত হতে এসেছিলো। খুব ধীর গতির, ধৈর্যের সাহায্যে, যুগ যুগ ধ'রে যে ব্যাপারে সেক্সটন একজন দক্ষ এবং ঝানু ওস্তাদ, তাঁর জাদু দেখিয়েছিলেন...গ্যাব্রিয়েল'র আস্থা অর্জন ক'রে, সাবধানে তার জড়তা দূর ক'রে, শান্ত থাকার নিয়ন্ত্রণ প্রদর্শন ক'রে অবশেষে তাকে তাঁর অফিসেই হরণ করেছিলেন।

সেক্সটনের খুব কম সন্দেহই ছিলো যে, সেই দ্বৈরথটা এই তরুণীর জীবনে সবচাইতে সেরা যৌন তৃপ্তির মুহূর্ত ছিলো। তারপরও, দিনের আলোতে গ্যাব্রিয়েল পরিষ্কারভাবেই অনুতপ্ত হয়েছিলো। বিব্রত হয়ে সে পদত্যাগ করতে চেয়েছিলো। সেক্সটন রাজি হোননি তাই গ্যাব্রিয়েল থেকে গেলো। কিন্তু সে তার উদ্দেশ্য পরিষ্কার ক'রে দিয়েছিলো। সম্পর্কটা কাজের বাইরে আর যাবে না।

গ্যাব্রিয়েল'র ভারি *ঠোঁট* দুটো এখনও নড়ছে..."আমি চাই না তুমি আজ সন্ধ্যার সিএনএন'র বিতর্কে এভাবে কোনো কিছু না জেনে অংশ নাও। আমরা এখনও জানি না,

হোয়াইট হাউজ কাকে তোমার বিরুদ্ধে পাঠাচ্ছে। আমি তোমার কাজে লাগবে এমন কিছু নোট টাইপ ক'রে রেখেছি।" সে তাঁর দিকে একটা ফোল্ডার বাড়িয়ে দিলো।

সেক্সটন সেটা নিলেন সাথে তার সুগন্ধী পারফিউমের সুবাসটাও।

"তুমি মনোযোগ দিয়ে শুনছো না।" সে বললো।

"অবশ্যই শুনছি।" তিনি দাঁত বের ক'রে হাসলেন। "সিএনএন'র বিতর্কটার কথা বাদ দাও। বাজে ব্যাপার হলো, হোয়াইট হাউজের উন্নাসিকরা কতিপয় নিচু স্তরের ক্যাম্পেইন শিক্ষানবীশকে পাঠাচ্ছে। আর ভালো ব্যাপারটা হলো, তারা বড়সড় কোনো হোমড়াচোমড়াকে পাঠাচ্ছে। আমি তাকে আস্ত গিলে খেয়ে ফেলবো।"

গ্যাব্রিয়েল ভুরু তুললো। "চমৎকার। আমি সম্ভাব্য আক্রমণাত্মক বিষয়ের একটি তালিকা তোমার নোটে দিয়ে দিয়েছি।"

"কোনো সন্দেহ নেই।"

"একটা নতুন বিষয়ও আছে তাতে। আমার মনে হয়, তোমাকে গতরাতে ল্যারি কিং লাইভ-এ সমকামীদের নিয়ে করা মন্তব্যটির মোকাবেলা করতে হতে পারে।"

সেক্সটন কাঁধ ঝাঁকালেন। কথাটা খুব একটা শুনলেন ব'লে মনে হলো না। "বুঝেছি, একই লিঙ্গের বিয়ের ব্যাপারটা।"

গ্যাব্রিয়েল তার দিকে অসন্তুষ্ট হয়ে তাকালো। "তুমি এটার বিরুদ্ধে খুব শক্ত করেই কথা বলেছো।"

একই লিঙ্গের বিয়ে, সেক্সটন তিক্তভাবে ভাবলেন। *আমার ওপর যদি সিদ্ধান্ত দেবার সুযোগ ঘটে, তবে ঐসব পাছা-মারাদের ভোটের অধিকার পর্যন্ত বাতিল ক'রে দেবো।* "ঠিক আছে, আমি সেটা দেখে নেবো।"

"ভালো। রেগে যেয়ো না। জনগণ কিন্তু মুহূর্তেই ঘুরে যেতে পারে। এখন তুমি বেশ ভালো করছো। সেটাই ধ'রে রাখো। বলটা মাঠের বাইরে পাঠানোর দরকার নেই আজ। কেবল সেটা নিয়ে একটু খেলবে।"

"হোয়াইট হাউজ থেকে কোনো খবর পেয়েছো?"

গ্যাব্রিয়েলকে খুশি মনে হলো। "আগের মতোই চুপ মেরে আছে। তোমার প্রতিপক্ষ "অদৃশ্যমানব" হয়ে গেছে।"

সেক্সটন তাঁর সৌভাগ্যের ব্যাপারটা বিশ্বাসই করতে পারছিলো না। কয়েক মাস ধরেই প্রেসিডেন্ট তাঁর নির্বাচনী প্রচারাভিযান নিয়ে কাজ ক'রে যাচ্ছিলেন। তারপর আচমকাই, এক সপ্তাহ আগে, তিনি ওভাল অফিসে নিজেকে বন্দী ক'রে রেখেছেন। তখন থেকেই কেউ তাঁকে দেখেনি, তাঁর কথা শুনতেও পায়নি। যেনো প্রেসিডেন্ট সেক্সটনের অভাবনীয় ভোটারদের পক্ষে নেয়াটাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে চাচ্ছেন না আর।

গ্যাব্রিয়েল তার মসৃণ কালো চুলে হাত বুলিয়ে বললো, "আমি শুনেছি হোয়াইট হাউজের স্টাফরাও আমাদের মতোই অন্ধকারে রয়েছে। প্রেসিডেন্ট তাঁর অদৃশ্য হবার কোনো ব্যাখ্যা দেননি। সেখানকার সবাই খুবই ভীত হয়ে আছে।

"কোনো সূত্র রয়েছে?" সেক্সটন বললেন।

গ্যাব্রিয়েল তার চশমার ফাঁক দিয়ে তাকালো। "আজ সকালে, আমি আমার হোয়াইট হাউজের লোকদের কাছ থেকে কিছু কৌতুহলোদ্দীপক ডাটা পেয়েছি।"

সেক্সটন তার চোখের চাহ্‌নিটা ধরতে পারলেন। গ্যাব্রিয়েল অ্যাশ আবারো ভেতরের কিছু তথ্য বের করতে পেরেছে। তিনি ভাবলেন, গ্যাব্রিয়েল হয়তো প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠ মহলের কারো কাছ থেকে ক্যাম্পেইন সিক্রেট বের করতে পেরেছে।

"গুজব আছে যে," তাঁর সহকারী বললো, কণ্ঠটা নিচে নামিয়ে। "প্রেসিডেন্টের অদ্ভূত আচরণটা শুরু হয়েছে গত সপ্তাহে জরুরি ভিত্তিতে নাসা'র প্রধানের সাথে গোপন মিটিংয়ের পর থেকেই। প্রেসিডেন্টকে মিটিং থেকে বের হবার সময় খুবই বিধ্বস্ত লাগছিলো। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর শিডিউল বদলে ফেলেন, তারপর থেকেই তিনি নাসা'র সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছেন।"

সেক্সট্রন নিশ্চিতভাবেই কথাটা পছন্দ করলেন। "তোমার ধারণা, নাসা আরো কিছু দুঃসংবাদ দিয়েছে?"

"সেটাই যৌক্তিক ব'লে মনে হচ্ছে।" সে আশাবাদী হয়ে বললো, "যদিও এতে ক'রে পুরো বিষয়টা বোঝা যাচ্ছে না, কেন তিনি সবকিছু এভাবে ছেড়ে দিচ্ছেন।"

সেক্সটন কথাটা মানলেন। যাইহোক, নাসা'র জন্য দুঃসংবাদই রয়েছে, তা' না হলে প্রেসিডেন্ট সেটা আমার মুখের ওপর ছুড়ে মারতেন। সেক্সটন প্রেসিডেন্টের নাসা'কে দেয়া ফান্ডের ব্যাপারে কঠোর অবস্থান নিয়েছেন। সাম্প্রতিক সময়ের স্পেস মিশনের ব্যর্থতা, বিশাল বাজেট আর ব্যয়, নাসা'র সম্মানকে ভুলুণ্ঠিত করেছে। সেজন্যেই সেক্সটনের এক আন অফিসিয়াল পোস্টারে একটি বাচ্চাকে দেখানো হয়েছে বিশালাকারের সরকারের যোগ্যতা আর বাহুল্যতার বিরুদ্ধে। মানতেই হবে, নাসা'কে আক্রমণ করাটা–আমেরিকার সবচাইতে প্রসিদ্ধ গর্বের বিষয়–বেশির ভাগ রাজনৈতিক নেতাই করতে চান না। কেন না তাদের ধারণা এতে ভোট না বেড়ে কমে যেতে পারে। কিন্তু সেক্সটনের হাতে রয়েছে এমন একটি অস্ত্র যা খুব কম রাজনীতিকের হাতেই আছে–গ্যাব্রিয়েল অ্যাশ, আর তার নিখাঁদ বুদ্ধি।

এই উদ্ভিন্না যুবতী মেয়েটি সেক্সটনের নজরে এসেছিলো কয়েক মাস আগেই, যখন সে সেক্সটনের ওয়াশিংটনের ক্যাম্পেইন অফিসের সমন্বয়কারী হিসেবে কর্মরত ছিলো। সেক্সটনের প্রচারাভিযান খুব ভালো সাড়া ফেলতে ব্যর্থ হলে, গ্যাব্রিয়েল অ্যাশ তাঁকে দিক নির্দেশনা দিয়ে একটি চিঠি লিখেছিলো যে, তাঁর দরকার নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে ক্যাম্পেইন চালানো। সে সিনেটরকে বলেছিলো, তাঁর উচিত হবে নাসাকে আক্রমণ করা, এর বিশাল বাজেট আর ব্যর্থতা তুলে ধরা। যাতে প্রেসিডেন্ট হার্নির লাগামহীন খরচের চিত্র জনসম্মুখে উন্মোচিত করা যায়।

"নাসা আমেরিকার সৌভাগ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে," গ্যাব্রিয়েল লিখেছিলো। সেই চিঠিতে অর্থনৈতিক বর্ণনা, ব্যর্থতা, আর অসাড়ত্বকেও তুলে ধরা হয়েছিলো। "ভোটারদের কোনো ধারণাই নেই। তারা একেবারে ভড়কে যাবে। আমার মনে হয় আপনার উচিত নাসা'কে রাজনীতির ইস্যু বানানো।"

পরের সপ্তাহেও, গ্যাব্রিয়েল নাসা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য পাঠিয়েছিলো সিনেটরের কাছে।

সেক্সটন যতোই পড়লেন ততোই বুঝতে পারলেন গ্যাব্রিয়েলের কথায় যুক্তি আছে। এমনকি সরকারী এজেন্সির নিরিখেও, নাসা অনেক বেশি বিধ্বংসী সংস্থা – ব্যয়বহুল, অকার্যকর, এবং সাম্প্রতিক ব্যর্থতায় ন্যুব্জ।

এক টিভি সাক্ষাতকারের সময়, উপস্থাপক যখন তাঁকে সরকারী স্কুলের ফান্ড বাড়ানোর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেটা কোত্থেকে যোগাবেন, সে ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলো, সেক্সটন তখন মনস্থির করেছিলেন গ্যাব্রিয়েলের তত্ত্বটার পরীক্ষা করা গেলে মন্দ হয় না। আধো ঠাট্টাচ্ছলে, তিনি বলেছিলেন, "শিক্ষার জন্য টাকা? আমি স্পেস কর্মসূচীর বাজেট অর্ধেক কমিয়ে ফেলবো। আমার ধারণা, নাসা যদি বছরে পনেরো বিলিয়ন ডলার মহাশূন্যে ব্যয় করে, আমার উচিত হবে এই বিশ্বের বাচ্চাদের জন্য সাড়ে সাত বিলিয়ন ডলার ব্যয় করা।"

ট্রান্সমিশন বুথে, সেক্সটনের ক্যাম্পেইন ম্যানেজার আতংকে শিহরিত হয়ে উঠেছিলো এহেন লাগামছাড়া মন্তব্যে। সঙ্গে সঙ্গেই রেডিও স্টেশনের ফোন লাইনের রিং হওয়াতে ম্যানেজার ভেবেছিলো স্পেস প্রেমীরা হয়তো ঘিরে ধরবে তাদেরকে।

তারপরই অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটলো।

"পনেরো বিলিয়ন ডলার বছরে?" প্রথম ফোনকারী বলেছিলো। তার কথা শুনে মনে হলো সে দারুণ আঘাত পেয়েছে। "আপনি কি বলছেন যে, আমার ছেলের অংকের ক্লাশ ছাত্রে পরিপূর্ণ হয়েছে, তার কারণ স্কুলগুলো প্রয়োজন সংখ্যক শিক্ষক রাখতে পারছে না। আর সেখানে কিনা নাসা বছরে পনেরো বিলিয়ন ডলার খরচ ক'রে স্পেসের ধূলিকণার ছবি তোলে?"

"উম...তা' ঠিকই বলেছেন," সেক্সটন উদ্বিগ্ন হয়ে বলেছিলেন।

"একেবারেই ফালতু। এ ব্যাপারে কি প্রেসিডেন্টের কিছু করার ক্ষমতা রয়েছে?"

"অবশ্যই রয়েছে।" সেক্সটন জবাব দিয়েছিলেন। আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে শুরু করলেন, "একজন প্রেসিডেন্ট যেকোন এজেন্সির বাজেটেই ভেটো দিতে পারেন।"

"তাহলে আপনি আমার ভোট পেয়ে গেছেন, সিনেটর সেক্সটন। স্পেস গবেষণায় পনেরো বিলিয়ন ডলার, আর আমাদের বাচ্চারা স্কুলে শিক্ষক পায় না। এটাতো অবিচার! গুড লাক, স্যার। আশা করি, আপনি এগিয়ে যাবেন।"

পরের জন ফোনে বললো, "সিনেটর, আমি কাগজে পড়েছি নাসা'র আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনের বাজেট বেড়ে গেছে, আর প্রেসিডেন্ট নাকি ভাবছেন সেই বর্ধিত বাজেট অনুমোদন ক'রে নাসা'র প্রজেক্টটাকে এগিয়ে নিতে। এটা কি সত্যি?"

সেক্সটন এ কথায় লাফিয়ে উঠলেন যেনো। "সত্যি!" তিনি ব্যাখ্যা ক'রে বললেন আসল প্রস্তাবটা ছিলো একটি যৌথ উদ্যোগে স্পেস স্টেশন নির্মাণ করবার। সেটাতে বারোটি দেশ খরচ বহন করবে। কিন্তু নির্মাণ কাজ শুরু হবার পরই বাজেট লাফিয়ে বেড়ে গেলে অনেক দেশই প্রকল্প থেকে স'রে দাঁড়ালো। প্রজেক্টটা স্থগিত না ক'রে প্রেসিডেন্ট বরং সেটার জন্য অর্থ বরাদ্দ দিয়ে কাজটি সম্পাদন করার চেষ্টা করছেন। সবার খরচ একাই বহন করছেন। "এই আইএসএস প্রকল্পে আমাদের প্রথম বাজেট ছিলো আট বিলিয়ন ডলার, তা এক লাফে বেড়ে দাঁড়িয়েছে একশ বিলিয়ন ডলারে!"

ফোনের লোকটা যেনো ভড়কে গেলো। "তবে প্রেসিডেন্ট কেন প্লাগটা টেনে খুলে ফেলছেন না?"

সেক্সটনের ইচ্ছে করছিলো লোকটাকে চুমু খায়। "একেবারে মোক্ষম প্রশ্ন। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো এক তৃতীয়াংশ টাকা ইতিমধ্যেই কক্ষপথে খরচ হয়ে গেছে, আর প্রেসিডেন্ট আপনাদের ট্যাক্সের পয়সা সেখানে ঢেলেই চলছেন। সুতরাং প্লাগ টেনে খোলার মানে হবে, আপনাদের কয়েক বিলিয়ন ডলার শ্রাদ্ধ করা।"

ফোন আসতেই থাকলো। এই প্রথমবারের মতো, মনে হলো, আমেরিকানরা জেগে উঠে ভাবতে শুরু করলো যে নাসা তাদের জন্য একটি অপশন কেবল – কোনো জাতীয় অপরিহার্যতা নয়।

অনুষ্ঠানটা শেষ হবার পর দেখা গেলো নাসা'র কতিপয় মরিয়া সমর্থক ছাড়া, যারা মানুষের জ্ঞানের অন্বেষার দোহাই দিয়ে থাকে, প্রায় বেশিরভাগ শ্রোতাই সেক্সটনের মতের সাথে একমত পোষণ করে: সেক্সটনের নির্বাচনী প্রচারণা হলিগ্রেইলের মতোই কামনার বস্তু হয়ে গেলো – নতুন একটি ধারণা, এমন একটি ইস্যু, যা ভোটারদের নার্ভে আঘাত হানলো।

পরের সপ্তাহগুলোতে সেক্সটন তাঁর প্রতিপক্ষকে কোনোঠাসা ক'রে ফেললেন।

তিনি গ্যাব্রিয়েল অ্যাশকে তাঁর নতুন ব্যক্তিগত ক্যাম্পেইন সহকারী হিসেবে নিয়োগ দিলেন, তাকে নাসা ইস্যুটা নিয়ে আসার জন্য প্রশংসা করলেন। হাতের ইশারায় সেক্সটন আফ্রিকান-আমেরিকান তরুণীকে রাতারাতি রাজনৈতিক তারকা বানিয়ে ফেললেন। সেই সাথে তাঁর বর্ণবাদী এবং সমকামী বিরোধী ইস্যুটাও মূহুর্তেই উধাও হয়ে গেলো।

এখন, লিমোজিনে একসাথে ব'সে, সেক্সটন জানতেন গ্যাব্রিয়েল আবারো নিজের মূল্যটা প্রমাণিত করতে যাচ্ছে। নাসা'র প্রধানের সাথে প্রেসিডেন্টের যে গোপন মিটিংয়ের নতুন তথ্যটা গ্যাব্রিয়েল দিলো, সেটা থেকে বোঝা যায়, নাসা আরো বড় কোনো সমস্যায় পড়েছে – সম্ভবত স্পেস স্টেশন থেকে আরেকটি দেশ তাদের ফান্ড দেবার প্রতীজ্ঞা থেকে নিজেদেরকে গুটিয়ে নিয়েছে।

লিমোজিনটা ওয়াশিংটন মনুমেন্ট দিয়ে যাবার সময় সেক্সটন টের পেলেন তাঁর নিয়তি উজ্জ্বল হয়ে ওঠছে।

৮

পৃথিবীর সবচাইতে ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক অফিসে ঢোকার যোগ্যতা অর্জন করলেও প্রেসিডেন্ট জাখারি হার্নি গড়পতার উচ্চতার একজন, হাল্কা পাতলা গড়ন আর সংকীর্ণ কাঁধের মানুষ। মুখে ছোপ ছোপ দাগ, বাইফোকাল দৃষ্টি এবং পাতলা কালো চুল তাঁর। তাঁর দেহসৌষ্ঠব যেমনই হোক না তাকে দেখলে মনে হয় যুবরাজের মতো, তিনি যাদেরকে নির্দেশ দেন, কথাটা তারা ভালমতোই জানে।

"খুশি হয়েছি আপনি ওটা তুলতে পেরেছেন ব'লে," প্রেসিডেন্ট হার্নি বললেন। রাচেলের সাথে করমর্দন করার জন্য এগিয়ে আসলেন তিনি। তাঁর হাতটা উষ্ণ আর আন্তরিক।

রাচেলের গলায় যেনো ব্যাঙ ঢুকে গেছে, সেটার সাথে লড়াই করলো সে। "অব...শ্যই

মাননীয় রাষ্ট্রপতি। আপনার সাথে দেখা হওয়াটা খুবই সম্মানের।"

প্রেসিডেন্ট তাঁর দিকে তাকিয়ে সহজ করবার জন্য একটা হাসি দিলেন। আর রাচেল এই প্রথম প্রত্যক্ষভাবে হার্নির কিংবদন্তীতুল্য বিনম্রতার আতিথেয়তা টের পেলো। লোকটার বিনয়ী হাসি আর উষ্ণতা কারোরই ভুলবার নয়। তাঁর চোখে সবসময়ই প্রতিফলিত হয় মহত্ত্বতা আর আন্তরিকতা।

উৎফুল্ল কণ্ঠে তিনি বললেন, "আপনি যদি আমার সঙ্গে একটু আসেন তো, আমি আপনার সম্মানার্থে এক কাপ কফি খাওয়াতে পারি।"

"ধন্যবাদ, স্যার।"

প্রেসিডেন্ট ইন্টারকম টিপে তাঁর অফিসে কফি পাঠিয়ে দিতে বললেন।

রাচেল প্রেসিডেন্টকে দেখে বুঝতে পারলো যে তিনি খুবই আমোদে রয়েছেন, বেশ আরামেই আছেন, অথচ তাঁর সামনে এক কঠিন নির্বাচন। তিনি পোশাকও পরেছেন খুব সাধারণমানের, নীল জিন্স, পোলো শার্ট আর এলএলবিন হাইকিং বুট।

রাচেল কথাবার্তা চালিয়ে যাবার চেষ্টা করলো। "পাহাড় বাইতে যাচ্ছেন কি...মিঃ প্রেসিডেন্ট?"

"মোটেই না। আমার ক্যাম্পেইন উপদেষ্টারা ঠিক করেছে আমার বেশভূষার নতুন রূপ দিতে হবে। আপনার কি মনে হয়?"

রাচেল আশা করলো তাঁর কথাটা আসলে অতোটা সিরিয়াস না। "এটা খুবই... পৌরুষোচিত, স্যার।"

"ভালো। আমরা ভাবছি, এতে ক'রে আপনার বাবার কাছ থেকে কিছু নারী ভোট কেড়ে নিতে সাহায্যে আসবে।" একটু পরেই প্রেসিডেন্ট হাসিতে ফেটে পড়লেন। "মিস সেক্সটন, এটা ঠাট্টা ক'রে বলেছি। আমার মনে হয়, আমরা দুজনেই জানি এই নির্বাচনে জিততে আমার পোলো শার্ট আর জিন্সের চেয়েও বেশি কিছু দরকার রয়েছে।"

প্রেসিডেন্টের খোলামেলা কথাবার্তা আর ভালো রসিকতার জন্য রাচেলের যে টেনশন হচ্ছিলো সেটা উবে গেলো। প্রেসিডেন্টের শারীরিক গঠন যাই হোক না কেন, তাঁর কূটনৈতিক মেধা যথেষ্ট ভালো। কূটনীতি হলো এক ধরণের দক্ষতা, জাখ হার্নির সেটা রয়েছে।

রাচেল প্রেসিডেন্টের পেছন পেছন প্লেনের পেছন দিকে চ'লে গেলো। যতোই গভীরে তারা যাচ্ছে, ভেতরের সাজসজ্জা দেখে ততোই মনে হচ্ছে এটা কোনো প্লেনের ভেতরের কক্ষ নয়। অদ্ভুত বিষয় হলো, পুরো প্লেনটাই ফাঁকা।

"একা একাই ভ্রমণ করছেন, মিঃ প্রেসিডেন্ট?"

তিনি মাথা ঝাঁকালেন, "আসলে, এইমাত্র ল্যান্ড করলাম।"

রাচেল অবাক হলো। *কোত্থেকে এসে ল্যান্ড করা হলো?* এই সপ্তাহে তার ইন্টেলিজেন্স বৃফ-এ প্রেসিডেন্টের প্লেন ভ্রমণের কোনো কথা ছিলো না। মনে হচ্ছে, তিনি ওয়ালপ আইল্যান্ডকে নিরবে-নিভৃতে ভ্রমণ করার জন্য বেছে নিয়েছেন।

"আপনার আসার ঠিক আগেই আমার স্টাফরা প্লেন থেকে নেমে গেছে," প্রেসিডেন্ট বললেন, "আমি খুব জলদিই হোয়াইট হাউজে ফিরে যাচ্ছি তাদের সাথে মিটিং করার জন্য।

কিন্তু আমি চেয়েছিলাম আপনার সাথে অফিসে দেখা না ক'রে এখানেই দেখা করতে।"

"আমাকে ভড়কে দেবার জন্যে?"

"বরং বলা চলে, আপনাকে সম্মান জানানোর জন্য, মিস সেক্সটন। হোয়াইট হাউজ আর যাইহোক প্রাইভেট কিছু না। আর আমাদের দুজনের সাক্ষাতটার খবর জানাজানি হলে আপনার বাবার সাথে আপনার সম্পর্কটা খারাপ অবস্থায় চ'লে যেতে পারে।"

"এটা আমি মানছি, স্যার।"

"মনে হচ্ছে আপনি খুব সূক্ষ্ম আর মাধুপূর্ণভাবে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেন, আর আমি এটা নষ্ট করারতো কোনো কারণ দেখি না।"

রাচেল ব্রেকফাস্টের সময়ে তার বাবার সাথে মিটিংয়ের কথা স্মরণ করলো আর সন্দেহ করলো 'মাধুর্যপূর্ণ' শব্দটার যোগ্য সে কিনা। তাসত্ত্বেও, জাখ হার্নি খুব ভদ্রভাবেই তার সাথে ব্যবহার করছেন, আর সেটা তাঁর করার দরকারও নেই।"

"আমি কি আপনাকে রাচেল ব'লে ডাকতে পারি?" হার্নি জিজ্ঞেস করলেন।

"অবশ্যই।" *আমি কি আপনাকে জাখ নামে ডাকতে পারি?*

"আমার অফিসে," প্রেসিডেন্ট তাঁর অফিসে ঢোকার ইশারা ক'রে দরজাটা নিজেই খুলে দিলেন।

এয়ারফোর্স ওয়ানের অফিসটা হোয়াইট হাউজের তুলনায় বেশিই আরামদায়ক, কিন্তু এর সাজসজ্জা খুব বেশি সংযমী। ডেস্কে কাগজের স্তূপ; আর এর পেছনে টাঙানো রয়েছে ক্লাসিক একটা তৈলচিত্র, ঝড়ের কবলে পড়া তিন জন নাবিক বিশাল ঢেউ থেকে নিজেদের রক্ষা ক'রে চলেছে। মনে হয়, এটা জাখ হার্নির বর্তমান শাসনামলটার একটি রূপক চিত্র।

প্রেসিডেন্ট রাচেলকে ডেস্কের সামনে থাকা তিনটা চেয়ারের একটাতে বসার জন্য ইশারা করলে সে বসলো। রাচেল আশা করেছিলো প্রেসিডেন্ট ডেস্কের পেছনের চেয়ারটাতে বসবেন, কিন্তু তিনি রাচেলের সামনে থাকা একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে পড়লেন ঠিক তারই পাশে।

সমকক্ষতা বোঝাতে চাচ্ছে, সে বুঝতে পারলো। *গণযোগাযোগ বিষয়ে একজন ওস্তাদ।*

"তো রাচেল," হার্নি বললেন, চেয়ারে বসার সময় ক্লান্তভাবে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। "আমি অনুমান করতে পারি, আপনি এখানে ব'সে খুবই দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছেন, আমি কি ঠিক বলেছি?"

"আসলে, স্যার, আমি খুবই হতবিহ্বল।"

হার্নি জোরে হেসে উঠলেন। "চমৎকার, প্রতিদিন তো আর আমি এনআরও'র কাউকে হতভম্ব করতে পারি না।"

"প্রতিদিনতো আর কোনো এনআরও'কে একজন প্রেসিডেন্ট এয়ারফোর্স ওয়ানে দাওয়াত দিয়ে ডেকে আনেন না। তাও আবার হাইকিং বুট পরা একজন প্রেসিডেন্ট।"

প্রেসিডেন্ট আবারো হাসলেন।

দরজায় টোকা পড়তেই বোঝা গেলো কফি এসে গেছে। একজন ক্রু হাতে ক'রে ট্রে নিয়ে ভেতরে ঢুকলো, প্রেসিডেন্টের ঠিক পাশেই মেয়েটা ট্রে-টা রেখে দিয়ে চ'লে গেলো।

"মাখন আর চিনি?" প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞেস ক'রে ঢালার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন।

"মাখন, প্লিজ।" রাচেলের নাকে সুগন্ধটা ভেসে এলো, *আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আমাকে*

নিজ হাতে কফি খাওয়াচ্ছেন?

জাখ হার্নি তার হাতে ভারি মগটা তুলে দিলেন। "একেবারে খাঁটি পল রিভিয়ার।" তিনি বললেন। "ছোট্ট একটা শৌখিনতা।"

রাচেল কফিতে চুমুক দিলো। তার জীবনের সেরা কফি এটা।

"যাইহোক," প্রেসিডেন্ট বললেন, "আমার হাতে সময় কম, সুতরাং কাজের কথায় আসা যাক।" প্রেসিডেন্ট তাঁর কফিতে এক চামচ চিনি ঢেলে নিলেন। "আমার ধারণা বিল পিকারিং আপনাকে সতর্ক ক'রে দিয়েছে, যে আপনাকে এখানে ডেকে আনার একমাত্র কারণ আমার রাজনৈতিক সুবিধা নেয়া?"

"আসলে, সত্যি বলতে কি স্যার, এটাই তিনি বলেছেন।"

প্রেসিডেন্ট হি হি ক'রে হাসলেন। "ও সবসময়ই বাতিকগ্রস্ত।"

"তাহলে তিনি ভুল বলেছেন?"

"আপনি কি ঠাট্টা করছেন?" প্রেসিডেন্ট অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। "বিল পিকারিং, কখনও ভুল বলে না। সে যথারীতি ঠিকই বলেছে।"

৯

গ্যাব্রিয়েল অ্যাশ উদাসভাবে সিনেটর সেক্সটনের লিমোজিনে ব'সে বাইরে তাকিয়ে আছে। গাড়িটা সেক্সটনের অফিসের দিকে যাচ্ছে। ভাবছিলো কীভাবে সে আজ এই অবস্থায় এসে পৌছেছে। সিনেটর সেক্সটনের ব্যক্তিগত সহকারী, এটাই তো সে চেয়েছিল, তাই নয় কি?

আমি আমেরিকার পরবর্তী প্রেসিডেন্টের সাথে একই লিমোজিনে ব'সে আছি।

গ্যাব্রিয়েল সিনেটরের দিকে তাকালো, তিনিও মনে হচ্ছে অন্য চিন্তায় নিমগ্ন। সে তাঁর হ্যান্ডসাম ফিগার আর আচার ব্যবহারে মুগ্ধ। তাঁকে প্রেসিডেন্টের মতোই লাগছে।

গ্যাব্রিয়েল তিন বছর আগে কর্নেল ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের এক বক্তৃতায় তাঁকে প্রথম দেখেছিলো। সে কখনও ভুলতে পারবে না কীভাবে তিনি শ্রোতাদের চোখে চোখ রেখে বলছিলেন, যেনো তাদের কাছে সরাসরি একটা বার্তা পাঠাচ্ছেন – আমার উপর আস্থা রাখুন। বক্তৃতা শেষে গ্যাব্রিয়েল লাইনে দাঁড়িয়ে তাঁর সাথে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করেছিলো।

"গ্যাব্রিয়েল অ্যাশ," সিনেটর বলেছিলেন তার ট্যাগে লেখা নামটা দেখে। "চমৎকার একটি নাম, চমৎকার একজন তরুণীর জন্য।" তাঁর চোখে ছিলো আশ্বস্ততার ছাপ।

"ধন্যবাদ, স্যার," গ্যাব্রিয়েল জবাব দিয়েছিলো, লোকটার সাথে করমর্দনের সময় লোকটার শক্তিও টের পেয়েছিলো সে। "আপনার বক্তৃতা সত্যি আমাকে মুগ্ধ করেছে।"

"শুনে খুশি হলাম।" সেক্সটন তার হাতে একটা বিজনেস কার্ড ধরিয়ে দিলেন। "আমি সব সময়ই উজ্জ্বল তরুণ-তরুণীদের সন্ধান করি যারা আমার মতোই স্বপ্ন লালন করে। স্কুল শেষ ক'রে আমার কাছে আসবেন। আমার লোকজন হয়তো আপনার জন্য একটা কাজ খুঁজে দিতে পারবে।"

গ্যাব্রিয়েল ধন্যবাদ দেবার আগেই সিনেটর আরেকজনের সাথে কথা বলার জন্য লে গিয়েছিলেন। এর পর থেকেই গ্যাব্রিয়েল সিনেটরকে টেলিভিশনে সরকারী ব্যয়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া অবস্থান দেখে আরো মুগ্ধ হয়েছিলো। তারপর, আচমকা যখন সিনেটরের স্ত্রী গাড়ি দূর্ঘটনায় মারা গেলেন, তখন সিনেটরের নেতিবাচক থেকে ইতিবাচক হয়ে ওঠা দেখে গ্যাব্রিয়েল মুগ্ধ হয়ে গেলো। সেক্সটন তাঁর ব্যক্তিগত শোক থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দাঁড়াবেন এবং নিজের বাকি জীবন স্ত্রী'র স্মৃতির উদ্দেশ্যে জন সেবায় উৎসর্গ করবেন। গ্যাব্রিয়েল তখনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো সে তাঁর সঙ্গে কাজ করবে এবং সেক্সটনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারণায় নিজেকে যুক্ত করবে।

এখন সে অন্য যে কারোর চেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ।

গ্যাব্রিয়েল সেই রাতটার কথা স্মরণ করলো, যে রাতে সে সিনেটরের সঙ্গে কাটিয়েছিলো। সে ঐ রাতটার কথা মাথা থেকে দূর করার চেষ্টা করলো। *আমি কি ভাবছিলাম?* সে জানতো, তার বাঁধা দেয়া উচিত ছিলো। কিন্তু সে তা করতে পারেনি। সেক্সটন তার কাছে দীর্ঘদিন ধরেই একজন আদর্শ...আর তাঁকে পেতেও চাইতো।

লিমোজিনটা ঝাকি খেলে সে বাস্তবে ফিরে এলো।

"ঠিক আছো তো?" সেক্সটন বললেন।

গ্যাব্রিয়েল একটু হেসে বললো, "ঠিক আছি।"

"তুমি সেই ব্যাপারটাই ভাবছো তাই না?

সে কাঁধ ঝাঁকালো। "আমি এখনও এ নিয়ে চিন্তিত, হ্যা।"

"ভুলে যাও সেটা। তুচ্ছ কাজটাই আমার প্রচারের জন্য সেরা কাজ হবে।"

তুচ্ছ কাজ, গ্যাব্রিয়েল বুঝতে পেরেছিলো, রাজনীতিতে এটার অর্থ হলো, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ব্যাপারে এমন তথ্য ফাঁস করা যে, আপনার প্রতিপক্ষ লিঙ্গ বর্ধক যন্ত্র ব্যবহার করে কিংবা *স্টাড মাফিন* পত্রিকার একজন গ্রাহক। এই কাজটা কোনো জৌলুসপূর্ণ কৌশল নয়, কিন্তু এটা যখন ঠিকমতো কাজ করে, তখন বেশ কাজে দেয়।

অবশ্য, এটা যখন হিতে বিপরীত হয়...এতে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। হোয়াইট হাউজের জন্য, একমাস আগে, প্রেসিডেন্টের ক্যাম্পেইন স্টাফরা জনমত হারিয়ে ঘাবড়ে গিয়ে, সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো একটা কেচ্ছা কাহিনী ফাঁস ক'রে দেবে, তাদের ধারণা ছিলো কাহিনীটা সত্যি, সিনেটর সেক্সটন তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীর সাথে যৌন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছেন। হোয়াইট হাউজের জন্য খারাপ খবর ছিলো যে, তাদের কাছে শক্ত কোনো প্রমাণ ছিলো না। সিনেটর সেক্সটন গভীরভাবে বিশ্বাস করেন যে, সবচাইতে সেরা আত্মরক্ষা হলো শক্তভাবে আক্রমণ করা। তিনি একটা সংবাদ সম্মেলন ক'রে ঘোষণা দিলেন যে তিনি নির্দোষ এবং এই ঘটনায় খুবই ক্ষুব্ধ। "আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না," তিনি বলেছিলেন। ক্যামেরার দিকে তীব্র যন্ত্রণায় তাকিয়ে, "প্রেসিডেন্ট আমার স্ত্রীর স্মৃতিকে এভাবে জঘন্য মিথ্যা দিয়ে অসম্মান করতে পারেন।"

সিনেটরের টিভি অভিনয়টা এতোটাই নিখুঁত হয়েছিলো যে, গ্যাব্রিয়েল নিজেও বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলো যে, তারা একসাথে কখনও ঘুমায়নি। এতো স্বাচ্ছন্দে সিনেটর মিথ্যে

বলতে পারে দেখে গ্যাব্রিয়েলের মনে হলো তিনি অবশ্যই একজন বিপজ্জনক ব্যক্তি হবেন।

পরে, যদিও গ্যাব্রিয়েল নিশ্চিত যে, সে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে শক্তিশালী ঘোড়াকেই সমর্থন করছে, তারপরও সে ভাবতে লাগলো সে সবচাইতে সেরা ঘোড়াকে সমর্থন করছে কিনা।

যদিও গ্যাব্রিয়েল সেক্সটনের মেসেজের ওপর এখনও আস্থা অটুট রেখেছে, তারপরও সে মেসেনজারের ব্যাপারে প্রশ্ন করতে শুরু ক'রে দিয়েছে।

১০

"আমি আপনাকে যেটা বলতে চাই, রাচেল," প্রেসিডেন্ট বললেন, "সেটা হলো খুবই গোপনীয় একটি ব্যাপার, সেটা আপনার সাম্প্রতিক নিরাপত্তা ক্লিয়ারেন্সের বাইওে একদম।"

রাচেলের মনে হলো এয়ারফোর্স ওয়ান-এর দেয়ালগুলো চেপে ধরছে তাকে। প্রেসিডেন্ট তাকে উড়িয়ে নিয়ে এসে এই ওয়ালপ আইল্যান্ডে এনে, নিজের প্লেনে আমন্ত্রণ জানিয়ে, নিজের হাতে কফি ঢেলে, তাকেই কিনা বলছে যে, তিনি রচেলকে তার বাবার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সুবিধা পাবার জন্যে ব্যবহার করবেন। আর এখন কিনা তিনি তাকে একটি গোপনীয় তথ্য দিতে চাচ্ছেন। জাখ হার্নি ওপরে ওপরে যতো আন্তরিক আর বিনয়ীই হোন না কেন, রাচেল সেক্সটন বুঝতে পারলো লোকটার সম্পর্কে আরো গুরুত্বপূর্ণ কিছু অজানাই রয়ে গেছে। এই লোকটা খুব দ্রুতই নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিতে পারে।

"দুই সপ্তাহ আগে," প্রেসিডেন্ট তার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "নাসা একটি জিনিস আবিষ্কার করেছে।"

শব্দটার অর্থ বুঝতে রাচেলের একটু সময় লাগলো। *নাসা'র একটি আবিষ্কার?* সাম্প্রতিক গোয়েন্দা রিপোর্ট মতে এই এজেন্সিটা এখন আর তেমন কিছু করতে পারছে না। অবশ্য, আজকাল নাসা'র আবিষ্কার মানে তারা কিছু কম বাজেটের প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

"আরো কিছু বলার আগে," তিনি বললেন, "আমি জানতে চাই, আপনি আপনার বাবা'র নাসা সম্পর্কে বাতিকগ্রস্ততার কথা কিছু বলবেন কিনা।"

রাচেল কথাটা বুঝতে পারলো। "আমি আশা করতে পারি, আপনি আমাকে এখানে আমার বাবা'র নাসা বিরুদ্ধ কথাবার্তা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ডেকে আনেননি।"

তিনি হেসে উঠলেন, "একেবারেই না। আমি অনেকদিন সিনেটে ছিলাম, তাই জানি সেজউইক সেক্সটনকে কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।"

"আমার বাবা একজন সুবিধাবাদী লোক, স্যার। বেশিরভাগ সফল রাজনীতিবিদদের মতোই। আর দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো নাসা নিজে একটি সুবিধা হিসেবে তাঁর কাছে ধরা দিয়েছে।" ইদানীংকালের নাসা'র ভুলত্রুটিগুলো এতোটাই অসহায়রকমের যে, কেউ হাসবে না হয়তো কাঁদবে – যে উপগ্রহটা কক্ষপথে ছেড়ে দেয়া হলো, সেটা আর কোনো খবর পাঠাতে পারছে না। আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনের বাজেট দশগুন বেড়ে যাওয়াতে সদস্য দেশগুলো এমনভাবে পিছু হটে গেছে যে ডুবন্ত জাহাজ থেকে ইঁদুরের দল লাফিয়ে পড়ছে। বিলিয়ন ডলারের অপচয় হয়েছে। আর সেক্সটন সেই ঢেউয়ের ওপর সওয়ার হয়েছেন – এমন একটি

ঢেউ, যা তাঁকে ১৬৮০ পেনসেলভিনিয়া এভিনুর উপকূলে পৌছে দিতে পারবে।

"আমি মানছি," প্রেসিডেন্ট বললেন, "নাসা একটি চলন্ত দূর্বিপাক। প্রতিবারই আমি যখন তাদেরকে ফিরিয়ে দেই, তারা আমাকে আরেকটা কারণ দেখিয়ে দেয় তাদের বাজেট কাটছাট করার জন্য।"

রাচেল একটা ফাঁক পেয়ে গেলো। "তারপরও, স্যার, আমি কি পড়িনি যে, আপনি গত সপ্তাহে তাদেরকে আরো তিন বিলিয়ন ডলার জরুরি ভতুর্কি দিয়ে আরেকবার রক্ষা করেছেন?"

প্রেসিডেন্ট মিটিমিটি হাসলেন। "আপনার বাবা এতে খুশিই হয়েছেন, তাই না?"

"অনেকটা নিজের ঘাতকের কাছে অস্ত্র পাঠিয়ে দেবার মত।"

"লাইভলাইন অনুষ্ঠানে তাঁর কথা কি আপনি শুনেছেন? 'জাখ হার্নি হলেন মহাশূন্য আসক্ত আর ট্যাক্স দাতারা তাঁর অভ্যাসের খোরাক জোগাচ্ছেন'।"

"কিন্তু আপনারা তাঁর কথাটাকে ঠিক বলেই তো প্রমাণ ক'রে যাচ্ছেন, স্যার।"

হার্নি মাথা নাড়লেন। "আমি এ ব্যাপারটা লুকাব না যে, আমি নাসা'র একজন ভক্ত। সব সময়ই আমি তাই ছিলাম, আমি স্পেস রেস যুগের একজন সন্তান – স্পুটনিক, জন গ্লেন, এ্যাপোলো ১১ – আর আমি কখনও এটা প্রকাশ করতে দ্বিধান্বিত হইনি যে, আমাদের স্পেস প্রোগ্রাম দেশের গর্ব। আমার মতে, নাসা'তে কর্মরত নারী-পুরুষেরা ইতিহাসের আধুনিক অগ্রপথিক। তারা অসম্ভবকে সম্ভব করার চেষ্টা করে, ব্যর্থতা মেনে নেয়, সবার সমালোচনা সহ্য ক'রে পুনরায় কাজে লেগে পড়ে।"

রাচেল নিরব রইল, আঁচ করতে পারলো প্রেসিডেন্টের শান্তশিষ্ট আচরণ একটু বদলে গেছে, তার বাবার বিরামহীন নাসা বিরোধী কথাবার্তায় ক্ষেপে আছেন তিনি। রাচেল ভাবতে লাগলো নাসা আসলে কী আবিষ্কার করেছে।

"আজ," হার্নি বললেন, তাঁর কণ্ঠে উত্তেজনা। "আমি আপনার নাসা সম্পর্কিত ধারণাটা একটু বদলে দিতে চাই।"

রাচেল কিছু না বুঝতে পেরে তাঁর দিকে তাকালো। "ইতিমধ্যেই আপনি আমার ভোট পেয়ে গেছেন, স্যার। আপনার এখন দেশের বাকি লোকদের ব্যাপারে মনোযোগ দেয়া দরকার।"

"সেটাই আমি চাই।" তিনি হেসে কফিতে চুমুক দিলেন। "আর আমি সে ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাইছি।" একটু থেমে তিনি রাচেলের দিকে ঝুকলেন। "খুবই ভিন্ন একটি পথে।"

এবার রাচেল বুঝতে পারলো জাখ হার্নি তার প্রতিটি পদক্ষেপের দিকেই নজর রাখছেন, যেমন কোনো শিকারী তার শিকারের ওপর নজর রাখে, যাতে সেটা পালাতে না পারে। দুঃখের বিষয় হলো, রাচেল পালাবার কোনো পথ দেখতে পেলো না।

"আমার ধারণা," প্রেসিডেন্ট দু'জনের মগেই কফি ঢেলে বললেন, "আপনি নাসা'র ইওএস প্রকল্পটির কথা শুনেছেন?"

রাচেল সায় দিলো। "আর্থ অবজারভেশন সিস্টেম। আমার বিশ্বাস আমার বাবা এটা এক বা একাধিকবার উল্লেখ করেছেন।"

সত্য হলো রাচেলের বাবা প্রায় সব সময়ই এটা উল্লেখ ক'রে থাকেন। এটা হলো নাসা'র সবচাইতে ব্যয়বহুল আর বিতর্কিত একটি প্রকল্প – পাঁচটি স্যাটেলাইটের একটি স্থাপনা, যা মহাশূন্য থেকে পৃথিবীর পরিবেশ বিশ্লেষণ করে: ওজনস্তরের ক্ষয় হওয়া, মেরু অঞ্চলের বরফ গলা, বৈশ্বিক উষ্ণতা, রেইনফরেস্টের বিলুপ্ত হওয়া। এখান থেকে উপাত্ত নিয়ে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করলে ভাল ফলদায়ক হবে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, ইওএস প্রকল্পটি ব্যর্থতায় আকণ্ঠ ডুবে আছে। নাসা'র অন্য অনেক প্রজেক্টের মতই এই প্রজেক্টটাও শুরু থেকে ব্যয়বহুল বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। আর এ ব্যাপারে জাখ হার্নির বেশ কোনোঠাসাও হয়েছেন। তিনি কংগ্রেস থেকে অনুমোদন করিয়ে ইওএস প্রকল্পে ১.৪ বিলিয়ন ডলার জুগিয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও কাজ হয়নি, ক্রমাগত লাঞ্চিং ব্যর্থতা, কম্পিউটার গোলযোগ, আর নাসা'র সংবাদ সম্মেলন ছাড়া অন্য কোনো ফলপ্রসু কাজ হয়নি। এ ব্যাপারে একমাত্র লাভ হয়েছে কেবল সিনেটের সেক্সটনের। যিনি ভোটারদেরকে বোঝাতে পেয়েছেন যে, প্রেসিডেন্ট তাদের মূল্যবান ট্যাক্সের পয়সা কীভাবে এসব ফালতু কাজে ঢেলে নষ্ট করছেন।

প্রেসিডেন্ট তাঁর মগে একটু চিনি ঢেলে নিলেন। "এটা খুব অবাক করার মত হতে পারে, নাসা'র আবিষ্কারটা ইওএস'র মাধ্যমেই হয়েছে।"

রাচেল এবার খেই হারিয়ে ফেললো। ইওএস যদি সাম্প্রতিক এই সাফল্য পেয়েই থাকে, তবে নাসা নিশ্চিতভাবেই সেটা ঘোষণা করত, তাই নয়কি? তার বাবা তো ইওএস'কে মিডিয়াতে ক্রুশবিদ্ধ করেছেন, তাই স্পেস এজেন্সি ভাল খবর পেলে সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবহার করবে।

"আমি ইওএস'এর আবিষ্কারের ব্যাপারে কিছুই শুনিনি," রাচেল বললো।

"আমি জানি। নাসা এই সুসংবাদটি আরো কিছুদিন নিজেদের কাছেই রাখতে চায়।"

রাচেল সন্দেহ করলো, "আমার অভিজ্ঞতা বলে, স্যার, নাসা'র জন্য কোনো খবরই সুসংবাদ, নয়।" রাচেলের এনআরও'তে একটা জোক প্রচলিত রয়েছে যে, নাসা তাদের কোনো বিজ্ঞানী পাদ দিলেও সংবাদ সম্মেলন ক'রে থাকে।

প্রেসিডেন্ট ভুরু তুললেন। "আহ্, হ্যা। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে, আমি পিকারিংয়ের একজন শিষ্যের সাথে কথা বলছি। সে কি এখনও নাসা'র ব্যর্থতা নিয়ে গজগজ ক'রে থাকে?"

"তাঁর কাজ হলো নিরাপত্তা নিয়ে, স্যার। তিনি সেটা খুব গুরুত্বের সাথেই দেখেন।"

"খুব ভাল মতই দেখে সেটা। আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে, একই রকম দুটো এজেন্সি হলেও তারা একে অন্যের সাথে সৌহার্দ্য বজায় রাখে না।"

উইলিয়াম পিকারিংয়ের অধীনে কাজ করতে গিয়ে রাচেল জানতে পেরেছে যে, যদিও নাসা এবং এনআরও স্পেস সংশ্লিষ্ট এজেন্সি, কিন্তু তাদের দর্শন পুরোপুরি বিপরীত মেরুর। এনআরও হলো প্রতিরক্ষা এজেন্সি আর তারা সব কিছুই গোপন রাখে। অথচ নাসা তার যেকোন ধরণের কর্মকাণ্ডই প্রচার ক'রে বেড়ায় – এজন্যে প্রায়শই, পিকারিং জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে শংকা প্রকাশ করেন। নাসা'র কিছু উন্নতমানের প্রযুক্তি – হাই রেজুলেশন লেন্স সমৃদ্ধ

স্যাটেলাইট টেলিস্কোপ, দূরপাল্লার যোগাযোগ সিস্টেম এবং রেডিও ইমেজিং যন্ত্রপাতি শত্রুভাবাপন্ন দেশের কাছে নিজেদের গোয়েন্দা কার্যক্রমকে উন্মোচিত ক'রে ফেলে। বিল পিকারিং প্রায়ই বলেন যে, নাসা'র লোকজনের রয়েছে বড়সড় মাথা, তার চেয়ে বড় তাদের মুখ।

তাছাড়া অন্য যে কারণটা রয়েছে সেটা হলো, এনআরও'র স্যাটেলাইটগুলো নাসা'ই উৎক্ষেপণ ক'রে থাকে, সাম্প্রতিককালে নাসা'র ব্যর্থতা সরাসরি এনআরও'কে সমস্যায় ফেলে দেয়। ১৯৯৮ সালের ১২ই আগস্টের ব্যর্থতার চেয়ে অবশ্য বড় ব্যর্থতা আর হয় না। নাসা'র টাইটান ৪ রকেট লাঞ্চিংয়ের চল্লিশ সেকেন্ডের মধ্যে বিস্ফোরিত হয়ে তার মধ্যে থাকা সব কিছু ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল – ১.২ বিলিয়ন ডলারের এনআরও'র স্যাটেলাইট, ছদ্মনাম ভোরটেক্স-টু। মনে হয় পিকারিং এটা কোনোভাবেই ভুলতে পারছে না।

"তো, নাসা কেন এই ব্যাপারটা নিয়ে জনসম্মুখে কিছু বলছে না?" রাচেল বললো। "এই মুহূর্তে তাদের তো এ রকম ভাল খবরই ব্যবহার করা উচিত।"

"নাসা চুপ আছে," প্রেসিডেন্ট বললেন, "কারণ আমি তাদেরকে এরকম করতে আদেশ করেছি।"

রাচেল অবাক হয়ে গেলো, সে কি ভুল শুনছে। প্রেসিডেন্ট কেন এরকম হারিকিরি করছেন, সেটা সে বুঝতে পারলো না।

"আবিষ্কারটা," প্রেসিডেন্ট বললেন। "আমরা বলতে পারি...অবিশ্বাস্য রকমের।"

রাচেলের অস্বস্তি হলো। গোয়েন্দা বা ইন্টেলিজেন্স জগতে অবিশ্বাস্য কথাটা খুব কম সময়ই ভাল সংবাদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। "কোনো সমস্যা কি হয়েছে?"

"না, কোনো সমস্যা নেই। ইওএস যা আবিষ্কার করেছে, তা এক কথায় দারুণ।"

রাচেল চুপ মেরে গেলো।

"ধরুন, আমি আপনাকে বললাম যে, নাসা এমন একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেছে যার গুরুত্ব অপরিসীম...দুনিয়া কাঁপানো ঘটনা...তবে কি সেটা আমেরিকানদের মূল্যবান অর্থের সদ্ব্যবহার হিসেবে ধরা হবে?"

রাচেল কল্পনাও করতে পারছিল না।

প্রেসিডেন্ট উঠে দাঁড়ালেন। "আসুন, একটু হাটাহাটি করি?"

১১

রাচেল এয়ারফোর্স ওয়ানের গ্যাংওয়েতে প্রেসিডেন্ট হার্নির সাথে হাটছে। সিঁড়ি দিয়ে নামতেই তার মনে হলো মার্চের বাতাস পরিষ্কার ক'রে দিচ্ছে তার মনটা। এখন প্রেসিডেন্টের কথা শুনে মনে হচ্ছে, তাঁর দাবিটা আগের চেয়েও বেশি শক্তিশালী।

নাসা এমন একটি আবিষ্কার করেছে যাতে আমেরিকানদের প্রতিটি ডলারেরই সদ্ব্যবহার হয়েছে?

রাচেল কেবলমাত্র একটা আবিষ্কারের কথাই ভাবতে পারলো, যেটা এ ধরণের গুরুত্ব

বহন করতে পারে, আর সেটা হলো নাসা'র হলিগ্রেইল – অপার্থিব জীবের সাথে যোগাযোগ করা। কিন্তু রাচেল এও জানত যে এরকম হলিগ্রেইলের সন্ধান পাওয়াটা একেবারেই অসম্ভব।

একজন ইন্টেলিজেন্স বিশ্লেষক হিসেবে রাচেল তার কর্মক্ষেত্রের বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে বিরামহীনভাবেই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়–অপার্থিব জীবদের সাথে সংযোগ স্থাপনের বিষয়টি সরকার আড়াল করছে কিনা। 'শিক্ষিত' বন্ধুদের কাছ থেকে বহু ধরণের তত্ত্ব শুনে থাকে সে–বর্হিজগতের প্রাণীদের ভূপাতিত মহাকাশযান সরকারের গোপন কোনো বাঙ্কারের লুকিয়ে রাখা, অপার্থিবজীবের শবদেহ বরফে সংরক্ষণ করা, এমনকি কিছু বেসামরিক লোককে বর্হিজীবেরা অপরহণ ক'রে নিয়ে গিয়ে অপারেশনও করেছে গবেষণার জন্য।

এসবই বাজে কথা, অবশ্যই। কোনো বর্হিজীব নেই। কোনো লুকানোর ব্যাপারও নেই।

ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটিতে সবাই জানে এবং বোঝে, বেশিরভাগ অপার্থিবজীব দর্শন এবং তাদের কর্তৃক অপহৃত হবার কাহিনীগুলো উর্বর কল্পনাপ্রসূত অথবা টাকা কামানোর ধান্দাবাজি। যখনই কোনো বিশ্বাসযোগ্য ইউএফও'র ছবির প্রমাণ পাওয়া যায়, অদ্ভুতভাবেই সেটা কোনো ইউএস মিলিটারি বিমানঘাঁটির কাছেই ঘটে, যারা উন্নতমানের গোপন এয়ার ক্রাফটের উড্ডয়ন পরীক্ষা ক'রে থাকে। লকহিড যখন তাদের নতুন জেট ফাইটার, যার নাম স্টিল্‌থ বোম্বার, এর পরীক্ষা করতে শুরু করলো, এডওয়ার্ড এয়ারফোর্স ঘাঁটির আশেপাশে ইউএফও'র দর্শনের ঘটনাও পঞ্চাশগুন বেড়ে গেলো।

"আপনার চোখে সন্দেহের আভাস দেখতে পাচ্ছি," প্রেসিডেন্ট বললেন, তার চোখের দিকে তাকিয়ে।

তাঁর কণ্ঠটা শুনে রাচেল চম্‌কে উঠলো। সে তাকালো, বুঝতে পারলো না কী বলবে। "তো..." সে ইতস্তত করলো। "আমার ধারণা, স্যার, আমরা কোনো বর্হিজীবের মহাকাশযান অথবা ক্ষুদে সবুজ রঙের মানুষদের কথা বলছি না?"

প্রেসিডেন্টকে দেখে মনে হলো নীরবে তিনি মজা পাচ্ছেন। "রাচেল, আমার মনে হয়, আপনি এই আবিষ্কারটাতে কোনো বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর চেয়েও বেশি কৌতূহলের বিষয় খুঁজে পাবেন।"

রাচেল এটা শুনে স্বস্তি পেলো যে, নাসা প্রেসিডেন্টের কাছে কোনো বর্হিজীবের গল্প বিকানোর চেষ্টা করছে না। তারপরও, তাঁর কথাটাতে গভীর রহস্য রয়েছে। "তো," সে বললো, "নাসা যাই খুঁজে পাক না, সময়টা একেবারেই সুবিধাজনক ব'লে আমার মনে হচ্ছে।"

হার্নি থেমে গেলেন। "সুবিধাজনক? কীভাবে?"

কীভাবে? রাচেলও থেমে গিয়ে তার দিকে তাকালো। "মিঃ প্রেসিডেন্ট, নাসা বর্তমানে জীবন মরণ সমস্যায় আছে, এর বিশাল বাজেটের যথার্থতা সম্পর্কে সবাই এখন সন্দিহান, আর আপনি এটার পেছনে অর্থ ঢালার জন্য বিরামহীনভাবেই আক্রমণের শিকার হচ্ছেন। একটা জবরদস্ত আবিষ্কার, এ মুহূর্তে নাসা এবং আপনার নির্বাচনী প্রচারণার জন্য বিশাল সুবিধা এনে দেবে। আপনার সমালোচকরা, সময়টার ব্যাপারে খুবই সন্দেহ পোষণ করবে।"

"তো...আপনি আমাকে একজন মিথ্যাবাদী অথবা বোকা, কোনো্টা বলবেন?"

রাচেলের মনে হলো তার গলায় গিট লেগে গেছে। "আমি আপনাকে অশ্রদ্ধা করতে

চাইনি, স্যার। আমি কেবল –"

"রিলাক্স।" হার্নির মুখে প্রচ্ছন্ন একটা হাসি। তিনি আবার হাঁটতে শুরু করলেন। "নাসা'র প্রধান যখন আমাকে খবরটা দিলেন, আমি সেটা আজগুবি ব'লে উড়িয়ে দিয়েছিলাম, আমি তাকে ইতিহাসের সবচাইতে ঘৃণ্য রাজনৈতিক চালবাজি ব'লে অভিযুক্ত করেছিলাম।"

রাচেলের মনে হলো তার গলার গিটটা একটু আলগা হয়ে গেছে।

সিঁড়ির শেষ মাথায় নেমে হার্নি থেমে তার দিকে তাকালেন। "একটা কারণেই আমি নাসা'কে তাদের এই আবিষ্কারটার কথা একটু চেপে যেতে বলেছি, সেটা হলো তাদেরকে রক্ষা করার জন্য। এই আবিষ্কারের গুরুত্বটা নাসা'র ইতিহাসে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। এটা চাঁদের মাটিতে মানুষের অবতরণের ঘটনাকেও ম্লান ক'রে দেবে। যেহেতু, আমাদের সবাই এটাকে নাজুক খবর ব'লে মনে করছি, তাই আমি চাইছি নাসা'র উপাত্তগুলো ডাবল চেক ক'রে তারপর পৃথিবীবাসীকে জানাই।"

রাচেল চমকে গেলো। "নিশ্চিতভাবেই আপনি আমার কথা বলছেন না, স্যার?"

প্রেসিডেন্ট হাসলেন। "না, এটাতো আপনার নিজের ক্ষেত্র নয়। তাছাড়া, আমি ইতিমধ্যেই সরকারের বাইরের লোকদের দিয়ে সেটা যাচাই ক'রে ফেলেছি।"

রাচেলের স্বস্তি ভাবটা আবারো নতুন এক রহস্যে হারিয়ে গেলো। "সরকারের বাইরে, স্যার? আপনি বলতে চাচ্ছেন, আপনি প্রাইভেট সেক্টরকে ব্যবহার করেছেন? এরকম গোপনীয় ব্যাপারে?"

প্রেসিডেন্ট সায় দিলেন অপরাধীর মতন। "আমি একটি বহিরাগত টিমকে পাঠিয়েছি – চার জন বেসামরিক বিজ্ঞানী – নাসা'র কেউ নন, কিন্তু খুবই নামী-দামী ব্যক্তি তাঁরা। তাঁরা তাঁদের নিজেদের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেই সিদ্ধান্তে আসবেন। আট-চল্লিশ ঘণ্টা আগেই তাঁরা নিশ্চিত করেছে যে, নাসা'র আবিষ্কারটাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।"

এবার রাচেল মুগ্ধ হলো। প্রেসিডেন্ট খুব সতর্কভাবেই এগিয়েছেন, এটাকেই বলে হার্নির চাল। বাইরের লোক নিযুক্ত করে – যারা নাসা'র আবিষ্কারটাকে নিশ্চিত করলে কোনো ভাবেই লাভবান হবেন না – হার্নি আবারো নিজেকে সুরক্ষার আবরণে ঢেকে এগোচ্ছেন। যাতে সমালোচক এবং বিশেষ ক'রে সিনেটর সেক্সটনের আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারেন।

"আজ রাত আটটা বাজে," হার্নি বললেন, "আমি হোয়াইট হাউজ থেকে একটা প্রেস কনফারেন্স ক'রে সারা দুনিয়াকে জানিয়ে দিতে চাই এই খবরটা।"

রাচেল বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে গেলো। সত্যি বলতে কী, হার্নি তাকে এখনও আসল কথাটাই বলেনি। "এই আবিষ্কারটা আসলে কি?"

প্রেসিডেন্ট হাসলেন, "আপনি আজকে বুঝতে পারবেন যে ধৈর্য একটি ভালো গুণ। এই আবিষ্কারটা এমন কিছু যা আপনি নিজেই দেখতে পাবেন। আমরা কাজ শুরু করার আগে, আমি চাই আপনি পরিস্থিতিটা পুরোপুরি বুঝে নেন। নাসা'র প্রধান আপনাকে সেটা জানানোর জন্য অপেক্ষা করছেন। আপনার যা জানার দরকার তা তিনিই ব'লে দেবেন। তার আগে, আপনার ভূমিকা কী হবে, সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব।"

রাচেল প্রেসিডেন্টের চোখে একটা অকথিত ড্রামার আভাস পেল। তার মনে পড়ে গেলো

পিকারিংয়ের সতর্কবাণীটার কথা, *হোয়াইট হাউজের অন্য কোনো মতলব রয়েছে।* মনে হচ্ছে, পিকারিং যথারীতি আবারো সঠিক ব'লে প্রতীয়মান হচ্ছে।

হার্নি কাছেই একটা এয়ারপ্লেন হ্যাঙ্গারের দিকে এগোলেন, "আমার সঙ্গে আসুন," তিনি বললেন।

রাচেল দ্বিধাগ্রস্তভাবে তাঁর পিছু পিছু এগোলো। তাদের সামনের ভবনটার কোনো জানালা নেই, আর এটার দরজা সিল মারা। একমাত্র প্রবেশদ্বার মনে হয় পাশের একটা ছোট্ট দরজা। প্রেসিডেন্ট দরজার একটু আগে এসে থেমে গেলেন।

"আমার দৌড় এ পর্যন্ত," দরজার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন। "আপনি সেখানে যাবেন।"

রাচেল দ্বিধান্বিত হলো, "আপনি আসছেন না?"

"আমাকে হোয়াইট হাউজে ফিরে যেতে হবে। একটু পরেই আমি আপনার সাথে কথা বলব। আপনার কাছে কি সেলফোন রয়েছে?"

"অবশ্যই, স্যার।"

"সেটা আমাকে দিন।"

রাচেল ফোনটা বের ক'রে তাঁর হাতে দিলো, ধরে নিলো তাতে কোনো নম্বর ঢুকিয়ে দেবেন। কিন্তু তিনি সেটা না ক'রে পকেটে ভ'রে নিলেন।

"এবার আপনি ধরাছোঁয়ার বাইরে," প্রেসিডেন্ট বললেন। "আপনার কাজটা হবে গোপনে। আপনি এখন থেকে আমার অথবা নাসা'র প্রধানের অনুমতি ছাড়া কারো সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন না। বুঝেছেন?"

রাচেল তাকিয়ে রইল। *প্রেসিডেন্ট কি এইমাত্র আমার সেলফোনটা চুরি করলেন?*

"নাসা প্রধান আপনাকে এই আবিষ্কারের ব্যাপারে বৃফ করার পর তিনি আমার সাথে আপনাকে নিরাপদ একটি চ্যানেলের মাধ্যমে যোগযোগ করিয়ে দেবেন। খুব শীঘ্রই আপনার সাথে কথা হচ্ছে। গুড লাক।"

রাচেল হ্যাঙ্গারের দরজার দিকে তাকিয়ে টের পেলো তার ভেতরে অস্বস্তিটা বেড়ে গেছে।

প্রেসিডেন্ট হার্নি তার কাঁধে আশ্বস্ত করার ভঙ্গীতে হাত রেখে দরজার দিকে ইঙ্গিত করলেন। "আমি আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাই, রাচেল, এ ব্যাপারে আপনি আমাকে সাহায্য ক'রে পস্তাবেন না।"

আর কোনো কথা না বলে তিনি পেইভ হকের দিকে এগিয়ে গেলেন, যেটাতে চ'ড়ে রাচেল এসেছে। তিনি ওটাতে উঠতেই সেটা উড়ে চ'লে গেলো। তিনি আর ফিরেও তাকালেন না।

১২

ওয়ালপ হ্যাঙ্গারের ফাঁকা জায়গাটাতে রাচেল সেক্সটন দাঁড়িয়ে রইল। সামনের অন্ধকারের দিকে পিট পিট ক'রে তাকালো সে। তার মনে হলো সে অন্য পৃথিবীতে এসে পড়েছে। ভেতর থেকে ঠাণ্ডা আর রহস্যময় বাতাস তেড়ে আসছে, যেনো ভবনটা নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

"হ্যালো?" সে ডাক দিলো, তার কণ্ঠটা একটু কেঁপে উঠলো।

সব নিরব-নিথর।

একটু ভয়ে ভয়ে সে ভেতরের দিকে এগোল। তার দৃষ্টি শক্তি অন্ধ হয়ে গিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্য। আস্তে আস্তে সেটা কেটে গেলো।

"মিস সেক্সটন, তাই না?" একগজ দূরেই এক লোকের কণ্ঠ কোনো গেলো।

রাচেল লাফিয়ে, ঘুরে দেখলো কে কথা বলছে। "হ্যা, স্যার।" একটা অস্পষ্ট অবয়ব তার সামনে এগিয়ে এলো।

রাচেল ভালো ক'রে তাকাতেই দেখতে পেলো তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে শক্ত চোয়ালের নাসা'র সুট পরা এক তরুণ। তার শরীর খুবই সুঠাম আর পেশীবহুল।

"কমান্ডার ওয়েন লুসিজিয়ান," লোকটা বললো। "আপনাকে চমকে দিয়ে থাকলে, দুঃখিত, ম্যাম। এখানটায় খুবই অন্ধকার। আমি এখনও বে দরজাটা খুলিনি।" রাচেল কিছু বলার আগেই লোকটা আবার বলতে শুরু করলো, "আপনার পাইলট হতে পারলে আমার জন্য সম্মানের ব্যাপার হবে।"

"পাইলট?" রাচেল লোকটার দিকে চেয়ে রইলো। *একজন পাইলটকে পাঠানো হয়েছে।*

"আমার সাথে তো নাসা'র প্রধানের দেখা হবার কথা।"

"হ্যা, ম্যাম। আপনাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবার জন্য আমাকে বলা হয়েছে, এক্ষুণি।"

কথাটা শুনে তার মনে খট্‌কা লাগলো। মনে হচ্ছে তার ভ্রমণ পর্বটা এখনও শেষ হয়নি। "নাসা প্রধান কোথায় আছেন?" রাচেল জানতে চাইলো, তাকে ঘাবড়ে যেতে দেখা যাচ্ছে।

"সেটা আমার জানা নেই," পাইলট জবাব দিলো। "আমরা আকাশে ওড়ার পরই তাঁর কাছ থেকে ঠিকানাটা পাবো।"

রাচেলের মনে হলো লোকটা সত্যি বলছে। বোঝাই যাচ্ছে, পিকারিং আর তাকেই কেবল অন্ধকারে রাখা হয়নি এ ব্যাপারে। প্রেসিডেন্ট এই ব্যাপারটা বেশ কড়াভাবেই গোপন রেখেছেন। আর রাচেল এটা ভেবে বিব্রত হলো যে, প্রেসিডেন্ট কত স্বাচ্ছন্দে আর দ্রুতই তাকে 'ধরা ছোঁয়ার বাইরে' নিয়ে যেতে পেরেছেন। *আধঘন্টার মধ্যেই আমার সব রকম যোগাযোগ কেড়ে নেয়া হয়েছে আর আমার ডিরেক্টর এও জানেন না আমি এখন কোথায়।*

রাচেল বুঝতে পারলো সে চাক বানা চাক, এই ভ্রমণটা তাকে করতেই হবে। একমাত্র প্রশ্নটা হলো কোথায় যাচ্ছে তারা।

পাইলট দেয়ালের একটা বাক্স খুলে বোতাম চাপতেই স্লাইডিং দরজাটা খুলে গেলো প্রচণ্ড শব্দ ক'রে। ভেতরে একটা বিশাল যন্ত্রদানবকে অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে।

রাচেলের মুখ হা হয়ে গেলো। *ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করো।*

একটা বিশাল, ভয়ঙ্কর দেখতে, কালো জেট ফাইটার প্লেন। এরকমটি রাচেল এর আগে কখনও দেখেনি।

"ঠাট্টা করছেন," সে বললো।

"প্রথম প্রতিক্রিয়া হিসেবে সচরাচর এমনটিই হয়, ম্যাম, কিন্তু এফ-১৪ টমক্যাট খুবই নির্ভরযোগ্য ক্রাফট।"

এর ডানায় মিসাইল রয়েছে।

পাইলট রাচেলকে ক্রাফটার সামনে নিয়ে গেলো। সে দুটো ককপিটের দিকে ইঙ্গিত ক'রে বললো, "আপনি বসবেন পেছনে।"

"সত্যি?" সে তার দিকে চেয়ে শক্ত ক'রে হাসলো। "আমি ভেবেছিলাম আপনি বুঝি আমাকে এটা চালাতে দেবেন।"

পোশাকের উপর থার্মাল সুটটা পরার পর, রাচেল ককপিটে উঠে বসলো। সে কোনো মতে সংকীর্ণ আসনে ব'সে পড়লো।

"নাসা'র মনে হয় পাছা-মোটা কোনো পাইলট নেই?" সে বললো।

পাইলট তার দিকে তাকিয়ে দাঁত বের ক'রে হাসলো। সে রাচেলের মাথায় একটা হেলোমেট পড়িয়ে দিলো।

"আমরা অনেক ওপর দিয়ে উড়বো," সে বললো, "আপনার অক্সিজেনের দরকার আছে।" সে একটা অক্সিজেন মাস্ক তার হেলেমেটের সাথে লাগিয়ে দিতে উদ্যত হলো।

"আমি পারবো," ব'লে রাচেল সেটা নিয়ে নিলো।

"অবশ্যই, ম্যাম।"

মাস্কটা ভালোমত লাগলো না, অস্বস্তি লাগলো তার।

কমান্ডার দীর্ঘ সময় ধ'রে চেয়ে রইলো তার দিকে, দেখে মনে হচ্ছে খুব মজা পাচ্ছে।

"ভুল হয়েছে কি?" রাচেল জানতে চাইলো।

"মোটেই না ম্যাম।" মনে হলো একটা চাপা হাসি লুকাতে চাইছে সে। "হ্যাক স্যাক আপনার সিটের নিচে আছে। এতো দ্রুত ছোটার সময় বেশিরভাগ লোকই বমি ক'রে ফেলে।"

"আমি ঠিক থাকবো," রাচেল তাকে আশ্বস্ত করলো, "আমি বমি করবো না।"

পাইলট কাঁধ ঝাঁকালো। "নেভি সিলদের অনেকেই এরকম ব'লে থাকে, আর আমাকে তাদের উগলানো বস্তুগুলো পরিষ্কার করতে হয় ককপিট থেকে।"

সে দুর্বলভাবে মাথা নাড়লো। *চমৎকার।*

"যাবার আগে কোনো প্রশ্ন আছে কি?"

রাচেল তার মুখ থেকে মাউথ পিসটা সরিয়ে বললো, "এটা আমার রক্তপ্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করছে। দীর্ঘ ফ্লাইটে আপনারা এটা কি ক'রে পরে থাকেন?"

পাইলট ধৈর্যের সাথে হাসলো। "আসলে, ম্যাম, আমরা এটা সাধারণত উল্টো ক'রে তো আর পরি না।"

রানওয়েতে দাঁড়িয় ইন্‌জিনটা গোঙাতে শুরু করলো। রাচেলের মনে হলো একটা বন্দুক থেকে বুলেট বের হবার জন্য অপেক্ষা করছে। পাইলট ইনজিনটা আরো বাড়িয়ে দিলে সেটা ভীষণ জোরে শব্দ করতে লাগলো। ব্রেকটা ছাড়তেই রাচেল পেছনের দিকে ধাক্কা খেল। জেটটা রানওয়ে দিয়ে ছুটতেই, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আকাশে উঠে গেলো। বাইরে, পৃথিবীটা যেনো ছোট হয়ে এলো সঙ্গে সঙ্গে।

প্লেনটা আকাশের অভিমুখে ছুটতেই রাচেল চোখ বন্ধ ক'রে ফেললো।

টমক্যাটটা ৪৫০০০ ফিট উঁচুতে উঠে গেলে রাচেলের বমি বমি লাগতে শুরু করলো। সে তার চিন্তাভাবনাগুলো অন্যত্র নিক্ষেপ করতে চাইলো। নয় মাইল নিচে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে, রাচেলের আচম্‌কা মনে হলো বাড়ি থেকে অনেক দূরে আছে সে।

সামনের দিকে, পাইলট রেডিওতে কারো সাথে কথা বলছে। কথা শেষ হলে পাইলট রেডিওটা রেখে টমক্যাটটাকে একেবারে বাম দিকে ঘুরিয়ে নিলো। প্লেনটা এখন একেবারে খাড়াখাড়ি আছে, তাই রাচেলের আবারো বমি বমি ভাব হলো। অবশেষে প্লেনটা আবারো এক রেখায় চ'লে এলো।

রাচেল আর্তচিৎকার করলো যেনো। "ধন্যবাদ সতর্ক ক'রে দেয়ার জন্য।"

"আমি দুঃখিত ম্যাম, আমি এইমাত্র নাসা'র প্রধানের কাছ থেকে আপনাকে কোথায় নামাতে হবে সেই গোপন তথ্যটা পেয়েছি।"

"আমাকে অনুমান করতে দিন," রাচেল বললো। "উত্তর দিকে?"

মনে হলো পাইলট দ্বিধান্বিত। "আপনি সেটা কি ক'রে জানলেন?"

রাচেল দীর্ঘশ্বাস ফেললো। *কম্পিউটার ট্রেইন্ড পাইলটকে ভালবাসতেই হবে।*

"এখন ন'টা বাজে, আর সূর্যটা আমাদের ডানে রয়েছে, সুতরাং আমরা উত্তর দিকেই যাচ্ছি।"

পাইলট কিছুক্ষণ পর্যন্ত কিছুই বললো না। "হ্যা, ম্যাম, আমরা উত্তর দিকেই যাচ্ছি।"

"উত্তর দিকে আমরা আর কত দূর যাবো?"

পাইলট কী যেনো একটা দেখে নিলো। "আনুমানিক তিন হাজার মাইল।"

রাচেল সোজা হয়ে বসলো। "কী?" সে আতকে উঠে বললো, "এটা তো চার ঘণ্টার ফ্লাইট!"

"আমাদের বর্তমান গতিতে, হ্যা, তাই," সে বললো, "একটু সাবধান, আটোসাঁটো হয়ে বসুন, প্লিজ।"

রাচেল কিছু বলার আগেই পাইলট জেটটা এমন গতিতে ছোটালো যে নিজের সিটের পেছনে সেঁটে রইলো সে। এক মিনিটের মধ্যেই তাদের গতি বেড়ে দাঁড়ালো ঘণ্টায় ১৫০০ মাইল।

রাচেলের এবার বমি বমি ভাবটা আরো তীব্র হলো। সেটা যেনো সে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। প্রেসিডেন্টের কণ্ঠটা প্রতিধ্বনিত হলো। *আমি আপনাকে আশ্বস্ত করছি, রাচেল, আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য ক'রে আপনি পস্তাবেন না।*

গোঙাতে গোঙাতে রাচেল তার সিটের নিচ থেকে হ্যাক-স্যাকটা তুলে নিলো। *রাজনীতিবিদের কখনও বিশ্বাস করতে নেই।*

১৩

সিনেটর সেজউইক সেক্সটন পাবলিক ট্যাক্সি খুব একটা পছন্দ করেন না। তারপরও মাঝে মাঝে তাঁকে সেটা ব্যবহার করতে হয়। যে ফ্লাওয়ার ক্যাবটা তাঁকে হোটেল পারদু'তে নামিয়ে

দিলো, এটা তিনি নিজের পরিচয় লুকাতে ব্যবহার করেছেন।

হোটেলের এই নিচ তলাটা, যেখানে গাড়ি পার্ক করা হয়, সেটা ফাঁকা দেখে তিনি খুব খুশি হলেন। কেবলমাত্র হাতে গোনা কয়েকটি ধুলো মলিন গাড়ি সিমেন্টের পিলারের গা ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে। সেক্সটন হাঁটতে হাঁটতে হাত ঘড়িটা দেখে নিলেন।

১১টা ১৫ মিনিট। পারফেক্ট।

যে লোকটার সাথে সেক্সটন সাক্ষাত করবে সে সময়ের ব্যাপারে একেবারে নিখুঁত।

সেক্সটন সাদা রঙের ফোর্ড উইন্ডস্টার মিনি ভ্যানটা দেখতে পেলেন ঠিক সেই জায়গায়, তাদের প্রতিটি মিটিংয়ের সময়ই গাড়িটা যেখানে থাকে – গ্যারাজের পেছনে। সেক্সটন এই লোকটার সাথে উপরের তলায় একটা সুটে দেখা করতেই বেশি পছন্দ করতেন। কিন্তু তিনি নিশ্চিত করেই সতর্কতার ব্যাপারটা বোঝেন। এই লোকটার বন্ধুরা এসব নিয়ে হেলাফেলা করতে চায় না।

সেক্সটন ভ্যানটার সামনে দিয়ে যাবার সময় এক ধরণের অতিপরিচিত রোমাঞ্চ অনুভব করেন, প্রতিটি মিটিংয়ের সময়ই এরকমটি তাঁর হয়। নিজেকে জোর ক'রে সহজ রাখার চেষ্টা করলেন, কাঁধ দুটো সহজ ক'রে ছেড়ে দিয়ে তিনি প্রবল উত্তেজনায় প্যাসেঞ্জার সিটে উঠে বসলেন। ড্রাইভারের আসনে বসা কালো চুলের লোকটা একটুও হাসলো না। লোকটার বয়স প্রায় সত্তুর হবে। কিন্তু তাঁর ভাবসাব খুবই রাফ এ্যান্ড টাফ আর সেনাবাহিনীর মতই কঠোর, দয়া-মায়াহীন।

"দরজাটা বন্ধ করুন," লোকটা বললো, তার কণ্ঠ কঠিন।

সেক্সটন তাই করলেন, লোকটার অতি অহংকারী ভাবসাব সহ্য করলেন, হাজার হোক, এই লোকটা যাদের প্রতিনিধিত্ব করে, তারা অনেক অনেক টাকা পয়সা নিয়ন্ত্রণ ক'রে থাকে। সেসবের অনেকটাই বর্তমানে সেক্সটনের পেছনে ঢালা হচ্ছে যাতে ক'রে তিনি পৃথিবীর সবচাইতে শক্তিশালী অফিসটার অধিকর্তা হতে পারেন। এইসব মিটিংয়ের উদ্দেশ্য যতোটা না কৌশল নির্ধারণী, তার চেয়েও বেশি তাঁকে এটা মনে করিয়ে দেয়া যে, সিনেটর তাঁদেরকে কতো বেশি সুবিধা দেবেন সেটা বুঝিয়ে দেয়া। এইসব লোক তাদের বিনিয়োগের বিশাল রিটার্ন প্রত্যাশা করছে। 'রিটার্ন', সেক্সটনকে মানতেই হলো, দাবি হিসেবে খুবই সাহসী; তারপরও এটা সত্য যে, অবিশ্বাস্য হলেও, সেক্সটন একবার ওভাল অফিসে বসতে পারলেই তাদের দাবিটা মেটানো কোনো ব্যাপারই না।

"আমার ধারণা," সেক্সটন বললেন, তিনি বুঝে গেছেন এই লোকটার সাথে কীভাবে কাজের কথা শুরু করতে হয়, "আরেকটা কিস্তি দেয়া হয়েছে, তাই না?"

"হ্যা। আর যথারীতি, আপনি সেটা আপনার ক্যাম্পেইনের ফান্ড হিসেবেই কেবল ব্যবহার করবেন। আমরা খুব খুশি যে, ভোটের যুদ্ধে আপনি ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছেন, আর তাতে ক'রে বোঝা যাচ্ছে, আপনার ক্যাম্পেইন ম্যানেজার টাকাগুলো সঠিকভাবেই খরচ করছেন।"

"আমরা খুব দ্রুতই এগিয়ে যাচ্ছি।"

"ফোনে আপনাকে যেমনটি আমি বলেছি," বৃদ্ধলোকটা বললো। "আমি আরো তিন

তাদেরকে আপনার সাথে আজ রাতে মিটিং করতে রাজি করিয়েছি।"

"চমৎকার।" সেক্সটন ইতিমধ্যেই সময়টা খালি রেখে দিয়েছে।

বৃদ্ধলোকটা সেক্সটনের হাতে একটা ফোল্ডার এগিয়ে দিলো। "এখানে তাদের সম্পর্কে তথ্য রয়েছে। এটা পড়বেন। তারা চায় আপনি তাদের বিষয়টা ভালো ক'রে বুঝুন। খুব নির্দিষ্ট ক'রে। তারা জানতে চায়, আপনি তাদের প্রতি সমব্যথি কিনা। আমার উপদেশ থাকবে, আপনি তাদের সাথে আপনার নিজের বাড়িতে মিটিংটা করুন।"

"আমার বাড়িতে? কিন্তু আমি তো সাধারণত দেখা করি –"

"সিনেটর, এই ছয় জন লোক যেসব কোম্পানি চালায়, সেগুলো আপনার সাথে দেখা করা বাকি লোকদেরকে সংস্থান ক'রে থাকে। এরা হলেন রাঘব বোয়াল। তারা খুবই উদ্বিগ্ন আছে। তারা আরো বেশি পেতে চায়, সেজন্যে আরো বেশি দিতেও প্রস্তুত। তাদেরকে অনেক কষ্টে বুঝিয়ে আমি আপনার সাথে রাজি করাতে সক্ষম হয়েছি। তাদের দরকার একটু ব্যক্তিগত পরিবেশের আবহ।"

সেক্সটন খুব দ্রুতই সায় দিলেন। "অবশ্যই। আমি আমার বাড়িতেই মিটিংটার ব্যবস্থা করতে পারব।"

"অবশ্যই তারা একেবারে গোপনীয়তা চাইবে।"

"যেমনটি চাই আমি।"

"গুড লাক," বৃদ্ধ লোকটা বললো, "আজ রাতে যদি সবকিছু ভালমত হয়ে যায়, তবে এটাই হবে আপনার শেষ মিটিং। এইসব লোক একাই আপনার ক্যাম্পেইনের সব কিছু জোগান দিতে পারবে।"

সেক্সটন এই কথাটা খুব পছন্দ করলেন। তিনি বৃদ্ধ লোকটার দিকে তাকিয়ে আত্মবিশ্বাসী হাসি দিলেন, "ভাগ্য সহায় থাকলে, বন্ধু আমার, নির্বাচনের সময় আসবেন, আমরাই বিজয়ী হবো।"

"বিজয়ী?" বৃদ্ধলোকটি সামনের দিকে ঝুঁকে সেক্সটনকে বললো, "আপনাকে হোয়াইট হাউজে পাঠানোটা হলো বিজয়ের প্রথম ধাপ, সিনেটর। আমি মনে করি, সেটা আপনি কখনও ভুলবেন না।"

১৪

হোয়াইট হাউজ এ বিশ্বের সবচাইতে ছোট প্রেসিডেন্ট ভবন। লম্বায় মাত্র ১৭০ ফুট আর প্রস্থে ৮৫ ফিট, এর সর্বমোট আয়তন ১৮ একরের মত। স্থপতি জেমস্ হোবান বাক্সের মতো দেখতে পাথরের একটি ভনব নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন যার ছাদটা হবে একটু ফোলা। সারি সারি পিলারের প্রবেশদ্বার থাকার কথা ছিল। যদিও এটা মৌলিক নয়, তারপরও নক্সাটা একটি উন্মুক্ত প্রতিযোগীতার মাধ্যমে বাছাই করা হয়েছিল। আর বর্তমান নক্সাটা বিচারক 'আকর্ষণীয়, অভিজাত এবং স্বাচ্ছন্দ' ব'লে অভিহিত করেছিলেন।

প্রেসিডেন্ট জাখ হার্নি সারে তিন বছরেরও বেশি সময় থাকার পরও এটাকে নিজের বাড়ি ব'লে মনে করতে পারেননি। এই মূহুর্তে, তিনি পশ্চিম-উইংগের দিকে যেতে যেতে এক

ধরণের অদ্ভুত অনুভূতিতে আক্রান্ত হলেন। তাঁর পা দুটো পুরু কার্পেটের ওপরে একেবারে ওজনহীন ব'লে মনে হলো।

প্রেসিডেন্টকে আসতে দেখে হোয়াইট হাউজের কিছু কর্মচারী সেদিকে তাকালো। হার্নি তাদের সবাইকে হাত নেড়ে ইশারা ক'রে প্রত্যেকের নাম ধ'রে কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। তাদের জবাবটা যদিও ভদ্রোচিত, তারপরও তাতে জোর ক'রে হেসে থাকার ব্যাপার আছে।

"শুভ সকাল, মিঃ প্রেসিডেন্ট।"

"কেমন আছেন, স্যার?"

"গুড ডে স্যার।"

প্রেসিডেন্ট তাঁর অফিসের দিকে যেতেই পেছনে ফিস্‌ফিসানির শব্দটা শুনতে পেলেন। হোয়াইট হাউজের ভেতরে এক ধরণের চাপা অস্বস্তি বিরাজ করছে। বিগত কয়েক সপ্তাহ ধ'রে হার্নির মনে হচ্ছে তিনি ক্যাপ্টেন ব্লাই – একটি ডুবন্ত জাহাজের নাবিকদের নির্দেশ দিচ্ছেন, যারা বিদ্রোহ করার জন্য মুখিয়ে আছে।

প্রেসিডেন্ট তাদের দোষ দেন না। তাঁর স্টাফরা হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে আসন্ন নির্বাচনের জন্য কাজ ক'রে গেলেও আচম্‌কাই মনে হচ্ছে, প্রেসিডেন্ট হোচট খেয়ে পড়েছেন।

খুব জলদিই তারা বুঝতে পারবে, হার্নি মনে মনে বললেন। *আর আমি আবার বীর হিসেবে আবির্ভূত হবো।*

নিজের কর্মচারীদের কাছে বেশিক্ষণ লুকিয়ে রাখাটা তাঁর কাছে ভালো লাগছে না। কিন্তু গোপনীয়তার দরকার রয়েছে। আর গোপনীয়তার ব্যাপারে হোয়াইট হাউজ হলো ফুটো হওয়া জাহাজের মত।

হার্নি ওভাল অফিসের বাইরে বৈঠকখানার এসে তাঁর সহকারীকে হাত নেড়ে কুশল জানালেন। "ডোলোরেস, তোমাকে আজ দারুণ দেখাচ্ছে।"

"আপনাকেও, স্যার।" মেয়েটি তাঁর সাদামাটা পোশাকের দিকে তাকিয়ে বললো।

হার্নি তাঁর কণ্ঠটা নিচে নামিয়ে বললেন, "আমি চাই তুমি একটা মিটিংয়ের ব্যবস্থা করো।"

"কার সাথে, স্যার?"

"হোয়াইট হাউজের সমস্ত কর্মকর্তা আর কর্মচারীদের সাথে।"

তাঁর সহকারী চোখ তুলে তাকালো। "আপনার পুরো স্টাফ, স্যার? একশ পঞ্চান্ন জনের সবাইকে?"

"ঠিক তাই।"

"সবাইকে একসাথে, স্যার?'

"কেন নয়? চারটা বাজে ঠিক করো।"

সহকারী মাথা নাড়লো। "ঠিক আছে স্যার। আর মিটিংটা কিসের জন্য...?"

"আজ আমেরিকার জনগণের কাছে আমি একটি ঘোষণা দেবো। আমি চাই সেটা আমার স্টাফরা আগে শুনুক।"

সহকারীর মুখে আচম্‌কা একটা ভাবনার ছাপ দেখা গেলো, সে চাপা কণ্ঠে বললো,

"স্যার, আপনি কি নির্বাচন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছেন?"

হার্নি হাসিতে ফেটে পড়লেন। "আরে না, ডোলোরেস। আমি লড়াইয়ের জন্য চাঙ্গা হচ্ছি বলতে পারো!"

মেয়েটা সন্দেহগ্রস্ত ব'লে মনে হলো। মিডিয়ার রিপোর্টে তো বলছে প্রেসিডেন্ট হার্নি নিজেকে নির্বাচন থেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন।

তিনি তাকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গীতে বললেন, "ডোলোরেস, তুমি আমার জন্য এ কয় বছর চমৎকার কাজ করেছো, আর তুমি আমার জন্য সামনের চার বছরও চমৎকার কাজ করবে। আমরাই হোয়াইট হাউজে থাকছি। কসম খেয়ে বলছি।"

সহকারীকে দেখে মনে হলো সে বিশ্বাস করতে চাইছে। "খুব ভালো স্যার। আমি সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছি, চারটা বাজে।"

ওভাল অফিসে ঢুকে তাঁর পুরো স্টাফদেরকে ছোট্ট ঘরটাতে গাদাগাদি ক'রে থাকতে দেখে জাখ হার্নি না হেসে পারলেন না। যদিও এই বিখ্যাত অফিসটা অনেক বছর ধরেই অনেক নামে পরিচিত – লু, ডিকের ডেন, ক্লিন্টনের শোবার ঘর – কিন্তু হার্নির প্রিয় হলো 'পতঙ্গ ফাঁদ' নামটা। এটাই বেশি উপযুক্ত ব'লে মনে হয়। ওভাল অফিসে আসা প্রত্যেক আগন্তুকেরই বিভ্রম ঘটে। ঘরের সাদৃশ্যপূর্ণতা, মসৃণ দেয়াল, ধোকা খাওয়ার মত দরজা, এর সবটাই একজন অভ্যাগতকে বিমূঢ় ক'রে ফেলে, যেনো তাদেরকে চোখ বেঁধে ঘুরিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রায়শই, কোনো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা প্রেসিডেন্টের সাথে মিটিং শেষ ক'রে ক্লোসেটের দিকে রওনা হয়ে থাকে। কখনও কখনও হার্নি অতিথিকে থামিয়ে দেন, আবার কখনও তিনি চেয়ে চেয়ে মজা দেখেন, নির্ভর ক'রে মিটিংটা কীরকম হলো তার ওপর।

হার্নি সবসময়ই বিশ্বাস করেন ওভাল অফিসের সবচাইতে আধিপত্যমূলক বস্তুটা হলো জমকালো আমেরিকান ঈগলটা, ঘরের কার্পেটে সেটা নক্সা করা আছে। জলপাই গাছের ডাল আর ডান পায়ে একগাছি তীর ধরা। বাইরের খুব কম লোকেই জানে যে শান্তিকালীন সময়ে, ঈগলটার মুখ থাকে বাম দিকে – জলপাই গাছের ডালের দিকে। কিন্তু যুদ্ধের সময়, ঈগলটার মুখ রহস্যজনক কারণে থাকে ডান দিকে – তীরের দিকে। এই খবরটা কেবল জানে প্রেসিডেন্ট এবং হাউজ কিপারদের প্রধান। এই রহস্যজনক ঈগলের রহস্যের পেছনের সত্যটা হার্নি খুজে পেয়েছিলেন, হতাশাজনক হলেও সেটা খুবই পার্থিব; বেসমেন্টের এক গুদাম ঘরে দ্বিতীয় ঈগলটার কার্পেট রাখা থাকে, আর হাউজ কিপার সেটা ঝাড়ামোছা কেবল রাতের বেলায়ই সারেন।

এখন হার্নি শান্তিকালীন ঈগলটার দিকে তাকিয়ে এই ভেবে হাসলেন যে, সম্ভবত তিনি কার্পেটটা বদল করবেন, এইমাত্র শুরু করতে যাওয়া সেজউইক সেক্সটনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সম্মানে।

১৫

ইউএস ডেল্টা ফোর্স হলো একমাত্র ফাইটিং স্কোয়াড যাদের কাজকর্ম পুরোপুরিভাবে প্রেসিডেন্টের অনুমোদনের ফলে আইনের হাত থেকে রেহাই পেয়ে থাকে।

প্রেসিডেন্সিয়াল অধ্যাদেশ ২৫ (পিডিডি ২৫) অনুমোদন করে যে, ডেল্টা ফোর্সের সৈনিকেরা 'সবধরণের আইনী জবাবদিহিতা থেকে মুক্ত,' কেবলমাত্র ১৮৭৬ পোজ কমিউট্যাটাস এ্যাক্টই তাদের জন্য প্রযোজ্য। সাংবিধানিক ফৌজদারী দণ্ডাদেশ, কেউ যদি ব্যক্তিগত লাভের কারণে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করে, অথবা অননুমোদিত গোপন অপারেশন করলে। ডেল্টা ফোর্স সদস্যরা সিএজি নামক একটি বিভাগেরও সহযোগী সদস্য। এরা গোপন অপারেশন চালিয়ে থাকে। ডেল্টা ফোর্স সৈনিকেরা প্রশিক্ষিত খুনি–স্পেশাল ওয়েপেন এ্যান্ড টেকনিক বা SWAT অপারেশনে অভিজ্ঞ, জিম্মি উদ্ধার, ঝটিকা আক্রমণ বা অভিযান, এবং ছদ্মবেশি বা গোপন শত্রুর বিনাশ সাধন করা।

যেহেতু ডেল্টা ফোর্সের মিশনগুলো বেশিরভাগই অতি গোপনে হয়ে থাকে, তাই প্রচলিত চেইন অব কমান্ডের ব্যাপারটা এখানে একটু পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়। এটাকে ডাকা হয় 'মোনোক্যাপুট ব্যবস্থা' বলে – একক নিয়ন্ত্রণে একজন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী থাকে যে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে। সেই নিয়ন্ত্রকের থাকতে হবে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা। তাদের নিয়ন্ত্রকের পরিচয় যেমন গোপন থাকে, তেমনি তাদের অপারেশনও হয় একেবারে গোপনে। একবার মিশন সমাপ্ত হয়ে গেলে, ডেল্টা ফোর্সের সৈনিকেরা সে ব্যাপারে আর মুখে কিছু বলে না – একে অন্যের সাথেও না, এমনকি তাদের কমান্ডিং অফিসারের সাথেও না।

ওড়ো। মারো। ভুলে যাও।

ডেল্টা দলটি এখন ৮৩তম প্যারালালে আস্তানা গেঁড়েছে। তারা উড়ছেও না লড়াইও করছে না। কেবল নজরদারী করছে।

ডেল্টা-ওয়ানকে মানতেই হলো যে, এই মিশনটা এ পর্যন্ত করা তার মিশনের মধ্যে সবচাইতে অন্যরকম মিশন। কিন্তু অনেক আগেই সে শিখেছিল যে কোনো কিছুতে অবাক হতে নেই। গত পাঁচ বছর ধ'রে সে মধ্যপ্রাচ্যে জিম্মি উদ্ধারে জড়িত ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা সন্ত্রসী গ্রুপগুলোকে পাকড়াও করার কাজ করেছে, এমনকি এ পৃথিবীর কিছু বিপজ্জনক নারী-পুরুষকে কৌশলে সরিয়ে দেয়ার কাজও করেছে সে।

এইতো, গতমাসেই, তার ডেল্টা দলটি একটি মাইক্রোবোট ব্যবহার ক'রে দক্ষিণ আমেরিকার এক ড্রাগ সম্রাটকে প্রাণঘাতি হৃদরোগ ঘটিয়েছে। একটি মাইক্রোবোটের সঙ্গে চুলের মত পাতলা সূচযুক্ত ক'রে তাতে ভাসোকোনস্টর ডোজ দিয়ে ডেল্টা-টু মাইক্রোবোটটাকে ঐ ড্রাগ সম্রাটের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। ঘুমন্ত লোকটার কাঁধে মশার কামড়ের মত সূচ ফুটিয়ে কৃত্রিম হার্ট এ্যাটাক ঘটাতে সক্ষম হয়। লোকটা প্রচণ্ড বুকের ব্যথায় জেগে উঠে। কিন্তু লোকটার বউ ডাক্তারকে খবর দেবার আগেই ডেল্টা দলটি নিজেদের জায়গায় ফিরে এসেছিলো।

ঘরের কোনো দরজা, জানালা ভাঙার দরকার হয়নি।

স্বাভাবিকবাবেই মৃত্যু হয়েছে।

এটা সুন্দর একটি কাজ।

আরো সাম্প্রতিক সময়ে, আরেকটি মাইক্রোবোট একজন বিখ্যাত সিনেটরের অফিসে গিয়ে আস্তানা গাঁড়ে এবং সিনেটরের সাথে এক মেয়ের যৌনকর্মের রগরগে ছবি তুলে আনে।

এখন, এই তাবুতে ব'সে ব'সে নজরদারী ক'রে দশদিন পার ক'রে ডেল্টা-ওয়ান মিশন শেষ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো।

লুকিয়েই থাকো।

অবস্থানটা দেখতে থাকো।

ভেতরে এবং বাইরে।

কোনো অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটলে নিয়ন্ত্রককে জানাও।

ডেল্টা-ওয়ান কখনও কোনো মিশনে গিয়ে আবেগী না হবার প্রশিক্ষণ নিয়েছে। কিন্তু এই মিশনটা, তার হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে দিয়েছে, যখন থেকে সে এটার সম্পর্কে শুনেছে। বৃফিংটা ছিল অদৃশ্য কারো কাছ থেকে – প্রতিটি ধাপই নিরাপদ ইলেকট্রনিক চ্যানেলে বলা হয়েছে।

এই মিশনের নিয়ন্ত্রককে ডেল্টা ফোর্স কখনও দেখেনি।

ডেল্টা-ওয়ান তার ডিহাইড্রেটেড প্রোটিন খাবার খেতে যখন প্রস্তুত হয়েছে, ঠিক তখনি তাদের পাশে রাখা যোগাযোগ যন্ত্রটা বিপ্‌ করতে শুরু করলো। সে খাবার খাওয়া থামিয়ে দিয়ে রিসিভারটা তুলে নিলো। বাকি দু'জন নীরবে চেয়ে রইল।

"ডেল্টা-ওয়ান," সে বললো।

শব্দ দুটি মুহূর্তেই ভয়েস রিকগনিশন সফটওয়্যারের ভেতরে, যেটা যন্ত্রটার ভেতরে রয়েছে, চিহ্নিত হয়ে গেলো। প্রতিটা শব্দ তারপর একটি সংকেতে বদলে গিয়ে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে অন্য প্রান্তে চলে যাবে। ঐ প্রান্তেও একইভাবে, একই রকম আরেকটি যন্ত্র কাজ করছে। নাম্বারগুলো যান্ত্রিকভাবে অনুবাদিত হয়ে পুনরায় শব্দে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। কিন্তু সেটা উচ্চারিত হবে সিনথেসাইজ একটি কণ্ঠে। সর্বমোট ধীরগতি বা দেরি হবে আশি মিলি সেকেন্ড।

"কন্ট্রোলার বলছি," অন্যপ্রান্ত থেকে লোকটা বললো, যন্ত্রটার রোবটের মত কণ্ঠ ভৌতিক কোনোল – অমানবীয় আর আদিভৌতিক। "তোমার অপারেশনের অবস্থা কি?"

"পরিকল্পনা মতই সব হচ্ছে," ডেল্টা-ওয়ান জবাব দিলো।

"চমৎকার। আমার কাছে নতুন খবর রয়েছে। খবরটা আজ রাত আটটা বাজে জনসাধারণকে জানান হবে।"

ডেল্টা-ওয়ান নিজের ঘড়িটা দেখলো। আর মাত্র আট ঘণ্টা বাকি আছে। তার এখনকার কাজটা খুব জলদিই শেষ হয়ে যাবে। সেটাই আনন্দের কথা।

"আরেকটা ঘটনা ঘটেছে," কন্ট্রোলার বললো, "আরেকজন নতুন খেলোয়াড় মাঠে প্রবেশ করেছে।"

"কে সে?"

ডেল্টা-ওয়ান শুনে গেলো। মজার এক জুয়া। "আপনি কি মনে করছেন তাকে বিশ্বাস করা যেতে পারে?"

"তাকে খুব গভীরভাবে নজরদারী করার দরকার রয়েছে।"

"যদি কোনো সমস্যা হয়?"

"তোমাদের আগে যে আদেশ আছে সেরকমই করবে।"

১৬

রাচেল সেক্সটন প্রায় এক ঘণ্টা ধ'রে উত্তরদিকে উড়ে চলেছে। পুরো ভ্রমনটায় সে কোনো নতুন স্থলভাগের দেখা পায়নি, কেবল পানি আর পানি।

রাচেলের একটা ঘটনার কথা মনে প'ড়ে গেলো। তার বয়স তখন সাত। বরফের উপর স্কেটিং করতে গিয়ে বরফের নিচে পানিতে প'ড়ে গিয়েছিলো। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পানিতে মরতে বসেছিলো সে। কিন্তু তার মা'র শক্ত হাত দুটো তাকে সেখান থেকে টেনে তুলে তার জীবনটা বাঁচিয়েছিলো। তখন থেকেই রাচেলের মনে হাইড্রোফোবিয়া বা পানি ভীতি শুরু হলো – খোলা পানি দেখলেই তীব্র আতংক সৃষ্টি হয়, ঠাণ্ডা পানিতে আরো বেশি। আজ, কেবলই উত্তর আটলান্টিকের জলরাশি। আর সেটাই তার পুরনো ভীতিটাকে ফিরিয়ে এনেছে।

গৃনল্যান্ডের একটা ঘাঁটির কাছাকাছি আসার আগ পর্যন্ত রাচেল কিছুই বুঝতে পারেনি, কতদূর তারা এসে পড়েছে। *আমি আর্কটিক বৃত্তের ওপরে আছি?* এটা ভেবে তার অস্বস্তিটা আরো বেড়ে গেলো। *তারা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? নাসা পেয়েছেটা কি?* আস্তে আস্তে তাদের নীচে নীল বর্ণটাতে সাদা সাদা ছোপে ভ'রে গেলো। হাজার হাজার সাদা গুটি যেনো।

হিমশৈল।

রাচেল হিমশৈল এর আগে মাত্র একবারই জীবনে দেখেছে, ছয় বছর আগে তার মা তাকে আলাস্কাতে ভোজের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। রাচেল অসংখ্য বিকল্প জায়গার কথা প্রস্তাব করেছিল, কিন্তু তার মা রাজি হননি। "রাচেল, লক্ষীটি আমার," তার মা বলেছিলেন, "এই পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশই পানিতে ঢাকা, আজ হোক কাল হোক এর সাথে খাপ খাইয়ে তোমাকে চলতেই হবে।" মিসেস সেক্সটন একজন নিউ ইংল্যান্ডবাসী, তিনি নিজের সন্তানকে খুবই শক্তিশালী ক'রে বড় করতে চাইতেন।

সেই ভ্রমণটাই রাচেলের সাথে তার মার শেষ ভ্রমণ ছিল।

ক্যাথারিন ওয়েন্টওর্থ সেক্সটন। রাচেলের মন গভীর বেদনায় আক্রান্ত হলো। তার মা'র সাথে তার শেষ কথা হয়েছিল ফোনে। থ্যাংকস গিভিংয়ের সকালে।

"আমি দুঃখিত মা," রাচেল বলেছিল, তুষারাবৃত ওহারা বিমান বন্দর থেকে সে বাড়িতে ফোন করেছিল। "আমি জানি আমাদের পরিবার থ্যাংকস গিভিংয়ের দিনে কখনই আলাদা থাকেনি। মনে হচ্ছে আজই এটা প্রথম হতে যাচ্ছে।"

রাচেলের মা'র কথা শুনে মনে হলো আশাহত হয়েছেন। "তোমাকে খুবই দেখতে ইচ্ছে করছে।"

"আমারও, মা। তুমি আর বাবা যখন টার্কি খাবে তখন ভেবে নিও আমিও এয়ারপোর্টে ব'সে সেটা খাচ্ছি।"

ফোনে একটা বিরতি নেমে এলো। "রাচেল, কথাটা আমি তোমাকে বলতে চাইনি, কিন্তু তোমার বাবা বলেছে তার অনেক কাজ, তাই সে কয়েক সপ্তাহ তার ওয়াশিংটনের সুটেই থাকবে।"

"কি?" রাচেলের বিস্ময়টা সঙ্গে সঙ্গে রাগে বদলে গেলো। "কিন্তু আজতো থ্যাংকস

গিভিং দিবস। সিনেটের কোনো অধিবেশন নেই! আর ওখান থেকে মাত্র দু'ঘন্টার পথ। তার অবশ্যই তোমার সাথে থাকা উচিত!"

"আমি জানি। সে বলে সে নাকি ক্লান্ত – ভ্রমণ করা তার পক্ষে সম্ভব না। তাই সে ঠিক করেছে এই সপ্তাহান্তটা কিছু জ'মে থাকা কাজ ক'রে কাটাবে।"

কাজ? রাচেল সন্দেহ প্রকাশ করলো। মনে হচ্ছে সিনেটর অন্যকোন মেয়ের সাথেই মজে আছেন, কাজে নয়। তাঁর এই দুরাচার, কয়েক বছর ধরেই চলছে। মিসেস সেক্সটন বোকা নন। তিনি সবই বোঝেন। অবশেষে, মিসেস সেক্সটন অনোন্যপায় হয়ে নিজের কষ্ট চেপে, চোখ বন্ধ ক'রে রাখলেন। যেনো দেখেও দেখছেন না। যদিও রাচেল তার মাকে তালাকের কথা বলেছিল, কিন্তু ক্যাথারিন সেক্সটন সে কথায় যাননি। তিনি এক কথার মানুষ। *মৃত্যুই কেবলমাত্র আমাদেরকে আলাদা করবে,* রাচেলকে তিনি বলেছিলেন। *তোমার বাবা আমাকে তোমার মত এক আশীর্বাদ দিয়েছে – আর সেজন্যে তাকে আমি ধন্যবাদ জানাই। তার কৃতকর্মের জন্য একদিন ওপরওয়ালার কাছে জবাব দেবে সে।*

রাচেল বিমান বন্দরে দাড়িয়ে রেগে মেগে বলেছিল, "কিন্তু, তার মানে তো থ্যাংকস গিভিং-এর দিনে তুমি একাই থাকবে!" তার মনে হলো তার বাবা'র এই কাজটি করা অন্তত তার মত মানুষের জন্যও নিচু একটি কাজ।

"তো ..." মিসেস সেক্সটন বললেন, তাঁর কণ্ঠে হতাশা, "আমি তো আর এত সব খাবার দাবার নষ্ট করতে দিতে পারি না। আমি আমার খালা'র বাসায় চ'লে যাচ্ছি। সে সব সময়ই আমাদেরকে থ্যাংকস গিভিংয়ের দাওয়াত দিয়ে থাকে। এখনই তাকে আমি ফোন করছি।"

রাচেলও নিজেকে একটু অপরাধী ভাবলো। "ঠিক আছে। আমি খুব জলদিই বাড়িতে ফিরছি। তোমাকে ভালবাসি মা।"

"ভাল থেকো, লক্ষীটি।"

সেই রাতেই, রাচেলের ট্যাক্সিটা রাত ১০টা ৩০ মিনিটে সেক্সটনের সুটের সামনে এসে থামলো। রাচেল জানতো উল্টাপাল্টা কিছু হয়েছে। নিচে তিনটা পুলিশের গাড়ি। কয়েকটা সাংবাদিকের গাড়িও ছিল। বাড়ির সব বাতি জ্বালানো। রাচেলের বুক ধরফর ক'রে উঠলো।

একজন পুলিশ তার কাছে এলো। লোকটা কিছু না বললেও রাচেল জানে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে।

"পঁচিশ নাম্বার সড়কটা বরফে ঢাকা ছিলো। আপনার মা'র গাড়িটা রাস্তা থেকে পিছলে নিচে পড়ে গেছে। আমি দুঃখিত, উনি ঘটনাস্থলেই মারা গেছেন।"

রাচেলের শরীরটা অসাড় হয়ে গিয়েছিলো। তার বাবা বাড়ি ফিরেই লিভিং রুমে একটি সাংবাদিক সম্মেলন ক'রে সবাইকে জানাচ্ছেন যে, তাঁর স্ত্রী পরিবারের সাথে থ্যাংকস গিভিংয়ের ডিনার সেরে আসার পথে মারা গেছেন।

রাচেল সব দেখছিলো।

"আমি যদি এই সপ্তাহান্তে তার সাথে বাড়িতে থাকতে পারতাম, হয়তো এমন দুর্ঘটনা হোতো না।"

এ কথাটা এক বছর আগেই ভাবা উচিত ছিলো, রাচেল তীব্র যন্ত্রণায় কেঁদে ফেলেছিলো।

সেই থেকে রাচেল তার বাবাকে এক রকম ছেড়েই দিলো, যেটা তার মা জীবিত অবস্থায় করতে পারেনি। সিনেটর অবশ্য এটা খেয়ালই করেননি। তিনি আচম্‌কাই খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। নিজের বৌয়ের এই ঘটনাকে ব্যবহার ক'রে পার্টির মনোনয়ন পর্যন্ত বাগিয়ে নিলেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য।

* * *

এফ-১৪ এর বাইরে দিনের আলো ফিকে হয়ে আসছে। এখন আর্কটিকে পড়ন্ত শীতকাল – ক্রমাগত অন্ধকারের সময়। রাচেল বুঝতে পারলো সে এমন একটা জায়গায় এসে পড়েছে, যেখানে রাতই স্থায়ী।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই, সূর্যটা উধাও হয়ে গেলো। দিগন্তে হারিয়ে গেলো সেটা। তারা এখনও উত্তর দিকেই ছুটছে। আকাশে অর্ধ চন্দ্র দেখা যাচ্ছে।

অবশেষে, রাচেল অস্পষ্ট একটি স্থল ভাগের দেখা পেলো। কিন্তু সেটা পাহাড় পর্বতের এলাকা।

"পাহাড়?" রাচেল জিজ্ঞেস করলো, দ্বিধাগ্রস্তভাবে। "গৃনল্যান্ডের উত্তরে পাহাড় আছে নাকি?"

"দেখে তো তাই মনে হয়," পাইলটও অবাক হয়ে বললো।

ফাইটারটা নিচের দিকে নামতে শুরু করলে নিজেকে ওজনহীন মনে হলো রাচেলের।

এসময়েই রাচেল সেটা দেখতে পেলো। এমন একটা দৃশ্য যা সে জীবনে কখনও দেখেনি। প্রথমে তার মনে হয়েছিল চাঁদের আলো বোধ হয় কোনো প্রতারণা করছে তার চোখের সাথে। সে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখে কিছুই বুঝতে পারলো না। প্লেনটা যতোই নিচে নামতে লাগলো দৃশ্যটা ততোই পরিষ্কার হতে শুরু করলো।

আরে এটা আবার কি?

তাদের নিচে সমতল জায়গাটাতে লম্বা দাগ দেয়া ... যেনো কেউ রঙ দিয়ে দাগ দিয়েছে। দাগ দুটো সমান্তরালভাবে ভূমির শেষপ্রান্ত, সমুদ্র পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। এটা আসলে বরফের উপরে একটা রানওয়ে। তাদের বিমানটা বোধহয় এখানেই নামবে। রাচেল ভয় পেয়ে গেলো।

"আমরা বরফের ওপর ল্যান্ড করবো?" সে জানতে চাইলো।

পাইলট কোনো জবাব দিলো না। সে প্লেনটা নিয়ন্ত্রণেই বেশি মনোযোগী। প্লেনটা বরফের সাথে সংস্পর্শে আসতেই রাচেলের পেটটা গুলিয়ে উঠলো আবার। কিন্তু প্লেনটা ঠিক মতোই বরফের ওপর ল্যান্ড করতে পারলো।

টমক্যাটটার গতি কমে গেলো। রাচেল একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। জেটটা আরো একশ গজ এগিয়ে গিয়ে অবশেষে থামলো।

ডান দিকের দৃশ্যটা আর কিছুই না, শুধু বরফের দেয়াল। চাঁদের আলোতে চক্‌চক্‌ করছে, বাম দিকের দৃশ্যটা বেশি চেনা। সীমাহীন বরফ আর বরফ। তার মনে হলো সে একটা

মৃত গ্রহে এসে পড়েছে। বরফের রাশির মধ্যে প্রাণের কোনো চিহ্নই নেই।

এরপরই রাচেল শব্দটা শুনতে পেলো। দূর থেকে আরেকটা ইনজিনের শব্দ কোনো যাচ্ছে। তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। যন্ত্রটা এবার দেখা গেলো। সেটা বরফ কাটার একটা ট্রাক্টর।

ট্রাক্টরটা জেটের ঠিক পাশেই এসে থামলো। কাঁচের দরজাটা খুলে গেলে একটা মই বেয়ে এক লোক নিচে নেমে এলো। লোকটার মাথা থেকে পা পর্যন্ত সাদা পোশাকে ঢাকা।

লোকটা এফ-১৪র পাইলটকে সংকেত দিলো। পাইলট তার কথা মতো ককপিটের হ্যাচটা খুলে ফেললো।

ককপিটটা খুলে যেতেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাসে রাচেলের কাঁপুনি লেগে গেলো। হাড়ের মধ্যে মুহূর্তেই কামড়ে ধরলো।

আরে ঢাকনাটা বন্ধ করুন!

"মিস সেক্সটন?" লোকটা তাকে ডাকলো। তার বাচনভঙ্গী আমেরিকান। "নাসা'র পক্ষ থেকে আমি আপনাকে স্বাগতম জানাচ্ছি।"

রাচেল ঠাণ্ডায় কাঁপছিলো। *লক্ষ কোটি ধন্যবাদ।*

"দয়া ক'রে হেলোমেটটা খুলে ওখান থেকে নেমে আসুন। আপনার কি কোনো প্রশ্ন রয়েছে?"

"হ্যা," রাচেল চিৎকার ক'রে বললো। "আমি আসলে কোথায় আছি?"

১৭

মারজোরি টেঞ্চ – প্রেসিডেন্টের সিনিয়র উপদেষ্টা – হাড্ডিসার এক মহিলা। তার ছয় ফুটের দেহখাঁচাটা গিট আর প্রত্যঙ্গের সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ। মুখটা জন্ডিসের রোগীর মতো, গাঁয়ের চামড়াটা যেনো পার্চমেন্ট পেপার, তাতে কেবল দুটো ফুটো রয়েছে, আবেগহীন দুটো চোখ, একান্ন বছর বয়সে তাকে দেখায় সত্তরের মতো।

টেঞ্চকে ওয়াশিংটনের রাজনীতির অঙ্গনে দেবী হিসেবে শ্রদ্ধা করা হয়। বলা হয়ে থাকে তার বিশ্লেষণী ক্ষমতা অসাধারণ। এক দশক ধ'রে স্টেট ডিপার্টমেন্টের ব্যুরো অব ইন্টলিজেন্সে থেকে যে গবেষণা আর বিশ্লেষণ খুবই তীক্ষ্ণ আর মারাত্মক হিসেবে প্রতীয়মান হয়ে আসছে সেটা টেঞ্চের জন্যই। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে টেঞ্চের অতি শীতল ব্যবহার খুব কম লোকেই দুয়েক মিনিটের বেশি সহ্য করতে পারে। মারজোরি টেঞ্চের আশীর্বাদ হলো তার সুপার কম্পিউটার তুল্য মস্তিষ্ক। তাসত্ত্বেও, প্রেসিডেন্ট জাখ হার্নিকে তাকে সহ্য করতে খুবই বেগ পেতে হয় তার অতি উন্নাসিকতার জন্য; তার বুদ্ধি আর কঠোর পরিশ্রম জাখ হার্নিকে সাবলীলভাবে কাজ ক'রে যেতে সাহায্য করে। এ ক্ষেত্রে তার কৃতিত্বে কেউ ভাগ বসাতে পারে না।

"মারজোরি," প্রেসিডেন্ট বললেন, "আমি আপনার জন্যে কী করতে পারি?" তিনি তাকে

বসতে বললেন না। সচরাচর যে সামাজিকতা দেখানো হয়, সেটা এই মহিলার ক্ষেত্রে দেখানোর কোনো দরকার নেই। তার যদি বসার দরকার হয়, সে নিজেই ব'সে পড়বে কিছু না বলে।

"দেখছি, আপনি স্টাফদেরকে আজ চারটা বাজে বৃফ করার জন্য ব্যবস্থা করেছেন।" সিগারেট খাওয়ার কারণে তার গলা ফ্যাস্‌ফ্যাসে। "চমৎকার।"

টেঞ্চ একটু পায়চারী করলো। মারজোরি টেঞ্চ হলো সেই স্বল্প সংখ্যক লোকদের একজন, যে নাসা'র আবিষ্কারটার খবর জানে। তার পরিকল্পনায়ই তো প্রেসিডেন্ট নিজের রাজনৈতিক কৌশল নির্ধারণ ক'রে থাকেন।

"আজকের সিএনএন'র বির্তকটা একটা বাজে হবে," টেঞ্চ একটু কেশে বললো। "সেক্সটনকে মোকাবেলা করার জন্য আমরা কাকে পাঠাচ্ছি?"

হার্নি একটু হাসলো। "একজন জুনিয়র ক্যাম্পেইন মুখপাত্রকে।" আগ্রাসী শিকারীর কাছে বড় কিছু ঠেলে না দেয়াটা পুরনো একটা কৌশল।

"আমার মাথায় একটা ভাল বুদ্ধি এসেছে," টেঞ্চ তাঁর দিকে তাকিয়ে বললো, "আমাকেই মোকাবেলা করতে দিন।"

জাখ হার্নির মাথায় একটা ধাক্কা লাগলো। "আপনি?" *আরে সে ভাবছেটা কী?* "মারজোরি, আপনি তো মিডিয়ায় এভাবে মোকাবেলা করেন না। তাছাড়া, এটা মাঝ দু'পুরের টিভি শো। আমি যদি আমার সিনিয়র উপদেষ্টাকে পাঠাই, তাহলে অর্থটা কী দাড়াচ্ছে? এতে মনে হবে আমরা ঘাবড়ে গেছি, ভড়কে গেছি।"

"একদম ঠিক।"

হার্নি তার দিকে তাকালেন, টেঞ্চ যাই ভাবুক না কেন তাকে সিএনএন'র শোতে হাজির হতে দেয়া যাবে না। কেউ মারজোরি টেঞ্চের চোখের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবে যে, সে পর্দার অন্তরালেই কাজ করে। টেঞ্চ দেখতে ভীতিকর এক মহিলা – এমন ধরণের মুখ নয় যে, একজন প্রেসিডেন্ট তাঁর বক্তব্য পাঠানোর জন্য তাকে ব্যবহার করবে।

"আমি এই সিএনএন বিতর্কটাতে অংশ নিচ্ছি," সে আবারো বললো। এবার সে জিজ্ঞেস করলো না, শুধু জানিয়ে দিলো যেনো।

"মারজোরি," প্রেসিডেন্ট এবার অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন। "সেক্সটন যে দাবি করে হোয়াইট হাউজ ভীত হয়ে পড়েছে, সেটা আপনার অংশগ্রহণে প্রমাণিত হয়ে যাবে। এতো জলদি আমাদের বিগ-গান'দেরকে পাঠানোর অর্থ হবে আমরা খুবই মরিয়া হয়ে গেছি।"

টেঞ্চ শান্তভাবে মাথা নেড়ে একটা সিগারেট ধরালো। "যতো বেশি মরিয়া ভাব আমরা দেখাবো, ততোই ভালো।"

পরবর্তী ষাট সেকেন্ড ধ'রে মারজোরি টেঞ্চ প্রেসিডেন্টকে বোঝাতে সক্ষম হলো কেন তাকেই সিএনএন-এর বিতর্কে পাঠানো উচিত। টেঞ্চের বলা শেষ হলে প্রেসিডেন্ট তার দিকে শুধু ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলেন।

আরেকবার, মারজোরি টেঞ্চ নিজেকে একজন রাজনৈতিক জিনিয়াস হিসেবে প্রমাণ করতে সক্ষম হলো।

১৮

মিল্‌নের বরফের শৈলভূমিটা উত্তর মেরুর সবচাইতে বৃহৎ ভাসমান বরফের অংশ। এটা আর্কটিকের ৮২তম প্যারালাল-এর সর্ব উত্তরে অবস্থিত। মিল্‌নে বরফের সমতল ভূমিটা প্রস্থে ৪ মাইল আর পুরুত্বের দিক থেকে তিনশ ফুটেরও বেশি।

এখন, রাচেল ট্রাক্টরে উঠে বসতেই সে বাড়তি পার্কা বা সোয়েটার এবং হাত মোজার জন্য কৃতজ্ঞ হলো। ট্রাক্টরের বসার জায়গাটাতেও উত্তাপ দেবার ব্যবস্থা আছে। বাইরে, এফ-১৪ জেটটার ইনজিন গোঙাতে শুরু করলো বরফের রানওয়ের ওপর।

রাচেল সেটার দিকে তাকালো। "প্লেনটা চলে যাচ্ছে?"

ট্রাক্টরের ড্রাইভার উঠে ব'সে মাথা নাড়ল। "কেবলমাত্র বিজ্ঞানী আর নাসার সাপোর্ট টিমের সদস্যদেরকেই ঐ স্থানে যাবার অনুমতি রয়েছে।"

এফ-১৪ জেটটা আকাশে মিলিয়ে যেতেই রাচেলের আচমকাই খুব হতাশ লাগলো।

"আমরা আপনাকে নাসা'র প্রধানের কাছে নিয়ে যাচ্ছি, উনি অপেক্ষা করছেন," লোকটা বললো।

রাচেল সীমাহীন বরফের রাজ্যের দিকে তাকিয়ে ভাবলো নাসা'র প্রধান এই নরকে করছেনটা কী।

"একটু ধ'রে বসুন," নাসা'র লোকটা চিৎকার ক'রে বললো। ট্রাক্টরটা একটা বিশাল বরফের দেয়ালের সামনে এসে পড়েছে।

রাচেল সেটা দেখে ভয় পেয়ে গেলো।

"রক এন' রোল!" ড্রাইভার ট্রাক্টরটা সোজা ঐ দেয়াল বেয়ে ওঠাতে লাগলে রাচেল চিৎকার ক'রে উঠল। ট্রাক্টরের দাঁতযুক্ত চাকা বরফ খাঁমচে ধ'রে ঢালু দেয়ালটা বেয়ে উঠতে শুরু করলো। গাড়িটা যেনো দেয়াল বেয়ে উঠছে। রাচেল নিশ্চিত ছিল তারা পেছনের দিকে হেলে পড়বে, কিন্তু তাদের ক্যাবিনটা বিস্ময়করভাবে আনুভূমিকই রইল। ড্রাইভার বললো, "এটার আসল নক্সাটা করা হয়েছিল মঙ্গলের পাথ ফাইন্ডারের জন্য। কী দারুণ কাজ করে!"

রাচের হতভম্ব হয়ে বললো, "একদম ঠিক কথা।"

এবার রাচেল সামনে আরো উঁচু ধাপ দেখতে পেল।

"এটাই হলো মিল্‌নে হিমবাহ," পাহাড়টা দেখিয়ে ড্রাইভার বললো।

"আর কতদূর?" রাচেল তার সামনে বরফ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলো না।

"আরো দুই মাইল।"

রাচেলের মনে হলো খুব বেশি দূর। বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। এত জোড়ে যে মনে হচ্ছে তাদের ট্রাক্টরটাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

"এটা হলো কাটাবাটিক ঝড়," ড্রাইভার চিৎকার ক'রে বললো। "এতে অভ্যস্ত হয়ে যান!" সে বাখ্যা ক'রে বললো যে কাটাবাটিক মানে – এটা একটা গৃক শব্দ – নিচের দিকে তেড়ে আসা। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আর ভারি বাতাস এটা। হিমবাহ বেয়ে এমনভাবে নীচে নেমে আসে যেনো কোনো নদী ধেয়ে আসছে। "এটা হলো পৃথিবীর একমাত্র জায়গা, যেখানে নরকও জ'মে বরফ হয়ে যায়!" ড্রাইভার বললো।

কয়েক মিনিট পর রাচেল দূরে একটা অস্পষ্ট আকৃতি দেখতে পেলো। সাদা বাক্সের মতো কিছু বরফের মধ্যে জেগে উঠেছে। চোখ দুটো কচ্‌লে নিলো। এটা আবার কি... ?

"বড় বড় এস্কিমোরা সেখানে থাকে, আহ্?" লোকটা ঠাট্টা ক'রে বললো।

রাচেল স্থাপনাটা কেমন সেটা বোঝার চেষ্টা করলো। এটা দেখে মনে হচ্ছে হিউস্টন এ্যাস্ট্রোডমকে যেনো উল্টে দেয়া হয়েছে।

"নাসা এটা দেড় সপ্তাহ আগে তৈরি করেছে," সে বললো। "বহুস্তর বিশিষ্ট প্রসারণশীল প্লেক্সিপলিসরবেইট। টুকরোগুলো বাতাস দিয়ে ফুলিয়ে একটার সাথে আরেকটা সংযুক্ত ক'রে পুরো জিনিসটা বরফের ওপরে তার এবং পিস্টন দিয়ে গেঁথে রাখা হয়েছে। দেখতে মনে হয় বিশাল একটি তাবু। কিন্তু এটা আসলে নাসা'র প্রটোটাইপ, বহনযোগ্য আবাস, যা একদিন মঙ্গলগ্রহে ব্যবহার করার জন্যেই তৈরি করা হয়েছে। আমরা এটাকে বলি 'হ্যাবিস্ফেয়ার'।"

"হ্যাবিস্ফেয়ার?"

"হ্যা, বুঝতে পেরেছেন?"

রাচেল মুচ্কি হেসে সামনের ভবনটার দিকে তাকালো। "নাসা মঙ্গলে এখনও যেতে পারে নি ব'লে আপনারা এটাকে এখানে এনে ব্যবহার করছেন?"

লোকটা হাসলো। "আসলে আমার পছন্দ ছিল তাহিতিতে, কিন্তু ভাগ্যই এই জায়গাটা নির্ধারণ ক'রে দিয়েছে।

ট্রাক্টরটা ভবনের পাশে ছোট্ট একটা দরজার সামনে এসে থামলে দরজাটা খুলে গেলো। ভেতর থেকে আলো ঠিক্‌রে বের হয়ে আসছে। বেশ মোটাসোটা একটা লোক এগিয়ে আসল তাদের দিকে, সে পরে রয়েছে কালো সোয়েটার, তাতে ক'রে তাকে একটা ভাল্লুকের মতই দেখাচ্ছে। আইস রোভার নামক ট্রাক্টরটার কাছে চলে এলো সে।

রাচেলের কোনো সন্দেহ নেই লোকটা কে : নাসা প্রধান লরেন্স এক্সট্রম।

ড্রাইভার দাঁত বের ক'রে হাসলো। "উনার সাইজ দেখে বোকা বনে যাবেন না, লোকটা আসলে পুষি বিড়াল।"

বাঘের মতো বিড়াল, রাচেল ভাবলো। এ বলে তার সুনাম রয়েছে যে, তার স্বপ্নের পথে কেউ বাধা হয়ে দেখা দিলে সে তার মাথাটা চিবিয়ে খায়।

রাচেল যখন আইস রোভার থেকে নামলো তখন বাতাস তাকে প্রায় উড়িয়ে নিতে যাচ্ছিলো। সে তার কোটটা শরীরের সাথে জড়িয়ে নিলো, ভবনের দিকে এগিয়ে গেলো সে।

মাঝ পথেই নাসা'র প্রধান তার মুখোমুখি হলো। বিশাল আকৃতির হাত মোজাসমেত হাত বাড়িয়ে দিলো সে। "মিস সেক্সটন। এখানে আসার জন্য ধন্যবাদ।"

রাচেল মাথা নাড়ল। বাতাসের মধ্যে চিৎকার ক'রে বললো, "সত্যি বলতে কী স্যার, আমার কিছুই করার ছিলো না।"

হিমবাহের আরো হাজার খানেক মিটার উপরে, ডেল্টা-ওয়ান ইনফারেড দূরবীন দিয়ে নাসা'র প্রধান আর রাচেল সেক্সটনকে দেখতে লাগলো।

১৯

নাসা প্রধান লরেন্স এক্সট্রম একজন দৈত্যাকার ব্যক্তি। রুক্ষ আর রূঢ়, অনেকটা রাগান্বিত

ঈশ্বরের মত। তার সোনালি ছিটযুক্ত চুল আর্মি কাট ক'রে কাটা, নাকটা কন্দযুক্ত। এই মুহূর্তে তার কঠিন চোখ দুটো অনেক রাত না ঘুমানোর ফলে চুপসে আছে। এ্যারোস্পেস কৌশলবিদ এবং অপারেশন উপদেষ্টা হিসেবে নাসা'র দায়িত্ব পাবার আগে পেন্টাগনে কর্মরত ছিল সে। এক্সট্রম কোনো মিশনে নামলে সেটা নিয়ে জানবাজি রেখে লড়াই করার সুনাম রয়েছে তার।

রাচেল সেক্সটন লরেন্স এক্সট্রম এর পেছনে পেছনে হ্যাবিস্ফেয়ারের ভেতরে ঢুকতেই তার মনে হলো যে একটা ভৌতিক, ঈষদচ্ছ পথ দিয়ে যাচ্ছে। ভেতরের ফ্লোরটা অবশ্য কঠিন বরফের। সেটার ওপর রাবারের কার্পেট বিছানো। তারা একটা খাট ও কেমিক্যাল টয়লেজ সজ্জিত কক্ষ অতিক্রম করলো।

সৌভাগ্যের বিষয় হলো হ্যাবিস্ফেয়ারের ভেতরটা বেশ উষ্ণ। যদিও বাতাসে একটা উৎকট গন্ধ আছে, যেটার সঙ্গে যোগ হয়েছে গাদাগাদি ক'রে থাকা মানুষের শরীরের গন্ধ। আশেপাশে একটা জেনারেটর ঘর্‌ঘর্‌ করছে। *এটাই তবে এই জায়গার ইলেক্ট্রিক পাওয়ারের উৎস।*

"মিস সেক্সটন", এক্সট্রম বললো, "আপনাকে শুরু থেকে সব বলা দরকার," রাচেলকে পেয়ে তার কণ্ঠে আমুদে ভাব নেই। "আপনি এখানে এসেছেন কারণ প্রেসিডেন্ট চেয়েছেন আপনি এখানে আসুন। জাখ হার্নি আমার ব্যক্তিগত একজন বন্ধু, এবং নাসা'র বিশ্বস্ত সমর্থক। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি। তার কাছে ঋণী। তাঁকে আমি বিশ্বাসও করি। আমি তাঁর সরাসরি কোনো আদেশের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলি না, আমার মনঃপুত না হলেও। কোনো অস্পষ্টতা যাতে না থাকে তাই বলি, এ ব্যাপারে সাবধান থাকবেন, আপনাকে এখানে জড়ানোটা প্রেসিডেন্টের অতিউৎসাহে হয়েছে, তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।"

রাচেল কেবল তাকিয়ে রইল। *আমি ৩০০০ মাইল উড়ে এসেছি এই রকম আতিথেয়তার জন্য? এই লোকটা মার্থা স্টুয়ার্টের মতো নয়।* "আপনাকে সম্মান করেই বলছি," সে পাল্টা বললো, "আমিও প্রেসিডেন্টের আদেশের শিকার। আমাকে এখানে আসার উদ্দেশ্যটা পর্যন্ত বলা হয়নি। আমি কেবল বিশ্বাস করেই এখানে এসেছি।"

"বেশ ভাল," এক্সট্রম বললো। "তাহলে আমি খোলাখুলিই বলি।"

"আপনি সেটা শুরু থেকেই করছেন।"

রাচেলের কঠিন জবাব মনে হলো নাসা প্রধানকে দমিয়ে দিলো। তার পদক্ষেপ একটু ধীরগতি হয়ে গেলো। সে তার দিকে ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখে তারপর সাপের মত ফোঁস ক'রে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জোরে জোরে হাটতে লাগলো।

"বুঝেছি," এক্সট্রম আবার শুরু করলো, "আপনি এখানে এসেছেন নাসা'র অতি গোপনীয় একটা প্রজেক্টে, আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও। আপনি কেবল এনআরও'র একজন সদস্যই না, যার ডিরেক্টর নাসা'র লোকদেরকে অনাথ এতিম বাচ্চাদের মত অসম্মান ক'রে থাকে, বরং আপনি তার কন্যা, যার ব্যক্তিগত মিশন হলো আমার এজেন্সিটাকে ধ্বংস করা। এটা হবে এখন নাসা'র সবচাইতেম উজ্জ্বল দিন। আমার লোকজন অনেক সমালোচনা সহ্য করেছে, আর তারা এই মুহূর্তটা তাদের গৌরবজনক বিজয় হিসেবেই পালন করবে। আপনার বাবার সন্দেহ আর আক্রমণের জন্য আমাদেরকে বাধ্য হয়েই বেসামরিক বিজ্ঞানী বিশেষজ্ঞ এমনকি

যে লোক আমাদের ধ্বংস করতে চায় তার মেয়েকে পর্যন্ত এখানে আনতে হয়েছে।"

আমি আমার বাবা নই, রাচেল চিৎকার ক'রে বলতে চাইলো, কিন্তু এখন নাসা'র প্রধানের সঙ্গে রাজনৈতিক বিতর্ক করার সময় নয়। "আমি এখানে কেন্দ্রবিন্দু হবার জন্য আসিনি, স্যার।"

এক্সট্রম চোখ বড় বড় ক'রে তাকালো। "আপনি অবশ্য এটার বিকল্পও খুঁজে পাবেন না।"

মন্তব্যটা তাকে খুব বিস্মিত করলো। যদিও প্রেসিডেন্ট হার্নি তাকে নির্দিষ্ট ক'রে কিছু বলেননি, কিন্তু পিকারিং তাকে ঠিকই বুঝিয়ে দিয়েছে যে তাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য দাবার ঘুটি হিসেবে ব্যবহার করা হবে। "আমি জানতে চাই আমি এখানে কিজন্যে এসেছি?" রাচেল জানতে চাইলো।

"আপনি এবং আমি দু'জনেই। আমার কাছে সেই তথ্যটা নেই।"

"কী বললেন?"

"প্রেসিডেন্ট আমাকে কেবল বলেছেন, আপনি এখানে আসার পর আমাদের আবিষ্কারের ব্যাপারে আপনাকে যেনো বৃফ করি। এখানে আপনার ভূমিকা কী হবে সেটা আপনি এবং তাঁর মধ্যেকার ব্যাপার।"

"তিনি বলেছেন আপনার ইওএস এটি আবিষ্কার করেছে।"

এক্সট্রম পাশ ফিরে তার দিকে চেয়ে রইল। "আপনি ইওএস প্রজেক্ট সম্পর্কে কতটা পরিচিত?"

"ইওএস হলো নাসা'র পাঁচটি স্যাটেলাইটের একটি স্থাপনা যা পৃথিবীকে বিভিন্ন দিক থেকে নিরীক্ষ বা পর্যবেক্ষণ ক'রে থাকে – সমুদ্র, ভৌগলিক ফাটল বিশ্লেষণ, মেরু অঞ্চলের বরফ গলা পর্যবেক্ষণ, তেলের খনি সন্ধান করা –"

"চমৎকার," এক্সট্রম বললো বটে কিন্তু মনে হলো সে মোটেও সন্তুষ্ট হয়নি। "আপনি কি ইওএস এর নতুন স্থাপনা সম্পর্কে কিছু জানেন? এটাকে বলে পিওডিএস।"

রাচেল মাথা ঝাঁকাল। *পোলার অরবিটিং ডেনসিটি স্ক্যানার অর্থাৎ পিওডিএস'কে বৈশ্বিক উষ্ণতা মাপার জন্য তৈরি করা হয়েছে।* "আমি যেটা বুঝি, পিওডিএস দিয়ে মেরু অঞ্চলের বরফের ঘনত্ব আর কঠিনত্ব মাপা হয়?"

"বলতে পারেন, সেরকমই। এটা দিয়ে বিশাল একটি এলাকার ঘনত্ব মাপা হয়, সেখানকার সবচাইতে নরম অংশটাও বের করা যায় – বরফের স্তরে ফুটো, আভ্যন্তরীণ উষ্ণতাকেই নির্দেশ করে।"

রাচেল এ ধরণের ভূগভৃস্থ আলট্রাসাউন্ডের ব্যাপারে অবগত আছে। এনআরও'র স্যাটেলাইটও একই রকম প্রযুক্তি ব্যবহার ক'রে থাকে, বিশেষ ক'রে পূর্ব ইউরোপের গণকবর সন্ধানের কাজে ব্যবহার করা হয়েছিলো। যাতে ক'রে প্রেসিডেন্ট নিশ্চিন্ত হতে পারেন যে জাতিগত নিধন যজ্ঞ সত্যি সত্যি সংঘটিত হয়েছে।

"দু সপ্তাহ আগে," এক্সট্রম বললো, "পিওডিএস এখানে এমন ঘনত্বের একটি স্থানকে চিহ্নিত করেছে যা আমাদের কাছে অপ্রত্যাশিত ব'লে মনে হয়েছে। এটার বরফ পৃষ্ঠের দু'শত

ফুট নিচে, কঠিন একটি বস্তু নিখুঁতভাবে আঁটকে আছে। হিসাব মতে, সেটার ব্যস দশ ফিট হবে।"

"পানির আধার?" রাচেল জিজ্ঞেস করলো।

"না। তরল কিছু না। অদ্ভুত ব্যাপার হলো এই বস্তুটা তার চারপাশের বরফের তুলনায় খুব বেশিই শক্ত।"

রাচেল চুপ রইল কিছুক্ষণ। "তো ... এটা তাহলে শিলাখণ্ড অথবা অন্য কিছু?"

এক্সট্রম মাথা নাড়লো। "সেরকমই!"

রাচেল কথাটা কোনোর জন্য অপেক্ষা করলো। কিন্তু সেটা বলা হলো না। *আমি এখানে এসেছি কারণ নাসা বরফের মধ্যে বিশাল একটা পাথরখণ্ড খুঁজে পেয়েছে?*

এক্সট্রমকে খুবই আনন্দিত মনে হলো। "পাথরটা ওজন আট টনেরও বেশি হবে। সেটা দুইশত ফুট শক্ত বরফের নিচে আঁটকে আছে। তার মানে জিনিসটা প্রায় তিন'শ বছর ধ'রে ওখানে ছিলো।"

রাচেল দীর্ঘ করিডোর দিয়ে হাটতে হাটতে কিছুটা ক্লান্ত বোধ করলো। "আমার মনে হয় পাথরটার ওখানে থাকার যৌক্তিক ব্যাখ্যা রয়েছে...আর এনিয়ে এতো গোপনীয়তার কী আছে?"

"নিশ্চয়ই কিছু আছে," এক্সট্রম বললো, "পিওডিএস যে পাথরটা খুঁজে পেয়েছে সেটা একটা উল্কাপিণ্ড।"

রাচেল একদম থেমে গিয়ে নাসা প্রধানের দিকে চেয়ে রইল। "উল্কাপিণ্ড?" তার মধ্যে যেনো হতাশা দেখা গেলো। *এই আবিষ্কারটা নিয়ে নাসা আর অকর্মা সব লোকজন এভাবে উঠে প'ড়ে লেগেছে? হার্নি সাহেব ভাবছেনটা কী? মানতে হবে উল্কাপিণ্ড এ পৃথিবীর বিরলতম পাথর, কিন্তু নাসা'তো সবসময়ই এসব আবিষ্কার ক'রে চলেছে।*

"এই উল্কাপিণ্ডটি সবচাইতে বড়, আমাদের আগেরগুলো থেকে," এক্সট্রম তার পাশেই দাঁড়িয়ে বললো। "আমাদের বিশ্বাস এই উল্কাপিণ্ডটি সপ্তদশ শতকে পৃথিবীতে আঘাত হেনেছিলো। মানে এই আর্কটিক সাগরে। সেখান থেকে এটা মিল্নের হিমবাহতে এসে পড়েছে। আর বিগত তিন শত বছর ধ'রে তুষার পাতের ফলে এতো নিচে চলে গেছে।"

রাচেল বিরক্ত হলো। এই আবিষ্কারে কোনো ইতরবিশেষ হলো না। তার মনে এই আশংকা দানা বাঁধতে শুরু করলো যে, চাপের মুখে থাকা নাসা আর হোয়াইট হাউজ মরিয়া হয়ে অতি প্রচারটা করছে, আর সেটার সাক্ষী হতে এসেছে সে।

"আপনাকে খুব বেশি মুগ্ধ মনে হচ্ছে না," এক্সট্রম বললো।

"আমি আসলে...অন্যরকম কিছু প্রত্যাশা করেছিলাম।"

এক্সট্রম চোখ কুচ্কে বললো, "এই রকম বিশাল আকৃতির উল্কাপিণ্ড পাওয়াটা বিরল ব্যাপার, মিস সেক্সটন। খুব কমই এরকম জিনিস আমাদের কাছে রয়েছে।"

"আমি বুঝতে পারছি –"

"উল্কাপিণ্ডটির আকার দেখে কিন্তু আমাদের এই বিস্ময় নয়।"

রাচেল তার দিকে তাকালো।

"অনুমতি দিলে, আমি শেষ করতে পারি," এক্সট্রম বললো, "এই উল্কাপিণ্ডটির অন্যরকম বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা আর কোনো উল্কাপিণ্ডে এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি, সেটা ছোটই হোক আর বড় হোক।" সে সামনের পথটার দিকে তাকালো। "আপনি আমার সাথে একটু আসুন, আমি আপনাকে এমন একজনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবো যে এ ব্যাপারে আমার চেয়ে বেশি যোগ্য।"

রাচেল দ্বিধাগ্রস্ত হলো। "নাসা'র প্রধানের চেয়েও বেশি যোগ্যসম্পন্ন কেউ?"

এক্সট্রম তার দিকে স্থির চেয়ে রইল। "বেশিই যোগ্য, মিস সেক্সটন, যেহেতু, তিনি একজন সিভিলিয়ান। আমার ধারণা ছিলো, আপনি যেহেতু একজন পেশাদার ডাটা বিশ্লেষক তাই আপনি হয়তো নিরপেক্ষ কোনো উৎস থেকেই আপনার ডাটা সংগ্রহ করতে বেশি পছন্দ করবেন।"

তুশে। রাচেল মনে মনে বললো।

রাচেল নাসা প্রধানের সঙ্গে করিডোরের শেষ মাথায় এসে পড়লো, সেখানে ভারি একটা কালো কাপড়ের পর্দা টানানো রয়েছে। কাপড়ের ওপাশে রাচেল মানুষের কথাবার্তার শব্দ শুনতে পেলো। শব্দগুলো প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো, যেনো সেটা বিশাল একটা জায়গা।

কোনো কথা না বলে নাসা প্রধান পর্দাটা টেনে সরিয়ে দিলে ভেতর থেকে তীব্র আলো রাচেলের চোখ ঝলসে দিলো। চোখটা কচলে ভালো ক'রে সামনের দিকে তাকাতেই রাচেল দেখতে পেলো বিশাল একটা ঘর। সে নিঃশ্বাস ছাড়লো।

"হায় ঈশ্বর," সে চাপা কণ্ঠেই বললো, "এটা কোনো জায়গা?"

২০

ওয়াশিংটনের বাইরে সিএনএন'র প্রোডাকশন ফ্যাসিলিটিটা ২১২টা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা স্টুডিওর মধ্যে অন্যতম, যা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আটলান্টায় টার্নার হেডকোয়ার্টারে পৌছে দেয়া হয়।

পৌনে দু'টার দিকে সিনেটর সেজউইক সেক্সটনের লিমোজিনটা পার্কিং লটে এসে থামলো। সেক্সটনের খুব হাসি পাচ্ছে যখন ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছেন। তাঁকে এবং গ্যাব্রিয়েলকে সিএনএন'র প্রযোজক, বিশাল বপুর এক লোক হাসিমুখে স্বাগত জানালো।

"সিনেটর সেক্সটন," প্রযোজক বললো। "স্বাগতম, দারুণ খবর আছে। আমরা জানতে পেরেছি হোয়াইট হাউজ কাকে আপনার সঙ্গে মুখোমুখি করার জন্য পাঠাচ্ছে।" প্রযোজক উৎকটভাবে দাঁত বের করলো। "আশা করি আপনি আপনার যোগ্য প্রতিযোগীই পেয়েছেন।" সে স্টুডিও'র কাঁচের ওপাশে ইঙ্গিত করলো।

সেক্সটন সেখানে তাকিয়ে প্রায় পড়েই যাচ্ছিলেন। তিনি আবার তার দিকে তাকালেন। সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে তাকে দেখতে পেলেন, রাজনীতির জগতের সবচাইতে কুৎসিত মুখটাকে।

"মারজোরি টেঞ্চ?" গ্যাব্রিয়েল বিস্ময়ে বরল, "সে এখানে কী করতে এসেছে?"

সেক্সটনের কোনো ধারণাই নেই। কিন্তু সে যে কারণেই এসে থাকুক না কেন, তার উপস্থিতি দারুণ একটি খবর – প্রেসিডেন্ট যে মরিয়া হয়ে ওঠেছেন তার প্রমাণ এটি। তিনি কেন তাঁর সিনিয়র উপদেষ্টাকে সামনের দিকে ঠেলে দেবেন? প্রেসিডেন্ট জাখ হার্নি তাঁর বিগ-গানদের ব্যবহার করছেন, সেক্সটন এই সুযোগটাকে স্বাগতম জানালেন।

যতো বড় শত্রু হবে, ততো বড় তার পতন।

টেঞ্চ একজন ধূর্ত প্রতিপক্ষ হবে সে ব্যাপারে সিনেটরের কোনো সন্দেহই নেই। সেক্সটন এটা না ভেবে পারলেন না যে প্রেসিডেন্টের বিচারে ভুল হয়ে গেছে। মারজোরি দেখতে বীভৎস। এখন সে চেয়ারে ব'সে সিগারেট টানছে।

কিন্তু, সেক্সটন ভাবলেন এরকম চেহারার কেউ কি কখনও টিভিতে মুখোমুখি হয়েছে কিনা কে জানে।

সেক্সটন হোয়াইট হাউজের এই জন্ডিস মার্কা উপদেষ্টার চেহারা ম্যাগাজিনে খুব কমই দেখেছেন। তিনি বিশ্বাসই করতে পারছেন না, ওয়াশিংটনের সবচাইতে শক্তিশালী মানুষটিকে দেখছেন।

"আমার এটা ভালো ঠেকছে না।" গ্যাব্রিয়েল চাপা কণ্ঠে বললো।

সেক্সটন কথাটা শুনতেই পেলো না। তাঁর অবশ্য এটা ভালোই লাগছে। মারজোরি টেঞ্চ উচ্চ কণ্ঠে ব'লে থাকে যে, ভবিষ্যতে আমেরিকার নেতৃত্ব নির্ভর করবে প্রযুক্তিগত উচ্চমান অধিকারের মধ্যই। সে হাইটেক গভর্নমেন্ট আরডি প্রকল্প, এবং সবচাইতে বড় কথা নাসা'র একজন বড় সমর্থক। অনেকেই বিশ্বাস করে ব্যর্থ এজেন্সি হিসেবে নাসা'র পেছনে অব্যাহত সাহায্য দেবার পেছনে আসলে টেঞ্চের ভূমিকাই প্রধান।

সেক্সটন ভাবলেন প্রেসিডেন্ট কি মারজোরি টেঞ্চকে এতদিন ধ'রে দিয়ে আসা বাজে উপদেশ দেবার জন্য শাস্তি স্বরূপ এখানে পাঠিয়েছেন কিনা।

তিনি কি তাঁর সিনিয়র উপদেষ্টাকে নেকড়ের মুখে ছুড়ে মারছেন না?

গ্যাব্রিয়েল অ্যাশ মারজোরি টেঞ্চের দিকে তাকিয়ে অস্বস্তিতে ভুগতে লাগলো। এই মহিলো অসম্ভব স্মার্ট, অপ্রত্যাশিতভাবে মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। তাকে এখানে পাঠানোটা প্রেসিডেন্টের জন্য বাজে চাল। কিন্তু প্রেসিডেন্ট নিশ্চয় এত বোকা নন। গ্যাব্রিয়েলের মন বলছে, এই ইন্টারভিউটা দুঃসংবাদ বয়ে আনবে।

গ্যাব্রিয়েল ইতিমধ্যেই আঁচ করতে পেরেছে সিনেটর খুব বেশি আত্মবিশ্বাসী আর উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। ঘাড় মটকাবার সুযোগ পেলে সেক্সটনের বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠার স্বভাব আছে। নাসা ইসুটা নির্বাচনের জন্য উপযোগী হলেও সেক্সটন তা' নিয়ে বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলেছেন।

প্রযোজক উদগ্রীব হয়ে উঠলো। "আসুন, তৈরি হয়ে নিন, সিনেটর।"

সেক্সটন যখন স্টুডিওতে যেতে উদ্যত হলেন তখন গ্যাব্রিয়েল তাঁর জামার হাতা খামচে ধরল। "আমি জানি তুমি কী ভাবছ," সে চাপা কণ্ঠে বললো। "শুধু স্মার্ট থেকো। বেশি বাড়াবাড়ি করো না।"

"বাড়াবাড়ি? আমি?" সেক্সটন দাঁত বের ক'রে হাসলেন।

"মনে রেখো, এই মহিলা যা করে তা ভালো মতোই করে।"

সেক্সটন তার দিকে মিটিমিটি হেসে আশ্বস্ত করলেন। "আমিও তাই করি।"

২১

নাসা'র হ্যাবিস্ফেয়ারের গুহাতুল্য মূল কক্ষটি খুবই অদ্ভুত রকমের, এমনটি পৃথিবীতে দেখা যায় না। কিন্তু আর্কটিকের শৈলভূমিতে এটার অবস্থান রাচেল সেক্সটন হজম করতে পারলেন না।

রাচেলের মনে হলো সে একটা স্যানোটেরিয়াম-এ প্রবেশ করেছে। দেয়ালগুলো ঢালু হয়ে কঠিন বরফের জমিনে এসে মিশেছে। যেখানে এক সারি হ্যালোজেন ল্যাম্প প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে। উপরের দিকে সেগুলো তীব্র আলো ছড়াচ্ছে তাতে ক'রে পুরো কক্ষটা আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে গেছে।

ঘরে ভ্রাম্যমান বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার যন্ত্রপাতি বসানো হয়েছে। সে সব যন্ত্রপাতির ভীড়ে ব'সে কাজ ক'রে যাচ্ছে সাদা পোশাক পরা ত্রিশ-চল্লিশ জনের মত নাসা'র কর্মকর্তা। তারা আনন্দে আর উত্তেজনায় একে অন্যের সাথে কথা বলছে। রাচেল ঘরের ইলেক্ট্রিসিটিটা দেখে সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারলো।

এটা নতুন একটি চমক জাগানো আবিষ্কার।

ঘরটা দিয়ে যাবার সময় রাচেল লক্ষ্য করলো তাকে যারা দেখে চিনতে পারছে তারা অখুশী হচ্ছে। তাদের ফিসফাস্ পরিষ্কার কোনো গেলো।

এ কি সিনেটর সেক্সটনের মেয়ে না?

সে এখানে আবার কী করতে এসেছে?

আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না নাসা প্রধান তার সাথে কথাও বলছেন!

রাচেল যেনো চারপাশে তার বাবার প্রেতাত্মাটা দেখতে পেলো। তার চারপাশে কেবল যে শত্রুভাবাপন্ন প্রতিক্রিয়াই রয়েছে তা নয়; রাচেল অন্য একটি জিনিসও টের পাচ্ছে – নাসা যেনো পরিষ্কার জানে শেষ হাসিটা কে হাসবে।

নাসার প্রধান রাচেলকে এক সারি টেবিলের দিকে নিয়ে গেলো, যেখানে একজন লোক কম্পিউটার নিয়ে ব'সে আছে। তার পরনে কালো টার্টলনেক, ঢিলেঢালা প্যান্ট এবং ভারি বুট জুতা। নাসা'র সবাই যেমনটি পরেছে সে রকম নয় মোটেও। সে তাদের দিকে পেছন ফিরে ব'সে আছে।

নাসা'র প্রধান তাকে অপেক্ষা করতে ব'লে ঐ লোকটার কাছে গেলো কথা বলতে। কিছুক্ষণ বাদে লোকটা রাচেলের দিকে তাকিয়ে হাই ক'রে কম্পিউটারটা বন্ধ ক'রে দিলো। নাসা প্রধান আবার তার কাছে ফিরে এলো।

"মিঃ টোল্যান্ড এখান থেকে আপনাকে নিয়ে যাবেন," সে বললো," তিনি প্রেসিডেন্টের আরেকজন নিযুক্ত ব্যক্তি। তো, আপনারা দু'জন ভালো সময়ই কাটাতে পারবেন। পরে আপনার সাথে দেখা করবো।"

"ধন্যবাদ আপনাকে।"

"আমার ধারণা আপনি মাইকেল টোল্যান্ডের নাম শুনেছেন?"

রাচেল কাঁধ ঝাঁকাল। তার মাথাটা চারপাশের অবিশ্বাস্য জিনিসেই ডুবে আছে। "নামটা শুনে চিনতে পারছি না।"

টার্টলনেক পরা লোকটা তার সামনে এসে দাঁত বের ক'রে হাসলো। "চিনতে পারছেন না?" তার কণ্ঠ আন্তরিক আর বন্ধুভাবাপন্ন। "মনে হচ্ছে প্রথম দেখায় আমি কাউকেই খুশী করতে পারবো না আর।"

রাচেল তার দিকে ভাল ক'রে দেখতেই তার পা দুটো জমে গেলো। সে লোকটার হ্যান্ডসাম চেহারাটা মুহূর্তেই চিনে ফেললো। আমেরিকার সবাই সেটা চেনে।

"ওহ্," সে বললো। লোকটা তার সাথে করমর্দন করলো। "আপনি সেই মাইকেল টোল্যান্ড।"

প্রেসিডেন্ট যখন রাচেলকে বলেছিলেন তিনি কিছু খ্যাতিমান বিজ্ঞানীকে নিযুক্ত করেছেন তখন তার মনে হয়েছিল সেটা প্রেসিডেন্টের পক্ষে আছে এমন লোকজনই হবে। কিন্তু মাইকেল টোল্যান্ড তার সঙ্গে খাপ খায় না। আজকের দিনে আমেরিকার সবচাইতে সুপরিচিত জনপ্রিয় বিজ্ঞানী, টোল্যান্ড একটি সাপ্তাহিক প্রামান্যচিত্র উপস্থাপনা করেন, *বিস্ময়কর সমুদ্র* নামে। তাতে তিনি দর্শকদেরকে সাগর তলের সব বিস্ময়কর তথ্য দিয়ে থাকেন – সমুদ্রতলের আগ্নেয়গিরি, দশ ফুট দৈর্ঘ্যের সমুদ্র কেঁচো, মরণঘাতি সমুদ্রস্রোত। মিডিয়া টোল্যান্ডকে জ্যাক কস্তু এবং কার্ল সাগানের সংমিশ্রন ব'লে অভিহিত ক'রে থাকে। তার অনুষ্ঠানে জ্ঞানগর্ভ তথ্য এমন বিনোদনের মধ্য দিয়ে দেয়া হয় যে, দর্শক নিজেই অভিযানের স্বাদ পেয়ে থাকে, আর সেজন্যেই *বিস্ময়কর সমুদ্র* রেটিং-এ শীর্ষে চলে গেছে।

"মিঃ টোল্যান্ড..." রাচেল একটু তোত্‌লাতে তোত্‌লাতে বললো। "আমি রাচেল সেক্সটন।"

টোল্যান্ড সানন্দে বাঁকা ঠোঁটে হাসলো। "হাই রাচেল, আমাকে মাইক বলেই ডেকো।"

রাচেলের জিভ যেনো জড়িয়ে গেলো, এটা তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বাইরে। অপ্রত্যাশিতভাবে সে এক বিখ্যাত টিভি তারকার মুখোমুখি এখন। "আপনাকে এখানে দেখে আমি খুবই অবাক হয়েছি।" নিজের জড়তা কাটাবার জন্য সে বললো। "প্রেসিডেন্ট যখন বলেছিলেন, তিনি কিছু সিভিলিয়ান বৈজ্ঞানিককে নিযুক্ত করেছেন, তখন আমি ভেবেছিলাম, মানে আশা করেছিলাম ..." সে ইতস্তত করলো।

"সত্যিকারের বিজ্ঞানী?" টোল্যান্ড হাসলো।

রাচেল অপ্রস্তুত হয়ে গেলো। "আমি আসলে তা বলছি না।"

"এ নিয়ে ভাববে না," টোল্যান্ড বললো। "এখানে আসার পর থেকেই একথা শুনে আসছি।"

নাসা প্রধান তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলো। টোল্যান্ড এবার কৌতূহলী চোখে রাচেলের দিকে তাকালো। "নাসা প্রধান বলেছেন আপনি নাকি সিনেটর সেক্সটনের মেয়ে?"

রাচেল সায় দিলো। *দুর্ভাগ্যজনকভাবেই।*

"সেক্সটনের একজন চর শত্রুশিবিরে?"

"যুদ্ধের শিবিরের রেখাটাকে তুমি যেভাবে ভাবছ সবসময় সেভাবে টানা হয় না।"

একটা অসহ্য নীরবতা নেমে এলো।

"তো আমাকে বলো," রাচেল চট ক'রে বললো, "একজন জগদ্বিখ্যাত সমুদ্রবিজ্ঞানী এই হিমবাহের ওপরে একদল নাসা'র রকেট বিজ্ঞানীর সাথে করছেটা কি?"

টোল্যান্ড মুখ টিপে হাসলো। "আসলে প্রেসিডেন্টের মতো দেখতে একজন লোক আমাকে এখানে আসার আমন্ত্রণ দিয়েছে। আমি আমার মুখ খুলে বলতে চেয়েছিলাম 'গোল্লায় যাও', কিন্তু যেভাবেই হোক, বলে দিয়েছি 'হ্যা, স্যার।"

সারা দিনে রাচেল এই প্রথম হাসলো। "ক্লাবে যোগ দিয়ে দিলে।"

যদিও বেশির ভাগ সেলিবৃটিরাই ব্যক্তি হিসেবে মনে হয় ক্ষুদ্র, কিন্তু রাচেলের মনে হলো মাইকেল টোল্যান্ড খুবই দীর্ঘকায়। তার বাদামী চোখ দুটো যেমন অর্ন্তভেদী তেমনি সুতীব্র, ঠিক যেমনটি টেলিভিশনে দেখা যায়। তার কণ্ঠটাও আন্তরিক আর উচ্ছ্বাসে ভরা। তাকে দেখতে শক্তসামর্থ্য আর পাঁচ চল্লিশ বছরের যুবক বলেই মনে হয়। টোল্যান্ডের ঘন কালো চুল কপালের উপর অবিন্যস্তভাবে পড়ে আছে। তার চোয়াল শক্ত, আর সাবলীল আচরণে আত্মবিশ্বাসেরই প্রতিফলন রয়েছে। সে যখন রাচেলের সাথে করমর্দন করলো তখন রাচেল বুঝতে পারলো, টিপিক্যাল টিভি উপস্থাপকদের মতো নরম হাতের কোমল কিছু নয়, হাতে কলমে কাজ করা একজন সমুদ্র বিশেষজ্ঞ বলেই মনে হলো তাকে।

"সত্যি বলতে কি," টোল্যান্ড স্বীকার করলো। "আমার মনে হয় আমি এখানে যোগ দিয়েছি আমার পাণ্ডিত্যের জন্য নয় বরং জনসংযোগের জন্য। প্রেসিডেন্ট আমাকে এখানে এনে তাঁর জন্যে একটা প্রামান্যচিত্র বানাতে বলেছেন।"

"প্রামান্যচিত্র? একটা উল্কাপিণ্ড নিয়ে? কিন্তু আপনিতো একজন সমুদ্রবিজ্ঞানী।"

"সেটাই তাঁকে আমি বলেছিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে বলেছেন, তিনি নাকি কোনো উল্কাপিণ্ড-প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতাকে চেনেন না। তিনি আজ রাতে যে সংবাদ সম্মেলন করবেন তাতে আমার তৈরি প্রামান্যচিত্রটাও দেখানো হবে।"

একজন সেলিবৃটি মুখপাত্র। জাখ হার্নির কৌশলটা আঁচ করতে পারলো রাচেল। নাসা জনসাধারণের কাছে যতোটা গ্রহণযোগ্য হবে তার চেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য হবে ইতিমধ্যেই বিখ্যাত হওয়া একজন প্রামান্যচিত্র নির্মাতা উপস্থাপক।

টোল্যান্ড রাচেলকে কক্ষের এক কোণে নীল কার্পেটের একটা অংশ দেখিয়ে দিলো। সেটাই তার সেট-আপ। ক্যামেরা, লাইট, মাইক্রোফোন সব রয়েছে সেখানে। পেছনের দেয়ালে কেউ আমেরিকার বিশাল একটা পতাকা টাঙিয়ে দিয়েছে।

"আজকের রাতের জন্য," টোল্যান্ড বললো। "নাসা প্রধান এবং কিছু শীর্ষ বিজ্ঞানী স্যাটেলাইটের মাধ্যমে হোয়াইট হাউজে প্রেসিডেন্টের সাথে সংবাদ সম্মেলনের সময়ে অংশ নেবে।"

যথার্থ, রাচেল ভাবলো। এটা জেনে খুশি হলো যে জাখ হার্নি নাসা'কে পুরোপুরি বাদ দেয়ার কথা ভাবেননি।

"তো," রাচেল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, "কেউ কি বলবে এই উল্কাপিণ্ডটার বিশেষত্ব কী?"

টোল্যান্ড ভুরু তুলে রহস্য ক'রে তার দিকে তাকিয়ে দাঁত বের ক'রে হাসলো। "আসলে বিশেষত্বটা ব্যাখ্যা করার চেয়ে দেখেই বেশি বোঝা যাবে।" সে রাচেলকে পাশেই একটা জায়গায় নিয়ে গেলো। "ওখানে যে লোকটা আছে, তার কাছে অনেকগুলো নমুনা রয়েছে আপনাকে দেখানোর জন্য।"

"নমুনা? আপনাদের কাছে উল্কাপিণ্ডটার নুমনাও রয়েছে?"

"অবশ্যই। আমরা খনন ক'রে কয়েক টুকরো বের ক'রে আনতে পেরেছি।"

কিছু বুঝতে না পেরে রাচেল টোল্যান্ডকে অনুসরণ করলো। জায়গাটা ফাঁকা। একটা টেবিলে এক কাপ কফি, আর কয়েক টুকরো পাথরখণ্ড ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কিছু যন্ত্রপাতিও আছে সেখানে। কফি থেকে ধোঁয়া উঠছে।

"মারলিনসন!" টোল্যান্ড চিৎকার ক'রে বললো, আশে পাশে তাকিয়ে। কোনো জবাব এলো না। সে রাচেলের দিকে তাকিয়ে হতাশ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "সম্ভবত কফির ক্রিম আনতে গিয়ে সে হারিয়ে গেছে। আমি তোমাকে বলি, তার সাথে আমি একবার প্রিন্সটন পোস্টগার্ডে গিয়েছিলাম, আর সে তার নিজের থাকার জায়গাটা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিলো। এখন সে অ্যাস্‌ট্রোফিজিক্সে জাতীয় স্বর্ণ পদক পাওয়া একজন বিজ্ঞানী। বোঝো তাহলে।"

রাচেল অবাক হলো। "মারলিনসন? সেই বিখ্যাত কর্কি মারলিনসনের কথা বলছো?"

টোল্যান্ড হেসে ফেললো, "এক এবং অদ্বিতীয়।"

স্তব্ধ হয়ে গেলো রাচেল। "কর্কি মারলিনসন এখানে?" মারলিসনের মহাকর্ষীয় ধারণাসমূহ এনআরও'র স্যাটেলাইট প্রকৌশলীদের কাছে কিংবদন্তীতূল্য। "মারলিনসন প্রেসিডেন্টের সিভিলিয়ান নিযুক্তদের একজন?"

"হ্যা, সত্যিকারের বিজ্ঞানীদের একজন।"

একেবারেই সত্যিকারের, রাচেল ভাবলো। কর্কি মারলিনসন খুবই প্রতিভাবান আর শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি।

"কর্কি সম্পর্কে অবিশ্বাস্য প্যারাডক্সটা হলো," টোল্যান্ড বললো, "সে তোমাকে দূরবর্তী আল্‌ফা সেন্টুরির দূরত্বের হিসাব মিলিমিটার পর্যন্ত ব'লে দিতে পারবে, কিন্তু নিজের টাইটা বাঁধতে জানে না সে।"

"আমি ক্লিপওয়ালা ব্যবহার পরি!" নাকি কণ্ঠে একটা লোক গর্জন ক'রে বললো কাছ থেকেই। "স্টাইলের চেয়ে যোগ্যতাই বড়, মাইক। তোমার মত হলিউড টাইপের লোকেরা সেটা বুঝতে পারবে না!"

রাচেল আর টোল্যান্ড পেছনে তাকিয়ে দেখে একগাদা যন্ত্রপাতি নিয়ে এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। সে দেখতে বেটে ও মোটা, বোচা নাকের কুকুরের মত, পাতলা চুল ছোট ক'রে ছাটা।

"যিশুখৃস্ট, মাইক! আমরা হিমশীতল উত্তর মেরুতে আছি, আর তুমি দেখছি এখানেও সুন্দরী মেয়ে যোগার ক'রে ফেলেছ। আমার টেলিভিশনে যাওয়াই উচিত ছিল!

মাইকেল টোল্যান্ড দৃশ্যত বিব্রতই হলো। "মিস সেক্সটন, মিঃ মারলিনসের কথায় কিছু

মনে করবে না।"

কর্কি সামনে এসে দাঁড়ালো, "ম্যাম, আমি আপনার নামটা ধরতে পারি নি।"

"রাচেল," সে বললো, "রাচেল সেক্সটন।"

"সেক্সটন?" কর্কি একটু আত্কে উঠল যেনো। আশা করি ঐ দূরদৃষ্টিহীন, চরিত্রহীন সিনেটরের সাথে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই।"

টোল্যান্ড জিভে কামড় দিলো। "আসলে, কর্কি, সিনেটর সেক্সটন রাচেলের বাবা হন।"

কর্কি হাসি থামিয়ে দিয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো। "তুমি জানো মাইক, মেয়েদের ব্যাপারে আমার ভাগ্য যে ভালো হয় না সেটা কোনো অবাক করার বিষয় নয়।"

২২

রাচেল আর টোল্যান্ডকে পুরস্কার বিজয়ী অ্যাস্ট্রোফিজিস্ট কর্কি মারলিনসন তার কাজের টেবিলের কাছে নিয়ে গিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পাথরের নমুনাগুলো সরিয়ে ফেললো।

"ঠিক আছে," তার কণ্ঠে উত্তেজনা। "মিস্ সেক্সটন, আপনি কর্কি মারলিনসনের ত্রিশ সেকেন্ডের উল্কাবিষয়ক বিবৃতি শুনতে যাচ্ছেন।"

টোল্যান্ড রাচেলকে ধৈর্য ধরার ইশারা করলো, "লোকটাকে সহ্য করো। সে আসলে একজন অভিনেতা হতে চায়।"

"হ্যা, আর মাইক হতে চায় একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানী।" কর্কি একটা বাক্স থেকে তিনটি পাথরখণ্ড বের ক'রে ডেস্কে পাশাপাশি সাজিয়ে রাখলো। "এগুলো হলো এই পৃথিবীতে পাওয়া তিন ধরণের উল্কাপিণ্ডের নমুনা।"

রাচেল তিনটা নমুনার দিকে তাকালো। প্রতিটির আকারই গল্ফ বলের সমান হবে। সবগুলোই অর্ধেক ক'রে কাটা যাতে ভেতরের অংশটা দেখা যায়।

"সব উল্কাপিণ্ডেই," কর্কি বললো, "বিভিন্ন পরিমাণে নিকেল আয়রনের সঙ্কর, সিলিকেট, এবং সালফাইড থাকে। আমরা সেগুলোকে শ্রেণীবদ্ধ করি তাদের ধাতুর সাথে সিলিকেটের অনুপাতের ভিত্তিতে।"

রাচেল বুঝে গেছে কর্কি মারলিনসনের বক্তৃতা ত্রিশ সেকেন্ডের বেশি সময় নেবে।

"এই নমুনাটা," কর্কি বললো, "একটা কালো জেট পাথর, 'লোহার-শাঁস'র উল্কাপিণ্ড। খুবই ভারি। এই ক্ষুদে ভদ্রলোকটি কয়েক বছর আগে পৃথিবীতে নেমে এসেছিলো।"

রাচেল পাথরটা ভালো ক'রে দেখলো। এটা দেখে অপার্থিব বলেই মনে হচ্ছে–বাইরের আবরণটা পুড়ে কালো হয়ে গেছে।

"এটার বহিরাবরণটা অঙ্গারে পরিণত হয়েছে, যাকে বলে ফিউশন ক্রাস্ট," কর্কি বললো। "প্রচণ্ড তাপের ফলে এমনটি হয়েছে, বায়ু মণ্ডলে প্রবেশ করার সময় উল্কাটা পুড়ে অঙ্গারে পরিণত হয়ে যায়। সব উল্কাই এরকম হয়।" কর্কি পাথরের নমুনাটার দিকে গেলো। "এটাকে আমরা বলি পাথুরে লোহার উল্কাপিণ্ড।"

রাচেল নমুনাটা দেখলো, এটারও বাইরের আবরণ অঙ্গারে পরিণত হয়েছে। এই

নমুনাটার অবশ্য হাল্কা সবুজাভ ছিটছিট রয়েছে। আর ভেতরের অংশটাতে রঙীন কৌণিক টুকরো আছে।"

"সুন্দর," রাচেল বললো।

"আপনি ঠাট্টা করছেন, এটা দারুণ সুন্দরী!" কর্কি এই নমুনাটার ব্যাপারে কিছু বর্ণনা দেবার পর পরের নমুনাটা রাচেলের হাতে তুলে দিলো।

রাচেল তার হাতে শেষ নমুনাটি তুলে নিলো। এটার রঙ ধূসর বাদামী, গ্রানাইটের মতো অনেকটা। এটা অন্যগুলোর চেয়ে বেশি ভারি মনে হলো। অন্য পাথরের চেয়ে এটা একটা দিক থেকে আলাদা, তাহলো ফিউশন ক্রাস্টের কারণে বাইরের আবরণটা একটু পোড়া।

"এটাকে" কর্কি বললো, "পাথুরে উল্কাপিণ্ড বলে। এটা হলো খুবই সাধারণ ধরণের উল্কাপিণ্ড। পৃথিবীতে পাওয়া নব্বইভাগ উল্কাপিণ্ডই এরকম হয়ে থাকে।"

রাচেল অবাক হলো। সব সময় উল্কার যে ছবি কল্পনা করে সেটা প্রথম নমুনার মতো–ধাতব, অপার্থিব ফুটকিযুক্ত। তার হাতের উল্কাপিণ্ডটি আর যাই হোক অপার্থিব ব'লে মনে হচ্ছে না। এটাকে দেখে তার মনে হলো সাগর সৈকতে পায়ে মাড়িয়ে যাওয়া নুড়ি পাথরের মতোই।

কর্কির চোখ দুটো চকচক ক'রে উঠলো। "যে উল্কাপিণ্ডটি মিল্নের বরফের নীচে চাপা প'ড়ে আছে সেটা হলো পাথুরে উল্কাপিণ্ড–অনেকটা আপনার হাতেরটার মতো। আর সব উল্কাপিণ্ডের মতোই বিশেষত তেমন কিছু নেই।"

আমিও তাই বলি, রাচেল ভাবলো। নমুনাটি তার হাতে ফিরিয়ে দিলো রাচেল। "এই পাথরটা দেখতে মনে হচ্ছে, কেউ ফায়ার প্লেসে ফেলে রেখে গেছে, আর সেটা পুড়ে এরকম হয়েছে।"

কর্কি হাসিতে ফেটে পড়লো। "বেশ বলেছেন!"

টোল্যান্ড আর রাচেল বিব্রত হয়ে হাসলো।

"এটা দেখুন," কর্কি বললো, রাচেলের কাছ থেকে পাথরটা নিয়ে নিলো। "একটু কল্পনা করুন এই ছোট্ট ভদ্রলোকটি একটি বাড়ির সমান আকৃতির। ঠিক আছে...মহাশূন্যে আছে এটা...আমাদের সৌর জগতে ভেসে বেড়াচ্ছে...ঠাণ্ডা হিমশীতল তাপমাত্রায়...মাইনাস একশ' ডিগ্রি সেলসিয়াস।"

টোল্যান্ড মুখটিপে হাসলো।

কর্কি নমুনাটি একটু নিচে নামিয়ে আনলো। "আমাদের উল্কাটি পৃথিবীর দিকে তেড়ে আসছে...খুব কাছে এসে পড়েছে। আমাদের মধ্যাকর্ষণ শক্তির আওতায় এসে পড়েছে সেটা...গতি বাড়ছে...বাড়ছে তো বাড়ছেই..."

রাচেল কর্কির এই নাটকীয়তা দেখে মজা পাচ্ছে।

"এবার এটা খুব দ্রুত গতিতে ছুটছে," কর্কি বিস্মিত হয়ে বললো। "প্রতি সেকেন্ডে দশ মাইলেরও বেশি গতিতে ছত্রিশ হাজার মাইল, ঘন্টায়! পৃথিবীর একশ পয়ত্রিশ কিলোমিটার উপরে। উল্কাটি বায়ুমণ্ডলে এসে সংঘর্ষে পড়লো।" কর্কি পাথরটা জোরে ঝাঁকাতে লাগলো। "একশ কিলোমিটার নিচে পড়ে গেলো, এটা গলতে শুরু করেছে! প্রচণ্ড তাপে সেটাই হবে।"

কর্কি মুখ দিয়ে হিস্ হিস্ শব্দও করলো। "এবার এটা আরো আশি কিলোমিটার নিচে এসে পড়লো। বাইরের আবরণটা আঠারো শত ডিগ্ সেলসিয়াস তাপমাত্রায় উত্তপ্ত হবে!"

রাচেল অবিশ্বাস্য চোখে তাকিয়ে রইলো।

"ষাট কিলোমিটার!" এবার চিৎকার করতে শুরু করলো কর্কি। "আমাদের উল্কা বায়ুমণ্ডলের দেয়ালের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হলো। বাতাসও খুব ঘন! এটা প্রচণ্ডভাবে গতিহ্রাসের শিকার হবে, মধ্যাকর্ষণের শক্তির চেয়ে তিন শত গুণ কমে!" কর্কি গাড়ির ব্রেক কষার শব্দ করলো।

"সঙ্গে সঙ্গে উল্কাটি ঠাণ্ডা হয়ে এর ভেতরের গলিত অংশের তুলনায় পৃষ্ঠদেশটি শক্ত হয়ে যাবে। বাইরের অংশ ফিউশনের ফলে পরিণত হবে অঙ্গারে।"

কর্কি হাটু গেঁড়ে বরফের উরপ বসতেই টোল্যান্ড আর্তনাদ ক'রে উঠলে রাচেল সেটা শুনতে পেলো। পৃথিবী পৃষ্ঠে আঘাতের বর্ণনা দিতেই এমনটি করেছে কর্কি।

"এখন এটা আর্কটিকের সাগরের দিকে নেমে আসছে... কোনাকুনিভাবে...পড়ছে... পড়ছে... " পাথরটা বরফে স্পর্শ করলো কর্কি। "ধাম্!"

একটু লাফিয়ে উঠলো রাচেল।

"আঘাতটা হবে মারাত্মক! উল্কাটি বিস্ফোরিত হলো। টুকরো টুকরো অংশগুলো চারদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো সমুদ্রের মধ্যে।" এবার কর্কি স্লোমোশনে দেখাচ্ছে। রাচেলের পায়ের কাছে অদৃশ্য সমুদ্রে গড়িয়ে, আছড়ে পড়ছে সেগুলো। "একটা টুকরো ছিট্কে এলেসমেয়ার দ্বীপে এসে পড়লো ..." সে তার পায়ের কাছে পাথরের টুকরোটা নিয়ে এলো। "সেটা গড়িয়ে সাগরে গিয়ে পড়লো। মাটিতে আঘাত লেগে একটু লাফিয়ে উঠল ..." সে তার পায়ের কাছে পাথরটা গড়িয়ে গড়িয়ে নিয়ে দৃশ্যটা বুঝিয়ে দিলো। "অবশেষে, এটা মিল্নে হিমবাহে এসে থামলো, সেখানে তুষার আর বরফ এটাকে খুব জলদিই ঢেকে ফেললো ফলে ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয় হওয়ার হাত থেকে এটা রক্ষা পেয়ে যায়।" কর্কি হাসিমুখে উঠে দাড়ালো।

রাচেলের মুখ হা হয়ে গেলো। সে মুগ্ধ হয়ে হেসে ফেললো। "বেশ, ডক্টর মারলিনসন, ব্যাখ্যাটা একেবারে ..."

"পরিষ্কার?" কর্কি বললো।

হেসে ফেললো রাচেল। "বলতে গেলে সেরকমই।"

কর্কি নমুনাটা তার হাতে দিয়ে দিলো। "এটার ভেতরটা দেখুন একটু।"

রাচেল কিছুই খুঁজে পেলো না তাতে।

"আলোর সামনে এটা ধরুন," টোল্যান্ডের কণ্ঠে আন্তরিকতা আর সহযোগীতা। "কাছ থেকে দেখুন এবার।"

রাচেল পাথরটা তার চোখের সামনে এনে মাথার ওপরে হ্যালোজেন লাইটের কাছে ধরল। এবার সে ওটা দেখতে পেলো—পাথরটাতে রয়েছে ছোটোছোটো ধাতব গোলাকার উজ্জ্বল চকচকে বিন্দু। কয়েক ডজনের মতো বিন্দু ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, পারদের ফোঁটার মতো। এক মিলিমিটান পরপর।

"এসব ক্ষুদ্র বুদ্বুদ্‌কে বলা হয় 'কন্ড্রুইল,'" কর্কি বললো, "এগুলো কেবল উল্কাপিণ্ডের

মধ্যেই থাকে।"

রাচেল ফোঁটাগুলো ভালো ক'রে দেখলো। "মানছি, পৃথিবীর কোনো পাথরে আমি এরকম কিছু দেখি নি।"

"আর দেখতেও পারবেন না!" বললো কর্কি। "কন্ড্রুইল হলো এমন একটি ভৌগলিক অবস্থা যা পৃথিবীতে আমরা পাই না। কিছু কিছু কন্ড্রুইল খুব বেশি রকমই পুরনো-সম্ভবত মহাবিশ্বের প্রাথমিক অবস্থায় পদার্থ যখন তৈরি হয়েছিলো তখন এগুলোর সৃষ্টি হয়। বাকি কন্ড্রুইলগুলো একেবারেই নবীন। আপনার হাতেরটার মতো। এই উল্কাপিণ্ডের কন্ড্রুইল একশ' নব্বই মিলিয়ন বছর আগের।"

"একশনব্বই মিলিয়ন বছর হলো নবীন?"

"হ্যা, মহাজাগতিক প্রেক্ষাপটে, এটা গতকাল। আসল কথাটা হলো, এই নমুনাটিতে কন্ড্রুইল রয়েছে-উল্কাপিণ্ডের প্রমাণ হিসেবে।"

"ঠিক আছে," রাচেল বললো। "কন্ড্রুইল হলো অকাট্য প্রমাণ, বুঝতে পেরেছি।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কর্কি বললো, "যদি ফিউশন ক্রাস্ট আর কন্ড্রুইল দেখেও আমরা সন্তুষ্ট হতে না পারি, তবে আমাদের কাছে আরেকটা নিশ্ছিদ্র পদ্ধতিও রয়েছে।"

"সেটা কি?"

কাঁধ ঝাঁকালো কর্কি। "আমরা পেট্রোগ্রাফিক পোলারাইজিং মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার ক'রে থাকি, এক্সরে ধরণের যন্ত্র।"

টোল্যান্ড মাঝপথে বললো, "কর্কি বোঝাতে চাইছে, আমরা রাসায়নিক উপাদান বিশ্লেষণ করেই কোনো পাথরকে উল্কাপিণ্ড হিসেবে প্রমাণ করতে পারি।"

"অ্যাই; সমুদ্রবালক!" বললো কর্কি। "বিজ্ঞানকে বিজ্ঞানীদের জন্যই রেখে দাও, ঠিক আছে?" রাচেলের দিকে ফিরে বললো, "পৃথিবীর শিলাখণ্ডে খনিজ নিকেলের পরিমাণ হয় খুব বেশি নয়তো কম মাত্রায় থাকবে; মাঝামাঝিতে নয়। উল্কাপিণ্ডে সেটা মাঝামাঝি পরিমাণে থাকে। সেজন্যেই, আমরা যদি কোনো শিলাখণ্ডে নিকেলের উপাদান মাঝামাঝি পরিমাণে পেয়ে থাকি তবে আমরা নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত নিই যে, সেটা একটা উল্কাপিণ্ড।"

অধৈর্য হয়ে পাথরখণ্ডটি কর্কির টেবিলে রেখে দিয়ে রাচেলে বললো, "ঠিক আছে, জেন্টেলমেন, আপনাদের সব কথাই বুঝলাম। তাহলে আমি এখানে কেন এসেছি?"

কর্কি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "আপনি এই বরফের নিচ থেকে নাসা'র পাওয়া উল্কাপিণ্ডটি দেখতে চাচ্ছেন?"

এখানে বরফে জমে মরে যাবার আগে, দয়া ক'রে তাই করুন ...

কর্কি বুক পকেট থেকে চাকতির মতো দেখতে একটা পাথরখণ্ড বের করলো। পাথরটার আকার অডিও সিডির মতো। আধ ইঞ্চির পুরু এবং সেটা রাচেলের দেখা অন্যসব উল্কাপিণ্ডের মতোই।

"এটা সেই উল্কাপিণ্ডের একটা নমুনা, গতকালকে আমরা ড্রিল করেছিলাম।" কর্কি ডিস্কটা রাচেলকে দিলো।

এটা দেখে মনে হচ্ছে না জিনিসটা দুনিয়া কাঁপানো তেমন কিছু, এটা কমলা-সাদা রঙের

ভারি পাথর। বাইরের কানা কালো, পুড়ে অঙ্গারে পরিণত হয়েছে। উল্কাপিণ্ডের বাইরের আবরণের মতোই। "এরকম ফিউশন ক্রাস্ট দেখেছি আমি।"

"হ্যা, এটাতে এখনও ফিউশন ক্রাস্ট দেখা যায়।"

রাচেল আলোর কাছে এনে ভালো ক'রে দেখলো সেটা। "আমি কন্ড্রুইলও দেখতে পাচ্ছি।"

"ভালো," কর্কি কণ্ঠে প্রবল উত্তেজনা। "আর আমরা পেট্রোগ্রাফিক পোলারাইজিং মাইক্রোস্কোপ দিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখেছি–এটা পার্থিব কোনো পাথরও নয়। এটা মহাশূন্য থেকেই এসেছে।"

রাচেল তার দিকে তাকালো দ্বিধাগ্রস্তভাবে। "ডক্টর মারলিনসন, এটাতো উল্কাপিণ্ডই। এটা মহাশূন্য থেকেই তো আসবে। আমি কি কিছু ভুল করেছি?"

কর্কি এবং টোল্যান্ড একে অন্যের দিকে চাওয়া চাওয়ি করলো। টোল্যান্ড রাচেলের কাঁধে হাত রেখে চাপা কণ্ঠে বললো, "এটা উল্টিয়ে দেখ।"

রাচেল ডিস্কটা উল্টিয়ে অন্য পাশটা দেখলো। ব্যাপারটা বুঝতে তার খুব অল্প সময়ই নিলো, সে কী জিনিস দেখছে।

এরপরই সত্যটা তাকে একটা ট্রাকের মত আঘাত করলো।

অসম্ভব! সে পাথরটার দিকে চেয়ে 'অসম্ভব' শব্দটা বদলাতে বাধ্য হলো। পাথরে একটা আকৃতি খোদাই করা আছে, সেটা পৃথিবীর হলে খাপ খেয়ে যায়, কিন্তু একটি উল্কাপিণ্ডের সাথে এটা খাপ খায় না।

"এটা..." রাচেল বিস্ময়ে বললো, কথাটা প্রায় বলতেই পারছে না সে। "এটা তো... একটা ছারপোকা! এই উল্কাপিণ্ডটাতে একটা ছারপোকার ফসিল রয়েছে!"

টোল্যান্ড আর কর্কি একসাথে চোখ কুচ্‌কে তাকালো। "স্বাগতম এখানে," কর্কি বললো।

প্রচণ্ড আবেগে রাচেল কিছুক্ষণের জন্য বাকরুদ্ধ হয়ে গেলো, তারপরও, সে কোনো সন্দেহের অবকাশ পেলো না, কারণ ফসিলটা চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছে। একটি প্রাণীর ফসিল, জিনিসটা তিন ইঞ্চির মত লম্বা হবে, গুবড়ে পোকার মতো। সাতজোড়া চিকন পা।

রাচেলের মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগলো, "মহাশূন্যে থেকে একটা পোকা ..."

"এটা একটা আইসোপড," কর্কি বললো। "পোকা মাকড়ের থাকে তিনজোড়া পা, সাত জোড়া নয়।"

রাচেল তার কথাটা শুনতেও পেলো না। ফসিলটা দেখে তার মাথা ঘুরছে।

"আপনি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছেন," কর্কি আবারো বললো। "পোকাটার পিঠের শক্ত আবরণটা এ পৃথিবীর পোকাদের মতোই, কিন্তু দুটো দৃশ্যমান উপাঙ্গের মতো লেজ এটাকে কোনো এঁটেল পোকা বা উকুন থেকে পৃথক ক'রে রেখেছে।"

রাচেল ভাবছে প্রজাতিটির শ্রেণীবদ্ধ করা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। খাপছাড়া ব্যাপারগুলো এবার মিলে যাচ্ছে–প্রেসিডেন্টের গোপনীয়তা, নাসা'র উচ্ছ্বাস...এই উল্কাপিণ্ডটিতে একটি ফসিল রয়েছে। কোনো ব্যাকটেরিয়া কিংবা আনুবীক্ষণিক প্রাণী নয়, একটি উন্নত প্রজাতির জীব! মহাবিশ্বের অন্য কোথাও প্রাণ রয়েছে তারই প্রমাণ এটি!

২৩

সিএনএন'র বিতর্কটা দশ মিনিট পার হয়েছে, সিনেটর সেক্সটন ভাবতে লাগলেন তিনি কেন এতো বেশি উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। মারজোরি টেঞ্চকে খুব বেশি হোমরাচোমড়া ভাবা হয়েছিল প্রতিপক্ষ হিসেবে। সিনিয়র উপদেষ্টার নির্মম তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও, সে এখানে যোগ্য প্রতিপক্ষ না হয়ে বরং বলির পাঠা হিসেবেই আবির্ভূত হয়েছে।

মানতে হবে যে, আলোচনার শুরুতে টেঞ্চ সিনেটরের নারী বিদ্বেষী মনোভাবটাকে বেশ ভালভাবেই আঁকড়ে ধ'রে একটু বিপদে ফেলে দিয়েছিল, কিন্তু তখনই টেঞ্চ একটা ভুল ক'রে বসল। যখন প্রশ্ন করা হচ্ছিল সিনেটর কীভাবে শিক্ষা উন্নয়নের ফান্ড কোনো রকম ট্যাক্স না বাড়িয়ে যোগার করার আশা করেন, টেঞ্চ তখন পরোক্ষভাবে সেক্সটন যে নাসাকে বলির পাঠা বানাচ্ছেন সেটা উল্লেখ করে।

যদিও নাসা ইসুটা সেক্সটন নিশ্চিতভাবেই চাইছিলেন আলোচনার শেষে তুলবেন, কিন্তু মারজোরি টেঞ্চ দরজাটা বেশ আগেভাগেই খুলে দিলো। *ইডিওট!*

"নাসা সম্পর্কে বলছি," সেক্সটন খুব হাল্কা চালেই বললেন, "আপনি এ ব্যাপারে মন্তব্য করবেন কি, যে, নাসা সাম্প্রতিক আরেকটি ব্যর্থতার নজির সৃষ্টি করেছে, আমি ক্রমাগত এরকম গুজব শুনে আসছি।"

মারজোরি টেঞ্চ জবাব দিলো না। "আমি এরকম কোনো ব্যর্থতার গুজবের কথা শুনিনি।" তার সিগারেট খাওয়া কণ্ঠটা মনে হলো স্যান্ড-পেপারের মতো।

"তাহলে, কিছু বলছেন না?"

"আমার মনে হয়, না।"

সেক্সটন উদ্বেলিত হলেন। মিডিয়া জগতে 'কোনো মন্তব্য নেই' কথার মানে হচ্ছে অপরাধীর অপরাধ প্রচ্ছন্নভাবে স্বীকার করে নেয়া।

"আচ্ছা। তাহলে প্রেসিডেন্ট আর নাসা প্রধানের গোপন মিটিংয়ের ব্যাপারটা কি?" সেক্সটন জানতে চাইলেন।

কথাটা শুনে টেঞ্চকে খুবই অবাক মনে হলো। "বুঝতে পারছি না কোন্ মিটিংয়ের কথা বলছেন? প্রেসিডেন্টকে তো অনেক মিটিং করতে হয়।"

"অবশ্যই।" সেক্সটন ঠিক করলেন সরাসরিই বলবেন। "মিস টেঞ্চ, আপনি স্পেস এজেন্সির একজন বড় সমর্থক, তাই না?"

টেঞ্চ দীর্ঘশ্বাস ফেললো, সেক্সটনের এই বিরক্তিকর ইসুতে ক্লান্ত হয়ে গেছে সে। "আমি আমেরিকার প্রযুক্তিগত গুরুত্ব সংরক্ষণ করাতে বিশ্বাস করি। সেটা মিলিটারি, ইন্টেলিজেন্স, টেলি-কমিউনিকেশন যাইহোক না কেন। নাসা নিশ্চিতভাবেই এসবের একটি অংশ।"

প্রোডাকশন বুথে, সেক্সটন দেখতে পেলেন গ্যাব্রিয়েল এর চোখ বলছে পিছুটান দিতে, কিন্তু সেক্সটন রক্তের স্বাদ পেয়ে গেছে। "আমি কৌতুহলী, ম্যাম। প্রেসিডেন্ট যে বিরামহীনভাবে এই পতিত, ব্যর্থ এজেন্সিকে সমর্থন ক'রে যাচ্ছেন সেটার পেছনে কি আপনার হাত রয়েছে?"

টেঞ্চ মাথা নাড়লো। "না, প্রেসিডেন্টও নাসার উপর আস্থাশীল একজন। তিনি নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নেন।"

সেক্সটন তাঁর নিজের কানকে যেনো বিশ্বাস করতে পারলেন না। এইমাত্র তিনি টেঞ্চকে একটা সুযোগ দিয়েছিলেন যাতে কিছু দোষ নিজের কাঁধে নিয়ে প্রেসিডেন্টকে বাঁচানো যায়। তার বদলে টেঞ্চ উল্টো প্রেসিডেন্টের কাঁধেই চাপিয়ে দিলো। প্রেসিডেন্ট তাঁর সিদ্ধান্তগুলো নিজেই নিয়ে থাকেন। মনে হলো টেঞ্চ প্রেসিডেন্টের নির্বাচনী প্রচারণাকে আরো সমস্যায় ফেলে দিলো। এটা অবশ্য অবাক হবার ব্যাপার নয়। হাজার হোক, বিপদ ঘনিয়ে এলে মারজোরি টেঞ্চ চাকরি খুঁজতে লেগে যাবে।

এর কয়েক মিনিট পরে টেঞ্চ চেষ্টা করলো বিষয়টা বদলাতে, কিন্তু সেক্সটন নাসা'র বাজেট নিয়ে চেপে ধরলেন।

"সিনেটর," টেঞ্চ বললো, "আপনি নাসা'র বাজেট কাটছাট করতে চাইছেন, কিন্তু আপনার কি ধারণা আছে এতে ক'রে কতগুলো হাইটেক কাজের চাকরি হারাবে লোকজন?"

সেক্সটন প্রায় হেসেই ফেললেন। *এই বুড়ি ছুকরিটাকে ওয়াশিংটনে সবচাইতে বুদ্ধিদীপ্তমাথা হিসেবে গণ্য করা হয়?*

হাইটেক চাকরির সংখ্যা অন্যসব চাকরির তুলনায় নিতান্তই নগন্য।

সেক্সটন ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। "আমরা কথা বলছি বিলিয়ন ডলার বাঁচাতে, মারজোরি, তাতে ক'রে কতিপয় নাসার বিজ্ঞানীর কি হবে সেটা দেখা আমার কাজ নয়। তারা অন্য কোথাও কাজ জুটিয়ে নেবে। আমি খরচ কমানোর ব্যাপারে দৃঢ় প্রতীজ্ঞ।"

সিএনএন'র উপস্থাপক তাড়া দিলো, "মিস টেঞ্চ? কোনো প্রতিক্রিয়া?"

টেঞ্চ গলাটা পরিষ্কার ক'রে বলতে শুরু করলো। "আমি খুব অবাক হচ্ছি যে মিঃ সেক্সটন নিজেকে একজন নাসা বিরোধী হিসেবে তুলে ধরেছেন।"

সেক্সটনের চোখ কুচ্‌কে গেলো। *খুব ভালই বলেছেন।* "আমি নাসা বিরোধী নই। আমি এই অভিযোগটা অস্বীকার করছি। আমি কেবল বলতে চেয়েছি নাসা'র বাজেট অস্বাভাবিক বেশি, আর সেটা প্রেসিডেন্টই অনুমোদন দিয়ে থাকেন। নাসা বলেছিল তারা শাটল্‌টা পাঁচ বিলিয়নে নির্মাণ করতে পারবে। দেখা গেলো এটার খরচ শেষ পর্যন্ত বারো বিলিয়ন হয়ে গেলো। তারা স্পেস স্টেশনের ব্যাপারে বলেছিল আট বিলিয়নের কথা, কিন্তু এটা এখন দাঁড়িয়েছে একশো বিলিয়নে।"

"আমেরিকানরা নেতা," টেঞ্চ পাল্টা বললো, "কারণ আমরাই কঠিন লক্ষ্য ঠিক করি আর কঠিন সময় পর্যন্ত সেটা বাস্তবায়নে লেগে থাকি।"

"এই জাতীয় গৌরবের বক্তৃতা আমাকে পটাতে পারবে না, মারজোরি। নাসা খুব বেশি খরচ ক'রে ফেলছে, বিগত দু'বছর ধ'রে, আর প্রেসিডেন্টের কাছে গিয়ে লেজ নাচাতেই তিনি আরো বেশি টাকা দিয়ে দেন তাদের ব্যর্থতাগুলো শুধরে নেবার জন্য। এটা কি জাতীয় অহংকার, গৌরব? আপনি যদি জাতীয় গৌরবের কথা বলতে চান, তবে শক্তিশালী স্কুলের কথা বলুন। কথা বলুন বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য সেবার কথা। কথা বলুন সুযোগের দেশের বাচ্চা-কাচ্চাদের বেড়ে ওঠার কথা। এটাই হলো জাতীয় গৌরব!"

টেঞ্চ তাকিয়ে রইলো। "আমি কি আপনাকে সরাসরি একটি প্রশ্ন করতে চাই, সিনেটর?"

সেক্সটন কোনো জবাব দিলেন না। তিনি কেবল অপেক্ষা করলেন।

"সিনেটর, আমি যদি আপনাকে বলি যে বর্তমান খরচ কমালে নাসা মহাশূন্যের আবিষ্কারগুলো করতে পারবে না, তবে কি আপনি স্পেস এজেন্সিটাকে পুরোপুরি বিলুপ্ত ক'রে দেবেন?"

প্রশ্নটা যেনো সেক্সটনের ওপর একটা ট্রাকের মতো চেপে ধরলো। টেঞ্চ আসলে সেক্সটনকে কোনোঠাসা ক'রে ফেলেছে। এখন প্রতিপক্ষকে পরিষ্কার একটি পক্ষ নিতেই হবে। কোনো উপায় নেই।

সেক্সটন অবশ্য পাশ কাটানোর চেষ্টা করলেন। "এব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই, যে, ভালো ব্যবস্থাপনায় আমরা নাসা'কে দিয়ে বর্তমানের চেয়েও কম খরচে চালাতে পারব, এবং মহাশূন্যে নিত্য নতুন আবিষ্কার করতে সক্ষম হব –"

"সিনেটর সেক্সটন, আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। মহাশূন্য গবেষণা খুবই ব্যয় বহুল আর বিপজ্জনক কাজ। আমাদেরকে হয় এটা করতে হবে, নয়তো বন্ধ করে দিতে হবে। ঝুকিটা খুবই বেশি। আমার প্রশ্ন হলো : আপনি যদি প্রেসিডেন্ট হন, আর আপনার সামনে যদি এই প্রশ্নটি এসে যায় যে, নাসা'কে যথাযথ ফান্ড দেয়া হবে অথবা আমেরিকার স্পেস কর্মসূচী বাতিল ক'রে দিতে হবে, আপনি কোনোটা বেছে নেবেন?"

ধ্যাত্তিরিকা। সেক্সটন গ্যাব্রিয়েলের দিকে কাঁচের মধ্য দিয়ে তাকালেন। তার অবস্থাও সেক্সটনের মত। *তুমি দৃঢ় প্রতীজ্ঞ। সরাসরিই বল।* কোনো ঘোরপ্যাচ নয়। সেক্সটন মাথাটা উচু ক'রে বললেন, "হ্যা। সেরকম হলে আমি নাসা'র বর্তমান বাজেট আমাদের স্কুল সিস্টেমে স্থানান্তরিত করব। আমি আমাদের বাচ্চাদেরকেই বেশি অগ্রাধিকার দেব, মহাশূন্যের চেয়ে।"

মারজোরি টেঞ্চের মুখে অবিশ্বাসের ছায়া। "আমি বিস্মিত। আমি কি আপনার কথা ঠিক ঠিক শুনতে পাচ্ছি? প্রেসিডেন্ট হিসেবে, আপনি এই দেশের মহাশূন্য কর্মসূচী পুরোপুরি বিলুপ ক'রে দেবেন?"

সেক্সটন রাগে কাঁপতে লাগলেন। তিনি কিছু বলতে যাবেন, কিন্তু টেঞ্চ আবারো বলতে শুরু করলো।

"তো, আপনি বলছেন, সিনেটর, এটা রেকর্ডে থাক, যে আপনি এমনি একটি এজেন্সিকে বন্ধ ক'রে দেবেন যারা চাঁদে মানুষ পাঠিয়েছিল?"

"আমি বলছি, মহাশূন্য প্রতিযোগীতা শেষ হয়ে গেছে! সময় বদলে গেছে। নাসা আর এখন বড় ভূমিকা রাখে না। তারপরও তারা যেমন চায় আমাদেরকে সেটাই দিতে হবে কেন।"

"তাহলে আপনি মনে করেন মহাশূন্যের কোনো ভবিষ্যৎ নেই?"

"অবশ্যই মহাশূন্যই ভবিষ্যৎ, কিন্তু নাসা একটি ডাইনোসর! প্রাইভেট সেক্টরকে মহাশূন্যে আবিষ্কার করার সুযোগ দেয়া হোক। আমেরিকান করদাতাদের তাদের মানিব্যাগ খুলে প্রতিবারই নাসা'র জুপিটারের ছবি তোলার জন্য বিলিয়ন ডলার দেয়া উচিত নয়। আমেরিকানরা তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ বিকিয়ে দিয়ে এই অথর্ব এজেন্সিটার পেছনে টাকা

ঢালতে ঢালতে ক্লান্ত হয়ে গেছে।"

টেঞ্চ নাটকীয়ভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "অথর্ব? নাসা কিন্তু অনেক অর্জন করেছে। বিশেষ ক'রে কিছু প্রকল্পের কথা যদি বলি।"

টেঞ্চের মুখ থেকে SETI 'র কথা বের হতেই সেক্সটন দারুণ অবাক হলো। *আরেকটা বড়সড় দেউলিয়া। মনে করিয়ে দেবার জন্য ধন্যবাদ।* সার্চ ফর এক্সট্রা টেরেস্টেরিয়াল ইন্টেলিজেন্স অর্থাৎ অপার্থিব জীব অনুসন্ধান প্রকল্পটি নাসা'র সবচাইতে বড় টাকা গচ্চা দেবার প্রকল্প।

"মারজোরি," সেক্সটন একটু আক্রমণাত্মকভাবে বললো, "আপনি বলাতেই আমি SETI সম্পর্কে বলছি।"

অদ্ভুত ব্যাপার যে টেঞ্চকে কথাটা কোনোর জন্য খুবই ব্যাকুল ব'লে মনে হলো।

সেক্সটন গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিলেন। "বেশিরভাগ লোকেই জানে না যে, নাসা বিগত পয়ত্রিশ বছর ধ'রে এটা অনুসন্ধান ক'রে যাচ্ছে। এটা এখন খুবই ব্যয়বহুল অনুসন্ধান হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। এটা এখন সম্পদ বিনষ্ট করার জন্য বিব্রত।"

"আপনি বলতে চাচ্ছেন সেখানে কোনো কিছুই নেই, মানে অপার্থিব জীব ব'লে কিছুই নেই?"

"আমি বলছি, যদি অন্যকোন সরকারী এজেন্সি পয়ত্রিশ বছর ধ'রে পাঁচচল্লিশ মিলিয়ন ডলার খরচ ক'রে কিছুই না পেত, তবে বহু আগেই সেটাকে কোপানলে পড়তে হত।" সেক্সটন একটু থামলেন। "পয়ত্রিশ বছর পর, আমার মনে হয় আমরা কোনো অপার্থিব জীব খুঁজে পাব না।"

"আর আপনার ধারণা যদি ভুল হয়?"

সেক্সটন চোখ দুটো বড় ক'রে ফেললেন। "ওহ্ ঈশ্বরের দোহাই, মিস টেঞ্চ, তো আমি যদি ভুল প্রমাণিত হই, আমি আমার টুপি চিবিয়ে খাব।"

মারজোরি টেঞ্চ তার জন্ডিস চোখ দুটো সিনেটর সেক্সটনের দিকে স্থির ক'রে রাখল, "কথাটা আমার মনে থাকবে, সিনেটর।" এই প্রথম সে হাসলো। "আমার মনে হয় আমাদের সবাই সেটা মনে রাখবে।"

*

ছয় মাইল দূরে, ওভাল অফিসের ভেতরে, প্রেসিডেন্ট জাখ হার্নি টিভিটা বন্ধ ক'রে এক গ্লাস মদ ঢাললেন। মারজোরি টেঞ্চের টোপটা সিনেটর সেক্সটন গিলে ফেলেছেন।

২৪

রাচেল সেক্সটনকে নীরবে ফসিলযুক্ত উল্কাখণ্ডটি হাতে নিয়ে দেখতে দেখে মাইকেল টোল্যান্ড খুব উৎফুল্ল বোধ করলো। মেয়েটার নিখুঁত সৌন্দর্য এখন নিষ্পাপ বিস্ময়ের সৌন্দর্যে রূপান্তরিত হয়ে গেছে – একটা বাচ্চা মেয়ে, যে এইমাত্র সান্তাক্লজকে দেখেছে প্রথম বারের মতো।

আমি জানি তোমার কেমন লাগছে, সে ভাবলো।

আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে টোল্যান্ডও ঠিক একইভাবে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলো। সেও অবাক আর বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো। এখনও তার ভেতরে এ ঘটনাটার বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক প্রভাব নিয়ে তোলপাড় চলছে। সে প্রকৃতি সম্পর্কে যা ভাবত তা যেনো জোড় করেই বদলাতে হচ্ছে।

টোল্যান্ডের সমুদ্র সংক্রান্ত প্রামাণ্যচিত্রটিতে এর আগে কয়েকটি গভীর জলের অজ্ঞাত প্রজাতি আবিষ্কারের চিত্র তুলে ধরা হয়েছিলো। তারপরও, মহাশূন্যের কোনো ছারপোকা একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার। হলিউডের বহুল চর্চিত অপার্থিব জীবের চেহারাটা হলো সবুজ রঙের বামনাকৃতির মানুষ, তো বাইরে যদি কোথাও প্রাণী থেকেই থাকে তবে সেটা ছারপোকা জাতীয়ই হবে, কেননা পৃথিবীর পরিবেশ বিবেচনায় নিলে এরকমই অনুমান করতে হয়।

পোকামাকড় হলো ফিলাম আর্থোপড শ্রেণীর অন্তর্গত – যেসব প্রাণীর শক্ত বহিরাবরণ আর জোড়া দেয়া পা থাকে। ১.২৫ মিলিয়নেরও বেশি প্রজাতি এবং পাঁচ লক্ষ শ্রেণীতে বিভক্ত পৃথিবীর পোকামাকড় অন্যান্য জীবজন্তুর সম্মিলিত সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যায়। তারা হলো এই গ্রহের প্রাণীদের মধ্যে ৯৫ শতাংশ। এবং Biomass এর ৪০ শতাংশ।

কেবল যে তারা প্রচুর পরিমাণেই আছে তা নয়, বরং নিজেদের স্বাভাবিক অবস্থা তৈরি ক'রে নিতে পারে প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যেও। এন্টারটিকার গুবরেপোকা থেকে ডেথ-ভ্যালির সান স্করপিয়ন পর্যন্ত, পোকামাকড় খুব স্বাচ্ছন্দেই অতি ঠাণ্ডা আর প্রচণ্ড তাপেও টিকে থাকে। এমনকি প্রচণ্ড চাপেও তারা বেঁচে থাকতে পারে। এই বিশ্বের সবচাইতে প্রাণঘাতি শক্তি বিকিরণ-এর বিপক্ষেও টিকে থাকতে পারে তারা। ১৯৪৫ সালের একটি পারমাণবিক পরীক্ষার পর এয়ারফোর্সের অফিসারেরা বিকিরণপোশাক পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখতে পায় তেলাপোকা আর পিঁপড়েরা এমনভাবে চলা ফেরা করছে যেনো কিছুই ঘটেনি। মহাকাশ বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলো যে অর্থপোডের বহিরাবরণ এমন সুরক্ষিত যে, যেকোন প্রকারের বিকিরণ সহ্য ক'রে তারা টিকে থাকতে পারে।

মনে হয় সেই জ্যোতি-পদার্থবিদরা অর্থাৎ এ্যাস্ট্রোবায়োলজিস্টরা ঠিকই বলেছে, টোল্যান্ড ভাবলো। *ইটি একটি ছারপোকা।*

রাচেলের পা দুটো খুব দুর্বল মনে হলো। "আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না," সে নিজের হাতে ধরা ফসিলটা উল্টেপাল্টে দেখে বললো। "আমি কখনও ভাবতে পারিনি ..."

টোল্যান্ড দাঁত বের ক'রে হেসে বললো, "এটা দেখার পর আমি আমার নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় নিয়েছিলাম।"

"নতুন একজন এসেছে দেখছি," কথাটা বললো খুব লম্বা মত একজন এশিয়ান ভদ্রলোক, তাদের দিকে এলো সে। এশিয়ানরা সাধারণত এত লম্বা হয় না।

কর্কি এবং টোল্যান্ড তাকে দেখে মনে হলো একটু দমে গেলো। সঙ্গত কারণেই জাদুকরী মুহূর্তটা চুড়মার হয়ে গেলো।

"ডক্টর ওয়েলি মিং," নিজের পরিচয় দিয়ে লোকটা বললো, "ইউসিএলএ-র প্যালিওন্টোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান।"

লোকটা পরে আছে সেকেলে ধরণের বো টাই, সেটার সাথে হাটু পর্যন্ত লম্বা একটি কোট,

উটের লোমে তৈরি সেটা।

"আমি রাচেল সেক্সটন," মিংয়ের সাথে হাত মেলাতে গিয়ে রাচেলের হাতটা কাঁপছিল। মিং নিশ্চিতভাবেই প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত আরো একজন সিভিলিয়ান বিশেষজ্ঞ।

"খুব খুশি হলাম আপনার সাথে পরিচিত হতে পেরে, মিস সেক্সটন," লোকটা বললো। "এই ফসিল সম্পর্কে আপনি আরো যা জানতে চান তা বলছি।"

"এবং তুমি যা জানতে চাও না তাও বলা হবে," কর্কি খোঁচা মেরে বললো।

মিং তার বো টাইটা ঠিক ক'রে নিলো। "আমার বিশেষ ক্ষেত্রই হলো অর্থপোড আর মিগালোমোরফাই। এই জিনিসটার সবচাইতে বড় যে বৈশিষ্ট্য তা হলো –"

"–তাহলো এটা আরেকটা হস্তমৈথুনের গ্রহ থেকে এসেছে!" কর্কি মাঝখানে বললো।

মিং ভুরু কুচকে গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিলো। "এই প্রজাতির সবচাইতে বড় বৈশিষ্ট্য, এটা খুব সুন্দরভাবেই ডারউইনের প্রাণী শ্রেণী বিভাজন আর শ্রেণী বিভাজনের সূত্রাদির সাথে খাপ খেয়ে যায়।"

রাচেল চোখ তুলে তাকালো। *তারা এই জিনিসটার শ্রেণীবিভাগও করতে পেরেছে?* "আপনি বলতে চাচ্ছেন কিংডম, ফিলাম, স্পিসিজ এ ধরণের কিছু?"

"একেবারে ঠিক," মিং বললো। "এই প্রজাতিটা যদি পৃথিবীতে পাওয়া যেত, তাহলে সেটা আইসোপডা হিসেবেই শ্রেণীবদ্ধ করা হোতো আর সেটা হোতো উকুনের দুই হাজার প্রজাতির আরেকটি সদস্য।"

"উকুন?" সে বললো। "কিন্তু এটাতো অনেক বড়।

"শ্রেণীবদ্ধ করা আকারের উপর নির্ভর করে না। বাসা বাড়ির বিড়াল আর বনের বাঘ একই প্রজাতির। শ্রেণীবদ্ধ হলো শরীরবৃত্তীয় ব্যাপার। এই প্রজাতিটা স্পষ্টতই একটি উকুন, এটার সমতল শরীর, সাত জোড়া পা, এবং এর পুনউৎপাদন সক্ষম থলিটা বন্য উকুন, গুটি ছারপোকা, বিচ হপার, কীটপোকা আর Gribble-এর সাথে মিলে যায়। অন্য ফসিলগুলো আরো বেশি স্পষ্ট ক'রে বোঝা যায় –"

"অন্য ফসিল?"

কর্কি আর টোল্যান্ডের দিকে মিং তাকালো। "সে জানে না?"

টোল্যান্ড মাথা ঝাঁকালো।

মিংয়ের চেহারাটা সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল হয়ে গেলো। "মিস সেক্সটন আপনি এখনও আসল জিনিসটাই দেখেননি।"

"আরো ফসিল রয়েছে," কর্কি মাঝখানে ব'লে উঠলো, বোঝাই যাচ্ছে মিংয়ের কাছ থেকে কথাটা কেড়ে নিতে চাচ্ছে। "অনেক ফসিল।" কর্কি একটা ফোল্ডার থেকে বড়সড় ভাঁজ করা কাগজ বের ক'রে সেটা ডেস্কের উপর মেলে রাখলো। "আমরা কিছুটা খনন করার পর একটা এক্স-রে ক্যামেরা সেখানে ঢুকিয়েছিলাম। এটা হলো উল্কাপিণ্ডটার ভেতরকার একটি চিত্র।"

রাচেল এক্স-রে'র প্রিন্টটার দিকে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ব'সে পড়লো।

চিত্রে দেখা যাচ্ছে ডজনখানেকেরও বেশি ছারপোকা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

"এরকমটি হরহামেশাই হয়," মিং বললো। "মাটি ধ্বসে কিংবা অন্য কোনোভাবে প্রচুর

পরিমানে পোকা-মাকড় আঁটকা পড়ে যায়, অনেক সময় তাদের বাসা কিংবা পুরো সম্প্রদায়টিও আঁটকা পড়তে পারে।"

কর্কি দাঁত বের ক'রে হাসলো। "আমাদের ধারণা উল্কাটার ভেতরে যে সংগ্রহটা আছে সেটা একটা আস্ত একটি বাসা।" সে ছবির একটা পোকা দেখিয়ে বললো, "আর ইনি হলেন তাদের মা জননী।"

রাচেল ছবিটার দিকে অবিশ্বাসে চেয়ে রইলো, তার মুখ হা হয়ে গেছে। ছবির পোকাটি কম পক্ষে দুই ফিট লম্বা হবে।

"বড় পাছার উকুন, আহ্?" কর্কি বললো।

রাচেল উদাসভাবে মাথা নাড়লো।

"পৃথিবীতে," মিং বললো, "আমাদের ছারপোকারা অপেক্ষাকৃত ছোট থাকে কারণ মধ্যাকর্ষণ শক্তি তাদেরকে চেপে রাখে। তাদের বহিরাবরণ যতোটা সইতে পারে তারা ততোটাই বড় হয়। আর যে গ্রহে মধ্যাকর্ষণ শক্তি অপেক্ষাকৃত কম বা মৃদু, সেখানে পোকামাকড়গুলো বড় মাত্রায় আকার লাভ করতে পারে।"

"ভাবুন একটি মশার আকার শকুনের মতো," কর্কি ঠাট্টা করলো, ছবির কাগজটা রাচেলের কাছ থেকে নিয়ে পকেটে ভ'রে ফেললো সে।

মিং ভুরু তুললো। "তুমি এটা চুরি না করলেই ভালো হয়।"

"ধীরে বন্ধু," কর্কি বললো, "আমাদের কাছে আট টন ওজনের জিনিস আছে, এটাতো কিছুই না।"

"কিন্তু মহাশূন্যের প্রাণীদের সাথে পৃথিবীর প্রাণীদের এতো মিল কিভাবে হতে পারে? মানে আমি বলতে চাচ্ছি, আপনি বলেছেন এটা ডারউইনের শ্রেণীবদ্ধতার সূত্রের সাথে খাপ খেয়ে যায়?"

"যথার্থভাবেই," কর্কি বললো, "আর বিশ্বাস করুন বা নাই করুন, অনেক মহাকাশ বিজ্ঞানীই অনুমান করেছিলেন যে বহির্জগতের প্রাণীদের সাথে পৃথিবীর প্রাণীদের বেশ মিলই থাকবে।"

"কিন্তু কেন?" জানতে চাইলো সে। "এই প্রজাতিটা তো সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশ থেকে এসেছে।"

"প্যান্সপারমিয়া!" কর্কি চওড়া হাসি দিয়ে বললো।

"কী বললেন?"

"প্যান্সপারমিয়া হলো এমন একটি তত্ত্ব যাতে বলা হয় এখানকার প্রাণীদের বীজ এসেছে অন্য গ্রহ থেকে।"

রাচেল দাঁড়িয়ে গেলো। "হেয়ালী করছেন।"

কর্কি টোল্যান্ডের দিকে ঘুরলো। "মাইক, তুমি হলে আদিম সমুদ্র মানব।"

টোল্যান্ড খুব খুশি হলো তাকে বলতে হবে বলে। "এই পৃথিবী একসময় ছিলো একেবারেই প্রাণহীন, রাচেল। তারপর, হঠাৎ করেই, যেনো রাতারাতি, জীবনের আবির্ভাব হলো। বেশিরভাগ প্রাণী বিজ্ঞানীই মনে করে জীবনের আবির্ভাব ঘটে আদিম সমুদ্রে একটি

জাদুকরি এবং আদর্শ মিশ্রণের ফলে। কিন্তু আমরা কখনই ল্যাবরেটরিতে এটা পুণঃউৎপাদন করতে পারিনি। সুতরাং ধর্মীয় পণ্ডিতেরা এই ব্যর্থতাকে পুঁজি ক'রে ঘোষণা দিলো যে, এটাই প্রমাণ করে ঈশ্বর রয়েছে। ঈশ্বর ছাড়া কোনো প্রাণের জন্ম হতে পারে না।"

"কিন্তু আমরা জ্যোতির্বিদরা," কর্কি বললো, "আরেকটা ব্যাখ্যায় পৌছেছি যে, পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব হয়েছে রাতারাতি।"

"প্যান্সপারমিয়া," রাচেল বললো, এবার বুঝতে পারলো তারা কী বলতে চাচ্ছে। সে এই তত্ত্বটার কথা আগে শুনেছে কিন্তু নামটা জানতো না। "তত্ত্বটি বলে যে, একটি উল্কাপিণ্ড আদিম সমুদ্রে পতিত হলে এই পৃথিবীর প্রথম এককোষী প্রাণীর সৃষ্টি হয়।"

"বিংগো," কর্কি বললো, "সেখানে তাদের বিকাশ আর বৃদ্ধি ঘটে।"

"আর সেটা যদি সত্যি হয়ে থাকে," রাচেল বললো, "তাহলে বর্হিজীবের সাথে পৃথিবীর প্রাণীজগতের সাদৃশ্য থাকবেই।"

"আরেকবার বিংগো।"

"তো এই ফসিলটা কেবল অন্য গ্রহে প্রাণ রয়েছে সেটাই প্রমাণ করে না, বরং প্যান্সপারমিয়া তত্ত্বকেও একই সাথে প্রমাণিত করে।"

"আবারো বিংগো।" কর্কি উদ্বেলিত হয়ে সায় দিলো। "টেকনিক্যাল দিক থেকে, আমরা সবাই অপার্থিব জীব।" সে তার আঙুল দুটো এন্টেনার মতো ক'রে মাথার দু'পাশে রাখলো, সেই সাথে জিভ বের ক'রে এমন ভঙ্গী করলো যেনো সে একটি পোকা জাতীয় কিছু।

টোল্যান্ড রাচেলের দিকে করুণভাবে তাকিয়ে হাসলো। "এই লোকটা হলো বিবর্তনের সর্বশেষ অবস্থার নমুনা।"

২৫

হ্যাবিস্ফেয়ারের ভেতরে হাটতে হাটতে রাচেল সেক্সটনের মনে হলো স্বপ্নের মতো একটা কুয়াশা চারপাশ থেকে জাপটে ধরেছে তাকে। তার সাথে রয়েছে মাইকেল টোল্যান্ড। তার ঠিক পেছনেই কর্কি আর মিং।

"তুমি ঠিক আছো?" টোল্যান্ড জিজ্ঞেস করলো।

রাচেল তার দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত একটা হাসি দিলো, "ধন্যবাদ। একটু ... একটু বেশি হয়ে গেছে, এই যা।"

তার মনে প'ড়ে গেলো নাসা'র এক অখ্যাত আবিষ্কারের কথা – ১৯৯৭ সালে এএলএইচ-৮৪০০১ মঙ্গলের একটি উল্কাখণ্ড, যা নাসা দাবি করেছিলো তাতে ব্যাকটেরিয়ার ফসিল রয়েছে ব'লে, দুঃখজনক হলো, এক সপ্তাহ পরেই সিভিলিয়ান বৈজ্ঞানিকেরা নাসা'র প্রেস কনফারেন্সে প্রমাণ ক'রে দিলো যে পাথরটার মধ্যে জীবনের যে চিহ্ন দেখা যাচ্ছে সেটা পার্থিব সংক্রমণ ছাড়া আর কিছুই না, এটা কোরোজেন দ্বারা উৎপন্ন হয়েছে। এই ঘটনায় নাসা'র বিশ্বাসযোগ্যতা বিরাট একটি ধাক্কা খায়। নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স এই সুযোগটা লুফে নেয়। তারা ব্যঙ্গ ক'রে নাসা'র নতুন নাম দেয় : নাসা নট অল ওয়েজ সাইন্টিফিক্যালি একুরেইট, অর্থাৎ নাসা সব সময় বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক নয়।

এখন, রাচেল বুঝতে পারলো যে নাসা একটি অকাট্য প্রমাণ পেয়ে গেছে। কোনো অবিশ্বাসী বৈজ্ঞানিক এইসব ফসিলকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারবে না। নাসা আর টাউট বাটপার নয়। তারা এবার কয়েক ফুট দীর্ঘ প্রাণী বা উকুনের ছবি এবং প্রমাণ দুটোই দেখাতে পারবে। খালি চোখেই সেটা দেখা যাবে!

রাচেল তার শৈশবে ডেভিড বাওয়ি'র গানের কথা মনে ক'রে হেসে ফেললো। পপ তারকা বাওয়ি'র গানটার শিরোনাম 'মঙ্গল থেকে এলো মাকড়'। খুব কম লোকেই অনুমান করতে পেরেছিল যে, আজকের এই আলোড়ন সৃষ্টিকারী মুহূর্তটা এই পপ গায়কই ভবিষ্যৎবাণী ক'রে গিয়েছিলেন তার গানে।

রাচেলের মনের গহীনে যখন গানটা বাজছিল তখন কর্কি তার পাশে এসে দাঁড়াল। "মাইক কি তার প্রামান্য চিত্রটা এখনও করতে পেরেছে?"

রাচেল জবাব দিলো, "না, কিন্তু আমি সেটা দেখতে চাই।"

কর্কি টোল্যান্ডের পাছায় চাপর মেরে বললো, "এগিয়ে যাও, বড় ছেলে। মেয়েটাকে বলো প্রেসিডেন্ট কেন এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটার দায়িত্ব ছোকরাটাইপের টিভি স্টারের হাতে দিলেন।"

টোল্যান্ড আত্‌কে উঠলো। "কর্কি তোমার কি অসুবিধা হচ্ছে?"

"চমৎকার, আমি ব্যাখ্যা করবো," কর্কি বললো, তাদের পথ আগলে দাঁড়ালো সে। "আপনি হয়তো জানেন মিস সেক্সটন, আজ রাতে প্রেসিডেন্ট জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে এই খবরটা জানাবেন। যেহেতু পৃথিবীর বেশির ভাগ লোকই অর্ধেক গাধা, তাই প্রেসিডেন্ট সেই গর্দভদেরকে বোঝানোর জন্য মাইককেই দায়িত্ব দিয়েছেন।"

"ধন্যবাদ, কর্কি," টোল্যান্ড বললো। খুব ভালো বলেছো," সে রাচেলের দিকে তাকালো। "কর্কি যা বলতে চাচ্ছে তা হলো, যেহেতু এই ব্যাপারটা খুবই জটিল বৈজ্ঞানিক হিসাব আর উপাত্তের ব্যাপার তাই সাধারণ জনগণ, যাদের এ্যাস্ট্রোফিজিক্স-এর উপর বড় কোনো ডিগ্রি নেই, তাদের জন্য সহজবোধ্য ক'রে একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করার জন্য আমাকে ডাকা হয়েছে।"

"আপনি কি জানেন," কর্কি রাচেলকে বললো, "আমি এইমাত্র জানতে পারলাম যে, আমাদের প্রেসিডেন্ট *বিস্ময়ক সমুদ্র*'র একজন বড় ভক্ত।" সে তিক্তভাবে মাথা নাড়লো। "জাখ হার্নি – এই মুক্ত বিশ্বের শাসক – তাঁর সেক্রেটারিকে প্রামান্যচিত্রটি রেকর্ড ক'রে রাখতে বলেন যাতে পরবর্তীতে তিনি সেটা দেখতে পারেন।

টোল্যান্ড কাঁধ ঝাঁকালো। "লোকটার রুচি আছে, আর কি বলবো আমি?"

রাচেল এবার বুঝতে পারলো প্রেসিডেন্টের পরিকল্পনাটা কতো বেশি নিখুঁত। রাজনীতি হলো মিডিয়ার খেলা। জাখ হার্নি তাঁর কাজের জন্য আদর্শ সব মানুষদেরকেই বেছে নিয়েছেন। সন্দেহবাদীরা তথ্যটাকে চ্যালেঞ্জ করতে বিপাকে পড়ে যাবে যখন তারা দেখবে দেশের সেরা বিজ্ঞানভিত্তিক অনুষ্ঠানের উপস্থাপক এবং কতিপয় শ্রদ্ধেয় সিলিভিয়ান বিজ্ঞানী সেটাকে সমর্থন করছে।

কর্কি বললো, "মাইক তার প্রামান্যচিত্রের জন্য আমাদের সবার ভিডিও ইতিমধ্যেই তুলে

নিয়েছে। নাসা'র সেরা বিশেষজ্ঞদেরও নিয়েছে সে। আর আমি আমার ন্যাশনাল মেডেলটা দিয়ে বাজি ধরতে পারি, আপনি হলেন তার পরবর্তী টার্গেট।"

রাচেল তার দিকে তাকালো। "আমি? আপনি বলছেন কি? আমার তো বলার কিছু নেই। আমি একজন ইন্টেলিজেন্স লিয়াঁজো।"

"তাহলে প্রেসিডেন্ট আপনাকে এখানে পাঠিয়েছেন কেন?"

"তিনি এখনও সেটা আমাকে বলেননি।"

কর্কির ঠোঁটে মজার হাসি দেখা দিলো। "আপনি হোয়াইট হাউজ ইন্টেলিজেন্স লিয়াঁজো যে ডাটার সত্যতা আর গ্রহনযোগ্যতা নিশ্চিত করে, ঠিক আছে?"

"হ্যা তা ঠিক, কিন্তু বৈজ্ঞানিক কিছু নয়।"

"আর আপনি হলেন এমন একজনের মেয়ে যে প্রচার ক'রে বেড়াচ্ছে যে, নাসা'কে বেশি টাকা দেয়া হচ্ছে, সেগুলো জলে যাচ্ছে?"

রাচেল জানতো এটা শুনতে হবে।

"আপনাকে মানতেই হবে, মিস সেক্সটন," মিং উৎফুল্ল হয়ে বললো, "প্রামাণ্য চিত্রটাতে আপনার উপস্থিতি নতুন একটি মাত্রা যোগ করবে। বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করবে। তিনি যদি আপনাকে এখানে পাঠিয়েই থাকেন তবে অবশ্যই চাচ্ছেন আপনি এতে অংশ নিন।"

রাচেলের মনে প'ড়ে গেলো পিকারিংয়ের কথাটা, তাকে ব্যবহার করা হবে।

টোল্যান্ড তার হাত ঘড়িটা দেখলো। "আমরা এসে গেছি," সে বললো, হ্যাবিস্ফেয়ারের মাঝখানে ইঙ্গিত করলো, "হয়তো প্রায় পৌছে গেছে।"

"কিসে পৌছে গেছে?" রাচেল জিজ্ঞেস করলো।

"তুলতে। নাসা উল্কাপিণ্ডটি উপরে তুলে আনছে। যেকোন সময়ে সেটা তোলা হবে।"

রাচেল দারুণ অবাক হলো। "আপনারা আসলে আট টন ওজনের পাথরটা দু'শত ফিট কঠিন বরফের নিচ থেকে তুলে আনছেন?"

কর্কি দাঁত কামড়ে বললো, "আপনি কি ভেবেছেন নাসা এরকম একটি আবিষ্কার বরফের নিচে ফেলে রেখে যাবে?"

"না, কিন্তু ..." রাচেল তোলার জন্য বড়সড় কোনো যন্ত্রপাতি দেখতে পেলো না। হ্যাবিস্ফেয়ারের কোথাও এসবের কোনো চিহ্ন নেই। "নাসা কীভাবে এটা তুলে আনবে?"

কর্কি আবারো উৎফুল্ল হয়ে উঠল। "কোনো সমস্যা নেই। আপনি এমন একটা ঘরে আছেন যেখানে রকেট বিজ্ঞানীতে পরিপূর্ণ!"

রাচেলের দিকে তাকিয়ে মিং বললো, "ডক্টর মারলিনসন লোকজনের মাংসপেশী টান টান করতে উপভোগ করেন। সত্য হলো, এখানকার সবাই এ নিয়ে ভাবনায় পড়ে গেছে, উল্কাপিণ্ডটি কীভাবে তোলা হবে। ডক্টর ম্যাঙ্গোর একটা সমাধানের কথা প্রস্তাব করেছেন।"

"আমি ডক্টর ম্যাঙ্গোরের সাথে এখনও পরিচিত হইনি।"

"নিউ হ্যাম্পশায়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের হিমবাহবিদ," টোল্যান্ড বললো। "চতুর্থ এবং শেষ সিভিলিয়ান বিজ্ঞানী।"

"ঠিক আছে," রাচেল বললো। "তো এই লোকটা কি প্রস্তাব করছে?"

"লোক নয় ছুক্‌রি," মিং শুধরে দিলো। "ডক্টর ম্যাঙ্গোর একজন মহিলা।"

"তর্কসাপেক্ষ ব্যাপার," কর্কি হেসে রাচেলের দিকে তাকালো। "আর একটা কথা, ডক্টর ম্যাঙ্গোর আপনাকে মোটেও পছন্দ করবে না।"

টোল্যান্ড কর্কির দিকে রেগেমেগে তাকালো।

"সে তাই করবে!" কর্কি আত্মপক্ষ সমর্থন ক'রে বললো, "সে প্রতিযোগীতা পছন্দ করে না।"

রাচেল কিছুই বুঝতে পারলো না। "বুঝলাম না? প্রতিযোগীতা?"

"কর্কির কথাকে পাত্তা দিও না," টোল্যান্ড বললো। তুমি এবং ডক্টর ম্যাঙ্গোরের মধ্যে কোনো সমস্যাই হবে না। সে একজন পেশাদার। তাকে মনে করা হয় বিশ্বের সেরা হিমবাহবিদ হিসেবে। সে আসলে কয়েক বছর আগে হিমবাহ গবেষণার জন্য এন্টারটিকাতে এসেছে।"

"অদ্ভুত," কর্কি বললো। "আমি শুনেছি ইউএনএইচ কিছু চাঁদা তুলে তাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে যাতে তারা তাদের ক্যাম্পাসে শান্তিতে থাকতে পারে।"

"তুমি কি জান," মিং চট ক'রে বললো, মনে হলো মন্তব্যটা সে ব্যক্তিগতভাবে নিয়েছে, "ডক্টর ম্যাঙ্গোর এখানে প্রায় মরতে বসেছিলো! সে এক ঝড়ে হারিয়ে গিয়েছিল এবং সিল মাছের চর্বি খেয়ে বেঁচেছিলো পাঁচ সপ্তাহ, তারপর তাকে উদ্ধার করা হয়।"

কর্কি চাপা কণ্ঠে রাচেলকে বললো, "আমি শুনেছি কেউ তাকে উদ্ধার করতে যায়নি।"

২৬

সিএনএন স্টুডিও থে কে লিমোজিনে ক'রে সেক্সটনের অফিসে ফেরার সময় গ্যাব্রিয়েল এ্যাশের কাছে পথটা খুবই দীর্ঘ ব'লে মনে হলো। সিনেটর তার মুখোমুখি ব'সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন, বিতর্কটা নিয়ে ভাবছেন।

"তারা টেঞ্চকে দুপুরের টিভি শো' তে পাঠিয়েছে," তিনি পাশ ফিরে একটু হেসে বললেন। "হোয়াইট হাউজ পাগল হয়ে গেছে।"

গ্যাব্রিয়েল মাথা নাড়লো। কোনো মন্তব্য করলো না। সে মারজোরি টেঞ্চের চেহারায় একধরণের প্রচ্ছন্ন তৃপ্তির আভাস দেখেছে। এটাই তাকে ঘাবড়ে দিয়েছে।

সেক্সটনের সেলফোনটা বেজে উঠলো। অন্যসব রাজনীতিবিদদের মতই সেক্সটনের ফোন নাম্বারও হাতে গোনা লোকদের কাছেই রয়েছে। কার কাছে নাম্বার থাকবে সেটা নির্ভর করে কে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। যে-ই এখন ফোন করুক না কেন, সে তাঁর তালিকায় প্রথম দিকে রয়েছে, ফোনটা এসেছে এমন একটি নাম্বার থেকে যেটা গ্যাব্রিয়েলও জানে না।

"সিনেটর সেজউইক সেক্সটন বলছি," তিনি বললেন।

লিমোজিনের শব্দের কারণে গ্যাব্রিয়েল ফোনের অপর প্রান্তের লোকটার কথা শুনতে পেলো না। সেক্সটন খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলেন, উৎফুল্ল হয়ে জবাব দিলেন। "চমৎকার। আপনি ফোন করাতে আমি খুব খুশি হয়েছি। আমি ভাবছি ছয়টার দিকে? চমৎকার

ওয়াশিংটন ডিসি'তে আমার একটি এপার্টমেন্ট রয়েছে, ব্যক্তিগত। আরামদায়ক। ঠিকানাটা জানেন, ঠিক আছে? ওকে, দেখা হবে। গুডবাই।"

সেক্সটন ফোন রেখে দিলেন। তাঁকে খুবই তৃপ্ত দেখাচ্ছে।

"সেক্সটনের কোনো নতুন ভক্ত?" গ্যাব্রিয়েল জিজ্ঞেস করলো।

"তারা জ্যামিতিক হারে বাড়ছে," বললেন তিনি। "এই লোকটা জবরদস্ত।"

"তাই হবে। তোমার এপার্টমেন্টে দেখা করবে?" কোনো সিংহ যেমন তার গুহাকে রক্ষা করে সেক্সটন তাঁর এই এপার্টমেন্টের ব্যাপারে ঠিক সেই রকম গোপনীয়তা বজায় রাখে।

সেক্সটন কাঁধ ঝাঁকালেন। "হ্যা। ভাবলাম, তার সাথে একটু ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হই। এই লোকটা কিছু কাজে লাগবে। বেশ ভালো কাজই হবে তাকে দিয়ে।"

গ্যাব্রিয়েল মাথা নাড়লো। সেক্সটনের দৈনিক পরিকল্পনার নোটটা বের করলো। "তুমি কি তাকে তোমার দিনপঞ্জিকায় রাখতে চাও?"

"তার দরকার নেই। আমি রাতে বাড়িতে থাকার কথা ভাবছি।"

গ্যাব্রিয়েল আজ রাতের পাতাটাতে দেখতে পেলো সেখানে সেক্সটন নিজের হাতে বড় বড় ক'রে লিখে রেখেছেন 'পিই' – সেক্সটনের নিজের শর্টহ্যান্ড, যার মানে প্রাইভেট ইভিনিং পারসোনাল ইভেন্ট, অথবা সবার ওপরে পেচ্ছাব করা, কেউ জানে না কোনোটা। যতই দিন যাচ্ছে সিনেটরের দৈনিক তালিকায় 'পিই'র সংখ্যা বাড়ছেই। নিজের এপার্টমেন্টে দরজা বন্ধ ক'রে, সেলফোনটা বন্ধ রেখে, তাঁর উপভোগ করার যা তাই করেন – পুরনো বন্ধুদের সাথে ব'সে মদ খাবেন আর ভান করবেন আজকের রাতের জন্য তিনি রাজনীতি ভুলে গেছেন।

গ্যাব্রিয়েল তার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বললো, "তো, তুমি আগে থেকেই এই মিটিংটা ঠিক ক'রে রেখেছিলে? আমি খুব মুগ্ধ হয়েছি।"

"এই লোকটা আজরাতে আমার সময় হলে একটু আসবে। কিছুক্ষণ তার সাথে কথা বলবো। দেখি লোকটা কী বলে?"

গ্যাব্রিয়েল চাইছিলো এই রহস্যময় লোকটা কে সেটা জিজ্ঞেস করবে, কিন্তু এর চেয়ে বেশি কিছু সেক্সটন বলতে চাচ্ছেন না। গ্যাব্রিয়েল জানে কখন নাক গলাতে নেই।

তারা যখন সেক্সটনের অফিসের দিকে যাচ্ছে তখন গ্যাব্রিয়েল আবারো পিই লেখাটার দিকে তাকালো। *সেক্সটন আগে থেকেই জানে মিটিংটা হবে।*

২৭

নাসা'র হ্যাবিস্ফেয়ারের মাঝখানকার বরফের ওপর একটা তিন পায়াবিশিষ্ট স্থাপনা বসান হয়েছে, যেটা দেখতে তেল উত্তোলনের রিগ এবং আইফেল টাওয়ারের সংমিশ্রণের মতো। রাচেল জিনিসটা ভাল ক'রে দেখে কোনোভাবেই বুঝতে পারলো না এটা দিয়ে কী ক'রে বিশাল একটি উল্কাখণ্ডকে তোলা হবে।

টাওয়ারটা নিচে পা-গুলো স্ক্রু দিয়ে বরফের সাথে আঁটকে দেয়া হয়েছে। উপর থেকে লোহার তার নামানো, একটা পুলির সাথে তারগুলো সংযুক্ত। আর ঠিক মাঝখানের বরফের

মধ্যে ছোট্ট একটা ছিদ্র করা হয়েছে, ঐ ছিদ্রের ভেতরে তারটা ঢোকানো আছে। নাসা'র বেশ কয়েকজন লোক তারগুলো টানটান করে রেখেছে, যেনো তারা নিচ থেকে কোনো নোঙর টেনে তুলছে।

কিছু একটা বোঝা যাচ্ছে না, রাচেল ভাবলো, সে ঐ জায়গাটার বেশ কাছে চলে এলো সে। লোকগুলো মনে হচ্ছে বরফ ভেদ ক'রে সরাসরি উল্কাখণ্ডটি টেনে তুলছে।

"আরো টান দাও! ধ্যাত্!" একটা মহিলা ব'লে উঠলো খুব কাছেই।

রাচেল দেখলো ছোটখাটো একজন মহিলা, হলুদ রঙের বরফ জামা পরে আছে, সারা পোশাকে তেল লাগা। সে রাচেলর দিকে পেছন ফিরে আছে। তারপরও রাচেল বুঝতে পারলো সেই এই কর্মকাণ্ডের দলনেতা।

কর্কি ডাক দিলো, "হেই, নোরা, এইসব নাসা বেচারিদের সাথে মাতুব্বরি বাদ দিয়ে আমার সাথে একটু রঙ্গ করতে আসো তো।"

মহিলা এমন কি ফিরেও তাকালো না। "মারলিনসন, তুমি? আমি জানতাম এই ন্যাকা কণ্ঠটা সবজায়গাতেই আছে। সাবালক হবার পর আমার কাছে এসো।"

কর্কি রাচেলের দিকে তাকালো। "নোরা তার সৌন্দর্য দিয়ে আমাদেরকে উষ্ণ ক'রে রাখে।"

"সেটা আমি শুনেছি স্পেস বালক," ডক্টর ম্যাঙ্গোর পাল্টা বললো। এখনও নোট টুকে নিচ্ছে। "তুমি আমার পাছাটা ভাল ক'রে দেখে নাও, ত্রিশ পাউন্ডের।"

"কোনো ভয় নেই," কর্কি বললো, "তোমার লোমশ পাছা আমাকে পাগল করেনি, করেছে তোমার চমৎকার ব্যক্তিত্ব।"

"আমাকে কামরাও।"

কর্কি আবারো হাসলো। "দারুণ খবর রয়েছে আমার কাছে, নোরা, প্রেসিডেন্ট যাদের নিযুক্ত করেছে তার মধ্যে তুমি একাই মেয়ে মানুষ নও।"

"তা হবে কেন। সে তোমাকেও যে নিয়েছে।"

টোল্যান্ড এবার বললো, "নোরা, তোমার কি একটু সময় হবে, একজনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবো?"

টোল্যান্ডের কণ্ঠটা শুনে নোরা তার কাজ থামিয়ে তাদের দিকে ফিরল। তার খট্মটে চেহারাটা সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেলো। "মাইক!" সে ভুরু কুচ্কে তার দিকে এগিয়ে এলো, "তোমাকে কয়েক ঘণ্টা ধ'রে দেখিনি যে?"

"আমার প্রামান্যচিত্রটা এডিট করছিলাম।"

"আমার অংশটা কেমন হয়েছে?"

"তোমাকে দারুণ আর চমৎকার লাগছিলো।"

"এজন্য তাকে স্পেশাল ইফেক্ট ব্যবহার করতে হয়েছে," কর্কি বললো।

নোরা মন্তব্যটা কানেই নিলো না, রাচেলের দিকে তাকালো, খুবই ভদ্রভাবে। সে আবারো টোল্যান্ডের দিকে তাকালো।

"আশা করি তুমি আমার সাথে চিটিং করছো না, মাইক।"

টোল্যান্ড মুচ্‌কি হেসে একটু বিব্রত হলো যেনো, সে পরিচয় করিয়ে দিলো। "নোরা, পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, রাচেল সেক্সটন। মিস্‌ সেক্সটন ইন্টেলিজেন্সে আছে। সে এখানে প্রেসিডেন্টের অনুরোধে এসেছে। তার বাবা সিনেটর সেজউইক সেক্সটন।"

নোরা একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেলো। "আমি কোনো ভান করব না।" নোরা রাচেলের সাথে আন্তরিকতাশূন্য করমর্দন করার সময় নিজের হাত মোজাটা পর্যন্ত খুললো না। "স্বাগতম, পৃথিবীর শীর্ষে।"

রাচেল হেসে ধন্যবাদ জানালো। দেখতে পেলো নোরার বাদামী ও হাল্কা ধূসরের মিশ্রনে চোখ দুটো খুবই তীক্ষ্ণ। তাতে রয়েছে লোহার মত শক্তি আর আত্মবিশ্বাস, এটা রাচেলের ভালো লাগলো।

"নোরা," টোল্যান্ড বললো।" তুমি কি করছ সে ব্যাপারে একটু রাচেলকে বলবে?"

নোরা তার ভুরু তুলে বললো, "তোমরা দু'জন দেখি ইতিমধ্যে নাম ধ'রে ডাকাডাকি শুরু ক'রে দিয়েছে? আচ্ছা!"

কর্কি আক্ষেপে বললো, "আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম, মাইক।"

নোরা ম্যাঙ্গোর রাচেলকে টাওয়ারের সামনে নিয়ে গিয়ে সবকিছু বিস্তারিত বলতে শুরু করলো, এই ফাঁকে টোল্যান্ড বাকিদের সাথে একটু দূরে গিয়ে কথাবার্তা বলতে লাগলো।

"তিন পা'র নিচে ছিদ্রগুলো দেখতে পেরেছো?" নোরা জিজ্ঞেস করলো।

রাচেল মাথা নাড়লো। বরফের মধ্যে কয়েকটা ফুটোর দিকে তাকালো, প্রত্যেকটি ফুটো এক ফুট হবে। আর তার ভেতরে স্টিলের তার ঢোকানো রয়েছে।

"এইসব ফুটো করা হয়েছিলো যখন আমরা পাথরটার ভেতরে ড্রিল ক'রে নমুনা সংগ্রহ করেছিলাম, এক্সরে ছবি তুলেছিলাম তখন। এখন সেগুলোকে আবার ব্যবহার ক'রে উল্কাটার গায়ে কিছু স্ক্রু লাগিয়ে নিচ্ছি। এরপর আমরা কয়েকশত ফুট তার সেটার মধ্যে ফেলে দেবো, প্রতিটি ফুটোর মধ্যেই। স্ক্রুগুলোর সাথে তারগুলো আঁটকিয়ে টেনে তুলে ফেলবো। এইসব ছুক্‌রিদের এই জিসিনটা তুলতে কয়েক ঘণ্টা লেগে যাবে। কিন্তু সেটা উঠবেই।"

"আমি ঠিক বুঝতে পারলোম না," রাচেল বললো। "উল্কাটা হাজার হাজার টন বরফের নিচে রয়েছে। আপনাআপনি এটা এভাবে কেমনে টেনে তুলবেন?"

নোরা স্থাপনাটির ঠিক ওপরে একটা লাল আলোক রশ্মির দিকে ইঙ্গিত করলো। সেটা সোজা নিচে গিয়ে পড়েছে। রাচেল এটা প্রথমে দেখলেও ভেবেছিল কোনো চিহ্ন দেবার জন্য আলোটা ব্যবহার করা হয়েছে।

"এটা হলো গালিয়াম আরমেনাইড সেমিকন্ডাক্টর লেজার," নোরা বললো।

রাচেল আলোক রশ্মির দিকে ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখতে পেলো সেটা আস্তে আস্তে বরফ গলিয়ে ফেলছে।

"খুবই উত্তপ্ত কিন্তু," নোরা বললো। "আমরা উল্কাটা গরম করতে করতে তুলবো।"

রাচেল নোরার এই সহজ-সরল পরিকল্পনাটার কথা ভেবে মুগ্ধ হলো। লেজারের প্রচণ্ড উত্তাপে উল্কা খণ্ডটি গলবে না, কিন্তু পাথরটা গরম হয়ে চারপাশের বরফ গলিয়ে আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠতে থাকবে। উপর থেকে টান দেয়া সেই সাথে গরম পাথরের বরফ গলিয়ে

ফেলা, এই দুটো এক সাথে করা হলে পাথরটা ওঠান কোনো সমস্যা হবার কথা নয়। চারপাশের বরফের মধ্যে খাঁজ কেঁটে কেটে পাথর খণ্ডটি উঠে আসবে।

অনেকটা জ'মে থাকা মাখনের ভেতর দিয়ে গরম ছুরি চালানর মতো।

নোরা নাসা'র লোকদের দিকে তাকিয়ে চোখ কুচ্‌কালো। "জেনারেটর এতো শক্তি দিতে পারবে না, তাই আমি লোকজন ব্যবহার করেছি সেটা টেনে তোলার জন্য।"

"ফালতু যুক্তি।" কর্মরতদের মধ্যে একজন বললো। "সে আমাদের ব্যবহার করেছে কারণ সে আমাদেরকে ঘামতে দেখতে চায়!"

"শান্ত হও," নোরা পাল্টা বললো, "তোমরা মেয়েরা দু'দিন ধ'রে ঠাণ্ডায় জমে গিয়েছিলে। আমি তা থেকে তোমাদের মুক্ত করেছি। এখন, সুবোধ বালকের মতো টেনে যেতে থাকো।"

কর্মরতরা হেসে উঠলো।

"লোহার পিলারগুলো কিসের জন্য?" রাসেল টাওয়ারটার চারপাশে এলোমেলোভাবে পোঁতা কতগুলো পিলারের দিকে ইঙ্গিত ক'রে জিজ্ঞেস করলো।

"হিমবাহবিদ্যার ক্রিটিক্যাল যন্ত্রপাতি," নোরা বললো। "আমরা তাদেরকে বলি SHABA। এর অর্থ হলো, 'স্টে হিয়ার এ্যান্ড ব্রেক এ্যাংকেল'। সে একটা পিলার তুলে নিয়ে গোল ছিদ্রটা উন্মোচিত করলো, সেটা যেনো অন্তহীন কুয়ার মতোই। "পা রাখার জন্য বাজে জায়গা।" সে পিলারটা অন্য কোথাও রাখল। "আমরা পুরো হিমবাহের অনেক জায়গাতেই এরকম ছিদ্র করেছি চেক করার জন্য। আর্কিওলজির নিয়ম অনুসারে, কোনো বস্তু কত বছর ধ'রে চাপা পড়ে আছে সেটার নির্দেশ করে কত নিচে চাপা পড়ে আছে তার ওপর। যত গভীরে পাওয়া যাবে ততোই বেশি ধ'রে নিতে হবে। অনেক জায়গায় এটা পরীক্ষা ক'রে দেখা হয়, কারণ বস্তুটা ভূমিকম্প, তুষার ধ্বস এবং বিচ্যুতি বা ফাঁটলের শিকারও হতে পারে, তাই হিসাবটা সঠিক করার জন্য এতো বেশি ডাটা সংগ্রহ করতে হয়।"

"তো, হিমবাহটা কেমন দেখলেন?"

"নিখুঁত," বললো নোরা, "একেবারে নিখুঁত আর শক্ত পাটাতন। কোনো ফাঁটল নেই অথবা হিমবাহের উল্টে যাওয়ারও কোনো চিহ্ন নেই। এই উল্কাটি, যাকে আমরা ব'লে থাকি 'নিঃশব্দ পতন', এটা এই বরফে পড়ার পর থেকে একেবারে অক্ষত আছে। সেই ১৭১৬ সাল থেকেই।"

রাচেল প্রশ্ন করলো, "আপনারা এটার একেবারে নির্দিষ্ট বছর পর্যন্ত জেনে গেছেন?"

প্রশ্নটা শুনে মনে হলো নোরা অবাকই হয়েছে। "অবশ্যই। এজন্যেই তো তারা আমাকে এখানে ডেকে এনেছে। আমি বরফ পড়তে পারি।" সে কিছু চোঙাকৃতির এক সারি বরফের দিকে ইঙ্গিত করলো। প্রতিটাতেই কমলা রঙের ট্যাগ লাগানো রয়েছে। "এইসব বরফ হলো জমে থাকা ভূতাত্ত্বিক রেকর্ড।" সে ওগুলোর সামনে গেলো। "তুমি যদি ভালো ক'রে দেখো তবে দেখতে পাবে বরফের স্তরগুলো খুবই স্পষ্ট।"

রাচেল কথামত তাই দেখতে পেলো, প্রতিটি স্তরই আনুমানিক আধ ইঞ্চির মতো পুরু হবে।

"প্রতি শীতেই প্রচুর বরফ পড়ে থাকে," নোরা বললো, "আর প্রতি বসন্তেই তার আংশিক

ক্ষয় হয়। সুতরাং প্রত্যেক বছরই আমরা নতুন একটি স্তর পাবো। আমরা উপর থেকে শুরু করি, মানে সাম্প্রতিক শীতটা থেকে, তারপর নিচের দিকে যাই।"

"অনেকটা গাছের গুড়ির ভেতরকার রিং গোনার মতো।"

"ঠিক ততোটা সহজ নয়, মিস সেক্সটন। মনে রাখবে, আমরা শত শত ফুট স্তর হিসাব করি। আমাদেরকে আবহাওয়া আর জলবায়ুর অনেক কিছুও হিসেবের মধ্যে রাখতে হয়।"

টোল্যান্ড এবং বাকিরা এবার তাদের সঙ্গে আবারো যোগ দিলো। টোল্যান্ড রাচেলের দিকে তাকিয়ে হাসলো। "সে বরফ সম্পর্কে অনেক কিছুই জানে, তাই না?"

রাচেল তাকে দেখে খুব খুশি হলো। "হ্যা, সে দারুণ জানে।"

"আর বলে রাখি," টোল্যান্ড বললো, "ডক্টর ম্যাঙ্গোরের ১৭১৬ সালের হিসেবটা একদম ঠিক। আমরা এখানে আসার আগে নাসাও ঠিক এই হিসেবটা বের করেছিলো। ডক্টর ম্যাঙ্গোর তার নিজের যন্ত্রপাতি ব্যবহার ক'রে নাসা'র দাবিটার সত্যতা খুঁজে বের করেছে।

রাচেল মুগ্ধ হলো আবারো।

"আর কাকতালীয়ভাবেই," নোরা বললো, "প্রথম দিককার অভিযাত্রীরা উত্তর কানাডা থেকে এই তারিখে আকাশে উজ্জ্বল অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দেখা পেয়েছিলো। এই উল্কাটি জাঙ্গারসল ফল নামে পরিচিত, অভিযাত্রী দলের নেতার নামানুসারে এটা দেয়া হয়েছিলো।"

"তাহলে সবকিছু দেখে বোঝা যাচ্ছে আমরা আসলে জাঙ্গারসল ফল উল্কাটাকেই পেয়েছি।" কর্কি বললো।

"ডক্টর ম্যাঙ্গোর!" নাসার কর্মীরা ডাক দিলো তাকে, "মনে হয় মাথাটা দেখা যাচ্ছে!"

"তুলো ওটা," নোরা বললো, "সত্যের মুহূর্ত এটা।"

সে একটা ফোল্ডিং চেয়ারের উপর উঠে দাঁড়ালো, তারপর প্রাণপণে চিৎকার করলো। "পাঁচ মিনিটের মধ্যে উপরে উঠছে, সবাই শুনে রাখো!"

পুরো হ্যাবিস্ফেয়ারের সব লোকজন তার দিকে তাকালো, ছুটে এলো সেই জায়গায়।

নোরা ম্যাঙ্গোর কোমরে দু'হাত রেখে কর্মীদের দিকে ভালো ক'রে তাকিয়ে নিলো। "ঠিক আছে, এবার টাইটানিককে তোলা হোক।"

২৮

"স'রে দাঁড়াও!" নোরাহ গর্জে বললো, লোকজনের ভীড় ঠেলে এগিয়ে গেলো সে। কর্মীরা সবাই স'রে দাঁড়ালো। নোরা পরখ ক'রে দেখলো তারগুলো ঠিক আছে কিনা।

"টান মারো!" নাসা'র একজন কর্মী চিৎকার ক'রে বললো। লোকজন জোরে টান মারলে তারটা আরো ছয় ইঞ্চি উপরে উঠে এলো।

রাচেলের মনে হলো ভীড়টা আরো সংকুচিত হয়ে আসছে। কর্কি আর টোল্যান্ড পাশেই দাঁড়িয়ে আছে, ক্রিসমাসের বাচ্চাদের মতো লাগছে তাদের। দূরে নাসা'র প্রধান বিশাল আকৃতির লরেন্স এক্সট্রম এসে সবকিছু দেখছে।

"জোরে!" নাসা'র একজন কর্মী বললো। "বস্ দেখছে!"

"আরো ছয় ফুট! টানতেই থাকো!"

চারপাশের সবাই নিশ্চুপ হয়ে গেলো, যেনো স্বর্গীয় কিছুর আবির্ভাব হচ্ছে – সবাই চাচ্ছে প্রথম দেখাটা দেখতে।

এরপরই রাচেল সেটা দেখতে পেলো। পাতলা বরফের স্তর থেকে, অস্পষ্ট সেটা কিন্তু উঠে আসছে। উল্কাখণ্ডটির দেখা মিলছে। যতোই উপরে উঠছে ততো বেশি স্পষ্ট হচ্ছে সেটা।

"শক্ত ক'রে ধ'রে রাখো!" একজন বললো। তারটা আঁটকে দেয়া হলো। খ্যাচ্ ক'রে একটা শব্দ হলো তাতে।

"আরো পাঁচ ফিট তোলো!"

রাচেল এবার বরফের উপরে একটা গর্ভবতী জানোয়ারের মতো জিনিসটাকে দেখতে পেলো।

"সংকীর্ণ স্থানটির বর্ণনা দাও!" কেউ চিৎকার ক'রে বললো।

"নয়'শ সেন্টিমিটার!"

একটা হাসিতে নিরবতা ভাঙলো।

"ঠিক আছে, লেজারটা বন্ধ ক'রে দাও!"

সুইচটা বন্ধ করতেই লেজারটা থেমে গেলো। তারপরই সেটা ঘটলো।

যেনো প্রাচীন কোনো দেবতার মতো, বিশাল পাথরটা জলীয়বাষ্প সহকারে, হিস্‌হিস্ শব্দ ক'রে বরফের ওপরে উঠে এলো। উষ্ণ পানি বেয়ে পড়ছে সেটার গা থেকে।

রাচেল সম্মোহিত হয়ে গেলো।

পাথরটা মসৃণ এবং একমাথা গোলাকার। এই অংশটাই সংঘর্ষের কবলে প্রথমে পড়েছিলো। বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার সময় সম্মুখ দিকে ছিলো। জিনিসটা দেখেই রাচেল কল্পনা করতে পারলো, শত শত বছর আগে এটা কীভাবে আকাশ থেকে পতিত হয়েছিলো। এখন এটা লোহার তারে আঁটকে ঝুলে রয়েছে। শরীর থেকে পানি ঝ'রে পড়ছে।

শিকার পর্ব শেষ হয়েছে।

শুধু এই মুহূর্তটাই যে রাচেলকে আচ্ছন্ন করেছে, তা নয়, তার সামনে ঝুলে থাকা বস্তুটা অন্য একটি দুনিয়া থেকে এসেছে। লক্ষ-কোটি মাইল দূর থেকে। আর আঁটকে গিয়ে একটি প্রমাণ হিসেবে রয়ে গেছে যে, মানুষ এই মহাবিশ্বে একা নয়।

এই মুহূর্তটার রমরমা অবস্থা একই সময়ে এখানকার সবাইকেই ছুয়ে গেছে, জড়ো হওয়া লোকজন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই হাত তালি দিয়ে উঠল। এমনকি নাসা'র প্রধানও হাত তালি দিলো। সে তার লোকজনদের পিঠও চাপড়ে দিলো। রাচেল দেখে বুঝতে পারলো, এটা নাসা'র জন্য বিরাট এক আনন্দের মুহূর্ত। অতীতে তাদের খুব কঠিন সময় গেছে। শেষে, পরিস্থিতি বদলে গেছে। তারা এই মুহূর্তটার জন্য যোগ্য।

বরফের মাঝখানটায়, যেখান দিয়ে পাথরখণ্ডটা উঠে এসেছে, এখন সেটাকে একটা সুইমিং পুলের মতোই লাগছে। এই গর্তটা দুশো ফুট গভীর আর বরফগলা পানিতে পূর্ণ। গর্তের পানি পৃষ্ঠ থেকে চার ফুট নিচে। উল্কাখণ্ডটির অনুপস্থিতি এবং বরফ থেকে পানি হওয়ায়

চার ফুটের মতো কম পানি রয়েছে, কারণ পানির চেয়ে বরফের আয়তন বেশি হয়।

নোরা ম্যাঙ্গোর সঙ্গে সঙ্গে SHABA পিলারগুলো গর্তের চারপাশে বসিয়ে দিলো। যদিও গর্তটা খুব সহজেই দৃষ্টিগোচরে আসে, তারপরও কেউ যদি কৌতুহলবশত ওখানে উঁকি মারতে গিয় পিছ্‌লে পড়ে যায় তাহলে ভয়ংকর বিপদ হবে। গর্তটার দেয়াল কঠিন বরফের, কোনো ছিদ্র বা খরখরে স্থান নেই। কারো সাহায্য ছাড়া ওখান থেকে উঠে আসা অসম্ভব।

লরেন্স এক্সট্রম এগিয়ে এসে নোরা'র সাথে হাত মেলালো। "চমৎকার করেছেন, ডক্টর ম্যাঙ্গোর।"

"আমি পত্র-পত্রিকায় অনেক বেশি প্রশংসা আশা করছি," নোরা জবাব দিলো।

"আপনি সেটা পেয়েই গেছেন বলা যায়," নাসা প্রধান এবার রাচেলের দিকে তাকালো। তাকে দেখে খুশি আর নির্ভার মনে হচ্ছে। "তো, মিস সেক্সটন, পেশাদার সন্দেহবাতিকরা কি সন্তুষ্ট হবে?"

রাচেল না হেসে পারলো না। "বিস্ময়ের চেয়েও এটা বেশি।"

"ভালো। তাহলে এবার একটু আসেন।"

রাচেল নাসা'র প্রধানের সঙ্গে হ্যাবিস্ফেয়ারের অন্যপাশে চলে এলো। সেখানে একটা লোহার বড় বাক্স রাখা হয়েছে, দেখতে শিপিং কন্টেইনারের মতো। বাক্সটাতে সেনাবাহিনীর ক্যামোফ্লেজ রঙ লাগানো আর তাতে লেখা রয়েছে মি: পি-এস-সি

"আপনারা প্রেসিডেন্টকে এখানে থেকে ফোন করবেন," এক্সট্রম বললো।

পোর্টেবল সিকুইর কম, মানে বহনযোগ্য নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা, রাচেল ভাবলো। এইসব জিনিস যুদ্ধক্ষেত্রের যোগাযোগ স্থাপনা হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তাই এই জিসিনটাকে নাসা শান্তিকালীন সময়ে এখানে ব্যবহার করবে সেটা রাচেল কখনও ভাবেনি। তবে এটাও ঠিক, এক্সট্রমের রয়েছে পেন্টাগনের ব্যাকগ্রাউন্ড, সুতরাং সে এ ধরণের যুদ্ধ খেলনা ব্যবহার করবে সেটাই তো স্বাভাবিক। বাক্সটার সামনে অস্ত্র হাতে দু'জন গার্ড দাঁড়িয়ে আছে, তার মানে এক্সট্রমের অনুমিত ছাড়া এখান থেকে কেউ বাইরের পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ করতে পারবে না।

মনে হচ্ছে আমিই একা নই যাকে সব ধরনের যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখা হয়েছে।

এক্সট্রম একজন গার্ডকে কী যেনো ব'লে রাচেলের দিকে তাকালো। "গুডলাক," সে বলেই চলে গেলো।

একজন গার্ড দরজাটা খুলে দিলো। ভেতর থেকে একজন টেকনিশিয়ান বের হয়ে এলো, সে রাচেলকে ভেতরে আসতে বললে সে ভেতরে ঢুকে পড়লো।

ভেতরটা খুবই অন্ধকার। কম্পিউটার মনিটরের হাল্কা নীল আলোতে সে ভেতরের জিনিসগুলো ভালমত দেখতে পেলো না। তারপরও বোঝা যাচ্ছে, টেলিফোনের র‍্যাক, রেডিও এবং স্যাটেলাইট যোগাযোগের যন্ত্রপাতি। তার ক্লসট্রোফোবিয়া অনুভূত হলো। ভেতরের বাতাসটা গুমোট, শীতকালে মাটির নিচে বেসমেন্টে যেমনটি হয়।

"এখানে বসুন, প্লিজ, মিস সেক্সটন।" টেকনিশিয়ান একটা রোভিং চেয়ার টেনে নিয়ে বললো। সেটার সামনে একটা ফ্ল্যাট টিভি পর্দা। সে তার মুখের কাছে একটা মাইক্রোফোন রেখে একেজি হেডফোন তার মাথায় পরিয়ে দিলো। একটা নোটবই দেখে পাসওয়ার্ডটা টাইপ করলো সে। রাচেলের সামনের পর্দাটাতে সময় দেখা গেলো।

০০:৬০ সেকেন্ড

টেকনিশিয়ান সন্তুষ্ট হয়ে মাথা নাড়লো, "কানেক্শান লাগতে আর এক মিনিট বাকি।" সে এই ব'লে দরজাটা খুলে চলে গেলো। দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ ক'রে দেয়া হলো।

খুব ভালো।

সময়টা কমতে শুরু করলে রাচেল সেটার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলো আজ সকাল থেকে এখন পর্যন্ত এই প্রথম রাচেল ঐকান্তে সময় পেলো।

রাচেল এবার আঁচ করতে শুরু করলো উল্কাপিণ্ডের এই খবরটা তার বাবার জন্য কতোটা বিধ্বংসী হতে পারে। যদিও নাসা'র বাজেটের বিষয়টা গর্ভপাতের অধিকার, জনকল্যাণ, এবং স্বাস্থ্য সেবার মতো কোনো রাজনৈতিক ইসু নয়, তারপরও তার বাবা এটাকেই ইসু বানিয়েছেন। এখন এটাই তার জন্য হিতে বিপরীত হয়ে যাবে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমেরিকানরা নাসা'র এই রোমাঞ্চকর বিজয়ে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠবে আরেকবার। সেখানে থাকবে অশ্রু সজল স্বপ্নবিলাসীরা আর মুখ হা করা বিজ্ঞানীর দল। শিশুদের কল্পনা লাগামহীনভাবে ছুটতে শুরু করবে। ডলার আর সেন্ট-এর ইসু আড়ালে চলে যাবে এই পর্বতসম বিজয়ের মুহূর্তে। প্রেসিডেন্ট ফিনিক্স পাখির মতো আবারও ভস্ম থেকে উঠে আসবেন। বীর হিসেবে পরিণত হবেন। আর তার বাবার অবস্থা হবে নিঃস্ব-রিক্ত হতশ্রী এক করুণার পাত্রের মতো।

কম্পিউটারটা বিপ্ করলে রাচেল সেক্সটন চোখ তুলে তাকালো।

০০:০৫ সেকেন্ড

পর্দায় হোয়াইট হাউজের সিলটার ছবি ভেসে উঠলো। একটু বাদেই সেই ছবিটা ফিকে হয়ে প্রেসিডেন্টের ছবিটা ভেসে এলো।

"হ্যালো, রাচেল," তিনি বললেন, তাঁর চোখে দুষ্টুমীর ছাপ। "আমার বিশ্বাস আপনার দুপুরটা খুবই মজায় কেটেছে?"

২৯

সিনেটর সেজউইক সেক্সটনের অফিসটা ক্যাপিটল হিলের উত্তর দিকে ফিলিপ এ হার্ট অফিস ভবনে অবস্থিত। ভবনটা নিও-মডার্ন ধরণের, সাদা আয়তক্ষেত্রের আকারের, সমালোচকরা বলে এটা কোনো অফিস ভবনের চেয়ে জেলখানা হিসেবেই বেশি মনে হয়। যারা এখানে কাজ করে তারাও একই রকম ভাবে।

চতুর্থ তলায় গ্যাব্রিয়েল অ্যাশ কম্পিউটারের সামনে হাটছে। মনিটরের পর্দায় নতুন একটি ই-মেইল মেসেজ এসেছে। সে বুঝতে পারছে না এটা দিয়ে কী করবে সে।

প্রথম দুটো লাইন হলো :

সেজউইক সেক্সটন সিএনএন-এ খুবই দারুণ করেছেন।

আপনার জন্য আমার কাছে আরো তথ্য রয়েছে।

কয়েক সপ্তাহ ধরেই গ্যাব্রিয়েল এরকম মেসেজ পেয়ে আসছে, কিন্তু সেগুলোর ঠিকানা সব ভূয়া। যদিও সে ঠিকানাটা ঠিকই বের করতে পেরেছিল আর সেটা ছিলো হোয়াইট হাউজ গভর্নমেন্ট ডোমেইন-এর। এই রহস্যময় তথ্যদাতা হোয়াইট হাউজের ভেতরেই রয়েছে। আর সে যে-ই হোক না কেন, তার দেয়া তথ্য মতেই গ্যাব্রিয়েল জানতে পেরেছিল প্রেসিডেন্টের সাথে নাসা প্রধানের গোপন মিটিংয়ের খবরটি।

প্রথমে গ্যাব্রিয়েল তথ্যটা পাত্তা না দিলেও পরে খোজ নিয়ে দেখা গেলো সেটা একেবারে নিখুঁত আর নির্ভুল – নাসা'র অপার্থিব জীব অনুসন্ধান প্রকল্পটির বিরাট অংকের ব্যয়, কোনো কিছু অর্জিত না হওয়া ইত্যাদি তথ্য সেই রহস্যময় তথ্যদাতাই তাকে দিয়েছিলো।

গ্যাব্রিয়েল অবশ্য সিনেটরকে এ তথ্যটা জানায়নি যে হোয়াইট হাউজের ভেতর থেকে একজন তাকে অসমর্থিত কিছু তথ্য দিয়ে থাকে। সে কেবল তথ্যগুলো সিনেটরকে জানিয়ে দেয়। সূত্রের কথা উল্লেখ করে না। জিজ্ঞেস করলে বলে 'তার একটি সূত্র'। আর সেক্সটন কখনই কোত্থেকে তথ্যটা পাওয়া গেছে সেটা জানতে আগ্রহী নয়, তিনি জানতে চান কী বলা হয়েছে।

গ্যাব্রিয়েল হাটাহাটি থামিয়ে মেসেজটার দিকে তাকালো। এইসব ই-মেইল এর উদ্দেশ্য পরিষ্কার: হোয়াইট হাউজের ভেতরে কেউ চায় সিনেটর সেক্সটন নির্বাচনে জয়ী হোক। তাই নাসা'কে আক্রমণ করতে সে সাহায্য করেছে।

কিন্তু কে? আর কেনইবা করছে?

ডুবন্ত জাহাজের এক ইঁদুর, গ্যাব্রিয়েল ভাবলো। হোয়াইট হাউজে এরকম ভাবার মানুষ অনেক আছে যারা মনে করে বর্তমান প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ব্যর্থ হবেন, সিনেটর সেক্সটনই হবেন পরবর্তী প্রেসিডেন্ট।

এখন মেসেজটা পেয়ে গ্যাব্রিয়েল একটু ঘাবড়ে গেছে। এরকমটি সে এর আগে আর পায়নি। প্রথম দুটো লাইন তাকে তেমন একটা ভাবায়নি। শেষ দুটো লাইনই হলো ভাবনার বিষয় :

পূর্বদিকের এপয়েন্টমেন্ট গেটে, ৪টা ৩০ মিনিটে

একা আসবেন।

তার তথ্যদাতা কখনও একান্তে দেখা করার জন্য বলেনি। তারপরও, গ্যাব্রিয়েল প্রত্যাশা করেছিলো অন্য কোথাও মুখোমুখি দেখা হবে। *পূর্ব এপয়েন্টমেন্ট গেটে? এটাতো হোয়াইট হাউজের পাশেই। হোয়াইট হাউজের পাশে? এটা কি কোনো ঠাট্টা?*

গ্যাব্রিয়েল জানে সে ই-মেইলের মাধ্যমে জবাব দিতে পারবে না। তার সঙ্গে যোগাযোগকারীর একাউন্টটা ছদ্মবেশি, এতে অবশ্য অবাক হবার কিছু নেই।

আমার কি সেক্সটনের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত? সে সঙ্গে সঙ্গেই সেটা বাতিল করে দিলো। সে যদি এই ই-মেইলটার কথা তাঁকে বলে, তবে বাকিগুলোর কথাও তাঁর কাছে

বলতে হবে। সে ভাবলো দিনের বেলায়, পাবলিক প্লেসে দেখা করাটা তার জন্যে নিরাপদই হবে। হাজার হোক, এই লোকটা গত কয়েক সপ্তাহ ধ'রে তাকে সাহায্যই করেছে, কোনো ক্ষতি তো করেনি। সে মেয়ে হোক অথবা ছেলে, অবশ্যই তার বন্ধু।

শেষবারের মতো ই-মেইলটা পড়ে গ্যাব্রিয়েল ঘড়িটা দেখলো। তার হাতে এক ঘণ্টা রয়েছে।

৩০

নাসা প্রধান এখন একটু কম উদ্বিগ্ন বোধ করছে, উল্কাপিণ্ডটি সফলভাবে তোলা হয়েছে বলে। *সব কিছুই ঠিকঠাক মত হচ্ছে,* সে নিজেকে বললো। কর্মরত মাইকেল টোল্যান্ডের কাছে গেলো সে। *এখন কোনো কিছুই আর আমাদেরকে থামাতে পারবে না।*

"কী খবর বলেন?" এক্সট্রম জিজ্ঞেস করলো, টেলিভিশন তারকা বিজ্ঞানীর পেছনে এসে দাঁড়ালো।

টোল্যান্ড তার কম্পিউটারের দিকে তাকালো। তাকে ক্লান্ত মনে হলেও উৎসাহী দেখাচ্ছে। "এডিটিং করা প্রায় শেষ। আপনার কর্মীদের পাথরটা তোলার ফুটেজ যোগ করছি এখন। এক্ষুণি এটা তৈরি হয়ে যাবে।"

"ভাল।" প্রেসিডেন্ট এক্সট্রমকে বলেছিলেন টোল্যান্ডের প্রামান্যচিত্রটি যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব আপ-লোড ক'রে হোয়াইট হাউজে পাঠিয়ে দিতে।

যদিও মাইকেল টোল্যান্ডকে এক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টের ব্যবহার করাটা এক্সট্রম ভালো চোখে দেখেনি, তারপরও টোল্যান্ডের প্রামান্যচিত্রের খসড়া দেখে সে তার মত পাল্টিয়ে ফেলেছে। টিভি তারকাটি বর্ণনা দিয়ে, বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাতকার নিয়ে, অসাধারণভাবেই এই বিষয়টাকে প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরতে পেরেছে। মাত্র পনেরো মিনিটেই তা করতে সক্ষম হয়েছে সে। টোল্যান্ড যা করতে পেরেছে, সেটা নাসাও প্রায়ই করতে ব্যর্থ হয় – একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে আমেরিকার সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্য আর সহজ ভাষায় তুলে ধরা, তাদেরকে পরিষ্কার ধারণা দেয়া।

"এডিটিং শেষ হলে," এক্সট্রম বললো, "এটা নিয়ে প্রেস এরিয়াতে চলে আসুন। সেটার একটি ডিজিটাল কপি আপ-লোড ক'রে হোয়াইট হাউজে পাঠাতে হবে।"

"জি স্যার।" টোল্যান্ড কাজে লেগে গেলো।

এক্সট্রম হ্যাবিস্ফেয়ারের উত্তর দিকে অবস্থিত প্রেস এরিয়ার সামনে এসে খুশি হলো। বিশাল একটা নীল রঙের কার্পেট বরফের উপর বিছানো হয়েছে। মাঝখানে একটা সিম্পোজিয়াম টেবিল পাতা, সেখানে কতগুলো মাইক্রোফোন রাখা হয়েছে। নাসা'র একটি প্রতীক, আমেরিকার বিশাল একটি পতাকা পেছনের পর্দা হিসেবে টাঙানো রয়েছে। উল্কাপিণ্ডটি একটা স্লেডে ক'রে এখানে নিয়ে আসা হবে। এই টেবিলের সামনে।

প্রেস এরিয়াতে উৎসবমুখর পরিবেশ দেখে এক্সট্রম খুশি হলো। তার কর্মীরা পাথরটার চারপাশ ঘিরে গোল হয়ে দেখছে, আর একে অন্যের সাথে কথা বলছে।

এক্সট্রম ঠিক করলো এটাই সে মুহূর্ত। সে কতগুলো কার্ডবোর্ডের বাক্সের সামনে গিয়ে

বসলো। বাক্সগুলো আজ সকালে গৃনল্যান্ড থেকে আনা হয়েছে।

"এসো পান করি!" সে চিৎকার ক'রে বললো। নিজের কর্মীদের দিকে বিয়ারের ক্যান ছুড়ে মারলো।

"হেই, বস্!" কেউ তাকে বললো। "ধন্যবাদ! এই ঠাণ্ডার মধ্যেও!"

এক্সট্রম বিরল একটা হাসি দিলো, "এগুলো আমি বরফের মধ্যেই রেখে দিয়েছিলাম।"

সবাই হেসে উঠলো।

"একটু দাঁড়ান!" বিয়ারের ক্যানের দিকে ইঙ্গিত ক'রে আরেকজন বললো, "এটাতো কানাডার! আপনার দেশপ্রেম গেলো কোথায়?"

"আমরা বাজেট সংকটে ভুগছি, হে। সস্তাটাই খুঁজে নিতে হয়েছে।"

আরো হাসি কোনো৷ গেলো।

"আরে রাখো, রাখো," নাসা'র এক টিভি ক্রু বললো একটা মেগাফোন দিয়ে।

"আমরা মিডিয়া লাইটিং-এর সুইচ টিপতে যাচ্ছি। সবাইকে একটু অন্ধকারে থাকতে হবে, এই কয়েক সেকেন্ড।"

"অন্ধকারে কেউ যেনো চুমু না খায়," কেউ একজন বললো। "এটা একটি পারিবারিক অনুষ্ঠান!"

এক্সট্রম তার কর্মীদের উৎফুল্লভাব দেখে তৃপ্ত হলো।

"মিডিয়া লাইট জ্বলতে যাচ্ছে, পাঁচ, চার, তিন, দুই ... "

ভেতরের হ্যালেজেন বাতিগুলো নিভে গেলে পুরো ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেলো।

কেউ একজন ঠাট্টাচ্ছলে আর্তচিৎকার দিলো।

"আমার পাছায় কে খোঁচা মারলো রে?" কেউ হেসে বললো,

অন্ধকারটা অল্পকিছুক্ষণই ছিলো। তারপরই সুতীব্র মিডিয়া স্পট লাইটটা জ্বলে উঠলে সবাই চোখ কুচ্‌কে ফেললো। উত্তর মেরুর নাসা'র হ্যাবিস্ফেয়ারটা টেলিভিশন স্টুডিওতে রূপান্তরিত হয়ে গেলো। ডোমের বাকি অংশ ঘন অন্ধকারে ঢেকে গেলো।

এক্সট্রম তৃপ্তি নিয়ে উল্কাপিণ্ডটির দিকে তাকালো। আলোকিত পাথরটার চারদিকে তার লোকজন এখনও ঘিরে রয়েছে।

ঈশ্বর জানে তারা এটা প্রত্যাশা করেছিলো, এক্সট্রম ভাবলো, কখনও আশংকা করে নি সামনে কোনো বিপর্যয় অপেক্ষা করছে।

৩১

আবহাওয়াটা বদলে যাচ্ছে।

সামনের দ্বন্দ্বটির শোকাবহ পরিবেশের মতো কাটাবাটিক ঝড়টি গর্জন করতে করতে ডেল্টা ফোর্সের তাবুতে আঘাত হানলো। ডেল্টা-ওয়ান ঝড়ের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে শুয়ে পড়েছিলো, এবার সে উঠে দাঁড়িয়ে ভেতরে দু'জন সঙ্গীর কাছে চলে এলো। এরকম ঘটনা তারা আগেও সামলেছে। জলদিই এটা কেটে যাবে।

ডেল্টা-টু মাইক্রোবোট থেকে যে লাইভ ভিডিও আসছে সেটার দিকে তাকালো। "এটা একটু দেখুন," সে বললো।

ডেল্টা-ওয়ান এগিয়ে এলো। হ্যাবিস্ফেয়ারের ভেতরটা একেবারে অন্ধকার হয়ে গেছে, কেবলমাত্র উত্তর প্রান্তে উজ্জ্বল আলোটা বাদে। সেটা মঞ্চটার পাশেই "এটা কিছু না," সে বললো, "তারা টেলিভিশন লাইট টেস্ট করছে, আজ রাতে সেটা সম্প্রচার করা হবে।"

"লাইটিংটা সমস্যা নয়।" ডেল্টা-টু বরফের মাঝখানে গভীর একটা গর্তের দিকে ইঙ্গিত করলো – "উল্কাটি যেখান থেকে তোলা হয়েছে সেই জায়গাটি পানিতে ভরে গেছে। এটাই হলো সমস্যা।"

ডেল্টা-ওয়ান গর্তটার দিকে তাকালো। সেটার চারপাশে ছোট ছোট পিলারগুলো পোঁতা আছে। আর গর্তটার পানি শান্তই রয়েছে। "আমি তো কিছু দেখছি না।"

"আবার দেখুন!" সে জয়-স্টিকটা নাড়ালো। মাইক্রোবোটটা গর্তটার আরেকটু কাছে উড়ে গেলো।

ডেল্টা-ওয়ান গর্তের গলিত পানির দিকে ভালো ক'রে তাকাতেই সে এমন কিছু দেখতে পেলো যে আশংকায় আত্কে উঠলো। "আরে এটা কি?"

ডেল্টা-থ্রি কাছে এসে দেখলো।

সেও দেখে অবাক হয়ে গেলো। "হায় ঈশ্বর। এখান থেকেই কি ওটা তোলা হয়েছে?" পানির জন্যই কি এমনটি হচ্ছে?"

"না," ডেল্টা-ওয়ান বললো। "একেবারে নির্ঘাৎ এটা।"

৩২

যদিও রাচেল সেক্সটন ওয়াশিংটন ডিসি থেকে ৩০০০ মাইল দূরে একটা লোহার বাক্সের ভেতরে ব'সে আছে, তারপরও সে ঠিক সেই রকম চাপ অনুভব করলো, যে রকমটি হোয়াইট হাউজে ডেকে পাঠালে তার হয়ে থাকে। তার সামনে ভিডিও ফোনের মনিটরে পরিস্কার দেখা যাচ্ছে প্রেসিডেন্ট জাখ হার্নি হোয়াইট হাউজের কমিউনিকেশন রুমে ব'সে আছেন, প্রেসিডেন্সিয়াল সিলের সামনে। ডিজিটাল অডিও সংযোগটি একেবারে নিখুঁত, একেবারেই বোঝা যাবে না, এতো কম 'ডিলে' হচ্ছে যে, মনে হবে তিনি ঠিক পাশের ঘরেই রয়েছেন।

তাদের কথাবার্তা সরাসরি হচ্ছে। প্রেসিডেন্টকে মনে হচ্ছে খুব আনন্দিত, যা মোটেও অবাক হবার মত নয়। প্রেসিডেন্ট বেশ খোশ মেজাজেই রয়েছেন।

"আমি নিশ্চিত আপনি একমত হবেন যে," হার্নি বললেন, "তাঁর কণ্ঠটা এবার খুব গুরু গম্ভীর কোনোালো, "এই আবিষ্কারটা একেবারেই বৈজ্ঞানিক একটি ব্যাপার!" তিনি থেমে একটু সামনের দিকে ঝুঁকলেন। "দুর্ভাগ্যবশত, আমরা কোনো নিখুঁত পৃথিবীতে বাস করি না। আর নাসা'র এই বিজয়টা আমি ঘোষণা করা মাত্রই একটি রাজনৈতিক খেলায় পরিণত হয়ে যাবে।"

"এ পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রমাণ আর আপনাদের বক্তব্য বিবেচনায় নিলে, আমি কল্পনাও করতে পারি না জনগণ অথবা আপনাদের কোনো প্রতিপক্ষ এটাকে অস্বীকার করবে। তারা

নিশ্চিতভাবে অকাট্য প্রমাণটাকে মেনে নেবে।"

হার্নি একটু দুঃখ করেই যেনো বললেন, "আমার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ যা তারা দেখবে সেটাই বিশ্বাস করবে, রাচেল। আমার ভাবনার বিষয়টা হলো, তারা যা দেখতে পাবে সেটা পছন্দ করবে না।"

রাচেল খেয়াল করলো কতো সতর্কভাবেই না প্রেসিডেন্ট তার বাবার নামটা উল্লেখ করলেন না। তিনি কেবল 'প্রতিপক্ষ' বা 'রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। "আপনি কি মনে করছেন, আপনার প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক কারণে ষড়যন্ত্র ব'লে শোরগোল করবেন?" রাচেল জিজ্ঞেস করলো।

"এটাই হলো এই খেলার ধরণ। কেউ হয়তো মৃদুস্বরে বলতে পারে এটা নাসা এবং হোয়াইট হাউজের জালিয়াতি। এটা হলে আমি সঙ্গে সঙ্গে একটা তদন্তের মুখোমুখি হব। পত্রিকাগুলো ভুলে যাবে যে, নাসা অপার্থিবজীব আবিষ্কারের প্রমাণ পেয়েছে, মিডিয়া একটা ষড়যন্ত্র খোঁজার চেষ্টা করবে। দুঃখজনক হলেও সত্য, এতে ক'রে বিজ্ঞানেরই বেশি ক্ষতি হবে। ক্ষতি হবে হোয়াইট হাউজ আর নাসা'রও এবং ঠিক ক'রে বলতে গেলে এই দেশের।"

"যার জন্যে আপনি পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে ঘোষণা দিতে চাচ্ছেন না।"

"আমার উদ্দেশ্য হলো এমন সব তথ্য-উপাত্ত নিয়ে হাজিরা হওয়া যাতে কোনো বাতিকগ্রস্ত লোক কিংবা উন্নাসিক কেউ বিন্দুমাত্র এই আবিষ্কারের উপর সন্দেহের ছায়া ফেলতে না পারে। আর নাসা যাতে পুরোপুরি সম্মানের সাথে এই মূহুর্তটা উদযাপন করতে পারে।"

রাচেলের স্বজ্ঞা এবার হোচট খেলো। *তাহলে তিনি আমার কাছে চাচ্ছেনটা কি?*

"অবশ্যই," তিনি আবার বলতে শুরু করলেন, "আপনি আমাকে সাহায্য করার জন্য অনন্য একটি অবস্থানে আছেন। আপনার ডাটা বিশ্লেষণের অভিজ্ঞতা এবং আমার প্রতিপক্ষের সাথে আপনার সম্পর্ক এই আবিষ্কারটাকে অভাবিত বিশ্বাসযোগ্যতা এনে দিতে পারবে।"

রাচেলের এবার মোহগ্রস্ততা কাটলো। *তিনি আমাকে ব্যবহার করতে চাচ্ছেন... ঠিক যেমনটি পিকারিং বলেছিলেন।*

"তো আমি চাই," হার্নি বললেন, "আপনি এই আবিষ্কারটা হোয়াইট হাউজের ইন্টেলিজেন্স লিয়াঁজো...এবং আমার প্রতিপক্ষের কন্যা হিসেবে সমর্থন করেন।"

এটাই তাহলে আসল কথা।

হার্নি চাচ্ছেন আমি এটা সমর্থন করি।

রাচেল আসলে ভেবেছিল জাখ হার্নি এ ধরণের খেলা খেলবার মানুষ নন। জনসম্মুখে উল্কাপিণ্ডটিকে সমর্থন করলে তার বাবার জন্য তা' হবে একটি বাজে ব্যাপার। সিনেটর আর নাসা'র বাজেট নিয়ে ইসু তৈরি করতে পারবেন না। কারণ নিজের মেয়ের বিশ্বাস যোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার মানে হবে 'পরিবারই সবার আগে' এই বুলি আওড়ানো প্রার্থীর জন্য মৃত্যুদণ্ডের শামিল।

"সত্রি বলতে কী, স্যার?" রাচেল মনিটরের দিকে তাকিয়ে বললো, "আপনি আমাকে এটা করতে বলছেন দেখে আমি খুবই বিস্মিত হয়েছি।"

প্রেসিডেন্ট ভুরু কুচকালেন, "আমার ধারণা ছিল আপনি আমাকে সাহায্য করার জন্য

খুবই রোমাঞ্চিত হয়ে থাকবেন।"

"রোমাঞ্চিত? স্যার, এই অনুরোধটা আমাকে একটা অসম্ভব অবস্থানে নিয়ে যাবে। আমার বাবা'র সাথে আমার অনেক সমস্যা রয়েছে, নুতন ক'রে এটা বাড়ানোর কোনো ইচ্ছে আমার নেই। এই লোকটাকে আমি অপছন্দ করলেও, মানতেই হবে তিনি আমার বাবা হন। জনসম্মুখে তাঁর বিরুদ্ধে যাওয়া, আপনার পক্ষ হয়ে, এটা ঠিক হবে না।"

"রাখেন, রাখেন!" হার্নি দু'হাত তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গী ক'রে বললেন, "কে বলেছে আপনাকে জনসম্মুখে এটা করতে হবে?"

রাচেল একটু চুপ রইলো। "আমার ধারণা আপনি চাচ্ছেন আজ রাত আটটা বাজে যে প্রেস কনফারেন্স হবে সেখানে নাসা প্রধানের সাথে এক মঞ্চে উপস্থিত থাকি।"

হার্নি মাথা দোলালেন, তাঁর আক্ষেপের শব্দটা কোনো গেলো। "রাচেল, আপনি আমাকে কী ধরণের মানুষ ভাবেন? আপনি আসলেই ভেবেছেন আমি কাউকে বলবো তার নিজের বাবাকে জাতীয় প্রচার মাধ্যমের সামনে পিঠে ছুরি মারার জন্য?"

"কিন্তু আপনি বলেছিলেন – "

"আর আপনি কি মনে করেন, আমি নাসা'র প্রধানকে তাদের সবচাইতে বড় শত্রুর মেয়ের সঙ্গে এক মঞ্চে দাঁড়িয়ে অংশ নিতে বলবো? আপনাকে বলে রাখছি, রাচেল, এই সাংবাদিক সম্মেলনটা বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক উপস্থাপনা হিসেবেই অনুষ্ঠি হবে। আমি নিশ্চিত নই, উল্কা, ফসিল আর বরফ সম্পর্কে আপনার যে জ্ঞান রয়েছে, সেটা দিয়ে এই ঘটনাটার বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ানো যাবে কিনা।"

রাচেলের একটু বিব্রত বোধ হলো। "তাহলে আমার কাছ থেকে ... কী ধরণের সমর্থন আপনি চাচ্ছেন?"

"আপনার ঠিক যে অবস্থান রয়েছে সেটাই আরেকবার চাই।"

"স্যার?"

"আপনি হলেন আমার হোয়াইট হাউজ ইন্টেলিজেন্স লিয়াঁজো। আপনি আমার স্টাফদের কাছে এটার জাতীয় গুরুত্বটা তুলে ধরবেন।"

"আপনি আপনার স্টাফদের জন্য চাচ্ছেন?"

রাচেলের ভুল বোঝাবুঝির জন্য হার্নি এখনও মজা পাচ্ছে। "হ্যা, আমি তাই চাচ্ছি। হোয়াইট হাউজের বাইরে যে অবিশ্বাসের শিকার আমি হচ্ছি, তার সাথে ভেতরের অবিশ্বাসের কোনো তুলনাই হয় না। আমরা এখানে প্রায় বিদ্রোহের মুখোমুখি। এখানে আমার বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ। আমার স্টাফরাও আমার কাছে নাসা'র বাজেট কমানোর অনুরোধ জানিয়েছে। আমি তাদের কথাটা আমলেই নেইনি। আর এটা আমার জন্য রাজনৈতিক আত্মহত্যা হিসেবেই দেখা দিয়েছে।"

"আজকের দিনের আগ পর্যন্ত।"

"একদম ঠিক। যেমনটি আমরা আজ সকালে আলোচনা করেছি, আমার রাজনৈতিক বাতিকগ্রস্তরা, আর মনে রাখবেন আমার স্টাফদের চেয়ে বেশি বাতিকগ্রস্ত আর কেউ না, তারা এটাকে সন্দেহের চোখে দেখবে। এজন্যেই, আমি চাই, তারা এটা প্রথমে শুনুক – "

"আপনি আপনার স্টাফদেরকে এখনও এটার ব্যাপারে কিছু বলেননি?"

"কেবলমাত্র হাতে গোনা শীর্ষ উপদেষ্টাদের কয়েকজনই জানে। এই আবিষ্কারটা গোপন রাখাই সবচাইতে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।"

রাচেল বিস্মিত হলো। তিনি যে বিদ্রোহের মুখোমুখি তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

"কিন্তু এটাতো আমার কাজ নয়। উল্কা সম্পর্কিত বিষয়টা তো ইন্টেলিজেন্সের মধ্যে পড়ে না।"

"প্রচলিত নিয়মে তাই, কিন্তু নিয়মিত যে কাজ আপনি করেন, তার মধ্যে নিশ্চয় পড়ে– শত সহস্র উপাত্ত থেকে মূল বিষয়টা বের ক'রে আনা।"

"আমি কোনো উল্কা বিশেষজ্ঞ নই, স্যার। আপনার স্টাফদের বৃফ করার দায়িত্বটা কি নাসা'র প্রধানের নয়?"

"আপনি কি ঠাট্টা করছেন? এখানকার সবাই তাকে ঘৃনা করে। আমার স্টাফদের কাছে সে হলো সাপের তেল বিক্রিকারী, যে একের পর এক আমাকে বাজে বিষয়ে প্রলুব্ধ ক'রে যাচ্ছে।"

রাচেল উপায় না দেখে বললো, "কর্কি মারলিনসন হলে কেমন হয়? এ্যাসট্রোফিজিক্সে জাতীয়পদক পাওয়া? আমার চেয়ে তার বিশ্বাসযোগ্যতা অনেক বেশি হবে।"

"আমার স্টাফরা রাজনীতিকদের সৃষ্টি, বৈজ্ঞানিকদের নয়। আপনি ডক্টর মারলিনসনের সাথে পরিচিত হয়েছেন। তাকে আমার স্টাফদের বোঝানোর দায়িত্ব দেয়া যায় না। আমার দরকার এমন কাউকে যার মুখটা স্টাফদের কাছে পরিচিত। আপনি হলেন তেমন একজন রাচেল। আমার স্টাফরা আপনার কাজের সাথে পরিচিত। আর আপনার পারিবারিক নামের কারণে বুঝতে পারবে আপনি অবশ্যই পক্ষপাতহীন। আমার স্টাফরা এরকম একজনের কাছ থেকেই কথাটা শুনতে পছন্দ করবে, মানে পক্ষপাতহীন একজনের কাছ থেকে।"

"নিদেনপক্ষে, আপনি তবে মানছেন যে, আপনার প্রতিপক্ষের মেয়ে আপনার অনুরোধে কিছু করবে।"

"রাচেল, আপনার বৃফ করার যোগ্যতা রয়েছে, এক্ষেত্রে আপনি বেশ যোগ্যই বলা চলে, আবার আপনি একই সাথে বর্তমান হোয়াইট হাউজের প্রতিপক্ষের মেয়ে, যে পরের টার্মের জন্য আমাদেরকে উৎখাত করতে উঠে পড়ে লেগেছে। তাই তাঁর কন্যার তরফ থেকে বৃফটা আসলে বেশি বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করবে। এদিক থেকে আপনার দুটো দিকেই বিশ্বাসযোগ্যতা রয়েছে।"

"আপনার আসলে বেচা-বিক্রির ধান্দায় যাওয়া উচিত ছিলো।"

"সত্যি বলতে কী, আমি তা-ই করি। যেমনটি আপনার বাবাও করেন।" প্রেসিডেন্ট চশমাটা খুলে ফেলে রাচেলের দিকে তাকালেন। তার মনে হলো তাঁর মধ্যে তার বাবার শক্তি রয়েছে। "আমি আপনার সহযোগিতা চাচ্ছি, রাচেল, আর সেটার আরেকটা কারণ, আমি বিশ্বাস করি এটা আপনার দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। তো বলুন, হ্যা অথবা না? এই বিষয়ে আপনি কি আমার স্টাফদের বৃফ করবেন?"

রাচেলের মনে হলো সে বাক্সটার মধ্যে ফাঁদে আটকা পড়ে গেছে। এমন কি ৩০০০

মাইল দূরে হলেও রাচেল প্রেসিডেন্টের শক্তিটা আঁচ করতে পারলো ভিডিও পর্দায়। সে আরো জানে এটা খুবই যুক্তিসংগত একটি অনুরোধ। সে এটা পছন্দ করুক বা নাই করুক।

"আমার একটা শর্ত থাকবে," রাচেল বললো।

হার্নি ভুরু তুললেন। "বলুন?"

"আমি আপনার স্টাফদের সাথে একান্তে কথা বলবো। কোনো রিপোর্টার থাকবে না। এটা একান্তে বৃফিং হবে, জনসম্মুখে নয়।"

"আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি। আপনার মিটিংটা ইতিমধ্যেই খুব একান্তে হয়েছে, গোপন স্থানে।"

রাচেল দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "তাহলে ঠিক আছে।"

প্রেসিডেন্ট স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন। "চমৎকার।"

রাচেল তার ঘড়িটা দেখলো। অবাক হয়ে গেলো চারটা বেজে গেছে ইতিমধ্যে। "দাঁড়ান।" সে হতভম্ব হয়ে বললো। "আপনি যদি আটটা বাজে লাইভ করেন, তবে তো আমাদের হাতে সময় নেই। এখান থেকে আপনি কোনোভাবেই আমাকে এতো দ্রুত হোয়াইট হাউজে নিয়ে যেতে পারবেন না। আমাকে কিছু প্রস্তুতি নিতে হবে বৃফের –"

প্রেসিডেন্ট মাথা নাড়লেন। "আমার মনে হয়, আমি আপনাকে ঠিকমত বোঝাতে পারিনি। আপনি এখান থেকেই ভিডিও ফোনের মাধ্যমে বৃফ করবেন।"

"ওহ্।" রাচেল ইতস্তত করলো। "কয়টা বাজে, স্যার?"

"আসলে," দাঁত বের ক'রে হাসি দিয়ে হার্নি বললেন, "ঠিক এখন হলে কেমন হয়? সবাই ইতিমধ্যেই জড়ো হয়েছে, তারা বিশাল টিভি পর্দার দিকে তাকিয়ে আছে। তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে রাচেল।

রাচেলের শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেলো। "স্যার আমি একেবারে অপ্রস্তুত। আমি কিভাবে –"

"শুধু তাদেরকে সত্যিটা বলে দিন। সেটা কি কঠিন হবে?"

"কিন্তু –"

"রাচেল," পর্দার সামনে ঝুঁকে প্রেসিডেন্ট বললেন। "মনে রাখবেন, আপনি লাইভ করছেন। শুধু বলে দিন, আপনার ওখানে কী হয়েছে।" তিনি একটা সুইচ দিতে গিয়ে থেমে গেলেন। "আর আমার মনে হয়, আপনি একটি ক্ষমতার অবস্থানে নিজেকে দেখতে পেয়ে খুশিই হবেন।"

রাচেল বুঝতেই পারলো না তিনি কি বলতে চাচ্ছেন। কিন্তু সেটা জিজ্ঞেস করার জন্য দেরিই হয়ে গেছে। প্রেসিডেন্ট সুইচ টিপে দিয়েছেন।

রাচেলের সামনের পর্দাটা কালো হয়ে গেলো কিছুক্ষণের জন্য। যখন ছবিটা ভেসে উঠল রাচেল তাকিয়ে দেখলো, এরকম দৃশ্য সে জীবনে কখনও দেখেনি। তার সামনে হোয়াইট হাউজের ওভাল অফিসটা। সেটা লোকে লোকারণ্য। সবাই দাঁড়িয়ে আছে। হোয়াইট হাউজের সমস্ত স্টাফই সেখানে রয়েছে। সবাই রাচেলের দিকে তাকিয়ে আছে। রাচেল বুঝতে পারলো তার ভিউটা প্রেসিডেন্টের ডেস্কের ঠিক ওপরে।

রাচেল ঘামতে শুরু করলো।

"মিস সেক্সটন?" ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠে বললো কেউ।

রাচেল খুঁজতে লাগলো জনসমুদ্রের মধ্যে, কে তাকে ডাকছে। সামনের দিকে একটা চেয়ারে ব'সে আছে একজন শুকনো মহিলা। মারজোরি টেঞ্চ। মহিলার উপস্থিতি এড়িয়ে যাওয়া যায় না এমন ভীড়ের মধ্যেও।

"ধন্যবাদ, আমাদের সাথে থাকার জন্য, মিস সেক্সটন," মারজোরি টেঞ্চ বললেন। তার কণ্ঠটা শুনে মনে হলো মজা পাচ্ছে। "প্রেসিডেন্ট আমাদেরকে বলেছেন যে, আপনার কাছে একটা খবর রয়েছে?"

৩৩

নীরবতা উপভোগ করার জন্য পেলিওন্টোলজিস্ট ওয়েলি মিং তার নিজের কাজের এলাকায় চুপচাপ ব'সে আছে। *খুব জলদি আমি হবো এ পৃথিবীর সবচাইতে বিখ্যাত পেলিওন্টোলজিস্ট।* সে আশা করলো মাইকেল টোল্যান্ড প্রামান্যচিত্রে তার মন্তব্যটি রাখবে।

মিং যখন তার আসন্ন খ্যাতির কথা ভাবছিল তখন তার পায়ের নিচের বরফ একটু কেঁপে উঠলো যেনো। সে লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলো। লস এ্যাঞ্জেলেস-এ থাকার সময় ভূমিকম্পের ব্যাপারে তার ইন্দ্রিয় খুব বেশি সতর্ক হয়ে গেছে। একটু মাটি কেঁপে উঠলেই সে টের পেয়ে যায়। এই মুহূর্তে মিং ভাবলো এরকম ভাবার কোনো দরকার নেই, কারণ এটা স্বাভাবিক। বরফ ধসছে বা গলে পড়ছে। সে হাফ ছাড়লো। সে এসবে এখনও অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। কয়েক ঘণ্টা পরপরই, কোথাও না কোথাও হিমবাহের বিরাট বিরাট অংশ ধসে পড়ে যায় সমুদ্রে, আর সেটার কম্পন অনুভূত হয়। নোরা ম্যাঙ্গোর এটাকে খুব সুন্দরভাবে বলে থাকে। *নতুন হিমশৈলের জন্ম হচ্ছে...*

এবার দাঁড়িয়ে সে হ্যাবিস্ফেয়ারের অন্য প্রান্তে স্পট লাইটটা দেখতে পেলো, সেখানে উৎসবের আমেজ লেগে আছে। মিং পার্টি-ফার্টি খুব একটা পছন্দ করে না, তাই অন্য প্রান্তে চলে এসেছে।

কাজের এলাকাটা, গোলকধাঁধার মতো, এখন এটাকে ভূতুরে শহরের মতো মনে হচ্ছে। মিং এর একটু ঠাণ্ডা অনুভূত হলে সে তার লম্বা উটের লোমে তৈরি কোটটার বোতাম লাগিয়ে নিলো।

সামনে উল্কা উত্তোলনের গর্তটির দিকে তাকালো – এখান থেকেই মানবেতিহাসের সবচাইতে অভূতপূর্ব ফসিল তোলা হয়েছে। বিরাট তিন পা-ওয়ালা স্থাপনাটি ওখান থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। জায়গাটা এখন ফাঁকা। ছোট ছোট পিলারগুলোই কেবল চারপাশে পোঁতা রয়েছে। মিং গর্তটার দিকে গেলো। নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়াল সেটা থেকে। ২০০ ফুট গভীর গর্তটার দিকে তাকালো সে। খুব শীঘ্রই এটা বরফে জমে যাবে, আর বোঝাই যাবে না যে, এখানে কোনো গর্ত ছিলো।

গর্তের পানিটা দেখতে খুব সুন্দর। মিংয়ের মনে হলো। *এমনকি এই অন্ধকারেও।*

বিশেষ ক'রে অন্ধকারে।

মিং যখন ভাবছিলো তখনই এটা তার নজরে এলো।

ডাল মে কুচ কালা হায়।

মিং খুব কাছে গিয়ে গর্তটার দিকে তাকিয়ে ধন্দে পড়ে গেলো। সে চোখ ঘষে আবার দেখলো। তারপর দ্রুত হ্যাবিস্ফেয়ারের অন্য প্রান্তে তাকালো ... পঞ্চাশ ফুট দূরে একদল লোক প্রেস এরিয়াতে জড়ো হয়েছে উৎসবের আমেজে। সে জানে ওখান থেকে তারা এই অন্ধকারে মিংকে দেখতে পারবে না।

কাউকে এ ব্যাপারে বলতেই হবে, তাই নয় কি?

মিং আবারো পানির দিকে তাকালো, অবাক হয়ে ভাবলো কী বলবে সে। তার কি দৃষ্টি বিভ্রম হয়েছে? এক ধরণের অদ্ভুত প্রতিফলন?

অনিশ্চয়তায়, মিং গর্তটার খুব কাছে চলে গিয়ে ভালো ক'রে খেয়াল করলো। বরফের স্তর থেকে পানির স্তরটা চার ফুট নিচুতে। হাটু গেঁড়ে সে আরো ভালো ক'রে দেখতে চাইলো। হ্যা, খুব অদ্ভুত কিছুই দেখতে পেলো সে। এটা ধরতে না পারাটা অসম্ভব। তারপরও, হ্যাবিস্ফেয়ারের সব বাতি বন্ধ হবার আগ পর্যন্ত এটা চোখেই পড়েনি।

মিং উঠে দাঁড়ালো। কাউকে অবশ্যই এটা বলা দরকার। সে প্রেস এরিয়ার দিকে কয়েক পা এগোতেই থেমে গেলো। *হায় ইশ্বর!* সে আবার গর্তটার কাছে ফিরে গেলো। তার চোখ দুটো কিছু বুঝতে পেরে বড় হয়ে গেলো। এইমাত্র তার মনে এটা উদয় হয়েছে।

"অসম্ভব।" সে প্রায় জোড়েই বললো।

তারপরও, মিং জানে এটাই এই ঘটনার একমাত্র ব্যাখ্যা। *সাবধানে ভাবো,* সে সতর্ক হয়ে উঠলো। *আরো যুক্তিপূর্ণ কারণও এখানে আছে!* সে বিশ্বাসই করতে পারছে না, নাসা এবং কর্কি মারলিনসের চোখে এটা ধরা পড়েনি, অবিশ্বাস্য ব্যাপার। মিং অবশ্য অভিযোগ করছে না।

এটা এখন ওয়েলি মিংয়ের আবিষ্কার।

উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে মিং আশপাশ থেকে একটা চোঙা নিয়ে আসলো। তার দরকার পানির নমুনা সংগ্রহ করার। কেউ এটা বিশ্বাসই করবে না!

৩৪

"হোয়াইট হাউজের ইন্টেলিজেন্স লিয়াঁজো হিসেবে," তার সামনে পর্দায় দেখা লোকদের উদ্দেশ্যে রাচেল সেক্সটন বললো। বলার সময় তার কণ্ঠটা যাতে না কাঁপে সেই চেষ্টা করলো সে। "আমার দায়িত্ব হলো বিশ্বের রাজনৈতিক হট-স্পটগুলো ভ্রমন ক'রে, বিদ্যমান পরিস্থিতির ডাটা বিশ্লেষণ ক'রে প্রেসিডেন্টকে এবং হোয়াইট হাউজের স্টাফদেরকে জানিয়ে দেয়া।"

তার কপালে হাল্কা ঘাম দেখা দিলে রাচেল হাত দিয়ে সেটা মুছে নিলো। আর মনে মনে প্রেসিডেন্টকে শূন্য ডিগ্রি তাপমাত্রায় একটা প্রেস বৃফিং চাপিয়ে দেবার জন্য অভিসম্পাত দিলো।

"আমি এর আগে এরকম অভূতপূর্ব ভ্রমণ করিনি, এরকম অভূতপূর্ব জায়গাতে।" রাচেল

তার চার পাশটা একটু তাকিয়ে দেখলো। "বিশ্বাস করুন অথবা নাই করুন, আমি আপনাদের সাথে কথা বলছি আর্কটিক সার্কেল থেকে, এক বিশাল বরফের টুকরোর উপর থেকে, যার পুরুত্ব তিন শত ফুটেরও বেশি।

রাচেল টের পেলো তার সামনে ব'সে থাকা মুখগুলোতে বিস্ময় ভর করেছে। তারা অবশ্যই জানে ওভাল অফিসে তাদেরকে এনে জড়ো করার একটা কারণ রয়েছে। কিন্তু তাদের কেউই কল্পনা করতে পারেনি সেটা এই আর্কটিক সার্কেলের কোনো খবর হবে।

তার ঘামটা আবারো দেখা দিলো। *সব কিছু গুছিয়ে নাও রাচেল। এটাই তোমাকে করতে হবে।* "আজ রাতে আমি আপনাদের সামনে বসেছি অসামান্য একটা বিষয় নিয়ে, গর্ব এবং ... তারচেয়ে ও বড় কথা, উত্তেজনায়।"

অপলকদৃষ্টি সবার।

রাচেল একটু বিরক্ত হয়ে ঘামটা আবারো মুছে নিলো। রাচেল জানে তার মা এখানে থাকলে কী বলতেন: *সন্দেহ হলে, সেটা থু-থুর সাথে ফেলে দাও!* পুরনো ইয়াংকি প্রবাদটি ছিলো তার মা'র মৌলিক বিশ্বাসেরই একটি অংশ – সব চ্যালেঞ্জই সত্য বলার মধ্য দিয়ে মোকাবেলা করা, সেটা যেভাবেই আসুক না কেন।

গভীর একটা দম নিয়ে, রাচেল সোজা হয়ে বসলো, সরাসরি ক্যামেরার দিকে তাকালো। "দুঃখিত, আপনারা হয়তো অবাক হচ্ছেন, আমি এই আর্কটিকে ব'সে কী ক'রে ঘামছি ... সত্যি বলতে কী, আমি আসলে নার্ভাস।"

তার সামনের চেহারাগুলো নড়েচড়ে বসলো। কেউ কেউ অস্বস্তির হাসি হাসলো।

"আরেকটা কথা," রাচেল বললো, "আপনাদের বস্ আমাকে মাত্র দশ সেকেন্ড সময় দিয়েছেন এটা বলার আগে যে, আমাকে তাঁর পুরো স্টাফদের মুখোমুখি কথাটা বলতে হবে। ওভাল অফিসে যেদিন আমি প্রথম এসেছিলাম সেদিন এরকম কিছু ভাবিনি, জানলে আমি এখানে কাজই করতাম না।"

এবার অনেকেই হেসে ফেললো।

"আর আমি," সে একটু নিচের দিকে তাকিয়ে বললো, "কল্পনাও করতে পারিনি প্রেসিডেন্টের ডেস্কে বসেই এটা বলবো ...!"

এই কথাটাতে অনেকেই প্রাণখুলে হাসলো। রাচেলের মনে হলো তার আড়ষ্টতা কাটতে শুরু করেছে। *সরাসরি এবার তাদের কাছে বলে ফেলো।*

"এখন আসল কথায় আসা যাক," রাচেলের কণ্ঠটা এবার খুব পরিষ্কার আর জড়তামুক্ত ব'লে মনে হলো। "প্রেসিডেন্ট হার্নি কয়েক সপ্তাহ ধরেই পর্দার অন্তরালে চলে গিয়েছিলেন এজন্যে নয় যে, তাঁর নির্বাচনী প্রচারণা কাজে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন, তার আসল কারণ, তিনি অন্য একটি ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, যেটাকে তিনি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব'লে মনে করেছেন।"

রাচেল একটু থামলো শ্রোতা-দর্শকদের প্রতিক্রিয়া খেয়াল করার জন্য।

"এই আর্কটিকের উপরে, মিল্নে আইস শেল্ফ নামক জায়গায় একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়েছে। প্রেসিডেন্ট সেটা আজ রাত আটটার সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা দেবেন।

এই আবিষ্কারটা করেছে একদল পরিশ্রমী আমেরিকান, যাদের ভাগ্য কিছুদিন ধরেই খুব খারাপ যাচ্ছিলো। আমি নাসা'র কথা বলছি। আপনারা এটা জেনে গর্বিত বোধ করবেন যে, আপনাদের প্রেসিডেন্ট চরম বিপদেও নাসা'র পাশে ছিলেন। এখন, মনে হচ্ছে, তাঁর এই কাজের পুরস্কারও তিনি পেতে যাচ্ছেন।"

রাচেল যে কতবড় ঐতিহাসিক মুহূর্তের কথা বলছে সেটা টের পেতেই তার গলা আঁটকে এলো।

"ডাটা বিশ্লেষণকারী একজন ইন্টেলিজেন্স অফিসার হিসেবে প্রেসিডেন্ট যে কয়জন সিভিলিয়ানকে এখানে পাঠিয়েছেন তার মধ্যে আমিও রয়েছি। আমাকে নাসা'র তথ্য উপাত্ত খতিয়ে দেখার জন্যে এখানে পাঠানো হয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে এটা পরীক্ষা ক'রে দেখেছি, আমার সাথে কয়েকজন বিশেষজ্ঞও সেটা নিশ্চিত করেছে – সরকারী এবং বেসরকারী দু'তরফেই – এমন সব লোকজন যাদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে কোনো সন্দেহ করা যায় না। যাদের কোনো রাজনৈতিক প্রভাবও নেই। এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত যে, আমি যে কথাটা আপনাদেরকে বলব সেটা একেবারে সত্য আর উৎসের দিক থেকে পক্ষপাতহীন।"

রাচেল চেয়ে দেখলো তার সামনের লোকজন হতভম্ব হয়ে নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে।

"লেডিস এ্যান্ড জেন্টেলমেন, আপনারা এখন যা শুনবেন, আমি নিশ্চিত এটা হবে সবচাইতে রোমাঞ্চকর তথ্য যা আপনারা এই অফিসে ব'সে এর আগে কখনই শোনেননি।"

৩৫

হ্যাবিস্ফেয়ারের মধ্যে শূন্যে ভেসে বেড়ানো মাইক্রোবোটটা যে ভিডিও সম্প্রচার করছে সেটা দেখলে মনে হবে *আভা গার্দে* ছবি প্রতিযোগীতায় সেটা জয়লাভ করেছে – মৃদু আলো, পাথর উত্তোলনের আলোকিত গর্তটা এবং পরিপাটি পোশাক পরা এক এশিয়ান বরফের ওপর শুয়ে আছে, তার লোমশ কোটটা ডানার মতো ছড়িয়ে রয়েছে। সে গর্তটা থেকে পানির নমুনা নেবার চেষ্টা করছে।

"তাকে এক্ষুণি থামাতে হবে," ডেল্টা-থ্রি বললো।

ডেল্টা-ওয়ান একমত হলো। মিল্নে আইস শেল্ফের ওখানে একটা সিক্রেট আছে তার দলকে সেটা রক্ষা করার জন্য ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

"তাকে থামাবো কিভাবে?" ডেল্টা-টু বললো। তার হাতে জয়-স্টিকটা ধরা আছে।

"এইসব মাইক্রোবোটে কোনো অস্ত্রসজ্জিত করা নেই।"

ডেল্টা ওয়ান-চিন্তিত হলো। যে মাইক্রোবোটটা বর্তমানে কাজ করছে সেটা কেবলমাত্র দীর্ঘ সময় ধ'রে ওড়া এবং অডিও-ভিডিও সম্প্রচারের জন্যই তৈরি করা হয়েছে। এটা বাড়ি ঘরের মশা মাছিদের মতই সাংঘাতিক কিছু এর বেশি না।

"কন্ট্রোলারকে আমাদের জানানো উচিত," ডেল্টা-থ্রি মত দিলো।

ডেল্টা-ওয়ান ভিডিওটার দিকে তাকিয়ে রইলো। ওয়েলি মিং গর্তটার দিকে তাকিয়ে

আছে। তার ধারে কাছে কেউ নেই আর ঠাণ্ডা বরফের পানিতে প'ড়ে গেলে চিৎকার করার মতো অবস্থাও থাকে না। গলা আঁটকে যায়।

"আমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে দাও।"

"আপনি করবেনটা কি?" জয়-স্টিক ধরা সৈনিকটি জানতে চাইলো।

"যা করার জন্য আমাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে," ডেল্টা-ওয়ান ঝটপট ব'লে নিয়ন্ত্রণটা নিয়ে নিলো। "উপস্থিত বুদ্ধি খাটাতে হবে।"

৩৬

ওয়েলিং মিং গর্তটার ঠিক পাশেই শুয়ে পড়েছে, ডান হাত দিয়ে সে চেষ্টা ক'রে যাচ্ছে পানির নমুনাটা নিতে। তার চোখে এখন আর কোনো অস্পষ্টতা নেই। তার মুখটা পানি থেকে মাত্র এক গজ দূরে। সবকিছুই নিখুঁতভাবে দেখতে পারছে সে।

এটা অবিশ্বাস্য!

মিং পাত্রটা নিয়ে চেষ্টা ক'রে যাচ্ছে পানির নাগাল পেতে। আর কয়েক ইঞ্চি হলেই নাগাল পাবে।

নাগাল না পেয়ে মিং তার শরীরটা গর্তের আরো কাছে নিয়ে গেলো। যতদূর সম্ভব হাতটা গর্তের ভেতরে ঢোকানোর চেষ্টা করলো। প্রায় পৌঁছেই গেলো সে। আরেকটু এগিয়ে গেলে চোঙাটাতে পানি নিতে পারলো। চোঙাটাতে পানি ভরার পর মিং সেটার দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকালো।

তারপর, কোনো ধরণের পূর্ব সতর্কতা ছাড়াই, অবিশ্বাস্য একটি ঘটনা ঘটে গেলো। অন্ধকারের মধ্যেই যেনো একটা বন্দুক থেকে বুলেটের মতো ক্ষুদ্র ধাতব অংশ ছুটে এলো। মিং কেবল সেটাকে এক পলকই দেখতে পেলো, তারপরই সেটা তার ডান চোখে আঘাত হানলো।

মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া, বিশেষ ক'রে নিজের চোখকে রক্ষা করার ব্যাপারে, এতোটাই তীব্র যে, একটু নড়লেই সে পড়ে যাবে, মিংয়ের মস্তিষ্ক এটা বলা সত্ত্বেও সে তার একটা হাত দিয়ে ডান চোখটা ঢাকতেই শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে গর্তের পানিতে প'ড়ে গেলো। গভীর অন্ধকার, দু'শো ফিট গভীর পানিতে।

গর্তের মাত্র চার ফুট নিচ থেকে পানির স্তর শুরু হলেও, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পানিতে মিংয়ের মুখটা পড়তেই তার মনে হলো সেটা বুঝি কোনো জমিনের ওপর ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে আছড়ে পড়লো। পানিটা এমন ঠাণ্ডা যে সেটা তার কাছে জ্বলন্ত এসিডের মতই মনে হলো। তীব্র যন্ত্রণায় আক্রান্ত হয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো সে।

অন্ধকারে উল্টে প'ড়ে যাওয়াতে গিয়ে মিং বুঝতে পারলো না কোনো দিকটা উপরিভাগ। তার ভারি লোমশ কোটটা বরফ পানিতে ভিজে আরো বেশি ভারি হয়ে গেছে। মিং অবশেষে, নিঃশ্বাস নিতে চাইলো। মুখটা কোনোভাবে একটু পানির উপরে তুলে সে নিঃশ্বাস নিলো।

"বাঁচা...ও," আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে বললো, কিন্তু সজোরে চিৎকার দেবার মতো বুক ভ'রে

বাতাস মিং নিতে পারেনি। তার মনে হলো বাতাস উধাও হয়ে গেছে।

"বা...চাও!" তার চিৎকারটা তার নিজের কাছেও খুব একটা কোনো গেলো না। মিং গর্তটার চারপাশের দেয়াল আঁকড়ে ধ'রে উঠতে চেষ্টা করলো। তার চারপাশের দেয়ালগুলো খাড়া এবং শক্ত বরফের। ধরার মতো কিছুই নেই, একেবারে মসৃন। পানির নিচেই সে বুট দিয়ে দেয়ালে লাথি মারলো, একটা কিছুতে পা'টা আঁটকাতে চাইলো সে। কিছুই হলো না। সে উপরের দিকে একটু উঠে পড়লো, কিন্তু এক ফুটের জন্য সেটা ধরা গেলো না।

মিংয়ের পেশীগুলো আড়ষ্ট হতে শুরু করেছে। সে আরো জোরে জোরে লাথি মেরে নিজেকে উপরের দিকে তোলার চেষ্টা করলো। তার শরীর সীসার মতো ভারি হয়ে গেছে, আর তার ফুস্ফুস বিষাক্ত হয়ে গেছে যেনো, কোনো পাইথন তাকে পেঁচিয়ে ধরেছে। তার ভারি কোটটা আরো ভারি হয়ে যাওয়াতে তাকে নিচের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মিং নিজেকে উপরের দিকে টেনে তোলার চেষ্টা করলেও ভারি কাপড়ের জন্য পারলো না।

"বা...চা...ও।"

ভীতিটা এখন সুতীব্র হয়ে উঠলো।

পানিতে ডুবে যাওয়া, মিং একবার পড়েছিলো, সবচাইতে ভয়ঙ্কর মৃত্যু। সে কখনও ভাবেনি এরকম অভিজ্ঞতা তার একদিন হবে। তার পেশীগুলো তার মস্তিষ্কের কথা শুনছে না। সে কেবল নিজের মাথাটা পানির উপরে তুলতে চাইছে এখন। কিন্তু ভেজা ভারি পোশাকটা তাকে নিচের দিকে টেনে নিয়ে যেতে থাকলে অসাড় আঙুলগুলো চারপাশের বরফের দেয়াল খামচাতে শুরু করলো।

তার চিৎকারটা এখন কেবল তার মাথাতেই কোনো যাচ্ছে।

তারপরই সেটা ঘটলো।

মিং দ্রুত নিচের দিকে ডুবে গেলো। ২০০ ফুট গভীর পানির নিচে তলিয়ে যাচ্ছে সে। অনেকগুলো ভাবনা তার চোখের সামনে ভেসে এলো। তার শৈশবের মুহূর্তগুলো। তার পেশাগত জীবন। সে ভাবলো এই নিচে কেউ তাকে খুজে পাবে কিনা। অথবা সে এর নিচে জমে মরে পড়ে থাকবে ... হিমবাহের মধ্যে তার সমাধি হবে।

মিংয়ের ফুসফুস বাতাস নেবার জন্য চিৎকার করলো যেনো। সে তার দম বন্ধ ক'রে রেখেছে। কিন্তু কতক্ষণ আর এভাবে মুখ বন্ধ ক'রে রাখা যায়। যুক্তি বুদ্ধির বাইরে গিয়েই সে বাতাস নেবার জন্য মুখ খুলে ফেললো।

ওয়েইলি মিং নিশ্বাস নিলো।

মিংয়ের ফুসফুসে ঠাণ্ডা পানিটা তীব্র দহন করলো যেনো। তার মনে হলো ভেতরটা আগুনে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। মিং সাত সেকেন্ড ধ'রে ঠাণ্ডা পানি গিলে চললো। প্রতিটি নিঃশ্বাসই আগেরটার চেয়ে বেশি যন্ত্রনাদায়ক ব'লে মনে হলো তার কাছে।

অবশেষে, নিচে যেতে শুরু করতেই সে জ্ঞান হারালো। এই পালানোটাকে মিং স্বাগতই জানালো। তার চার পাশে কেবল পানি দেখতে পেলো সে, তার মধ্যেই একটা ছোট্ট আলোর টুকরো দেখলো। এটা তার জীবনে দেখা সবচাইতে সুন্দর জিনিস।

ইস্ট এপয়েন্টমেন্ট গেট, হোয়াইজ হাউজের ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট এবং ইস্ট-লনের মাঝখানে ইস্ট এক্সিকিউটিভ এভিনুতে অবস্থিত। বৈরুতে মেরিনদের উপর আক্রমণের ঘটনাকে স্মরণ ক'রে একটি স্মৃতিসৌধ রয়েছে প্রবেশ পথের সামনে। এজন্য এই জায়গাটিকে আর যাইহোক উষ্ণ আতিথেয়তার জায়গা হিসেবে মনে হয় না।

গেটের বাইরে এসে গ্যাব্রিয়েল অ্যাশ তার হাত ঘড়িটা দেখলো। তার খুব নার্ভাস লাগছে। এখন সময় পৌনে পাঁচটা, তারপরও কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

ইস্ট এপয়েন্টমেন্ট গেট, ৪টা ৩০ মিনিটে, একা আসবেন।

এইতো এসেছি আমি, সে ভাবলো। *আপনি কোথায়?*

গ্যাব্রিয়েল এখানে ঘোরাঘুরি করা পর্যটকদের দিকে তাকালো, কেউ কেউ তার মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাচ্ছে। গ্যাব্রিয়েল এই ভাবতে শুরু করলো যে, এখানে আসাটা ভালো হয়েছে কিনা। সে টের পেলো সেন্ট্রিবক্সের সামনে দাঁড়ান গোয়েন্দা বিভাগের এক লোক তার উপর নজর রাখছে। গ্যাব্রিয়েলের মনে হলো তাকে আসতে বলা ব্যক্তিটি হয়তো আর আসবে না। শেষবারের মত হোয়াইট হাউজের দিকে তাকিয়ে সে ঘুরে চ'লে যেতে উদ্যত হলো।

"গ্যাব্রিয়েল অ্যাশ?" পেছন থেকে গোয়েন্দা লোকটি তাকে ডাক দিলো।

গ্যাব্রিয়েল ঘুরে দাঁড়ালো।

লোকটা তার দিকে হাত নাড়লো। তার মুখ কঠিন। "আপনার সাথে দেখা করার জন্য একজন অপেক্ষা করছে।" সে প্রধান ফটকটা খুলে তাকে ভেতরে ঢুকতে দিলো।

গ্যাব্রিয়েলের পা দুটো জমে গেলো। "ভেতরে আসবো?"

গার্ড মাথা নেড়ে সায় দিলো। "আপনাকে অপেক্ষায় রাখার জন্য আমাকে ক্ষমা চাইতে বলা হয়েছে।"

গ্যাব্রিয়েল দরজার দিকে তাকিয়ে রইল। *হচ্ছেটা কী?* এটা সে মোটেই আশা করেনি।

"আপনি গ্যাব্রিয়েল অ্যাশ, তাই না?" গার্ড জানতে চাইলো, তাকে অধৈর্য দেখালো।

"হ্যা, স্যার, কিন্তু –"

"তাহলে আপনাকে আমি বলবো আমার সাথে আসতে।"

গ্যাব্রিয়েল এগিয়ে গেলো। ভেতরে ঢুকতেই বিশাল দরজাটা বন্ধ ক'রে দেয়া হলো।

৩৮

সূর্যের আলো থেকে দু'দিন বঞ্চিত হয়ে মাইকেল টোল্যান্ড তার দেহঘড়িটা নতুন ক'রে ঠিক ক'রে নিলো। যদিও তার হাতঘড়ি বলছে এখন পড়ন্ত বিকেল কিন্তু টোল্যান্ডের শরীর বলছে মাঝরাত। পুরো প্রামাণ্যচিত্রটা শেষ ক'রে সেটাকে অন্ধকার কক্ষে ব'সে ডিজিটাল ডিস্কে লোড ক'রে নিচ্ছে সে। এই ডিস্কটা নাসা'কে দেয়া হবে সম্প্রচারের জন্য।

"ধন্যবাদ, মাইক," টেকনিশিয়ান বললো, "টিভিতে অবশ্যই দেখবো এটা, ভালো হয়েছে

নিশ্চয়?"

টোল্যান্ড ক্লান্ত ভঙ্গীতে বললো, "আশা করি প্রেসিডেন্টের এটা ভালো লাগবে।"

"কোনো সন্দেহ নেই। যাইহোক, আপনার কাজতো শেষ। ব'সে ব'সে এখন শো'টা উপভোগ করুন।"

"ধন্যবাদ।" টোল্যান্ড বলেই প্রেস এরিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখলো সবাই বিয়ার খেয়ে উৎসব পালন করছে। তারও ইচ্ছে করছে তাদের সাথে যোগ দিতে, কিন্তু সে খুব ক্লান্ত। রাচেল সেক্সটনের দিকে তাকালো। এখনও প্রেসিডেন্টের সাথে কথা ব'লে যাচ্ছে সে।

তিনি রাচেলকে অন-এয়ারে দিতে চাচ্ছেন, টোল্যান্ড ভাবলো। এজন্যে অবশ্য সে তাঁকে দোষও দিচ্ছে না; একাজের জন্য রাচেল একেবারেই যথার্থ। রাচেল দেখতে যেমন তার ব্যক্তিত্বও তেমন প্রখর। টোল্যান্ড যত মেয়েকে টেলিভিশনে দেখেছে – হয় তারা নিষ্ঠুর ক্ষমতাবান নারী অথবা টিভি পর্দায় গ্ল্যামারস, 'ব্যক্তিত্ব' জিনিসটা তাদের খুব কমই থাকে।

এখন, টোল্যান্ড নাসা'র লোকদের ভীড় ঠেলে অন্যপ্রান্তে যেতে লাগলো, ভাবলো বাকি সিভিলিয়ান বিজ্ঞানীরা কোথায়,সব হাওয়া হয়ে গেলো নাকি। তারাও যদি তার মত ক্লান্ত হয়ে থাকে তবে হয়তো বিশ্রাম নিয়ে নিচ্ছে। একটু এগোতেই সামনে টোল্যান্ড গর্তটা দেখতে পেলো।

টোল্যান্ডের স্মৃতির পাতা আচমকাই খুলে গেলো। সিলিয়া বার্চ তার কলেজ জীবনের অন্ত রঙ্গ বান্ধবী ছিলো। এক ভ্যালেন্টাইন ডে'তে তাকে টোল্যান্ড তার প্রিয় এক রেঁস্তোরাতে নিয়ে গেলো। ওয়েটার যখন সিলিয়ার খাবারটা নিয়ে এলো, সেটা ছিলো একটা গোলাপ আর হীরের আঙটি। সিলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে গেলো। অশ্রুসজল চোখে সে কেবল একটা শব্দই বলেছিলো, আর তাতেই টোল্যান্ড দারুন সুখী হয়ে গিয়েছিলো।

"হ্যা।"

তারা প্যাসাডেনা'র কাছেই একটা ছোট্ট বাড়ি কিনলো। সেখানে সিলিয়া বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে কাজ পেয়ে গিয়েছিলো। আর তার কাছেই ছিলো সান দিয়াগোর ওশানোগ্রাফি ইন্‌স্টিটিউট, যেখানে টোল্যান্ড তার স্বপ্নের কাজটা শুরু করতে পেরেছিলো, জাহাজের মধ্যে একটা গবেষণাগারে। টোল্যান্ডের কাজের জন্য তাকে বাড়ি থেকে প্রতি সপ্তাহে তিন চার দিনের জন্য বাইরে থাকতে হোতো। কিন্তু তারপর সিলিয়ার সাথে দেখা হওয়াটা ছিলো তুমুল উত্তেজনার আর তীব্র আকাঙ্খার একটি ব্যাপার।

সাগরে থাকার সময়েই টোল্যান্ড সিলিয়ার জন্য তার সাগর-অভিযানগুলোর কিছু অংশ ভিডিওতে তুলে আনতো। সেটা একটা স্বল্পদৈর্ঘের প্রামান্যচিত্র হয়ে যেতো। একটা ভ্রমণ শেষে বাড়ি ফিরে সে একটা বিরল প্রজাতির কাটল ফিশ-এর ভিডিও তুলে এনেছিলো, যার অস্তিত্ব সম্পর্কে কেউই জানতো না। এটা নিয়ে টোল্যান্ড দারুণ উচ্ছ্বসিত ছিলো।

আক্ষরিক অর্থে কয়েক হাজার অনাবিষ্কৃত প্রজাতি, সে মনে মনে ভেবেছিলো, *খুব গভীরে বাস করে!* আমরা কেবল উপরেই খুঁজে থাকি, পানির খুব গভীরে এতো রহস্যময়তা রয়েছে, কেউ তা কল্পনাও করতে পারে না!

সিলিয়া তার স্বামীর এমন অর্জনে দারুণ খুশি হয়েছিলো। এক সুযোগে সে তার বিজ্ঞান

ক্লাসে ভিডিওটা দেখাল, সঙ্গে সঙ্গে সেটা সাড়া ফেলে দিলো। অন্য শিক্ষকরা সেটা ধার নিতে চাইলো। বাবা-মা'রা সেটা কপি করতে চাইলো। সবাই মাইকেলের পরবর্তী কাজ দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করলো। সিলিয়ার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেলো, সে তার এক বন্ধুকে, যে এনবিসিতে কাজ করতো, ভিডিওটা তাকে দিয়ে দিলো।

দু'মাস পরে, মাইকেল টোল্যান্ড সিলিয়াকে কিংম্যান সাগর তীরে একটু হাটার জন্য আমন্ত্রণ জানালো, সেটা তাদের বিশেষ এক জায়গা ছিলো।

"তোমাকে আমার কিছু বলার আছে," টোল্যান্ড বলেছিলো।

সিলিয়া তার স্বামীর হাত ধ'রে বললো, "কি বলো?"

টোল্যান্ড উচ্ছ্বাসের সাথে বলতে শুরু করেছিলো। "গত সপ্তাহে, এনবিসি টেলিভিশন থেকে আমি একটা ফোন পেয়েছি। তারা ভাবছে আমি সমুদ্রের ওপর একটা প্রামান্যচিত্রের অনুষ্ঠানের উপস্থাপনা করি, ধারাবাহিক হবে সেটা। আগামী বছরই তারা সেটা শুরু করতে চায়! তুমি কি বিশ্বাস করতে পারো?"

সিলিয়া তাকে চুমু খেয়ে বলেছিল, "আমি বিশ্বাস করছি। দারুণ হবে সেটা।"

ছয় মাস পরে, সিলিয়া আর টোল্যান্ড কাটালিনা'তে পাড়ি দিলো। সেই সময়েই সিলিয়া তার শরীরে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করতে শুরু করেছিলো। প্রথমে তারা পাত্তা না দিলেও পরে সেটা তীব্র হয়ে উঠেছিলো। অবশেষে সিলিয়া ডাক্তার দেখালো।

মুহূর্তেই টোল্যান্ডের জীবনটা তছনছ হয়ে গেলো। সিলিয়ার কঠিন অসুখ করেছে। খুবই কঠিন।

"লিম্ফোমা রোগের চূড়ান্ত অবস্থায় রয়েছে," ডাক্তার বলেছিলো। বিরল একটি রোগ।

সিলিয়া আর টোল্যান্ড অনেক ডাক্তারের কাছে গেলো, সব জায়গাতে একটা উত্তরই পেল, এটা নিরাময়যোগ্য নয়।

টোল্যান্ড প্রামান্যচিত্রের কাজ ভুলে সিলিয়াকে নিরাময় করার জন্য উঠে প'ড়ে লাগলো। কিন্তু, মাত্র সাত সপ্তাহ পরেই, সিলিয়া মারা গেলো। শেষ মুহূর্তগুলো খুবই কঠিন ছিলো।

"মাইকেল," সে বলেছিলো, ভাঙা ভাঙা কণ্ঠে, "যাবার সময় হলো।"

"আমি যেতে দেবো না।" টোল্যান্ড বলেছিলো।

"তুমি আমার কাছে প্রতীজ্ঞা করো, আরেকজন মনের মানুষকে খুঁজে নেবে।"

"আমি কখনই সেটা চাই না।" টোল্যান্ড বলেছিলো।

"তোমাকে তা করতেই হবে।"

সিলিয়া এক রোববারে মারা গেলে মাইকেল মনের দুঃখে জাহাজ নিয়ে সাগরে বেড়িয়ে পড়লো। অবশেষে সে ঠিক করলো তাকে একটা সিদ্ধান্তে আসতেই হবে।

তোমাকে একটা জিনিস বেছে নিতেই হবে। কাজ অথবা মৃত্যু।

সে আবার পুরোদমে *বিস্ময়কর সমুদ্র* অনুষ্ঠানে ডুবে গেলো। অনুষ্ঠানটা বলতে গেলে তাকে বাঁচিয়েই দিয়েছিলো। তার অনুষ্ঠানটা দারুণ বাজিমাত করলো। তার বন্ধুরা কতগুলো মেয়ে জুটিয়ে দিলেও তাদের সাথে তার ভাব জ'মে ওঠেনি। এসবের জন্য সে মোটেও প্রস্তুত

ছিলো না।

তার সামনের উল্কাখণ্ডটি তোলার গর্তটা তাকে অতীত থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এলো। গর্তের পানিটা পরাবাস্তব আর জাদুর মতো দেখাচ্ছে। পানিটা চাঁদের আলোয় যেনো ঝরমল করছে। পানির ঠিক উপরে ছোট ছোট আলোর স্ফুলিঙ্গ টোল্যান্ডের চোখে পড়লো। সে দীর্ঘক্ষণ ধ'রে সেটার দিকে চেয়ে রইলো।

খুবই অবাক আর অদ্ভুত কিছু। প্রথমে তার মনে হয়েছিলো স্পট লাইটের প্রতিফলন হয়তো পড়েছে এখানে। কিন্তু একটু পরেই তার মনে হলো তা' নয়। জ্বলজ্বল করতে থাকা আলোতে সবুজ রঙের আভা আছে। আর সেটা যেনো স্পন্দিত হচ্ছে একটা ছন্দে, ভেতর থেকে জ্বলছে সেটা।

টোল্যান্ড সামনের দিকে এগিয়ে গেলো ভালো ক'রে দেখার জন্য।

হ্যাবিস্ফেয়ারের অন্ধকার প্রেস-বক্সে ব'সে রাচেল সেক্সটন ভাবলো তার বৃফিংটা ভালোই হয়েছে। তার কথা শুনে হোয়াইট হাউজের কর্মচারীরা প্রথমে ভড়কে গেলেও শেষে তারা মেনে নিয়েছে তথ্যটা।

"বর্হিজীব?" কেউ একজনকে সে বিস্ময়ে বলতে শুনেছে। "জানো, এটার মানে কি?"

"হ্যা," আরেকজন জবাব দিয়েছিলো। "এর মানে হলো আমরা নির্বাচনে জিততে যাচ্ছি।"

রাচেল তার মা'র কথা ভেবে শান্তি পেলো।

হ্যা, সে মনে মনে বললো, *সিনেটর সেক্সটন এটাই আশা করতে পারেন।*

সে ভীড় ঠেলে মাইকেল টোল্যান্ডকে খুঁজতে লাগলো। কোথাও তাকে পাচ্ছে না। কর্কি মারলিনসন তার পাশে এসে দাঁড়ালো। "মাইককে খোঁজা হচ্ছে?"

রাচেল চম্‌কে গেলো। "না ... মানে ... সেরকমই।"

কর্কি মাথা ঝাঁকালো। "আমি জানতাম। মাইক চলে গেছে। আমার মনে হয় আরো কিছু ফুটেজ তোলার জন্য গেছে।" কর্কি অন্য দিকে তাকালো। "যদিও মনে হচ্ছে, আপনি তাকে পাবেন।" সে আঙুল তুলে দেখালো। "পানিটা মাইক যতোই দেখছে ততোই সম্মোহিত হচ্ছে।"

রাচেল তাকিয়ে দেখলো, গর্তটার দিকে টোল্যান্ড অধীর আগ্রহে তাকিয়ে রয়েছে।

"সে কী করছে?" জিজ্ঞেস করলো। "ওখানে এভাবে ঘোরাঘুরি করাটা তো বিপজ্জনক।"

কর্কি দাঁত বের ক'রে হাসলো। "হয়তো কোনো ছিদ্র খুঁজছে। চলুন দেখি কী করছে সে।"

রাচেল আর কর্কি টোল্যান্ডের কাছে চলে এলো। কর্কি টোল্যান্ডকে ডাকলো।

"হেই, জলমানব! তোমার সাঁতার পোশাকটা নিতে ভুলে গিয়েছো?"

টোল্যান্ড ঘুরে তাকালো। এমনকি আধো আলোতেও রাচেল তার চোখে বিস্ময় দেখতে পেলো। তার চেহারাটা অদ্ভুতভাবেই আলোকিত হয়ে আছে, যেনো নিচ থেকে আলো ঠিক্‌রে তার মুখে আসছে।

"সব ঠিক আছে তো, মাইক?" সে জিজ্ঞেস করলো।

"না, ঠিক তা নয়।" টোল্যান্ড পানির দিকে ইঙ্গিত করলো।

কর্কি গর্তটার কাছে এগিয়ে গিয়ে পানির দিকে তাকাতেই অবাক হয়ে গেলো। রাচেলও তার সাথে যোগ দিলো। পানির উপর নিলোচে-সবুজ রঙের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলো কণা ছড়িয়ে রয়েছে। যেনো নিয়নের ধূলো পানির উপর ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। দৃশ্যটা খুবই সুন্দর।

টোল্যান্ড জমিন থেকে এক মুঠো বরফ তুলে নিয়ে পানিতে ছুড়ে মারলো। সঙ্গে সঙ্গে আঘাতের জায়গাটি দীপ্ত হয়ে উঠলো। আচমকা সবুজ আভা ছড়িয়ে পড়লো সেখানে।

"মাইক," কর্কি বললো, তাকে খুব অস্বস্তি বোধ করতে দেখা গেলো, "দয়া ক'রে আমাকে বলো, এটা কি?"

টোল্যান্ড ভ্রূ তুললো। "আমি জানি এটা আসলে কি। আমার প্রশ্ন হলো, এগুলো এখানে কী করছে?"

৩৯

"এটা ফ্ল্যাগেলেট," টোল্যান্ড বললো, জ্বলতে থাকা পানির দিকে চেয়ে।

"ফাঁপা?" কর্কি প্রশ্ন করলো। "বলো?"

রাচেল টের পেলো মাইকেল টোল্যান্ড ঠাট্টার মেজাজে নেই।

"আমি জানি না এটা কীভাবে ঘটলো," টোল্যান্ড বললো। "কিন্তু যেভাবেই হোক, এই পানিতে বায়োলুমিনিসেন্ট ডিনোফ্ল্যাগেলেট রয়েছে।"

"বায়োলুমিনিসেন্টটা আবার কি?" রাচেল বললো। *ইংরেজিতে বলো।*

মনোসেল বা এককোষী প্লাংটন, এক ধরণের অক্সিডাইজিং, লুমিনিসেন্ট ক্যাটলিস্ট রয়েছে, যাকে বলে লুসিফারেন।"

এটা কি ইংরেজিতে হলো?

টোল্যান্ড দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার বন্ধুর দিকে তাকালো, "কর্কি, এই গর্তটা থেকে উল্কাখণ্ড তোলা হয়েছে, এখানে কি জীবিত প্রাণী থাকতে পারে?"

কর্কি হাসিতে ফেটে পড়লো। "মাইক, আরেকটু সিরিয়াস হও!"

"আমি সিরিয়াসই আছি।"

"কোনো সুযোগ নেই, মাইক! বিশ্বাস করো।

টোল্যান্ড একটু স্বস্তি পেলো মনে হলো, তার এই মনোভাবটা খুবই স্বল্প স্থায়ী হলো, গভীর একটা সন্দেহের কারণে। "মাইক্রোস্কোপ ছাড়া আমি নিশ্চিত হতে পারবো না," টোল্যান্ড বললো। "কিন্তু এ ধরণের বায়োলুমিনিসেন্ট প্লাংকটন, যার নামের অর্থ হলো অগ্নি-উদ্ভিদ, আর্কটিক সাগর এগুলোতে পরিপূর্ণ।"

কর্কি কাঁধ ঝাঁকালো। "তো, তারা যদি মহাশূন্যে থেকেই এসে থাকে, তবে তুমি জিজ্ঞেস করছো কেন?"

"কারণ," টোল্যান্ড বললো, "উল্কাখণ্ডটি হিমবাহের বরফের নিচে চাপা পড়েছিলো – তুষারপাত থেকে বিশুদ্ধ পানির বরফ। এই গর্তের পানি তিন শত বছর ধ'রে বরফ হয়ে

আছে। তাই যদি হয়, সমুদ্রের জীব এখানে এলো কি ক'রে?"

টোল্যান্ডের কথাটা দীর্ঘ একটা নিরবতার জন্ম দিলো।

রাচেল পানিটার দিকে তাকালো। *এই গর্ত থেকে বায়োলুমিনিসেন্ট প্লাঙ্কটন। এর মানে কি?*

"নিচে কোনো ফাঁটল থেকে থাকবে হয়তো," টোল্যান্ড বললো। "এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা। সেই ফাঁটল দিয়েই সমুদ্রের পানি এখানে ঢুকেছে, সেই সঙ্গে প্লাঙ্কটনগুলো।"

রাচেল কথাটা বুঝতে পারলো না। "পানি ঢুকেছে? কোত্থেকে? সমুদ্র তীর তো এখান থেকে দুই মাইল দূরে।"

কর্কি এবং টোল্যান্ড রাচেলের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালো। "আসলে," কর্কি বললো। "সাগরটা ঠিক আমাদের নিচেই রয়েছে। বরফের স্তরটা পানির ওপরে ভাসছে।"

রাচেল হতভম্ব হয়ে গেলো। "ভাসছে? কিন্তু ... আমরা তো হিমবাহের ওপরে।

"হ্যা, আমরা হিমবাহের ওপরেই আছি," টোল্যান্ড বললো, "কিন্তু সেটা মাটির ওপরে নেই। হিমবাহ অনেক সময়ই ভূমি থেকে পিছলে পানিতে প'ড়ে ভাসতে থাকে। কারণ বরফ পানির চেয়ে হাল্কা। হিমবাহ তাই ভাসতেই থাকে। সমুদ্রের উপর বিশাল বরফখণ্ডের মতো ভাসতে থাকে। এটাই হলো আইস শেল্‌ফ-এর সংজ্ঞা ... হিমবাহের ভাসমান অংশ।" সে একটু থামলো। "আমরা আসলে সাগরের একমাইল ভেতরে রয়েছি।"

কথাটা শুনে রাচেল একটু ভীত হয়ে গেলো।

টোল্যান্ড তার অস্বস্তিটা আঁচ করতে পারলো মনে হয়। সে বরফের উপর তার পা-টা সজোরে আঘাত ক'রে দেখালো। "ভয় পেয়ো না। এই বরফটা তিনশত ফুট পুরু। এর দুশো ফুট পানির নিচে ভাসছে। এটা খুবই নিরাপদ। এর ওপর তুমি আকাশ ছোঁয়া অট্টালিকা বানাতে পারবে।"

রাচেল তার কথাটা শুনে পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারলো না। কিন্তু টোল্যান্ডের প্লাংকটন তত্ত্বটির উৎস সম্পর্কে বলা কথাটা বুঝতে পারলো। তার ধারণা নিচে একটা ফাঁটল রয়েছে, সেটা দিয়ে প্লাংকটন এসেছে এই গর্তে।

এটাই বোধগম্য মনে হচ্ছে, রাচেল ভাবলো। তারপরও এটা একটা প্যারাডক্সেরও জন্ম দিচ্ছে আর সেটা তাকে বিব্রত করছে। নোরা ম্যাঙ্গোর হিমবাহের ব্যাপারে খুবই নিখুঁত ধারণা পোষণ করে। একাধিক জায়গা ছিদ্র ক'রে সে নিশ্চিত হয়েছে এই জায়গাটা নিখাদ।

রাচেল টোল্যান্ডের দিকে তাকালো। "আমার মনে হয় প্রাপ্ত ডাটা'তে হিমবাহের ফাঁটলের কোনো তথ্য নেই। ডক্টর ম্যাঙ্গোর কি বলেনি যে, হিমবাহের কোনো ফাঁটল নেই?"

কর্কি ভুরু তুললো, "মনে হচ্ছে বরফ-রাণী তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে।"

এতো জোরে বলবেন না, রাচেল ভাবলো, *তা না হলে আপনার পাছায় বরফের কাঠি ঢুকিয়ে দেবে।*

টোল্যান্ড গাল চুলকালো। "আক্ষরিক অর্থেই আর কোনো ব্যাখ্যা নেই। অবশ্যই কোনো ফাঁটল আছে।"

শালার একটা ফাঁটল, রাচেল ভাবলো। বরফটা যদি ৩০০ ফুট পুরু হয়, আর দুশো ফুট

পানির নিচে থাকে, তবে এই অনুমাননির্ভর ফাঁটলটা কঠিন বরফের ১০০ ফিট ভেদ করেছে।

নোরা ম্যাঙ্গোরের পরীক্ষার কোনো ফাঁটল ধরা পড়েনি।

"একটা কাজ করো," টোল্যান্ড বললো কর্কিকে। "নোরাকে খুঁজে বের করো। দেখা যাক সে এ ব্যাপারে কী বলে। মিংকেও খুঁজে দেখো। হয়তো সে এই জীবগুলো কী সেটা বলতে পারবে।"

কর্কি খুঁজতে চলে গেলো।

"জলদি করো," টোল্যান্ড পেছন থেকে তাকে তাড়া দিলো। "আমি কসম খেয়ে বলছি, এই বায়োলুমিনিসেন্টগুলো কিছুক্ষণের মধ্যেই মিলিয়ে যাবে।"

রাচেল গর্তটার দিকে তাকালো। নিশ্চিত হলো সবুজটা আর আগের মতো তীব্রভাবে নেই।

টোল্যান্ড তার পার্কা সোয়েটারটা খুলে গর্তের পাশে বরফের ওপরে শুয়ে পড়লো।

রাচেল দ্বিধান্বিত হয়ে তাকালো। "মাইক?"

"আমি দেখতে চাই এর ভেতরে লবনাক্ত পানি আছে কিনা।"

"কোট খুলে বরফের ওপর শুয়ে প'ড়ে?"

"হ্যা।" টোল্যান্ড গর্তটার কাছে চলে গেলো গড়িয়ে গড়িয়ে। সে কোটের একটা হাতা পানিতে চুবিয়ে দিলো। "এটা বিশ্বমানের ওশানোগ্রাফারের খুবই নিখুঁত লবণাক্ততা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। "এটাকে বলা হয় 'ভেজা জ্যাকেট চাটা'।"

ডেল্টা-ওয়ান নিয়ন্ত্রণ করতে বেগ পাচ্ছে। ক্ষতবিক্ষত মাইক্রোবোটটাকে গর্তটার কাছে জড়ো হওয়া লোকগুলোর উপরে ওড়াতে চাচ্ছে সে। লোকগুলোর কথাবার্তা শুনে সে বুঝতে পারলো, ঘটনা খুব দ্রুতই অন্য দিকে মোড় নিচ্ছে।

"কন্ট্রোলারকে ফোন করো," সে বললো। "আমরা কঠিন এক সমস্যায় প'ড়ে গেছি।"

৪০

শৈশবে গ্যাব্রিয়েল অ্যাশ হোয়াইট হাউজে অসংখ্যবার গিয়েছে। সঙ্গোপনে প্রেসিডেন্টের হয়ে কাজ করার স্বপ্ন লালন করতো সে। এই মুহূর্তে, গ্যাব্রিয়েল এই জায়গাটি ছাড়া অন্য যেকোন জায়গা হলেই বেশি পছন্দ করতো।

গোয়েন্দা লোকটি তাকে ভেতরে নিয়ে যাবার সময় গ্যাব্রিয়েল অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো তার ছদ্মবেশী তথ্য-দাতা আসলে কী প্রমাণ করতে চাইছে। তাকে হোয়াইট হাউজে দাওয়াত দেয়াটা পাগলামী ছাড়া আর কী। *আমাকে দেখে ফেললে কী হবে?* মিডিয়াতে সিনেটর সেক্সটনের পাশে তাকে সবসময়ই দেখা যায়, তাই তার চেহারাটা সবার কাছেই পরিচিত। এটা নিশ্চিত কেউ না কেউ তাকে চিনে ফেলবেই।

"মিস অ্যাশ?"

গ্যাব্রিয়েল তাকালো। সেন্ট্রিদের একজন তার দিকে হাত নাড়ছে, "ওখানে একটু তাকান,

প্লিজ।" সে ইশারা করলো।

গ্যাব্রিয়েল সেখানে তাকাতেই ফ্লাশ লাইটের তীব্র আলোতে চোখ ঝল্‌সে গেলো তার।

"ধন্যবাদ, ম্যাম।" সেন্ট্রি তাকে একটা ডেস্কের কাছে নিয়ে গিয়ে তার হাতে একটা কলম ধরিয়ে দিলো। "এন্ট্রি খাতায় সই করুন, প্লিজ।" সে একটা মোটা খাতা তার দিকে বাড়িয়ে দিলো।

গ্যাব্রিয়েল খাতাটির দিকে তাকিয়ে দেখলো পৃষ্ঠাটা একেবারেই খালি। তার মনে পড়ে গেলো সব ভিজিটরকেই এরকম খালি পৃষ্ঠায় দেয়া হয়, যাতে হোয়াইট হাউজে আগত ব্যক্তির পরিচয় গোপন থাকে। সে তার নাম সই করলো।

গোপন মিটিংয়ের জন্য একটু বেশিই হয়ে গেলো না।

গ্যাব্রিয়েল একটা মেটাল ডিটেক্টর পার হলো।

সেন্ট্রি লোকটা হাসলো। "আপনার ভ্রমণ উপভোগ করুন, মিস অ্যাশ।"

গ্যাব্রিয়েল গোয়েন্দা লোকটাকে অনুসরণ ক'রে যেতে লাগলো, একটু দূরে আরো একটা ডেস্ক। সেখানে আরেকটি সিকিউরিটি পাস দেয়া হলো তাকে। সেটা সে গলায় ঝুলিয়ে নিলো। পাসের ছবিটা একটু আগেই প্রধান ফটকের কাছে তোলা হয়েছে।

গ্যাব্রিয়েল খুবই অভিভূত হলো। *কে বলেছে সরকার অদক্ষ?*

তারা হোয়াইট হাউজের একেবারে ভেতরে চলে গেলো। প্রতিটি পদক্ষেপই গ্যাব্রিয়েল আরো বেশি অস্বস্তি অনুভব করলো। যে-ই তাকে এখানে আসতে বলুক না কেন, সে এই মিটিংটা গোপন রাখতে চাচ্ছে না।

"এটা হলো চায়না রুম," একদল পর্যটককে একজন গাইড বলছে। "ন্যান্সি রিগ্যানের ঘর। ৯৫২ ডলার প্রতি বর্গফুটের জন্য ব্যয় করা হয়েছিলো, যেটা ১৯৮১ সালে খুবই সন্দেহ আর বিতর্কের জন্ম দিয়েছিলো।"

তারা আরো ভেতরে যেতেই, আরেকজন গাইড পর্যটকদের বলছে, "আপনারা এখন বত্রিশ'শ বর্গফুটের ইস্ট-রুমে ঢুকতে যাচ্ছেন।" গাইড বর্ণনা দিতে শুরু করলো, "এখানে এবিগেইল এডাম তার স্বামী জন এডামের কাপড় চোপড় ঝুলিয়ে শুকাতেন। এরপর আমরা লাল-ঘরের দিকে যাবো, যেখানে ডলি মেডিসন তার স্বামী জেমস মেডিসনের কাছে আসা অতিথিদেরকে পানীয় দিয়ে আপ্যায়ন করতেন।"

পর্যটকেরা হেসে উঠলো।

এরপর গ্যাব্রিয়েল যে ঘরটাতে ঢুকলো সেটা সে কেবল বই আর টিভিতেই দেখেছে। তার নিঃশ্বাস ছোট হয়ে এলো।

হায় ঈশ্বর, এটা হলো ম্যাপরুম!

এই ঘরেই রুজভেল্ট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চাটার্ড ঘোষণা দিয়েছিলেন। এটাই সেই ঘর যেখানে বিল ক্লিনটন মনিকা লিউনিস্কির সাথে অবৈধ সম্পর্কের কথা স্বীকার করেছিলেন। এখান থেকে তারা পরের ঘরের উদ্দেশ্যে যেতেই গ্যাব্রিয়েল দারুণ অবাক হলো। *আমি ওয়েস্ট উইং-এ যাচ্ছি ...*

গোয়েন্দা লোকটি তাকে ঘরের শেষ মাথায় একটা নামফলকহীন দরজার সামনে নিয়ে

গিয়ে থেমে দরজায় টোকা দিলো।

"খোলাই আছে," ভেতর থেকে কেউ বললো।

লোকটা দরজা খুলে তাকে ভেতরে যাবার ইঙ্গিত করলো।

গ্যাব্রিয়েল ভেতরে ঢুকলো, ঘরটার আলো খুবই কম। সে দেখতে পেলো অস্পষ্ট একটি অবয়ব ডেস্কে ব'সে আছে।

"মিশ অ্যাশ?" কণ্ঠটা সিগারেটের ধোয়া ছেড়ে বললো, "স্বাগতম।"

গ্যাব্রিয়েল ভাল ক'রে খেয়াল করতেই বুঝতে পারলো কে ওখানে। সে দারুণ অবাক হলো। *এ-ই আমাকে ই-মেইল করতো?*

"ধন্যবাদ আসার জন্য," মারজোরি টেঞ্চ বললো, তার কণ্ঠ খুব শীতল।

"মিস ... *টেঞ্চ?*" গ্যাব্রিয়েল কোনোভাবে বললো। তার নিঃশ্বাস যেনো বন্ধ হয়ে এলো।

"আমাকে মারজোরি বলেই ডেকো।" মহিলা এবার উঠে দাঁড়ালো। ড্রাগনের মতো নাক দিয়ে ধোয়া ছাড়লো। "তুমি আর আমি খুব ভালো বন্ধু হতে যাচ্ছি।"

৪১

নোরা ম্যাঙ্গোর উল্কা উত্তোলনের গর্তের সামনে দাড়িয়ে আছে কর্কি, টোল্যান্ড আর রাচেলের পাশেই। "মাইক," সে বললো, "তুমি খুব কিউট, কিন্তু উন্মাদ। এখানে কোনো বায়োলুমিনিসেন্ট নেই।" গর্তটা এখন কালো দেখাচ্ছে।

টোল্যান্ডের এখন মনে হলো সেটার ভিডিও তুলে রাখলেই ভালো হোতো; কর্কি নোরাকে ডেকে আনতে আনতেই বায়োলুমিনিসেন্টগুলো উধাও হয়ে গেছে।

টোল্যান্ড আরো কয়েক টুকরো বরফ সেই পানিতে ছুড়ে মারলো। কিন্তু কিছুই হলো না।

"গেলো কোথায় সেগুলো?" কর্কি জিজ্ঞেস করলো।

টোল্যান্ডের এ সম্পর্কে বেশ স্পষ্ট ধারণাই রয়েছে। একটি প্লাংটন বড় কোনো প্রাণীর টের পেলে জ্বলতে শুরু করে এই আশায় যে কোনো বড় শিকারীকে আকর্ষণ ক'রে আসল আক্রমণকারীকে ভীত ক'রে তুলবে। এই ক্ষেত্রে প্লাংটনগুলো কোনো ফাঁটল দিয়ে ঢুকেছে, আচম্কাই তারা বিশুদ্ধ পানিতে এসে পড়ায় তারা ঘাবড়ে গিয়েছিলো, বিশুদ্ধ পানি তাদেরকে মেরে ফেলতে শুরু করলো আস্তে আস্তে।

"আমার মনে হয় তারা মরে গেছে।"

"তাদেরকে মেরে ফেলা হয়েছে," নোরা স্বগতোক্তি করলো। "ইস্টার বানি এখানে এসে ওদের খেয়ে ফেলেছে।"

কর্কি তার দিকে চেয়ে রইলো। "আমিও লুমিনিসেন্টগুলো দেখতে পেয়েছি, নোরা।"

"সেটা কি এলএসডি নেবার আগে না পরে?"

"এ নিয়ে আমরা মিথ্যে কেন বলবো?" কর্কি জানতে চাইলো।

"পুরুষ মানুষেরা মিথ্যেই বলে।"

"হ্যা, অন্য মেয়ের সাথে ঘুমানোর ব্যাপারে, কিন্তু বায়োলুমিনিসেন্ট প্লাংক্টনের ব্যাপারে

কখনই না।"

টোল্যান্ড দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "নোরা তুমি নিশ্চয় জানো প্লাংটন বরফের নিচে সমুদ্রে বেঁচে থাকে।"

"মাইক," সে তার দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো। "আমাকে দয়া ক'রে জ্ঞান দিয়ো না। এই আর্কটিক শেল্ফের নিচে ডায়াটমদের দু'শোরও বেশি প্রজাতি রয়েছে। অটোট্রফিক ম্যানোফ্ল্যাগেলেট রয়েছে চৌদ্দ প্রজাতির, বিশ প্রজাতির হেটিরোট্রফিক ডিনোফ্ল্যাগেলেট এবং কয়েক ধরণের মেটাজোয়ান। আর কোনো প্রশ্ন?"

টোল্যান্ড ভুরু তুললো, "এটা পরিষ্কার যে তুমি আমার চেয়ে আর্কটিক *ফউনা* সম্পর্কে বেশিই জানো, আর তুমি একমত হবে যে, তাদের অনেকগুলোই এই বরফের নিচে থাকে। তো, তুমি এ ব্যাপারে কেন সন্দেহ করছো যে, আমরা বায়োলুমিনিসেন্ট প্লাংটন দেখেছি?"

"কারণ, এইখানে কোনো ফাঁটল নেই, একেবারেই সলিড এটা, মাইক। এটা আবদ্ধ, বিশুদ্ধ পানির আধার। সমুদ্রের কোনো প্লাংটন এখানে আসতে পারে না!"

"আমি পানিটা চেখে দেখেছি, সেটা লবনাক্ত," টোল্যান্ড জোর দিয়ে বললো। "খুবই অল্প পরিমাণে, কিন্তু লবনের উপস্থিতি আছে। এখানে যেকোনভাবেই হোক না কেন, সমুদ্রেও পানি ঢুকে গেছে।"

"ঠিক আছে," নোরা বললো, "তুমি পরখ ক'রে দেখেছো। তুমি তোমার পুরনো ঘামে ভেজা পার্কা সোয়েটার চেটে এই সিদ্ধান্তে এসেছো যে, পিওডিএস আর সব যন্ত্রপাতির হিসাব নিকাশ ভুল।"

টোল্যান্ড তার ভেজা পার্কাটা তার দিকে বাড়িয়ে দিলো।

"মাইক, আমি তোমার এই নোংরা জ্যাকেটটা চাটবো না।" সে গর্তটার দিকে তাকালো। "আমি কি জিজ্ঞেস করতে পারি এইসব প্লাংটন কেন ফাঁটল দিয়ে সাঁতার কেটে এখানে আসার সিদ্ধান্ত নিলো?"

"উষ্ণতা?" টোল্যান্ড আন্দাজে বললো। "সমুদ্রের অনেক প্রাণীই উষ্ণতায় আকৃষ্ট হয়। আমরা উল্কাটা তোলার সময় সেটা গরম করেছিলাম। সেই উষ্ণতাকে অনুসণ করেই প্লাংটনগুলো এখানে এসে পড়েছে।"

কর্কি মাথা নাড়লো, "যুক্তি আছে কথাতে।"

"যুক্তি?" নোরা তার চোখ বড় বড় ক'রে বললো। "তোমরা কি এটা বুঝতে পারছো না, যদি এখানে কোনো ফাঁটল থেকেও থাকে, যদিও আমার ধারণা সেরকম কিছু নেই – তারপরও এটা ভৌত দিক থেকে অসম্ভব যে, সমুদ্রের পানি এই গর্তের ভেতরে চলে আসবে।" সে ঘৃণাভরে তাকালো তাদের দিকে।

"কিন্তু, নোরা ..." কর্কি বলতে শুরু করলো।

"জেন্টেমেন! আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতার উপরে!" সে তার পা দিয়ে বরফে আঘাত করলো। "হ্যালো? এই বরফের স্তরটা সাগর থেকে এক'শ ফুট উঁচুতে রয়েছে। আমরা সমুদ্র থেকে অনেক উপরে আছি। যদি কোনো ফাঁটল দিয়ে এখানে পানি ঢুকেই থাকে, তবে সেটা সবেগে উপরের দিকে প্রস্রবনের মতো এখানে এসে পড়বে,

এমনিভাবে শান্ত-নিথর ঢুকে পড়বে না। এটাকে বলে মধ্যাকর্ষণ শক্তি।"

টোল্যান্ড আর কর্কি একে অন্যের দিকে তাকালো।

"ধ্যাত্," কর্কি বললো। "আমি এটা ভাবিনি।"

নোরা গর্তটার দিকে ইঙ্গিত করলো। "তুমি আরো দেখবে, পানির স্তরটা মোটেও বদলায়নি।"

টোল্যান্ড নিজেকে ইডিয়ট ভাবলো। নোরা ঠিকই বলেছে। এখানে যদি কোনো ফাঁটল থাকতো তবে পানি সবেগে বেড়িয়ে আসতো।"

"ঠিক আছে," টোল্যান্ড বললো, "মনে হচ্ছে ফাঁটলের ব্যাপারটা বাদ দিতে হবে। কিন্তু আমরা পানিতে বায়োলুমিনিসেন্ট দেখেছি। একমাত্র সিদ্ধান্ত হলো, এটা মোটেও কোনো আবদ্ধ শেল্ফ নয়। আমি জানি, তোমার সব ডাটাতেই দেখা যাচ্ছে বরফটা সলিড এবং ফাঁটলমুক্ত, কিন্তু –"

"মনে রেখো," নোরা বললো, "এটা কেবল আমার ডাটা-ই না, নাসাও ঠিক একই রকম ডাটা পেয়েছে। আমরা সবাই নিশ্চিত এই হিমবাহটা সলিড। কোনো ফাঁটল নেই।"

টোল্যান্ড প্রেস এরিয়ার দিকে তাকিয়ে বললো, "যাইহোক না কেন, আমাদেরকে এই ব্যাপারটা নাসা প্রধাকে জানাতে হবে এবং –"

"এর কোনো মানেই হয় না!" নোরা রেগে বললো, "আমার ডাটা খুবই নিখুঁত। যন্ত্রপাতি দিয়ে সেটা পরীক্ষিত। এই ডাটা লবন পানি চেটে কিংবা দৃষ্টি বিভ্রমের কারণে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারে না।" সে তার কিছু যন্ত্রপাতি নিয়ে আসলো, "আমি আবারো পানির নমুনা নিচ্ছি এবং দেখিয়ে দিচ্ছি যে এখানে কোনো লবন-পানি নেই, প্লাংটনও নেই – জীবিত অথবা মৃত!"

রাচেল এবং বাকিরা দেখলো নোরা একটা ছোট কাঁচের পাত্রে কিছুটা পানি তুলে নিয়ে সেটা থেকে কয়েক ফোঁটা পানি ছোট্ট একটা টেলিস্কোপের নিচে রেখে দিলো। তারপর সেটা চোখে লাগিয়ে দেখতে শুরু করলো। যন্ত্রটাকে প্রেস এরিয়ার উজ্জ্বল আলোর দিকে মুখ ক'রে দিলো সে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সে অভিসম্পাত দিতে শুরু করলো।

"হায় যিশু!" নোরা আবারো তাকালো। "আরে এটা কী! কিছু একটা ভুল হয়েছে!"

"লবণ-পানি?" কর্কি জিজ্ঞেস করলো।

নোরা ভুরু তুললো। "কিছুটা। তিন শতাংশের মতো – এটাতো অসম্ভব। এই হিমবাহটা তুষাড় জমাট হয়ে তৈরি হয়েছে। বিশুদ্ধপানি। লবণ আসার কোনো সম্ভাবনা নেই।" নোরা পানি নমুনাটি আবারো মাইক্রোস্কোপের নিচে নিয়ে গেলো। আত্কে উঠলো সে।

"প্লাংটন?" টোল্যান্ড জিজ্ঞেস করলো।

"জি পলিহেডেরা," সে জবাব দিলো। "বরফের নিচে যেমন প্লাংটন আমরা দেখে থাকি সেরকম কিছুই।" সে টোল্যান্ডের দিকে তাকালো। "তারা এখন মরে গেছে। অবশ্যই তিন শতাংশ লবণাক্ত পানিতে তাদের বেশিক্ষণ বাঁচার কথা নয়।"

তারা চারজনই নিরবে গর্তটার পাশে দাঁড়িয়ে রইলো।

রাচেল ভাবতে লাগলো এই প্যারাডক্সটা নাসা'র আবিষ্কারের উপরে কেমন প্রভাব

ফেলতে পারে।

"এখানে হচ্ছেটা কী?" একটা নিচু কণ্ঠ জিজ্ঞেস করলো।

সবাই তাকালো। অন্ধকার থেকে নাসা প্রধান আবির্ভূত হলো।

"গর্তের পানিতে স্বল্প পরিমানে লবণের সন্ধান পাওয়া গেছে," টোল্যান্ড বললো। "আমরা সেটা তদন্ত করছি।"

কর্কি প্রায় অভিযোগের সুরেই বললো, "নোরার বরফ সংক্রান্ত ডাটাগুলোতে ভুল রয়েছে।"

"আমাকে কামড়াও তবে," নোরা নিচু স্বরে বললো।

নাসা প্রধান ভুরু কুচ্‌কে এগিয়ে আসলো। "বরফের ডাটাগুলোতে কী ভুল হয়েছে?"

টোল্যান্ড একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "উল্কা উত্তোলনের জায়গার পানিতে তিন শতাংশ লবণ পাওয়া গেছে, যা আগের রেকর্ডকে ভুল প্রমাণ করে। উল্কাটা যে বিশুদ্ধ পানির হিমবাহে আটকা পড়ে আছে, সেটা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। এখানে প্লাংটনের উপস্থিতিও রয়েছে।"

এক্সট্রমকে ক্ষুব্ধ দেখালো। "এটা তো অসম্ভব। হিমবাহে কোনো ফাঁটল নেই। পিওডিএস স্ক্যানে এটা নিশ্চিত হওয়া গেছে। উল্কাপিণ্ডটি কঠিন বরফে আবদ্ধ ছিলো।"

রাচেল জানে এক্সট্রম ঠিকই বলেছে। নাসা'র রিপোর্টেও ফাঁটলের কথা নেই। তারপরও রাচেলের মনে সংশয় দেখা দিলো। কীভাবে স্ক্যানটা নেয়া হয়েছে...

"তাছাড়া," এক্সট্রম বললো, "ডক্টর ম্যাঙ্গোরের পাথরের অভ্যন্তরের নুমনাটাও এ কথাই বলে।"

"একদম ঠিক!" নোরা বললো, "দুটো রিপোর্টই এক রকম। বরফে কোনো ফাঁটল নেই। এতে ক'রে লবন পানি আর প্লাংটনের কোনো ব্যাখ্যা দেয়া যাচ্ছে না।"

"আসলে," রাচেল খুব সাহস করেই বললো। "আরেকটা সম্ভাবনা রয়েছে।"

সবাই তার দিকে তাকালো, তাদের সন্দেহটা নিশ্চিত।

রাচেল হাসলো, "লবন এবং প্লাংটনের উপস্থিতির আরেকটি যুক্তিযুক্ত কারণও রয়েছে।" সে টোল্যান্ডের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসলো। "আর সত্যি বলতে কী, মাইক, এটা তোমার কাছে ধরা পড়েনি ব'লে আমি খুবই অবাক হয়েছি।"

৪২

"প্লাংটন হিমবাহের মধ্যে জ'মে গিয়েছিলো?" কর্কির কথাটা শুনে মনে হলো না রাচেলের কথাটা সে মানতে পারছে। "সাধারণ কোনো জিনিস বরফে জমে গেলে সেটা মারা যায়। কিন্তু এই জিনিসগুলো জ্বলছিলো, মনে আছে?"

"আসলে," টোল্যান্ড বললো, রাচেলের দিকে অভিভূত হয়ে তাকালো সে। "তার কথায় যুক্তি আছে। অনেক প্রজাতিই আছে জ'মে গিয়ে আবার পরিস্থিতি অনুকূলে এলে জীবন্ত হয়ে ওঠে। এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি আমার টিভি অনুষ্ঠানে একটা পর্ব করেছিলাম।"

রাচেল মাথা নাড়লো। "তুমি দেখিয়েছিলে মর্দান পাইক বরফে জমে গিয়ে পরে বরফ

পানি হলে সাঁতার কেটে চলে গিয়েছিলো। তুমি আরো দেখিয়েছিলে, এক ধরণের আনুবীক্ষণিক জীব, যাদের নাম 'জলজ-ভাল্লুক', তারা মরুভূমিতে পুরোপুরি ডিহাইড্রেট হয়ে এক দশক টিকে ছিলো। তারপর বৃষ্টির সময় তারা আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে।"

টোল্যান্ড ভুরু তুললো। "তাহলে তুমি আসলেই আমার অনুষ্ঠানটা দেখে থাকো?"

রাচেল একটু বিব্রত হয়ে কাঁধ ঝাঁকালো।

"তোমার পয়েন্টটা কী, মিস সেক্সটন?" নোরা জানতে চাইলো।

"তার পয়েন্টটা হলো," টোল্যান্ড বললো, "এক ধরণের প্লাংটন প্রতি শীতেই জমে যায়, বরফের নিচে শীতনিদ্রায় থাকে, তারপর প্রতি গ্রীষ্মে সাঁতার কেটে চলে যায়।" টোল্যান্ড একটু থামলো। "মানছি, সেই প্রজাতিটা বায়োলুমিনিসেন্ট নয়, যেটা আমরা এখানে দেখেছি, কিন্তু হতে পারে একই ঘটনা এখানে ঘটেছে।"

"বরফে জমে যাওয়া প্লাংটন," রাচেল বলতে লাগলো, টোল্যান্ড তার আইডিয়ার সাথে একমত দেখে উত্তেজনা অনুভব করলো। "এখানে যা দেখেছি সেটাকে ব্যাখ্যা করতে পারে। অতীতের কোনো এক সময় এখানে ফাটল ছিল, সেখান দিয়ে লবন পানি আর প্লাংটন এসে জ'মে গিয়েছিলো। যদি এই হিমবাহের জ'মে যাওয়া পকেট থেকে থাকে তবে কি হবে? জমে যাওয়া লবন পানিতে জমে যাওয়া প্লাংটন ছিলো? ভাবুন, উল্কাটা গরম করার সময় ঐ জমে যাওয়া পকেটটা গলে পানি হয়ে গিয়েছে, শীতনিদ্রা থেকে প্লাংটনগুলো জেগে ওঠেছে।"

"ওহ্, ঈশ্বরের দোহাই!" নোরা গর্জে উঠে বললো, "হঠাৎ করেই দেখছি সবাই হিমবাহবিদ হয়ে গেছে!"

কর্কিকেও সন্দেহগ্রস্ত ব'লে মনে হলো। "কিন্তু পিওডিএস স্ক্যানে তো এটা ধরা পড়েনি। লবন-পানি আর মিঠা-পানির ঘনত্বের কিন্তু পার্থক্য রয়েছে। সেটাতো ধরা পড়ার কথা।"

"খুব একটা পার্থক্য নেই," রাচেল বললো।

"চার শতাংশ খুবই ভালো পার্থক্য," নোরা বললো।

"হ্যা, সেটা ল্যাবে," রাচেল জবাব দিলো। "কিন্তু পিওডিএস মহাশূন্যের ১২০ মাইল দূর থেকে হিসাবটা নিয়েছে।" সে নাসা প্রধানের দিকে ঘুরল। "পিওডিএস যখন মহাশূন্য থেকে ঘনত্ব মাপে, তখন এটা লবনাক্ত বরফ আর বিশুদ্ধ পানির বরফের মধ্যে পার্থক্য ধরতে পারে না, আমি কি ঠিক বলেছি?"

নাসা প্রধান মাথা নাড়লো। "ঠিক। চার শতাংশ পার্থক্যটা পিওডিএস'র সর্বনিম্ন হিসাবের নিচে। স্যাটেলাইট লবন পানির বরফ আর বিশুদ্ধ পানির বরফকে এক বলেই চিহ্নিত করবে।"

টোল্যান্ড কৌতুহলী হয়ে উঠলো। "এতে ক'রে গর্তের পানির স্তরের পরিসংখ্যানটারও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।" সে নোরার দিকে তাকালো। "গর্তে যে প্লাংটন দেখা গেছে তুমি সেটার কী যেনো নাম বলেছিলে –"

"জি পলিহেড্রো," নোরা বললো। "এখন তুমি ভাবছো জি পলিহেড্রো'র বরফের মধ্যে শীতনিদ্রায় যাবার ক্ষমতা রয়েছে কিনা? তুমি শুনে খুশি হবে, উত্তরটা হলো, হ্যা। অবশ্যই, আর কোনো প্রশ্ন?"

সবাই একে অন্যের দিকে চাওয়া চাওয়ি করলো। সে এইমাত্র যা বললো তাতে রাচেলের

তত্ত্বটির পক্ষেই যায়।

"তো, তুমি বলছো, এটা সম্ভব, ঠিক? এই তত্ত্বটি গ্রহনযোগ্য?"

"অবশ্যই," নোরা বললো, "যদি তুমি পুরোপুরি সময়টা কমিয়ে আনতে পারো।"

রাচেল তাকিয়ে রইলো। "কী বললেন, বুঝলাম না?"

নোরা ম্যাঙ্গোর রাচেলের চোখের দিকে স্থির তাকিয়ে রইলো। "অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্কর, তাই না? বিশ্বাস করো, আমি যখন বলবো, তখন এই সত্যটা আরো বেশি ক'রে বুঝতে পারবে।"

নোরা বাকি চার জন লোকের দিকে তাকালো। "আমাকে একটু পরিস্কার ক'রে বলতে দাও। মিস সেক্সটন যেমনটি বলছে লবন-পানির জ'মে যাওয়া পকেট, এটা ঠিকই আছে। এগুলোকে হিমবাহবিদরা ব'লে থাকে আভ্যন্তরীণ ফাঁটল। কিন্তু এই ছিদ্রগুলো বা ফাঁটলগুলো মানুষের চুলের মতোই সরু।"

এক্সট্রম ভুরু তুললো। "তাহলে এটা সম্ভব, নাকি অসম্ভব?"

"আপনার জীবদ্দশায়," নোরা সাদামাটা কণ্ঠে বললো। "একেবারেই অসম্ভব। যদি থাকতো আমার নমুনাতে সেটা আমি পেতাম।"

"আপনার নমুনাগুলো বিক্ষিপ্তভাবে নেয়া হয়েছে, ঠিক?" রাচেল জিজ্ঞেস করলো। "এটা কি হতে পারে না যে, দুর্ভাগ্যের কারণে কোনো পকেটের নমুনা নেয়া হয়নি?"

"আমি যেভাবে করেছি তাতে বাদ পড়ার কথা নয়।"

"এমনি জিজ্ঞেস করলাম।"

"ব্যাপারটা হলো," নোরা বললো, "এইসব ভেতরের ফাঁটল ঘটে থাকে ঋতুর বরফে – প্রতি ঋতুতে যে বরফ পড়ে আর গলে। মিল্‌নে আইস শেল্‌ফ হলো দ্রুত বরফ – মানে যে বরফ পাহাড়ে জমে সাগরে গিয়ে পড়ে। তাই এইসব পকেট তত্ত্ব অসাড়। তাই ওখানে প্লাংটন থাকারও কোনো সম্ভাবনা নেই।"

সবাই চুপ মেরে গেলো।

বরফে জমে যাওয়া প্লাংটনের তত্ত্বটি এভাবে বাতিল হলেও রাচেলের ডাটা বিশ্লেষণের সিস্টেম-এর কারণে বাতিল করে দেয়াটা মেনে নিতেই হলো। রাচেল জানে হিমবাহের নিচে প্লাংটনের উপস্থিতির ধাঁধাটার সমাধান সহজই হবে। *পারসিমনি'র নিয়ম*, সে ভাবলো। তার এনআরও'র ইনস্ট্রাক্টর এই কথাটা তার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলো। *যখন একাধিক ব্যাখ্যার অস্তিত্ব থাকবে, তখন সবচাইতে সহজ-সরলটিই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সঠিক হয়।*

"আমি যা জানি," রাচেল বললো, "তা হলো, আমি হোয়াইট হাউজের সমস্ত কর্মচারীদেরকে বৃফ ক'রে বলেছি যে, উল্কাখণ্ডটি পাওয়া গেছে সলিড বরফের মধ্যে, যার কোনো ফাঁটল বা ছিদ্র নেই। ১৭১৬ সার থেকে ওটা ওখানেই অক্ষত অবস্থায় চাপা প'ড়ে ছিলো, আর এটাই হলো জাঙ্গারসন ফল। সত্যটা এখন মনে হচ্ছে, প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়লো।"

নাসা প্রধান নিশ্চুপ রইলো, তার চেহারায় যন্ত্রণার ছাপ।

টোল্যান্ড গলাটা পরিস্কার ক'রে নিলো। "আমি রাচেলের সাথে একমত। গর্তে লবন-পানি আর প্লাংটন রয়েছে। ব্যাখ্যা যা-ই হোক, এই গর্তটা মোটেই আবদ্ধ কোনো পরিবেশে ছিলো না।"

কর্কিকেও অস্বস্তিতে ভুগতে দেখা গেলো, "হয়তো আপনাদের কাছে কথাটা মনঃপুত হবে না, কিন্তু আমার ক্ষেত্রে যখন আমরা ভুল করি, তখন সেটা সাধারণত বিলিয়ন বছরের তফাৎ হয়ে থাকে। এই প্লাংটন আর লবন-পানির ব্যাপারটা কি আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ? আমি বলতে চাচ্ছি, এতে ক'রে উল্কাখণ্ডটিতে তো কোনো প্রভাব পড়বে না, ঠিক? আমাদের কাছে তো এখনও ফসিলগুলো রয়েছে। সেটার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে তো আর কেউ প্রশ্ন তুলছে না। যদি দেখা যায় আমাদের বরফের ডাটাতে ভুল রয়েছে, কেউ তো আর সেটা নিয়ে মাথা ঘামাবে না। তারা যা দেখবে সেটা হলো, আমাদের কাছে অন্য গ্রহের প্রাণের প্রমাণ রয়েছে কিনা।"

"আমি দুঃখিত, ডক্টর মারলিনসন," রাচেল বললো, "অন্যগ্রহের প্রাণের ব্যাপারে দেয়া নাসা'র ডাটাগুলোতে সামান্যতম খুঁত থাকলেও সেটাতে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। তার মধ্যে ফসিলগুলোও পড়ে।"

কর্কির মুখ হা হয়ে গেলো। "আপনি বলছেন কি? এইসব ফসিলও সন্দেহযুক্ত!"

"আমি সেটা জানি, আপনি সেটা জানেন। কিন্তু জনগণ যদি কোনোমতে জানতে পারে যে নাসা'র বরফ নমুনাতে ত্রুটি রয়েছে তবে তারা সঙ্গে সঙ্গে এমন সন্দেহও করবে যে, নাসা এ সম্পর্কে মিথ্যা বলেছে।"

নোরা এগিয়ে এলো। "আমার বরফ সংক্রান্ত ডাটাতে সন্দেহের কিছু নেই।" সে নাসা প্রধানের দিকে ঘুরলো। "এটা আমি আপনাকে প্রমাণ দিতে পারবো যে, গর্তের মধ্যে কোনো লবনাক্ত পানি চুইয়ে ঢুকে পড়েনি!"

নাসা প্রধান তার চোখের দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে রইলো। "কীভাবে?"

নোরা তার পরিকল্পনাটা জানালো। তার কথা শেষ হলে রাচেলকে মানতেই হলো, আইডিয়াটা যুক্তিপূর্ণ।

নাসা প্রধানকে অবশ্য অতোটা নিশ্চিত মনে হলো না। "ফলাফলটা কি যথার্থ হবে?"

"একশ ভাগ নিশ্চিত হবে," নোরা তাকে আশ্বস্ত করলো। "উল্কাটি উত্তোলনের আশে পাশে যদি এক আউন্স লবন পানিও পাওয়া যায় তবে আপনি সেটা দেখতে পাবেন। এক ফোঁটা হলেও আমার যন্ত্রে সেটা ধরা পড়বে।"

নাসা প্রধান ভুরু কুচ্‌কে বললো, "সময় কিন্তু বেশি নেই। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সংবাদ সম্মেলন হবে।"

"আমি বিশ মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসতে পারবো।"

"হিমবাহের কতদূরে যেতে চান আপনি?"

"বেশি দূরে নয়। দুশো গজ গেলেই হবে।"

এক্সট্রম সায় দিলো। "আপনি নিশ্চিত এটা নিরাপদ হবে?"

"আমি সঙ্গে স্লেয়ার নেবো," নোরা জবাব দিলো। "আর মাইক আমার সঙ্গে যাবে।"

টোল্যান্ডের মাথায় বজ্রাঘাত হলো। "আমি?"

"হ্যা, তুমিই মাইক! আমাকে যদি ঝড়ের বাতাস উড়িয়ে নিতে চায় তো আমার দরকার হবে শক্তিশালী দুটো বাহুর।"

"কিন্তু –"

"সে ঠিকই বলেছে," নাসা প্রধান টোল্যান্ডের দিকে ঘুরে বললো। "সে যদি যায়, একা যেতে পারবে না। আমি তার সঙ্গে আমার কয়েকজন লোককে দিতে পারি, কিন্তু আমি চাই এই সমস্যাটা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ব্যাপারটা আমাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকুক।"

টোল্যান্ড সায় দিলো।

"আমিও যেতে চাই," রাচেল বললো।

নোরা কোবরা সাপের মতো ফোঁস ক'রে উঠলো। "আচ্ছা জালা তো দেখছি।"

"আসলে," নাসা প্রধান বললো, "আমার মনে হয় স্ট্যান্ডার্ড পদ্ধতিটা ব্যবহার করাই বেশি নিরাপদ হবে। আপনারা যদি দু'জনে যান, আর মাইক যদি পিছলে পড়ে যায়, আপনি একা তাকে তুলতে পারবেন না। দু'জনের চেয়ে চার জনই বেশি নিরাপদ হবে।" সে থেমে কর্কির দিকে তাকালো। "তার মানে, হয় আপনি নয়তো ডক্টর মিং যাচ্ছেন।" এক্সট্রিম হ্যাবিস্ফেয়ারের অন্যপাশটাতে তাকালো। "ডক্টর মিং কোথায়?"

"আমি তাকে কিছুক্ষণ ধরেই দেখছি না," টোল্যান্ড বললো। "সে হয়তো একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে।"

এক্সট্রিম কর্কির দিকে তাকালো আবার। "ডক্টর মারলিনসন, আমি চাই না আপনি বাইরে যান, তারপরও –"

"কি?" কর্কি বললো। "সবাই যাই তাহলে,"

"না!" নোরা বললো। "চার জন হলে আমরা খুব ধীর গতির হয়ে যাবো। মাইক এবং আমিই যাবো।"

"আপনি একা যাচ্ছেন না।" নাসা'র প্রধান যেনো চূড়ান্ত কথাটা বললো। "চার জন যাওয়াই বেশি নিরাপদ। নাসা'র ইতিহাসে সবচাইতে বড় সাংবাদিক সম্মেলনের ঘণ্টা খানেক আগে একটা দুর্ঘটনা ঘটুক সেটা আমি চাই না।"

৪৩

মারজোরি টেঞ্চের অফিসে ভারি বাতাসের মধ্যে ব'সে গ্যাব্রিয়েল এ্যাশের অদ্ভুত অস্বস্তি হতে লাগলো। এই মহিলা আমার কাছ থেকে আসলে চাচ্ছেটা কি? টেঞ্চ ডেস্কের ওপাশের চেয়ারে হেলান দিয়ে ব'সে আছে। গ্যাব্রিয়েলের অস্বস্তি তার কঠিন মুখে আনন্দ এনে দিয়েছে।

"ধোঁয়ায় কি তোমার অসুবিধা হচ্ছে?" সিগারেটের ধোয়া ছেড়ে দিয়ে টেঞ্চ জিজ্ঞেস করলো।

"না।" গ্যাব্রিয়েল মিথ্যা বললো।

"তুমি এবং তোমার প্রার্থী নির্বাচনী প্রচারণায় নাসা'কে বেশ ভালোমতোই পেয়ে বসেছো।"

"সত্য," গ্যাব্রিয়েল তার রাগ না লুকিয়েই বললো। "উৎসাহ দেবার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমি একটা ব্যাখ্যা চাইছি।"

টেঞ্চ একটা নির্দোষ হাসি দিলো। "তুমি জানতে চাও আমি নাসা'কে আক্রমণ করার জন্য

তোমার কাছে ই-মেইল পাঠিয়েছি কেন?"

"যে তথ্য আপনি আমার কাছে পাঠিয়েছেন সেটা আপনার প্রেসিডেন্টের ক্ষতি করেছে।"

"আপাতত বলতে গেলে, হ্যা।"

টেঞ্চের কণ্ঠটা গ্যাব্রিয়েলকে আরো অস্বস্তিতে ফেলে দিলো। "এর মানে কি?"

"শান্ত হও, গ্যাব্রিয়েল। আমার ই-মেইল এ তেমন কিছু পরিবর্তন হবে না। আমার এখানে আসার আগেই সেক্সটন নাসা'র পেছনে লেগেছে। আমি কেবল তার মেসেজটা আরো পরিস্কার করতে সাহায্য করেছি। তার নিজের অবস্থা পোক্ত করার জন্য।"

"তাঁর অবস্থা পোক্ত করার জন্য?"

"একদম ঠিক।" টেঞ্চ হাসলো, "আমাকে বলতেই হচ্ছে, যা আজ সিএনএন' এ সে বেশ ভালোভাবেই করতে পেরেছে।"

গ্যাব্রিয়ল সিএনএন'র টক শো'টার কথা স্মরণ করলো।

টেঞ্চ আচম্কা দাঁড়িয়ে পড়লো। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জানালার সামনে হেটে গেলো সে। একটা পাতলা এনভেলপ দেয়ালের শেল্ফ থেকে বের ক'রে আনলো। তারপর ফিরে এসে আবার ব'সে পড়লো।

গ্যাব্রিয়েল এনভেলোপটার দিকে তাকালো।

টেঞ্চ হেসে এনভেলপটা সযত্নে কোলে রেখে দিলো। তার হলুদ রঙের সরু আঙুলগুলো সেটাতে টোকা মারছে।

গ্যাব্রিয়েলের কেন জানি মনে হলো এই এনভেলপের ভেতরে তার সাথে সিনেটরের যৌন সম্পর্কের প্রমাণ রয়েছে। *হাস্যকর*, সে ভাবলো। তাদের সঙ্গমটা হয়েছিলো সেক্সটনের নিজস্ব অফিসে, বদ্ধ জায়গায়। আর হোয়াইট হাউজের কাছে যদি সত্যি কোনো প্রমাণ থাকতো, তবে তারা ইতিমধ্যেই সেটা জনসম্মুখে প্রকাশ ক'রে দিতো।

হতে পারে তারা সন্দেহ করছে, গ্যাব্রিয়েল ভাবলো, *কিন্তু তাদের হাতে কোনো প্রমাণ নেই।*

টেঞ্চ সিগারেটে জোরে টান দিয়ে নিলো। "মিস, অ্যাশ, তুমি সচেতন আছো কিনা জানি না। তুমি এমন একটা যুদ্ধের মাঝখানে পাকড়াও হয়েছো যা ১৯৯৬ সালে পর্দার আড়ালে ওয়াশিংটনে শুরু হয়েছিলো।"

"কী বললেন, বুঝতে পারলাম না?"

টেঞ্চ আরেকটা সিগারেট ধরালো। "তুমি মহাশূন্য বাণিজ্যিকরণ বিল সম্পর্কে জানো কি?"

গ্যাব্রিয়েল এরকম কোনো কিছুর কথা কখনও শোনেনি। সে কাঁধ ঝাঁকালো।

"আসলেই?" টেঞ্চ বললো। "এটা আমাকে অবাক করছে। এই বিলটা ১৯৯৬ সালে সিনেটর ওয়াকার এনেছিলেন। বিলটার মূল বক্তব্য ছিলো, চাঁদে মানুষ পাঠাবার পর থেকে নাসা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। এতে বলা হয়েছিলো নাসা'কে প্রাইভেট সেক্টরে ছেড়ে দিতে। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে যেমনটি খুবই স্বাভাবিক। এতে ক'রে নাসা'কে বহন করার বোঝাটা লাঘব হবে, বাড়তি আয়ও হবে।"

গ্যাব্রিয়েল এই ধরণের কথা এর আগে শুনেছে। কিন্তু সেটা যে বিল আকারে আনা হয়েছিলো সেটা সে জানতো না।

"এই বিলটা কংগ্রেসে চার বার আনা হয়েছিলো।" টেঞ্চ বললো, "কিন্তু হোয়াইট হাউজ প্রতিবারই এতে ভেটো দিয়েছে। জাখারি হার্নিও দু'বার ভেটো দিয়েছেন।"

"আপনি বলতে চাচ্ছেন কী?"

"আমার কথা হলো, সিনেটর সেক্সটন যদি প্রেসিডেন্ট হন তবে এই বিলটা অনুমোদন করবেন তিনি।"

"আমি যতোটুকু জানি, সিনেটর সেক্সটন কখনই জনসম্মুখে নাসা'কে বানিজ্যিকরণ করার কথা বলেননি।

"সত্যি। আর তাঁর রাজনীতিটা যদি বুঝে থাকি, তবে তাঁকে এই বিলটার পক্ষে যেতে দেখলে তুমি অবাক হবে না।"

"মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে যেকোন সিস্টেম ভালভাবে কাজ করে।"

"আমি এটাকে 'হ্যা' বলেই নিচ্ছি।" টেঞ্চ বললো, "দুঃখজনক হলেও সত্য যে, নাসা'কে প্রাইভেট খাতে ছেড়ে দেয়াটা উদ্ভট ধারণা, তাই হোয়াইট হাউজের সব প্রশাসকই এই বিলটা বাতিল ক'রে দিয়েছেন।"

"আমি এ ব্যাপারে যুক্তি-তর্কগুলো শুনেছি," গ্যাব্রিয়েল বললো। "আর আমি আপনার দুর্ভাবনার ব্যাপারটাও বুঝতে পারছি।"

"তাই?" টেঞ্চ তার দিকে ঝুঁকে পড়লো। "কোনো বিতর্কটা তুমি শুনেছো?"

গ্যাব্রিয়েল একটু নড়েচড়ে বসলো। "তো, বেশিরভাগই একাডেমিক – যাতে আলোচনা করা হয়েছিলো নাসা'কে প্রাইভেট খাতে ছেড়ে দিলে তারা কেবল লাভজনক প্রকল্পই গ্রহণ করবে, মহাশূন্য গবেষণার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণ বন্ধ ক'রে দেবে।"

"সত্য। মহাশূন্যে বিজ্ঞান এক মুহূর্তেই থেমে যাবে। আমাদের মহাবিশ্বের গবেষণায় টাকা খরচ না ক'রে তারা মহাশূন্যে হোটেল বানাবে, মহাশূন্য পর্যটক নিয়ে লাভজনক ব্যবসায় মেতে উঠবে। বাণিজ্যিক স্যাটেলাইট উৎক্ষেপনের প্রস্তাব দেবে। ব্যক্তিগত খাত আমাদের মহাবিশ্বের উৎপত্তি নিয়ে গবেষণা করবে না। খালি খালি বিলিয়ন ডলার খরচ ক'রে তো তারা আর্থিকভাবে লাভবান হবে না।"

"তারা সেটা করবে না," গ্যাব্রিয়েল পাল্টা জবাব দিলো, "মহাশূন্য বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করার জন্য নিশ্চিতভাবেই জাতীয় পর্যায়ের কোনো প্রতিষ্ঠান থাকবে।"

"সেরকম প্রতিষ্ঠান তো ইতিমধ্যেই আমাদের কাছে রয়েছে। এটাকে বলে নাসা।"

গ্যাব্রিয়েল চুপ মেরে গেলো।

"লাভের কারণে বিজ্ঞানকে পরিত্যাগ করার ব্যাপারটা সাইড ইস্যু," টেঞ্চ বললো। "আসল সমস্যা হবে অন্য বিষয় নিয়ে। চারপাশে আবার আমরা ওয়াইল্ড-ওয়েস্ট দেখতে পাবো। আমরা দেখতে পাবো, কেউ কেউ চাঁদে এবং এস্টরয়েড-এ পদার্পণের দাবিকরছে তারা এবং শক্তি দিয়ে বাধ্য করবে সেটা মেনে নিতে। আমি শুনেছি অনেক কোম্পানি আবেদন করেছে আকাশে নিয়ন বিলবোর্ড স্থাপনের জন্য, রাতের আকাশে সেটা জ্বালিয়ে প্রচার কাজ

করবে। আমি দেখেছি মহাশূন্য হোটেল আর পর্যটনের জন্য আবেদন করা হয়েছে। সত্যি বলতে কী, গতকালকে আমি একটা প্রস্তাবের কথা শুনেছি, এক কোম্পানি মহাশূন্যকে একটি জমকালো সমাধি বানাতে চাচ্ছে। মৃতদেহ আধার কক্ষপথে ছেড়ে দিয়ে তারা এটা করবে। তুমি কি ভাবতে পার, আমাদের যোগাযোগ উপগ্রহগুলো মৃতদেহের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে? গত সপ্তাহে, আমার অফিসে একজন বিলিয়ন ডলার ব্যবসায়ী এসে প্রস্তাব দিয়েছে যে, পৃথিবীর কাছাকাছি কোনো এস্টরয়েডকে টেনে এনে সেটা থেকে খনিজ সম্পদ উত্তোলন করার। আমি লোকটাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম যে, এভাবে কোনো এস্টরয়েডকে টেনে আনলে পৃথিবীর জন্য ভয়ঙ্কর বিপদের ঝুঁকি রয়েছে। মিস অ্যাশ, আমি আপনাকে নিশ্চিত ক'রে বলতে পারি, এই বিলটা পাস হলে মহাশূন্য ব্যবসায়ীদের বিচরণক্ষেত্র হয়ে যাবে, কোনো রকেট বিজ্ঞানীর স্থান সেখানে হবে না।"

"যুক্তিগুলো ভালোই," গ্যাব্রিয়েল বললো, "আমি নিশ্চিত সিনেটর যদি ওরকম পদে আসীন হন তবে কোনোটা ভালো আর কীভাবে সেটা করতে হবে, তা তিনি ভালো করেই জানবেন। আমি কি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারি এসবের সাথে আমার কী সম্পর্ক?"

টেঞ্চ সিগারেটে একটা টান দিয়ে বলতে শুরু করলো। "এই বিলটা পাস হবার ব্যাপারে এখন একমাত্র বাধা হলো প্রেসিডেন্টের ভেটো। আর এই বিলটা অনুমোদনের জন্য যেসব কোম্পানি উঠে প'ড়ে লেগেছে তারা বিলিয়ন ডলার মুনাফার জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করতে ইচ্ছুক।"

"তাহলে আমার আদেশ হলো জাখ হার্নি বিলটাতে ভেটো দিয়ে দিক।"

"আমার ভয় হলো তোমার প্রার্থীকে নিয়ে। তিনি নির্বাচিত হলে অতোটা বিবেচনার পরিচয় নাও দিতে পারেন।"

"আবারো বলছি, সিনেটর ক্ষমতা পেলে দায়িত্বপূর্ণ আচরণই করবেন। বিলটাও সেভাবেই বিচার করবেন।"

টেঞ্চকে পুরোপুরি আশ্বস্ত ব'লে মনে হলো না। "তুমি কি জানো, সিনেটর সেক্সটন মিডিয়া বিজ্ঞাপনের জন্য কতো টাকা ব্যয় করেছেন?"

গ্যাব্রিয়েল অবাক হলো। "এই সংখ্যাটা জনগণ জানে।"

"মাসে তিন মিলিয়ন ডলার।"

গ্যাব্রিয়েল কাঁধ ঝাঁকালো। "আপনি যেমন ইচ্ছে বলতে পারেন।" সংখ্যাটা অবশ্য কাছাকাছিই।

"এটাতো অনেক টাকা।"

"তাঁর অনেক টাকাই তো আছে।"

"হ্যা, তাঁর পরিকল্পনা ভালো ছিলো। অথবা বলা চলে, ভালো বিয়ে করেছেন।" টেঞ্চ মুখ থেকে ধোঁয়া ছাড়লো। "তাঁর স্ত্রী ক্যাথারিনের বিষয়টা খুবই দুঃখজনক। তাঁর মৃত্যু সিনেটরকে প্রচণ্ড আঘাত করেছিলো। তাঁর মৃত্যুটা তো খুব বেশি আগের নয়, তাই না?"

"আসল কথা বলুন, নয়তো আমি চলে যাচ্ছি।"

টেঞ্চ ধোঁয়া ছেড়ে এনভেলপটা হাতে নিলো আবার। সে ভেতর থেকে একগাদা কাগজ

বের ক'রে গ্যাব্রিয়েলের কাছে দিলো। "সেক্সটনের অর্থনৈতিক রেকর্ড।"

গ্যাব্রিয়েল দলিলোটার দিকে বিস্ময়ে তাকালো। রেকর্ডগুলো কয়েক বছর আগে থেকেই শুরু হয়েছে। যদিও গ্যাব্রিয়েল সেক্সটনের এসব খবর রাখে না, তার পরও সে আঁচ করতে পারলো ডাটাগুলো বিশ্বস্ত। "এটাতো ব্যক্তিগত তথ্য। আপনি এগুলো কোথায় পেলেন?"

"কোত্থেকে পেয়েছি সেটা নিয়ে তোমার মাথা ঘামানোর দরকার নেই। কিন্তু তুমি যদি ভালো ক'রে ডাটাগুলো খতিয়ে দেখো তবে বুঝতে পারবে এতো টাকা সিনেটরের থাকার কথা নয়। ক্যাথারিনের মৃত্যুর পর, তাঁর বিশাল সহায় সম্পত্তি হস্তগত ক'রে বিনিয়োগ করেছেন তিনি, ব্যক্তিগত কাজেও ব্যয় করেছেন, আর প্রাথমিকভাবে মনোনয়ন পাবার জন্য ব্যয় করেছেন প্রচুর। ছয় মাস আগে, আপনার প্রার্থী পুরোপুরি নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলো।"

গ্যাব্রিয়েল বুঝতে পারলো এটা একটা ধোকা। সেক্সটন যদি নিঃস্ব হয়ে গিয়ে থাকেন তো তিনি এভাবে নির্বাচনে দাঁড়াতেন না। তিনি প্রতি সপ্তাহেই প্রচুর বিজ্ঞাপনী সময় কিনে নিচ্ছেন।

"তোমার প্রার্থী," টেঞ্চ বললো, "বর্তমানে প্রেসিডেন্টের চেয়ে চারগুণ বেশি খরচ করছেন। আর তার কোনো ব্যক্তিগত টাকাও নেই।"

"আমরা অনেক অনুদান পাচ্ছি।"

"হ্যা, সেগুলোর কিছু কিছু বৈধও বটে।"

গ্যাব্রিয়েল চম্‌কে গেলো। "কী বললেন?"

টেঞ্চ তার আরো কাছে এসে দাঁড়ালো। "গ্যাব্রিয়েল অ্যাশ, আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করবো, খুব ভেবে উত্তর দেবে। এতে ক'রে তুমি পরবর্তী পাঁচ বছর জেলে থাকবে কিনা সেটা নির্ভর করবে। তুমি কি এ ব্যাপারে সচেতন আছো যে, সিনেটর সেক্সটন এ্যারোস্পেস কোম্পানির কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে অবৈধ টাকা নিয়েছেন, যারা নাসা'কে প্রাইভেট খাতে দিয়ে দিলে বিলিয়ন ডলার আয় করবে?"

গ্যাব্রিয়েল চেয়ে রইলো। "এটাতো উদ্ভট অভিযোগ!"

"তুমি কি বলছো, এ ব্যাপারটা তোমার জানা নেই?"

"আমার মনে হয়, এরকম কিছু হলে আমি অবশ্যই জানতাম।"

টেঞ্চ শীতলভাবে হাসলো। "গ্যাব্রিয়েল, আমি বুঝি, তোমার সাথে সিনেটর অনেক বেশিই ঘনিষ্ঠ। কিন্তু আমি তোমাকে আশ্বস্ত করতে চাই তাঁর অনেক কিছুই তোমার জানা নেই।"

গ্যাব্রিয়েল উঠে দাঁড়ালো। "এই মিটিংটা শেষ।"

"বরং বলা চলে," এনভেলপ থেকে কতগুলো জিনিস টেবিলে ছড়িয়ে দিয়ে টেঞ্চ বললো, "এই মিটিংটা সবে শুরু হলো।"

৪৪

হ্যাবিস্ফেয়ারের 'স্টেজিং-রুম' এর ভেতরে ঢুকে রাচেল সেক্সটনের নিজেকে একজন নভোচারী ব'লে মনে হলো, কারণ সে নাসা'র মার্ক-১০ মাইক্রোক্লাইমেট সুট পড়েছে। এটার দুটো স্তর,

একটা হলো মেমোরি ফোম ফেব্রিক, যার ভেতর দিয়ে এক ধরণের জেল পাম্প হয়ে থাকে। যাতে পোশাক পরা ব্যক্তির শরীরের তাপমাত্রা ঠাণ্ডা এবং গরম দুটোতেই ঠিক থাকে।

এখন, রাচেল পোশাকটার শেষ বোতাম লাগাতেই দেখতে পেলো নাসা'র প্রধান দরজার সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। এই ছোট্ট মিশনটার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সে খুশি নয় বোঝাই যাচ্ছে।

সবার পোশাক পরা হলে নোরা ম্যাঙ্গোর গজগজ করতে লাগলো। "এখানে দেখি আরেকটা বাড়তি লিঙ্গ আছে," কর্কির পোশাকটাতে টোকা মেরে সে বললো ।

টোল্যান্ড ইতিমধ্যেই অর্ধেক পোশাক প'রে ফেলেছে।

রাচেল চেইনটা লাগিয়ে ফেললো, নোরা রাচেলের পাশে একটা টিউব নিয়ে পিঠে লাগানো সিলভারের বাক্সে লাগিয়ে দিলো।

"শ্বাস নাও," নোরা বললো।

রাচেল একটা হিস্ ক'রে শব্দ শুনতে পেলো এবং টের পেলো সুটের ভেতরে সেটা ঢুকছে। মেমোরি ফোমটা বাড়তে লাগলো। তার চারপাশে সুটটা চাপ দিতে শুরু করলো। মাথার ওপর হুডটা ফেলে দিতেই সেটা তার দু'কানে চাপ দিলো। আমি কোকুনের ভেতরে ঢুকে গেছি।

"এই পোশাকের সবচাইতে ভালো দিকটা হলো," নোরা বললো, "প্যাড দেয়াটা। তুমি আছাড় খেলেও টের পাবে না।"

রাচেল সেটা বিশ্বাস করলো।

নোরা রাচেলের হাতে কতগুলো যন্ত্রপাতি দিয়ে দিলো–বরফ কুড়াল একটি, ক্যারাবাইনার সেটা সে কোমরের বেল্টের সাথে লাগিয়ে নিলো এবং টিথার স্ন্যাপ।

"এতো সব?" রাচেল জিজ্ঞেস করলো। "দুশ' গজ দূরে যাবার জন্য?"

নোরার চোখ কুচ্‌কে গেলো। "তুমি আসতে চাও নাকি?"

রাচেলকে আশ্বস্ত করার ইশারা করলো টোল্যান্ড, "নোরা কেবল সতর্কতার জন্য এরকম করছে।"

কর্কি পোশাকটা পরে বললো, "আমার মনে হচ্ছে আমি বিশাল একটা কনডম পরেছি।"

নোরা তিক্তভাবে আর্তনাদ করলো, "যেনো তুমি জানো, সতী ছেলে।"

টোল্যান্ড রাচেলের পাশে ব'সে বললো, "তুমি কি নিশ্চত আমাদের সাথে যাবে?" তার চোখে তার প্রতি যত্নবান হবার ইঙ্গিত দেখা গেলো।

রাচেল অবাক হয়ে ভাবলো, দুশ গজ ... খুব তো বেশি নয়! তোমার কি ধারণা কেবল সাগরেই বেশি উত্তেজনা থাকে।"

টোল্যান্ড মিটিমিটি হাসলো। "আমি ঠিক করেছি, আমি এই জ'মে যাওয়া বরফের চেয়ে তরল পানিই বেশি পছন্দ করি।"

"আমি কখনই এ দুটোর ভক্ত ছিলাম না," রাচেল বললো, "ছোট বেলায় আমি একবার বরফে প'ড়ে গিয়েছিলাম, আর পানি দেখলেই তখন থেকে আমার নার্ভাস লাগে।"

টোল্যান্ডের চোখে সহানুভূতি "শুনে দুঃখিত হলাম। এখানের কাজ শেষ হলে, তুমি

আমার *গয়া*'তে বেড়াতে আসবে। আমি পানি সম্পর্কে তোমার ধারণা বদলে দেবো, কথা দিচ্ছি।"

আমন্ত্রণটা তাকে অবাক করলো। *গয়া* হলো টোল্যান্ডের গবেষণার জাহাজ – *বিস্ময়কর সমুদ্র* নামের প্রামান্য চিত্রে এটা দেখা যায়। সবার কাছেই পরিচিত।

"সেটা এখন নিউজার্সির উপকূল থেকে বারো মাইল দূরে নোঙর করা আছে।" টোল্যান্ড বললো।

"মনে হচ্ছে অদ্ভুত জায়গায় সেটা রয়েছে।"

"মোটেও না। আমরা সেখানে নতুন একটা প্রামান্যচিত্র তৈরি করার কাজে আছি। তখনই প্রেসিডেন্ট খবর পাঠালেন। *স্কিরনা মোকারান* এবং *মেগা প্লামের* উপরে।"

রাচেল ভুরু তুললো, "জিজ্ঞেস করেছি ব'লে খুশি হলাম।"

টোল্যান্ড তার দিকে চেয়ে বললো, "আসলেই, আমি সেখানে কয়েক সপ্তাহ থাকবো, আর ওয়াশিংটন তো সেখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। সময় পেলে এসো। সারা জীবন পানিকে তোমার ভয় পাবার তো কোনো কারণ দেখছি না। আমার ক্রু'রা তোমার জন্য লাল গালিচা বিছিয়ে দেবে।"

নোরা ম্যাঙ্গোরের কণ্ঠটা গর্জে উঠলো। "আমরা কি বাইরে যাচ্ছি, নাকি তোমাদের দু'জনের জন্য কিছু মোমবাতি আর শ্যাম্পেইন এনে দেবো?"

৪৫

গ্যাব্রিয়েল অ্যাশ বুঝতে পারলো না মারজোরি টেঞ্চের ডেস্কের ওপর ছড়িয়ে দেয়া কাগজগুলো দিয়ে সে কী করবে। কাগজগুলোর মধ্যে ফটোকপি, চিঠিপত্র, ফ্যাক্স, টেলিফোন সংলাপের লিখিত বিবরণ, সবগুলোই সিনেটর সেক্সটনের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের পক্ষেই রায় দিচ্ছে।

টেঞ্চ কতগুলো সাদা-কালো ছবি গ্যাব্রিয়েলের দিকে বাড়িয়ে দিলো। "আমার ধারণা এগুলো তোমার কাছে নতুন?"

গ্যাব্রিয়েল ছবিগুলোর দিকে তাকালো। প্রথম ছবিটাতে দেখা যাচ্ছে সেক্সটন ভূ-গর্ভস্থ গ্যারাজে একটা ট্যাক্সি থেকে নামছেন। সেক্সটন কখনও ট্যাক্সি ব্যবহার করেন না। গ্যাব্রিয়েল দ্বিতীয় ছবিটার দিকে তাকালো – সেক্সটন একটা ছোট সাদা ভ্যানে ঢুকছেন। ভ্যানে একজন বৃদ্ধকে অপেক্ষা করতে দেখা যাচ্ছে।

"এই লোকটা কে?" জিজ্ঞেস করলো গ্যাব্রিয়েল, তার সন্দেহ হলো ছবিগুলো ভূয়া।

"এসএফএফ-এর একজন হোমরাচোমরা।"

"স্পেস ফ্রন্টিয়ার ফাউন্ডেশন?" গ্যাব্রিয়েল জিজ্ঞেস করলো।

এসএফএফ হলো প্রাইভেট স্পেস কোম্পানির একটি ইউনিয়ন। তারাই নাসা'কে প্রাইভেট খাতে দিয়ে দেবার জন্য উঠে প'ড়ে লেগেছে।

"এসএফএফ," টেঞ্চ বললো, "বর্তমানে একশরও বেশি বড় বড় করপোরেশনকে প্রতিনিধিত্ব করে। যারা বিলটা পাস করার জন্য অপেক্ষা করছে।"

গ্যাব্রিয়েল এটা বিবেচনা করলো। সঙ্গত কারণেই এসএফএফ সিনেটরের পক্ষ নিয়েছে। কিন্তু তাদের সাথে বেশি ঘনিষ্ঠ হলে তাঁর সমস্যা হবে।

"এই ছবিতে উন্মোচিত হয়েছে," টেঞ্চ বললো, "তোমার প্রার্থী এমন একটি সংগঠনের সঙ্গে গোপনে মিটিং করছেন যারা প্রাইভেট স্পেস উদ্যোক্তাদের প্রতিনিধিত্ব ক'রে থাকে।" টেঞ্চ আরো কিছু কাগজপত্রের দিকে ইশারা করলো। "আমাদের কাছে এসএফএফ-এর আভ্যন্তরীন মেমোও রয়েছে, যাতে দেখা যায় সংগঠনের কোম্পানিগুলো থেকে বিরাট অংকের টাকা তুলে সেটা সিনেটরের একাউন্টে স্থানান্তর করা হয়েছে, যাতে ক'রে এইসব কোম্পানি সেক্সটনকে হোয়াইট হাউজে বসাতে পারে। তাই সেক্সটন নির্বাচিত হলে অবশ্যই বিলটা অনুমোদন করবেন, এটা বলা যায়।"

গ্যাব্রিয়েল কাগজগুলোর দিকে তাকিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারলো না। "আপনি কি এটা আমাকে বিশ্বাস করতে বলছেন যে, হোয়াইট হাউজের কাছে তার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নির্ভরযোগ্য অবৈধ অর্থ গ্রহণের প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তারা কোনো কারণে সেটা গোপনই রেখেছে?"

"তুমি কি বিশ্বাস করো?"

গ্যাব্রিয়েল তাকালো। "সত্যি বলতে কী, কুক্ষিগত করার ব্যাপারে আপনার দক্ষতার কথাটা বিবেচনা করলে, আমার মনে হচ্ছে যে, আপনি কিছু ভূয়া কাগজপত্র আর ডেস্কটপ পাবলিশিং কম্পিউটার ব্যবহার ক'রে একটা নোংরা খেলাতে মেতেছেন।"

"এটা সম্ভব, মানছি আমি। কিন্তু সেটা সত্য নয়।"

"না? তাহলে এইসব দলিল দস্তাবেজ পেলেন কোত্থেকে?"

"এসব তথ্য এসেছে একটি অসমর্থিত সূত্রের উপহার হিসেবে।"

গ্যাব্রিয়েল কিছুই বুঝতে পারলো না।

"ওহ্, হ্যা," টেঞ্চ বললো। "আমাদের কাছে এরকম অনেক আছে। প্রেসিডেন্টের বহু শক্তিশালী মিত্র আছে, যারা তাঁকে ক্ষমতায় দেখতে চায়।"

গ্যাব্রিয়েল কথাটার মর্ম বুঝতে পারলো। এফবিআই এবং আইআরএস'র অনেক লোক আছে যারা এধরণের তথ্য যোগাড় করতে পারে। তারা প্রেসিডেন্টকে আবারো জিতে আসার জন্য এসব তথ্য দিয়ে সাহায্য করতেই পারে। কিন্তু গ্যাব্রিয়েল বিশ্বাসই করতে পারলো না যে সিনেটর সেক্সটন অবৈধ টাকা গ্রহণ করবেন। "এইসব তথ্য উপাত্ত যদি সঠিক হয়ে থাকে, গ্যাব্রিয়েল বললো, "তবে আপনারা সেটা প্রকাশ করছেন না কেন?"

"তোমার কি ধারণা?"

"কারণ এগুলো অবৈধভাবে সংগৃহীত হয়েছে।"

"কীভাবে আমরা পেয়েছি তাতে কিছু যায় আসে না।"

"অবশ্যই তাতে যায় আসে।"

"আমরা এটা সংবাদ-পত্রে দিয়ে দিতে পারি, আর তারা এটা 'নির্ভরযাগ্য সূত্রে প্রাপ্ত' ব'লে চালিয়ে দিতে পারে। নির্দোষ প্রমাণিত হবার আগ পর্যন্ত সেক্সটন অপরাধী বলেই বিবেচিত হবেন। তাঁর নাসা-বিরোধী কথাবার্তা এই ঘুষ নেবার ব্যাপারটাকে প্রতিষ্ঠিত করবে।"

গ্যাব্রিয়েল জানতো এটা সত্য। "চমৎকার, তো আপনারা তথ্যটা সংবাদপত্রে দিচ্ছেন না কেন?"

"কারণ এটা নেতিবাচক। প্রেসিডেন্ট প্রতীজ্ঞা করেছেন নেতিবাচক কিছু করবেন না তাঁর নির্বাচনী প্রচারণায়।"

হ্যা, ঠিক তাই! "আপনি আমাকে এ কথা বিশ্বাস করতে বলছেন?"

"এটা দেশের জন্যও নেতিবাচক হবে। এতে কয়েক ডজন কোম্পানি, যেখানে অনেক সৎ লোকও রয়েছে সেগুলোরও ক্ষতি হবে। এটা আমেরিকার সিনেটকেও অসম্মান করবে। অসৎ রাজনীতিকদের কারণে সবাই সন্দেহের তালিকায় প'ড়ে যাবে। আমেরিকা তার নেতৃত্বের কাছ থেকে সততা চায়। তাদের ওপর আস্থা রাখতে চায়। এটা প্রকাশ পেলে একটা তদন্ত হবে, তাতে ক'রে একজন সিনেটরসহ অনেক বিখ্যাত এ্যারোস্পেস এক্সিকিউটিভকেও জেলে যেতে হবে।"

টেঞ্চের কথাতে যুক্তি থাকলেও গ্যাব্রিয়েল এই অভিযোগটাতে সন্দেহ করলো। "এসবের সাথে আমার কি সম্পর্ক?"

"শুধু জানুন, মিস অ্যাশ, আমরা এই তথ্য জানিয়ে দিলে আপনার প্রার্থীর জেলও হয়ে যাবে।" টেঞ্চ একটু থেমে আবার বললো, "যদিনা ..."

"যদিনা কি?" গ্যাব্রিয়েল বললো।

টেঞ্চ সিগারেটে টান দিয়ে ধোয়া ছাড়লো। "যদিনা আমাদের এসব না করার জন্য সাহায্য করো।"

ঘরে একটা নিরবতা নেমে এলো।

টেঞ্চ একটু কাশলো। "গ্যাব্রিয়েল, শোনো, আমি এই তথ্যগুলো তোমাকে জানিয়েছি তিনটি কারণে। প্রথমত, এটা দেখানো যে, জাখ হার্নি একজন মার্জিত লোক, যিনি নিজের স্বার্থের চেয়ে সরকারের স্বার্থই বেশি দেখেন। দ্বিতীয়ত, তোমাকে এটা জানিয়ে দেয়া যে তোমার প্রার্থী মোটেই বিশ্বস্ত নয়। তৃতীয়ত, আমি এখন তোমাকে যে প্রস্তাবটা দেবো সেটা যেনো তুমি মেনে নাও।"

"সেই প্রস্তাবটা হলো?"

"আমি তোমাকে সঠিক কাজ করার একটা সুযোগ দিতে চাই। দেশপ্রেমের ব্যাপার। তুমি জানো কিনা জানি না, তুমি এই কেলেংকারিটা ধামাচাপা দেবার জন্য যোগ্য ব্যক্তি। যা আমি বলবো তুমি যদি সেটা কর, হয়তো প্রেসিডেন্টের টিমে তোমাকে ভালো একটা অবস্থানও দেয়া যাবে।"

প্রেসিডেন্টের টিমে? গ্যাব্রিয়েল কথাটা বিশ্বাসই করতে পারলো না। "মিস টেঞ্চ, আপনি কী ভাবছেন জানি না, আমি কোনো ব্লাকমেইলে কাবু হবো না। আমি সিনেটরের হয়ে কাজ করি কারণ, আমি তাঁর রাজনীতিতে বিশ্বাস করি। আপনি যে প্রস্তাব দেবেন সেটা যদি জাখ হার্নির রাজনীতিতে সুবিধা তৈরি ক'রে দেয়, তবে তাতে আমার কোনো ভূমিকা থাকবে না! আপনারা যদি সেক্সটনের ব্যাপারে কিছু পেয়েই থাকেন তো আমি বলব সেটা প্রেসে চাউর ক'রে দিতে। সত্যি বলতে কী, আমার মনে হয় পুরো ব্যাপারটাই ভূয়া।"

টেঞ্চ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "গ্যাবিয়েল তোমার প্রার্থীর অবৈধ ঘুষ নেয়ার ব্যাপারটা সত্য। আমি দুঃখিত। আমি জানি তুমি তাঁকে বিশ্বাস কর। দেখো, আমাদের দরকার হলে আমরা এ ব্যাপারটা অবশ্যই প্রকাশ করব, কিন্তু সেটা হবে খুবই কুৎসিত একটি ব্যাপার। এতে ক'রে অনেক কোম্পানি শেষ হয়ে যাবে, আর তাতে কর্মরত নির্দোষ হাজার হাজার মানুষকে চরম মূল্য দিতে হবে।" সে একটু থেমে আবার বললো, "আমরা আসলে, মানে প্রেসিডেন্ট এবং আমি আসলে অন্যভাবে সিনেটরকে পচাতে চাচ্ছি। যাতে ক'রে কোনো নির্দোষ কেউ না ভোগে।" টেঞ্চ সিগারেটটা নামিয়ে হাত দুটো বুকের কাছে এনে বললো, "তুমি স্বীকার করো যে সিনেটরের সাথে তোমার যৌন সম্পর্ক রয়েছে।"

গ্যাব্রিয়েলের সমস্ত শরীর কেঁপে উঠলো। অসম্ভব, গ্যাব্রিয়েল জানতো। এ ব্যাপারে কোনো প্রমাণ নেই। সঙ্গমটা মাত্র একবারই হয়েছিল। সেক্সটনের অফিসের দরজা বন্ধ অবস্থায়। টেঞ্চের কাছে কিছুই নেই। সে আন্দাজে ঢিল মারছে। গ্যাব্রিয়েল নিজের অবস্থান ফিরে পাবার জন্য চেষ্টা করলো। "আপনি খুব বেশি আন্দাজ করেন মিস টেঞ্চ।"

"কোন্‌টা? তোমার সাথে তাঁর সম্পর্কটার কথা? অথবা তুমি তোমার প্রার্থীকে পরিত্যাগ করবে সেটা?"

"দুটোই।"

টেঞ্চ হেসে উঠে দাঁড়ালো। "তো, একটু প্রমাণ দেয়া যাক, এক্ষুণি। কী বলো?" সে আবার শেল্‌ফের দিকে গিয়ে একটা ফোল্ডার নিয়ে ফিরে এলো। তাতে হোয়াইট হাউজের ট্যাম্প লাগানো আছে। ওটা খুলে ভেতরের জিনিসগুলো গ্যাব্রিয়েলের ডেস্কের সামনে ছড়িয়ে দিলো।

কয়েক ডজন রঙ্গীন ছবির দিকে তাকিয়েই গ্যাব্রিয়েল দেখতে পেলো তার পুরো ক্যারিয়ারটাই চোখের সামনে ধ্বসে পড়েছে যেনো।

৪৬

হ্যাবিস্ফেয়ারের বাইরে কাটাবাটিক ঝড়টা এমনভাবে হিমবাহের ওপর বইছে যা মোটেও টোল্যান্ডের অতি চেনা সমুদ্রের ঝড়ের মতো নয়। সমুদ্রের ঝড় স্রোত আর চাপের সৃষ্টি করে। কাটাবাটিক সেদিক থেকে খুব সহজ – প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস হিমবাহ থেকে ধেয়ে আসে যেনো স্রোত বয়ে চলছে। কাটাবাটিক যদি বিশ নটিক্যাল বেগে আসতো তবে তা একজন নাবিকের জন্য স্বপ্নের মত হত, কিন্তু এখন যেটা বইছে সেটা আশি নটিক্যাল বেগে, খুব সহজেই এটা দুঃস্বপ্নে পরিণত হতে পারে। এমনকি সমতল ভূমিতেও। টোল্যান্ড বুঝতে পারলো সে যদি থামে কিংবা একটু পেছনের দিকে হেলে যায় তবে বাতাস তাকে ফেলে দেবে।

টোল্যান্ড বরফের ঢালু দিয়ে চলছে। বরফের ঢালু খুব অল্পই, সাগরের দিকে গিয়ে মিশেছে। সাগরটা এখান থেকে দু'মাইল দূরে। তার বুটের ধারালো স্পাইক থাকা সত্ত্বেও টোল্যান্ডের মনে হচ্ছে একটু ভুল পদক্ষেপ হলেই বরফ ধ্বসে গড়িয়ে পড়বে সে। নোরা ম্যাঙ্গোরের দুই

মিনিটের 'হিমবাহ বিষয়ক নিরাপত্তা' কোর্সটা এখন খুব বিপজ্জনকভাবেই অপ্রতুল ব'লে মনে হচ্ছে।

পিরানহা বরফ কুড়াল, স্টান্ডার্ড ব্লেড, বাননা ব্লেড, হাতুড়ি এবং এজ নোরা বলেছিলো। তোমাদের মনে রাখতে হবে, কেউ যদি পিছলে যায় তাতে এক হাতের কুড়াল বরফে আঁটকে অন্য হাত দিয়ে ধরবে।

এখন চারটা অবয়ব হিমবাহটার ওপর সোজা চলতে লাগলো, তাদেরকে একে অন্যের সাথে একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে দশ ফুট দূরে দূরে। সবার আগে আছে নোরা, তার পেছনে কর্কি। তারপর রাচেল আর টোল্যান্ড।

যতোই তারা হ্যাবিস্ফেয়ার থেকে দূরে যাচ্ছিলো ততোই টোল্যান্ডের মনে হচ্ছিলো তারা কোনো সুদূরের গ্রহে হেটে চলেছে। ঘন মেঘ আর কুয়াশায় আকাশের চাঁদটা দেখা যাচ্ছে না। কাটাবাটিক ঝড়টা মনে হচ্ছে আরো বেড়ে গেছে। চারদিক গাঢ় অন্ধকার লাগছে। টোল্যান্ড চারপাশটা তাকিয়ে বুঝতে পারলো জায়গাটা খুবই বিপজ্জনক। নাসা প্রধান তাদের দু'জনের বদলে চার জনকে এমন বিপজ্জনক জায়গায় পাঠালো ব'লে টোল্যান্ড খুবই অবাক হলো। কারণ তাদের মধ্যে একজন আবার সিনেটরের কন্যা, অন্যজন এ্যাস্ট্রোফিজিস্ট। টোল্যান্ড রাচেল আর কর্কির ব্যাপারে বেশি সাবধানে আর দায়িত্বপূর্ণ হয়েছে কারণ সে জাহাজের ক্যাপ্টেন হিসেবে এ ধরণের দায়িত্ব পালন ক'রে থাকে।

"আমার পেছনেই থাকো," নোরা চিৎকার ক'রে বললো। তার কণ্ঠটা বাতাসের কারণে বোঝাই গেলো না। "স্লেডটাকে আগে যেতে দাও।"

নোরা একটা এলুমুনিয়ামের স্লেড ব্যবহার করছে যাতে রয়েছে তার কিছু যন্ত্রপাতি। ভারি মালপত্র থাকা সত্ত্বেও স্লেডটা খুব ভালো মতোই সোজাসুজি চলছে।

সামনের দলটার সাথে টোল্যান্ডের দূরত্ব বেড়ে যাওয়াতে সে একটু মাথা উঁচু ক'রে সামনের দিকে তাকালো। *মাত্র পঞ্চাশ গজ দূর।*

"ফিরে আসার ব্যাপারটা নিয়ে কি তুমি মোটেও চিন্তিত নও?" টোল্যান্ড চিৎকার ক'রে বললো। "পেছনে তাকিয়ে হ্যাবিস্ফেয়ারটা একটুও দেখা-" তার কথাটা একটা হিস্ ক'রে শব্দে বাঁধা পড়লো। নোরা একটা ফ্লেয়ার জ্বালিয়েছে। এতে ক'রে দশ মিটার ব্যসের জায়গা আলোকিত হয়ে উঠলো।

"এইসব ফ্লেয়ার এক ঘণ্টার মতো টিকে থাকে-আমাদের ফিরে আসার জন্য যথেষ্ট সময়।" নোরা চিৎকার ক'রে বললো।

এ কথা বলেই নোরা আবার সামনেব দিকে এগোতে লাগলো। হিমবাহের ঢাল বেয়ে নিচের দিকে নেমে চললো সে-আবারো অন্ধকারের মধ্যে।

৪৭

গ্যাব্রিয়েল অ্যাশ ঝড়ের বেগে মারজোরি টেঞ্চের অফিস থেকে বেড়িয়ে যাবার সময় একজন সেক্রেটারির সাথে প্রায় ধাক্কা লাগতে গিয়েছিলো। ঘোরের মধ্যে গ্যাব্রিয়েল কেবল ছবিগুলোই

দেখছিলো – দু'জন মানুষের ছবি – হাত-পা জড়াজড়ি করা। মুখে দু'জনেরই কামোচ্ছ্বাস আর উত্তেজনা।

গ্যাব্রিয়েল ভেবেই পেলো না এই ছবিগুলো তোলা হলো কীভাবে, কিন্তু সে জানে এগুলো একেবারেই সত্যি। মনে হচ্ছে উপর থেকে কোনো গোপন ক্যামেরায় তোলা হয়েছে। *ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করো।* একটা ছবিতে দেখা যাচ্ছে সিনেটরের ডেস্কেই তারা দু'জন সঙ্গম করছে, উপর থেকেই সেটা তোলা। তাদের দেহের চারপাশে অফিসিয়াল কাগজপত্র ছড়িয়ে আছে।

মারজোরি টেঞ্চ ম্যাপরুমের সামনে গ্যাব্রিয়েলের সামনে এসে দাঁড়ালো। টেঞ্চের হাতে ছবির লাল এনভেলপটা ধরা। "তোমার প্রতিক্রিয়া দেখে আমার মনে হচ্ছে তুমি জানো ছবিগুলো বিশ্বাসযোগ্য?" তার ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে খুব আমোদেই আছে। "আমি আশা করছি এগুলোর মতো অন্যান্য ডাটাগুলোও বিশ্বাসযোগ্য, এসব একই উৎস থেকে এসেছে।

সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় গ্যাব্রিয়েলের মনে হলো তার পুরো শরীরটা কাঁপছে। *বের হবার পথটা গেলো কোথায়?*

টেঞ্চের চিকন পা দুটোও সমান তালে গ্যাব্রিয়েলের সাথে ছুটছে। "সিনেটর সেক্সটন বিশ্বের সামনে কসম খেয়ে বলেছেন যে তোমার সাথে তাঁর সম্পর্কটা একেবারেই নিখাদ। সহকারীর সম্পর্ক। টেলিভিশনে বলা তাঁর কথাটা পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হয়েছিলো।" টেঞ্চ একটু পেছন দিকে ইঙ্গিত ক'রে বললো, "আসলে, আমার অফিসে এটার ভিডিও টেপও রয়েছে। তুমি যদি চাও স্মৃতিটা ঝালাই ক'রে নিতে পারো, কেমন?"

গ্যাব্রিয়েলের স্মৃতি ঝালাই করার কোনো দরকার নেই। সংবাদ সম্মেলনটার কথা তার বেশ মনে আছে।

"এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক," টেঞ্চ বললো। তাকে খুব হতাশ মনে হলো না, "যে সিনেটর সেক্সটন আমেরিকানদের সামনে সুন্দর করেই মিথ্যা বলেছেন। জনগণের সত্য জানার অধিকার রয়েছে। তারা সেটা জানবে। আমি এটা ব্যক্তিগতভাবে দেখবো। একমাত্র প্রশ্ন হলো জনগণ কীভাবে এটা জানতে পারবে। আমরা বিশ্বাস করি এটা তোমার কাছ থেকে আসলেই ভালো হয়।"

গ্যাব্রিয়েল হতভম্ব হয়ে গেলো। "আপনি কি সত্যি ভাবছেন আমি আমার নিজের প্রার্থীর বারোটা বাজাবো?"

টেঞ্চের মুখ শক্ত হয়ে গেলো। "আমি তোমাকে একটা সুযোগ দিচ্ছি যাতে অনেকেই বিব্রত হওয়া থেকে বেঁচে যায়। আমার কেবল চাই এ সম্পর্ক নিয়ে স্বীকার করা একটি জবানবন্দীতে তোমার স্বাক্ষর।"

গ্যাব্রিয়েল থেমে গেলো। "কি?"

"অবশ্যই। স্বাক্ষর করা স্বীকারোক্তি পেলে আমরা এ ব্যাপারটা নিয়ে সিনেটরের সঙ্গে একান্তেই মিটমাট ক'রে নেবো, কুৎসিত এই ব্যাপারটা দেশবাসীকে দেখানোর কোনো প্রয়োজন পড়বে না। আমার প্রস্তাবটা খুব সহজঃ একটা স্বীকারোক্তিতে সই করো, এইসব ছবি তাহলে কোনোদিনই আর দিনের মুখ দেখবে না।"

"আপনি একটা স্বীকারোক্তি চান?"

"টেকনিক্যালি, আমার দরকার হবে একটি এফিডেভিটের, কিন্তু আমাদের এখানেই একজন নোটারি রয়েছে যে –"

"আপনি পাগল হয়ে গেছেন।" গ্যাব্রিয়েল আবার হাটতে লাগলো।

টেঞ্চ তার সঙ্গে সঙ্গে হাটতে লাগলো, তাকে এখন খুব বেশি ক্রুদ্ধ মনে হচ্ছে। "সিনেটর সেক্সটন কোনো না কোনোভাবে নিচে নেমে যাবেনই, গ্যাব্রিয়েল, আর আমি তোমাকে সকালে ঘুম থেকে উঠে তোমার নিজের উলঙ্গ নিতম্ব সংবাদপত্রে দেখার হাত থেকে বাঁচার একটি সুযোগ দিচ্ছি মাত্র। প্রেসিডেন্ট একজন মার্জিত মানুষ, তিনি চান না এগুলো প্রকাশিত হোক। তুমি স্বাক্ষরটা দিলেই সব কিছু ভালোমতো হয়ে যাবে।"

"আমাকে কেনা যাবে না।"

"কিন্তু তোমার প্রার্থীকে কেনা যাবে। সে খুব বিপজ্জনক লোক, আর সে আইন ভঙ্গ করেছে।"

"সে আইন ভঙ্গ করেছে? আরে, আপনারাই আরেকজনের অফিসে ঢুকে অবৈধভাবে লুকিয়ে থেকে ছবি তুলেছেন। ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারীর নাম কখনও শুনেছেন?"

"আমরা এগুলো যোগাড় করিনি, অন্য কেউ এগুলো আমাদের সরবরাহ করেছে। তোমাদেরকে কেউ খুব কাছ থেকে দেখছে, মনে রেখো।"

গ্যাব্রিয়েল নিরাপত্তা ডেস্কের সামনে এসে কাগজটা খুলে ডেস্কের উপর রাখলো। টেঞ্চ তার পেছনে পেছনে এসে পড়েছে।

"তোমাকে খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে, মিস অ্যাশ," বের হবার দরজার সামনে আসতেই টেঞ্চ বললো, "হয় তুমি স্বীকার করবে যে সিনেটরের সঙ্গে শুয়েছো, নয়তো আজ রাত আটটার টিভি ভাষণে প্রেসিডেন্ট ব'লে দিতে বাধ্য হবেন।"

গ্যাব্রিয়েল দরজা দিয়ে বরে হয়ে গেলো।

"আমার ডেস্কে, আজ রাত আটটার মধ্যে, গ্যাব্রিয়েল। স্মার্ট হও একটু।" টেঞ্চ তার হাতের ফোল্ডারটা গ্যাব্রিয়েলের দিকে ছুড়ে মারলো। "তোমার কাছে রেখে দাও সুইটি। আমাদের কাছে এরকম অনেক রয়েছে।"

৪৮

ঢালু দিয়ে নামার সময় রাচেল সেক্সটনের ভেতরে একটা শীতল প্রবাহ বয়ে চললো। চারদিক গভীর অন্ধকার। বিক্ষিপ্ত ছবি তার মাথায় ঘুরছে – উল্কাখণ্ড, প্লাংটন এবং নোরা ম্যাঙ্গোরের বরফ-উপাত্তে ভুল ত্রুটি পাওয়া।

এই হিমবাহে প্লাংটন জমে ছিলো।

দশ মিনিট এবং চারটা ফ্লেয়ার জ্বালাবার পরে, রাচেল এবং বাকিরা হ্যাবিস্ফেয়ার থেকে মাত্র ৫০ গজ দূরে যেতে পারলো। হুট ক'রে নোরা থেমে গেলো। "এটাই হলো আমাদের জায়গা," সে বললো।

রাচেল ঘুরে পেছনে তাকিয়ে দেখে হ্যাবিস্ফেয়ারটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। পেছনের ফ্রেয়ারগুলো জ্বলছে, কিন্তু একেবারে পেছনেরটা দেখাও যাচ্ছে না। সেগুলো এক রেখায় সোজা বরাবর রাখা হয়েছে। যেনো কোনো রানওয়ের মত। নোরার দক্ষতা দেখে রাচেল বিমোহিত।

"স্লেডটাকে আগে যেতে দেবার আরেকটা কারণ হলো," নোরা রাচেলের দিকে তাকিয়ে বললো, "পথটা, মানে রানারটা একেবারে সোজা। আমরা এটাকে ছেড়ে দিলে মধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে সেটা সোজাই ছুটবে।"

"ভালো চালাকি," টোল্যান্ড বললো! "আশা করি সামনেই সমুদ্র দেখতে পাবো।"

"*এটাই সমুদ্র*, রাচেল ভাবলো। তাদের নিচে যে সমুদ্রটা আছে সেটার কথা ভাবলো। এক পলকের জন্য সবচাইতে দূরের ফ্রেয়ারটা তার চোখে পড়লো। সেটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। যেনো আলোটা কোনো কিছুর আড়ালে চলে গেছে। একটু বাদেই আলোটা আবার দেখা গেলো। রাচেলের হঠাৎ করেই অস্বস্তি লাগলো। "নোরা, এখানে কি মেরু ভালুক আছে?" সে বললো।

নোরা আরেকটা ফ্রেয়ার জ্বালাচ্ছে, হয় সে কথাটা শোনেনি, নয়তো পাত্তা দিচ্ছে না।

"মেরু ভালুক," টোল্যান্ড বললো, "সিল মাছ খায়। তারা কেবল তখনই মানুষকে আক্রমণ করে যখন তারা তাদের আস্তানায় হামলা চালায়।"

"কিন্তু এটা তো মেরু ভালুকের দেশ, ঠিক না?" রাচেল বললো।

"হ্যা," টোল্যান্ড চিৎকার ক'রে পেছন থেকে বললো, "মেরু ভালুকের নাম থেকেই আসলে আর্কটিক নামটি এসেছে। গৃক ভাষায় *আর্কটোস* মানে ভালুক।"

দারুণ। রাচেল অন্ধকারে তাকিয়ে বললো।

"এন্টার্টিকায় কোনো মেরু ভালুক নেই," টোল্যান্ড বললো। "তাই তারা এটাকে এন্টি আর্কটোস ব'লে ডাকে।"

"ধন্যবাদ, মাইক," রাচেল বললো। "মেরু ভালুক নিয়ে অনেক হয়েছে।"

সে হেসে ফেললো। "ঠিক বলেছো। সরি।"

নোরা শেষ ফ্রেয়ারটা বরফের মধ্যে গেঁথে রাখলো। ফ্রেয়ারের আলোর বৃত্তটার বাইরে পুরো জগৎটি যেনো ঘন-কালো অন্ধকারে ডুবে আছে।

"ঠিক আছে," নোরা চিৎকার ক'রে বললো। "কাজের সময় হয়েছে।"

নোরা স্লেডটার কাছে গিয়ে সেটার ওপর ঢেকে থাকা ত্রিপল-চাদরটা খুলতে লাগলো। রাচেল নোরাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে গেলো।

"যিশু, না!" নোরা চিৎকার ক'রে বললো। "এটা কখনও করবে না!"

রাচেল হতভম্ব হয়ে গেলো।

"ওপরের অংশটা কখনও খুলবে না!" নোরা বললো। "এতে ক'রে উইন্ড-শক্ তৈরি হয়ে যাবে। এই স্লেডটা ছাতা খোলার মতো ফুলে যাবে বাতাসের চোটে!"

রাচেল পিছু হটে গেলো। "আমি দুঃখিত। আমি ..."

নোরা কটমট ক'রে তাকালো। "তুমি এবং মহাশূন্য বালকের এখানে আসা উচিত

হয়নি।"

আমাদের কারোরই আসা উচিত হয়নি, রাচেল ভাবলো।

"শৌখিন মানুষ," নোরা গজগজ ক'রে বললো। কর্কি এবং রাচেলকে এখানে পাঠানোর জন্য অভিশাপ দিলো। এইসব জোকার এখানে কাউকে খুন না ক'রে ছাড়বে না।

"মাইক," সে বললো। "স্লেড থেকে জিপিআর নামাতে আমাকে সাহায্য করো তো।"

টোল্যান্ড স্লেড থেকে গ্রাউন্ড পেনিট্রেটিং রাডারটা বরফের ওপর বসাতে সাহায্য করলো।

"এটা রাডার?" কর্কি জিজ্ঞেস করলো।

নোরা মাথা নেড়ে সায় দিলো। সে যন্ত্রটার পাওয়ার অন করলো। "এই যন্ত্রটা হিমবাহের অভ্যন্তরের ছবি দিতে পারবে। সেটা প্রিন্টও করা যাবে। সমুদ্রের বরফকে এতে ছায়ার মতো দেখাবে।"

নোরা অন্য আরেকটা যন্ত্রে একটা তার লাগালো। "প্রিন্ট করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। কম্পিউটার মনিটর অনেক বেশি ব্যাটারি খেয়ে ফেলে। তাছাড়া রঙটা খুব ভাল না হলেও ছবিটা দেখার মতো চলন সই।"

নোরা কাজে লেগে গেলো। *তারা দেখতে পাবে আমার হিসেবে কোনো ভুল ছিলো না।* নোরা হ্যাবিস্ফেয়ারের দিকে বিশ গজ চলে গেলো। সে পেছনে তাকিয়ে হিমবাহটা দেখলো। তার চোখ অন্ধকারে অভ্যস্ত হতেই কিছুটা ডান দিকে ফ্লেয়ারগুলো দেখতে পেলো। সে ওগুলো ঠিক সোজাসুজিভাবে এক রেখায় স্থাপন করেছে।

টোল্যান্ড জিপিআর যন্ত্রটা ঠিকঠাক ক'রে হাত নাড়লো তার দিকে। "সব সেট করা হয়েছে!"

নোরা ফ্লেয়ারের আলোর দিকে তাকাতেই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো। কিছুক্ষণের জন্য সবচাইতে কাছের ফ্লেয়ারটা অদৃশ্য হয়ে গেলো। নোরা যেই ভাবতে শুরু করলো ফ্লেয়ারটা বুঝি নিভে গেছে, তখনই আবার সেটা আবির্ভূত হলো। নোরা যদি এ ব্যাপারে বেশি অবগত না থাকতো, তবে সে ধরে নিতো কেউ একজন ফ্লেয়ারের সামনে দিয়ে অতিক্রম করেছে। *নিশ্চিতভাবেই এখানে আর কেউ নেই ... যদিনা নাসা প্রধান অপরাধবোধে ভুগে তাদের সাহায্যের জন্য কোনো দলকে পাঠিয়ে থাকে।* যেভাবেই হোক, নোরার সন্দেহ হলো। *হয়তো কিছুই না,* সে ভাবলো। একটা দমকা বাতাস হয়তো ক্ষণিকের জন্য আলোর শিখাটা নিভিয়ে ফেলেছিলো।

নোরা জিপিআর'র দিকে তাকালো। "সব ঠিক করা হয়েছে?"

টোল্যান্ড কাঁধ ঝাঁকালো। "মনে হয়।"

নোরা সেখানে গিয়ে বোতাম চাপলো। একটা তীক্ষ্ণ শব্দ হয়েই থেমে গেলো। "ঠিক আছে," সে বললো। "হয়ে গেছে।"

"এই?" কর্কি বললো।

"সেট-আপ করতেই যতো সময় লাগে, আসলে শট'টা নিতে মাত্র এক সেকেন্ড সময় নেয়।"

স্লেডের মধ্যে রাখা প্রিন্টারটা কাজ করতে শুরু ক'রে দিয়েছে। আস্তে আস্তে একটা মোটা

কাগজ বের হয়ে আসছে সেটা থেকে। নোরা প্রিন্ট শেষ হলে কাগজটা টেনে বের ক'রে নিলো। কাগজটা নিয়ে কাছের একটা হেয়ারের কাছে গেলো সে, যাতে সবাই সেটা দেখতে পায়। *কোনো লবন পানি থাকবে না।*

নোরার কাছে এসে সবাই দাঁড়ালো। সে গভীর একটা নিঃশ্বাস নিয়ে কাগজটার ভাঁজ খুললো। ভয়ে আত্কে উঠলো নোরা।

"হায় ঈশ্বর!" কী দেখছে সেটা সে বিশ্বাসই করতে পারছে না। তার রক্ত জ'মে বরফ হয়ে গেলো। ছবিতে উল্কা উত্তোলনের গর্তটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তার পাশেই রয়েছে আরেকটা জিনিস। "ওহ্ ঈশ্বর ... গর্তটার কাছে একটা মৃতদেহ।" সবাই হতভম্ব হয়ে নিরবে দাঁড়িয়ে রইলো। সংকীর্ণ গর্তটাতে একটা মৃতদেহ ভাসছে। নোরা বুঝতে পারলো মৃতদেহটা কার। জিপিআর মৃতব্যক্তির ভারি কোটটা চিহ্নিত করতে পেরেছে। এটা খুবই পরিচিত। উটের লোমে তৈরি।

"এটাতো...মিংয়ের," চাপা কণ্ঠে বললো। "মনে হচ্ছে, সে অবশ্যই পিছলে প'ড়ে গিয়েছে ..."

কিন্তু নোরা ছবিতে মৃতদেহ ছাড়াও আরেকটি জিনিসও গর্তটার নিচে দেখলো।

উল্কা তোলার গর্তের বরফের নিচে...

নোরা তাকিয়ে রইলো। তার প্রথমে মনে হয়েছিল স্ক্যানে হয়তো ভুলত্রুটি হয়েছে। কিন্তু ভালো ক'রে দেখতেই তার ভেতরে একটা ঝড় বইয়ে গেলো।

কিন্তু ... এটাতো অসম্ভব!

আচম্কাই সত্যটা নেমে এলো যেনো। সে মিংয়ের কথা ভুলেই গেলো।

নোরা এবার বুঝতে পারলো। *গর্তের মধ্যে নোনা জল!* সে বরফের মধ্যে হাটু গেঁড়ে ব'সে পড়লো। তার দম বন্ধ হবার উপক্রম হলো আর হাতটা কাঁপতে লাগলো।

হায় ঈশ্বর ... এটা এমনকি আমার মনেও আসেনি।

তারপর, প্রচণ্ড রাগে সে নাসা'র হ্যাবিস্ফেয়ারের দিকে তাকালো। "বানচোত!" চিৎকার ক'রে বললো সে। "শালার বানচোত!"

অন্ধকারে, মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে, ডেল্টা-ওয়ান তার ওয়াকিটকিটা মুখের কাছে ধ'রে রেখেছে, সে কেবল তার কন্ট্রোলারকে দুটো কথা বললো। "তারা সব জেনে গেছে।"

৪৯

মাইকেল টোল্যান্ড যখন নোরার কম্পিত হাত থেকে প্রিন্ট-আউটটা নিলো তখনও সে হাটু গেঁড়ে বরফের ওপর বসেছিলো। মিংয়ের মৃতদেহটা দেখে টোল্যান্ড কল্পনা করতে লাগলো ঘটনাটা কীভাবে ঘটেছিলো।

উল্কা উত্তোলনের গর্তটা ২০০ ফুট গভীর। সেটার ভেতরে মিংয়ের শরীরটা ভাসছে। টোল্যান্ড আরো একটু নিচে তাকালো। ভিন্ন কিছু আঁচ করলো সে। উত্তোলনের গর্তটার ঠিক

নিচে গভীর কালো সমুদ্র, বরফের একটা কলাম দেখা যাচ্ছে সেখানে, সেটা চ'লে গেছে নিচের সাগরের দিকে। খাড়াখাড়ি কলামটার আকৃতি গর্তটার ঠিক সমান। একই ব্যসের হবে।

"হায় ঈশ্বর!" রাচেল ছবিটা দেখেই চিৎকার ক'রে বললো। "এর মানে উল্কাটা যে গর্তে ছিলো সেটা আসলে সাগরের নিচ পর্যন্ত গিয়েছে!

টোল্যান্ড হতবিহ্বল, কর্কির অবস্থাও সেরকম।

নোরা চিৎকার ক'রে ডাক দিলো, "উল্কাখণ্ডটির শ্যাফটার নিচে কেউ ড্রিল করেছে!" তার চোখে ক্রোধ। "কেউ উদ্দেশ্যপ্রনোদিতভাবে বরফের নিচে পাথরটা ঢুকিয়ে দিয়েছে!"

টোল্যান্ডের মধ্যে যে আদর্শবাদীতা রয়েছে সেটা নোরার কথাটাকে মানতে না চাইলেও তার বিজ্ঞানী মন কিন্তু জানে, নোরাই ঠিক। মিল্‌নে আইস শেলফটা সমুদ্রে ভাসমান। যেহেতু পানির নিচে সব কিছুর ওজনই দারুণভাবে ক'মে যায় তাই ছোট খাটো সাব বা ডুবন্ত যন্ত্র, যা দিয়ে সমুদ্র তলদেশের ছবি তোলা এবং নমুনা সংগ্রহ করা যায়, সেটা দিয়েই বিশাল পাথর খণ্ডটাকে বরফের নিচে স্থাপন করা যেতে পারে। এই ধরণের ডুবন্ত যন্ত্রের থাকে রোবোটিক দুটো হাত। টোল্যান্ডের একজন মানুষবাহী ট্রাইটন নামের সেরকমই একটি যন্ত্র রয়েছে, যা দিয়ে উল্কাখণ্ডটি বরফের নিচে স্থাপন করা যাবে। শুধু তাইনা, নিচ থেকে ফুটো ক'রে পাথর খণ্ডটি উপরের দিকেও স্থাপন করা যাবে, যেমনটি এক্ষেত্রে করা হয়েছে। ডুবন্ত যন্ত্রটি উধাও হয়ে গেলে বাকি সব চিহ্ন মুছে দেবে ধরণী মাতা। প্রকৃতি। বোঝাই যাবে না এটা কৃত্রিমভাবে স্থাপন করা হয়েছে।

"কিন্তু কেন?" রাচেল জানতে চাইলো। "এরকম কাজ কে করতে যাবে? জিপিআর কি ঠিকভাবে কাজ করছে?"

"অবশ্যই, আমি নিশ্চিত ওটা ঠিকভাবেই কাজ করছে। প্রিন্ট-আউটটাও ঠিকই আছে।"

"এটা উন্মাদের কাজ!" কর্কি বললো। "নাসা'র কাছে একটা উল্কাখণ্ড আছে, যাতে রয়েছে বর্হিজীবের ফসিল। তারা কেন এটা কোথায় পাওয়া গেছে এ নিয়ে মাথা ঘামাবে? তারা কেন এটাকে বরফের নিচে লুকিয়ে রেখে সমস্যা পাকাতে যাবে?"

"আরে বাবা, সেটা কে জানে," নোরা পাল্টা জবাব দিলো। "জিপিআর প্রিন্ট আউটটা মিথ্যে তো আর বলছে না। আমাদের সাথে চালাকি করা হয়েছে। উল্কাখণ্ডটি জাঙ্গারসল ফলের কোনো অংশ নয়। এটা সাম্প্রতিক সময়ে এখানে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। গত বছরের মধ্যেই, তানা হলে প্লাংটনগুলো মরে যেতো!" সে যন্ত্রপাতি গুছিয়ে নিতে শুরু করলো। "আমাদেরকে ফিরে গিয়ে কথাটা কাউকে বলতে হবে! প্রেসিডেন্ট ভুল ডাটার ওপর নির্ভর ক'রে নাসা'র জালিয়াত আবিষ্কারটি ঘোষণা দিতে যাচ্ছেন! নাসা তাঁর সাথে চালাকি করেছে!"

"আরে রাখেন তো!" রাচেল জোরে বললো। "নিশ্চিত হবার জন্য আমাদেরকে আরেকটি স্ক্যান করার দরকার। এসবে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কে এটা বিশ্বাস করবে?"

নোরা তার এই প্রস্তাবে সাড়া না দিয়ে হ্যাবিস্ফেয়ারের দিকে রওনা হলো।

"চলো যাই!" নোরা চিৎকার ক'রে বললো।

"আমি জানি না নাসা এখানে কী করেছে? কিন্তু আমরা তাদের ঘুটি হিসেবে ব্যবহৃত হতে চাই না।"

আচম্‌কা নোরা ম্যাঙ্গোরের ঘাড়টা এমনভাবে পেছনের দিকে ঝুঁকে পড়লো যেনো কোনো অদৃশ্য শক্তি তার কপালে সজোড়ে আঘাত করেছে। তীব্র যন্ত্রণায় সে কঁকিয়ে উঠলো। ধপাস ক'রে বরফের ওপর পড়ে গেলো সে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, কর্কি তীব্র চিৎকার ক'রে উঠে ঘুরে দাঁড়ালো, যেনো তার কাঁধটা ঝুঁকে পড়ছে। সেও তীব্র যন্ত্রণায় বরফের ওপর আছড়ে পড়লো।

রাচেল সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু ভুলে গেলো। তার কেবল মনে হলো ছোট্ট একটা মার্বেলের মতো কিছু তার কানের পাশ দিয়ে চলে গেছে, অল্পের জন্য তার মাথাটা লক্ষ্যভেদের শিকার হলো না। সঙ্গে সঙ্গে সে ব'সে গেলো। টোল্যান্ডকেও তার সাথে ব'সে যেতে বললো।

"কী হচ্ছে এখানে?" টোল্যান্ড চিৎকার ক'রে বললো।

রাচেলের প্রথমে মনে হলো জিনিসটা কোনো ছুড়ে মারা পাথরের কণা। কিন্তু জিনিসটার বেগ কমপক্ষে ঘণ্টায় একশ মাইল হবে। অদ্ভুত ব্যাপার হলো মার্বেল আকৃতির বস্তুটা এখন রাচেল এবং টোল্যান্ডকে টার্গেট করছে। তাদের চারপাশে বিদ্ধ হচ্ছে। রাচেল গড়িয়ে গেলো, কাছে কোনো লুকানোর জায়গার আশায়। স্লেডটা কাছেই আছে। টোল্যান্ডও তার সাথে সাথে স্লেডের আড়ালে চলে এলো।

টোল্যান্ড দেখলো নোরা আর কর্কি বরফের উপরে অরক্ষিতভাবে প'ড়ে রয়েছে। "তাদের দঁড়ি ধ'রে টান দাও!" সে বললো। দঁড়ি ধ'রে সে ইতিমধ্যে টানতে শুরু ক'রে দিয়েছে। কিন্তু দঁড়িটা স্লেডের সাথে আঁটকে আছে।

মার্বেল সদৃশ বস্তুটা কর্কি আর নোরাকে বাদ দিয়ে স্লেডের কাছে এসে বিঁধলো, রাচেল আর টোল্যান্ডকে টার্গেট করার জন্য।

রাচেল ভালো ক'রে আড়াল থেকে বস্তুটা দেখে বুঝতে পারলো জিনিসটা আসলে মানুষের তৈরি। মার্বেলের মতো বস্তুটা একটা চেরি ফলের আকারের হবে। স্লেডের ওপর চামড়ার ত্রিপলটাতে তাদের একটা আঘাত করলো। বস্তুটির পৃষ্ঠটা মসৃণ এবং নিখুঁতভাবে আকার দেয়া। সন্দেহাতীতভাবেই এটা মানুষের তৈরি।

মিলিটারি সংস্পর্শে থাকা রাচেল এই ধরণের নতুন প্রযুক্তির সাথে বেশ ভালভাবেই পরিচিত। 'আইএ' অস্ত্র – ইম্প্রোভাইজ এমুনিশন – তুষাড়ের রাইফেল যা তুষাড়কে শক্ত বরফে রূপান্তর ক'রে বুলেট হিসেবে ব্যবহার করে, আবার মরু রাইফেল, বালুকে কাঁচে পরিণত ক'রে বুলেট বানিয়ে থাকে। এমন কি জল কামানও রয়েছে। পানিকে প্রচণ্ড জোড়ে ছুরে মারা হয়, এতে ক'রে পানি আর পানি থাকে না, অনেকটা বুলেটের মতো হয়ে যায়।

ইন্টেলিজেন্স দুনিয়ার লোক হিসেবে রাচেল সবই বুঝতে পারলো; তারা ইউএস স্পেশাল অপারেশন ফোর্সের আক্রমণের শিকার হয়েছে। তাদেরকেই কেবল কিছুদিন আগে এ ধরনের অস্ত্রের ব্যবহারের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

এটি একটি মিলিটারি গোপন অপারেশন, রাচেল সেটাও বুঝতে পারলো। তার মনে হলো : এই আক্রমণ থেকে বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা শূন্যের কাছাকাছি।

এই চিন্তাভাবনাটা আরেকটা আঘাতের শব্দে ছেদ পড়লো। এবার বরফের বুলেটটা স্লেডের একটা অংশে আঘাত করলো। আরেকটা বুলেট এসে লাগলো রাচেলের পেটে। মার্ক–

১০ সুটটা পরার কারণে বেঁচে গেলেও, তার মনে হলো সজোরে কেউ তার পেটে ঘুষি চালিয়েছে। তার চোখ অন্ধকার হয়ে গেলো। মাথা ঘুরতে লাগলো। সে গড়িয়ে পড়তে থাকলে স্লেডের একটা অংশ ধ'রে ভারসাম্য রক্ষা করতে চাইলো। টোল্যান্ড নোরাকে দঁড়ি ধ'রে টানা বাদ দিয়ে রাচেলকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলো। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। রাচেল যন্ত্রপাতি সমেত স্লেডটা নিয়ে ঢালু দিয়ে গড়িয়ে পড়লো। টোল্যান্ড আর রাচেল দু'জনেই গড়িয়ে প'ড়ে গেলো।

"এগুলো ... বুলেট ..." সে অস্ফুট স্বরে বললো। তার বুকের বাতাস যেনো নিঃশ্বেষ হয়ে গেলো ক্ষণিকের জন্য। "পালাও!"

৫০

ওয়াশিংটনের মেট্রো-রেলটা ফেডারেল ট্রায়াঙ্গাল স্টেশন পার হলো, কিন্তু গ্যাব্রিয়েলের কাছে মনে হচ্ছে গতিটা খুবই কম। সে ট্রেনের ভেতরে এক কোণে চুপচাপ ব'সে আছে। ভেতরটা ফাঁকাই বলা চলে। মারজোরি টেঞ্চের লাল এনভেলপটা গ্যাব্রিয়েলের কোলের উপরে প'ড়ে রয়েছে, এটার ওজন তার কাছে দশ টনের মত মনে হচ্ছে।

আমাকে সেক্সটনের সঙ্গে কথা বলতে হবে! ট্রেনটা গতি বাড়িয়ে দিতেই সে ভাবলো। এটার গন্তব্য সেক্সটনের অফিসের দিকে। *এক্ষুণি!*

গ্যাব্রিয়েলের কাছে পুরো ব্যাপারটাই মনে হচ্ছে হেলোুসিনেশনের মতো।

আমাকে বলো এটা ঘটেনি।

সে তার কোলে রাখা এনভেলপের দিকে তাকালো। ওটার ভেতর থেকে একটা ছবি বের ক'রে আনলো সে। ছবিটা তার কাছে অতি চেনা – সিনেটর সেজউইক সেক্সটন তাঁর অফিসে পুরোপুরি নগ্ন, তার মুখটা একেবারে ক্যামেরার দিকে ফেরানো, আর গ্যাব্রিয়েলের নগ্ন দেহটা একটু আলো-আঁধারিতে দেখা যাচ্ছে সিনেটরের পাশেই, শোয়া।

সে একটু কেঁপে উঠলো, ছবিটা এনভেলপের ভেতরে রেখে দিলো।

সবশেষ হয়ে গেছে।

গ্যাব্রিয়েল কী মনে ক'রে যেনো তার সেলফোনটা বের ক'রে সিনেটরের ব্যক্তিগত নাম্বারে ফোন করলো। তাঁর ভয়েস মেইল জবাব দিলো। হতভম্ব হয়ে সে সিনেটরের অফিসে ফোন করলে সেক্রেটারি জবাব দিলো।

"আমি গ্যাব্রিয়েল বলছি। সে কি আছে?"

সেক্রেটারিকে উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে। "তুমি কোথায় ছিলে? তিনি তোমাকে খুঁজছেন!"

"একটা মিটিং-এ ছিলাম, বেশ সময় নিয়েছে তাতে। এক্ষুণি তাঁর সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার।"

"তোমাকে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তিনি ওয়েস্টব্রুকে আছেন।"

ওয়েস্টব্রুকে সিনেটরের একটি বিলাসবহুল এপার্টমেন্ট রয়েছে। সেটা তাঁর ওয়াশিংটনের নিবাস। "সে তো ফোন ধরছে না," গ্যাব্রিয়েল বললো।

"ব্যক্তিগত মিটিংয়ের জন্য তিনি আজ রাতে বুক হয়ে আছেন," সেক্রেটারি মনে করিয়ে

দিলো। "তিনি খুব আগেভাগেই চ'লে গেছেন।"

গ্যাব্রিয়েলের মনে পড়লো। ব্যক্তিগত মিটিং। এসব মিটিংয়ে তিনি মোটেও বিরক্ত করা পছন্দ করেন না। ব্যক্তিগত মিটিং মানে, *কেবল আগুন লাগলেই আমার দরজায় টোকা মেরো,* তিনি প্রায়ই বলেন। তানা হলে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। গ্যাব্রিয়েল জানে এখন সেক্সটনের ঘরে নিশ্চিত আগুন লেগেছে। "আমি চাই তুমি তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ করিয়ে দাও।"

"অসম্ভব।"

"খুবই জরুরি, আসলেই –"

"না, আমি বলতে চাচ্ছিলাম, আক্ষরিক অর্থেই অসম্ভব। তিনি তাঁর পেজারটাও আমার কাছে রেখে গেছেন এবং ব'লে গেছেন আজ রাতে যেনো তাঁকে বিরক্ত না করা হয়।" সে থামলো। "একটু অন্যরকম মনে হচ্ছিলো তাঁকে।"

ধ্যাত্। "ঠিক আছে, তোমাকে ধন্যবাদ।"

গ্যাব্রিয়েল ফোনটা রেখে দিলো।

গ্যাব্রিয়েল চোখ বন্ধ ক'রে ভাবতে লাগলো ছবি আর ডকুমেন্টগুলোর কথা। গ্যাব্রিয়েলের কানে মারজোরি টেঞ্চের ফ্যাস্‌ফ্যাসে কণ্ঠটা আবারো কোনাো গেলো। *সঠিক কাজটি করো। এফিডেফিটে স্বাক্ষর করো। সম্পর্কের কথা স্বীকার করে নাও।*

গ্যাব্রিয়েল ভাবতে লাগলো ছবিগুলো যদি সিনেটর পত্রিকায় দেখে তবে কী ভাববে।

ছবিগুলো পত্রিকায় ছাপা হলেও গ্যাব্রিয়েল যদি সম্পর্কের কথাটা না স্বীকার করে তবে সিনেটর সুন্দর করেই বলবেন এগুলো বানোয়াট, কম্পিউটারে তৈরি করা হয়েছে।

তিনি অস্বীকার করবেন।

হ্যা। তিনি মিথ্যে বলবেন... অসাধারণভাবেই বলবেন।

সেক্সটন পাল্টা অভিযোগ ক'রে বলবেন যে প্রসিডেন্ট স্বয়ং এসব নোংরা কাজ করার আদেশ দিয়েছেন।

হোয়াইট হাউজ কেন প্রকাশ করেনি সেটা বোঝাই যাচ্ছে। এসব ছবি উল্টো হোয়াইট হাউজের বিরুদ্ধেই চলে যাবে। সবাই দুষবে তাদেরকেই।

আচম্‌কাই গ্যাব্রিয়েলের মধ্যে আশার ঝলক দেখা গেলো।

এসব যে সত্যি তা' হোয়াইট হাউজ প্রমাণ করতে পারবে না!

তাকে দিয়ে সম্পর্কের কথাটা স্বীকার করিয়ে নেবার টেঞ্চের প্রস্তাবটা এবার সে ধরতে পারলো। হোয়াইট হাউজের দরকার গ্যাব্রিয়েলকে দিয়ে স্বীকারোক্তি আদায় করার। তানা হলে ছবিগুলো মূল্যহীন হয়ে পড়বে। হঠাৎ করেই সে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠলো।

হয়তো টেঞ্চের বলা ঘুষ গ্রহণের সব কথাই মিথ্যা।

হাজার হোক, গ্যাব্রিয়েল তো দেখেছে ঐ সব ডকুমেন্ট, আর ছবিগুলো। তারপরও এতেও কিছু যায় আসে না – কিছু ব্যাংক ডকুমেন্টের জেরক্স কপি আর কতিপয় নোংরা ছবি। সবগুলোই সম্ভাবনাময় জালিয়াত। টেঞ্চ তাকে কৌশলে এসব দেখিয়ে বোঝাতে চেয়েছে যে সিনেটর একজন খারাপ লোক।

সেক্সটন নির্দোষ, গ্যাব্রিয়েল নিজেকে বললো। সব কিছুই এবার তার কাছে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিলো। তাকে চাপে ফেলে উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায় হোয়াইট হাউজ।

কেবল একটি ব্যাপার বাদে ...

একমাত্র দ্বিধান্বিত ব্যাপার হলো গ্যাব্রিয়েলের কাছে টেঞ্চ নাসা বিরোধী ই-মেইল পাঠাতো। এটা হয়তো এজন্যে যে, এভাবে সেক্সটনকে নাসা-বিরোধী অবস্থানে এনে পুরো ব্যাপারটা তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে। অথবা অন্য কিছু কি?

ই-মেইলগুলো যদি টেঞ্চের কাছ থেকে না এসে থাকে তবে কি হবে?

এটা সম্ভব যে, স্টাফদের মধ্যে একজন এ কাজটা করেছে, টেঞ্চ তাকে ধ'রে ফেলে বরখাস্ত করেছে এবং নিজেই শেষ ই-মেইলটা পাঠিয়েছে গ্যাব্রিয়েলকে মিটিংয়ে ডাকার জন্য। টেঞ্চ হয়তো এমন ভান ক'রে থাকবে যে, সে-ই নাসা-বিরোধী ডাটাগুলো দিয়ে একটা উদ্দেশ্য হাসিল করতে চেয়েছে – গ্যাব্রিয়েলকে ঘুটি হিসেবে ব্যবহার করার জন্য।

ট্রেনটা গন্তব্যেথেমে গেলে সব দরজা খুলে গেলো।

এনভেলপটা হাতে নিয়ে ট্রেন থেকে নেমে তার নতুন গন্তব্যের দিকে গ্যাব্রিয়েল ছুটতে লাগলো।

ওয়েস্টব্রুক এপার্টমেন্টে।

৫১

লড়াই না হয় পালাই।

একজন বায়োলজিস্ট হিসেবে টোল্যান্ড জানে কোনো প্রাণী যখন বিপদের গন্ধ টের পায় তখন তার শরীরবৃত্তীয় কর্মকাণ্ডে বিশাল পরিবর্তন ঘটে। এড্রেনালাইন প্রবাহিত হয় সেরেবাল কর্টেক্সের দিকে। হৃদস্পন্দন বেড়ে যায় আর মস্তিষ্ক একটি পুরনো এবং স্বজ্ঞাপূর্ণ নির্দেশ পাঠায় – হয় যুদ্ধ করো না হয় পালাও।

টোল্যান্ডের স্বজ্ঞা বলছে পালাতে, তারপরও নোরাকে ফেলে রেখে যেতে চাচ্ছে না সে। অবশ্য এখানে পালানোরও কোনো জায়গা নেই। একমাত্র লুকানোর জায়গা হলো দূরের ঐ হ্যাবিস্ফেয়ারটা। তাদের আক্রমণকারী, তারা যে-ই হোক না কেন, হিমবাহের ঢালুর ওপরেই অবস্থান নিয়েছে। এজনে, হ্যাবিস্ফেয়ারে দৌড়ে চ'লে যাওয়াটার কথা বাদ দিতে হচ্ছে। তার পেছনে বিশাল সমতল বরফভূমি দুই মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত, সেদিকে যাওয়া মানে নির্ঘাত লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হওয়া।

বরফের গুলিগুলো অবিরাম বর্ষণ হচ্ছে, সেগুলো লাগছে উল্টে প'ড়ে থাকা যন্ত্রপাতি বোঝাই স্লেডটাতে গিয়ে। টোল্যান্ড সেই অবস্থায়ই গড়িয়ে রাচেলের কাছে চলে এলো। সে যন্ত্রপাতির গাদা থেকে কোনো অস্ত্র আছে কিনা হাতড়ে দেখলো। কোনো ফ্রেয়ার বন্দুক, রেডিও ... যাইহোক।

"পালাও!" রাচেল চিৎকার ক'রে বললো। তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে যেনো।

তারপর, আচমকাই বরফের বুলেট ছোড়া বন্ধ হয়ে গেলো। ঝড়ো বাতাসের মধ্যেও

রাতটা হঠাৎ করেই নিরব-নিথর হয়ে উঠলো ...যেনো ঝড়টা অপ্রত্যাশিতভাবেই গুটিয়ে গেছে।

ঠিক তখনই, স্লেডের আড়াল থেকে টোল্যান্ড সতর্কভাবে চারপাশটা তাকাতেই তার জীবনের সবচাইতে ভীতিকর দৃশ্যটা দেখতে পেলো।

অন্ধকার থেকে আলোর বৃত্তের মধ্যে তিনটি ভূতুরে শরীর আবির্ভূত হলো। নিরবে স্কি ক'রে এসে থামলো সেগুলো। পুরোপুরি সাদা সুট পরা। তাদের হাতে কোনো স্কি-পোল নেই, বরং ধরা আছে বড়সড় রাইফেল যেটাকে বন্দুকের মতো লাগছে না। এরকম জিনিস টোল্যান্ড কখনও দেখেনি। তাদের স্কি-গুলোও অদ্ভুত। অত্যাধুনিক এবং অপেক্ষাকৃত ছোট।

শান্তভাবে, যেনো তারা জেনে গেছে যুদ্ধটাতে বিজয়ী হয়েছে, অচেতন শিকার নোরা ম্যাঙ্গোরের সামনে এসে থামলো তারা। টোল্যান্ড একটু উঠে দাঁড়িয়ে আক্রমণকারীদের দিকে তাকালো। আক্রমণকারীও তাকে দেখে ফেললো অদ্ভুত ইলেক্ট্রনিক চশমা দিয়ে। তাদেরকে এ ব্যাপারে আগ্রহী ব'লে মনে হলো না, অনন্তপক্ষে ক্ষণিকের জন্য হলেও।

ডেল্টা-ওয়ান তার সামনে অচেতন প'ড়ে থাকা মহিলাকে দেখে মোটেই অনুশোচনা বোধ করলো না। সে আদেশ পালন করার জন্য প্রশিক্ষিত, এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্য নয়।

মহিলা কালো থার্মাল সুট প'রে আছে। তার নিঃশ্বাস ছোট হয়ে আসছে। আইএস রাইফেলটার গুলি লেগেছে তার।

এখন কাজ শেষ করার সময় এসেছে।

ডেল্টা-ওয়ান হাঁটু মুড়ে মহিলার পাশে ব'সে গেলো। তার সঙ্গের লোকেরা বাকিদেরকে টার্গেক ক'রে রেখেছে – একজন লক্ষ্য করছে ছোটখাট এক লোককে যে পাশেই প'ড়ে রয়েছে, অন্য জন স্লেডের ওপাশে লুকিয়ে থাকা দু'জনকে কড়া নজরে রেখেছে। যদিও তার লোকেরা খুব সহজেই কাজটা শেষ ক'রে ফেলতে পারে, কিন্তু বাকি তিনজন শিকার একেবারেই নিরস্ত্র আর কোথাও পালাতেও পারবে না তারা। ইচ্ছে করলেই তারা একসাথে সবাইকে খুন করতে পারে, কিন্তু আসল জাদুটা হলো, এমনভাবে তাদেরকে হত্যা করতে হবে যাতে তারা কীভাবে মারা গেছে তার কোনো চিহ্ন না থাকে।

ডেল্টা-ওয়ান মহিলার থার্মাল সুটটার মুখের অংশ খুলে ফেলে মহিলার মুখে এক মুঠো বরফ ঢুকিয়ে দিয়ে মুখ চাপা দিয়ে রাখলো। গলায় বরফ আঁটকে সে তিন মিনিটের মধ্যেই মারা যাবে।

এই কৌশলটা রাশিয়ার মাফিয়ারা আবিষ্কার করেছিলো। এটাকে তারা বলে *বাইলায়া স্মার্ত* – সাদা মৃত্যু। বরফ তার নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে মেরে ফেলবে, মৃত্যুর পর বরফ গলে গেলে কোনো প্রমাণই পাওয়া যাবে না নিহত ব্যক্তি কীভাবে মারা গেছে।

বাকি তিন জনকে পাকড়াও ক'রে একইভাবে হত্যা করা হবে। তারপর ডেল্টা-ওয়ান সবাইকে স্লেডে তুলে দিয়ে সেটা কয়েক শত গজ দূরে ঠেলে দেবে। আর স্লেডের ছুটে চলে যাওয়া দাগগুলো তারা বরফের উপর থেকে মুছে ফেলবে অনায়াসে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তারা বরফে জমে যাবে। মনে হবে তাদের মৃত্যু হয়েছে হাইপো-থার্মিয়াতে মানে তীব্র ঠাণ্ডায়। তাদেরকে যারা খুজে পাবে, তারা তাদের মৃত্যু নিয়ে মোটেই অবাক হবে না।

এই মুহূর্তে ডেল্টা-ওয়ান স্লেডের আড়ালে লুকিয়ে থাকা বাকি দু'জনকে নিয়ে মোটেও চিন্তিত নয়।

মাইকেল টোল্যান্ড এইমাত্র একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হতে দেখলো, তার জীবনেও এমন বীভৎস দৃশ্য সে দেখেনি। লোকটা এবার নোরা ম্যাঙ্গোরকে ফেলে কর্কির কাছে গেলো।

আমাকে কিছু একটা করতেই হবে।

কর্কি উঠে ব'সে গোঙাতে লাগলো। কিন্তু সৈনিকদের একজন তাকে ধাক্কা মেরে বরফে শুইয়ে দিলো। কর্কির হাত দুটোর উপর তারা হাঁটু চেপে ব'সে পড়লে কর্কি তীব্র আর্তনাদ ক'রে উঠলো, কিন্তু সেটা প্রচণ্ড বাতাসে হারিয়ে গেলো।

সুতীব্র আতংকে টোল্যান্ড স্লেডের যন্ত্রপাতিতে কিছু খুঁজে বেড়ালো। *এখানে কিছু না কিছু তো আছেই! একটা অস্ত্র! সেরকম কিছু!* কিন্তু সেরকম কিছুই পেলো না। তার পাশে রাচেল উঠে বসার চেষ্টা করলো। "পালাও ... মাইক ..."

টোল্যান্ড তাকিয়ে দেখে রাচেলের হাতের কব্জির সাথে একটা কুড়াল লাগানো আছে ফিতা দিয়ে। এটা একটা অস্ত্র হতে পারে। টোল্যান্ড ভাবলো এটা দিয়ে তিন জন আক্রমণকারীর সাথে লড়াই করা যাবে কিনা।

আত্মহত্যা।

রাচেল উঠে বসলো। টোল্যান্ড তার পেছনে কী যেনো দেখছে। একটা মোটা-সোটা ভিনাইল ব্যাগ। মনে মনে প্রার্থনা করলো ওটাতে যেনো কোনো ফ্লেয়ার গান অথবা রেডিও থাকে। সে তাকে ডিঙিয়ে ব্যাগটা ছো মেরে নিয়ে নিলো। ভেতরে সে খুঁজে পেলো বিশাল ভাঁজ করা একটা মাইলার কাপড়ের টুকরো। *মূল্যহীন।* এটা এক ধরণের আবহাওয়া বেলুন। এটা বড়জোর একটা কম্পিউটারকে বহন করার মতো শক্তি রাখে, এর বেশি কিছু না। হিলিয়াম ছাড়া নোরার এই বেলুনটা একেবারেই কোনো কাজে আসবে না।

বাঁচার জন্য কর্কির আর্তনাদ আর ধস্তাধস্তিটা শুনছে টোল্যান্ড, কিন্তু নিরুপায় সে, কিছুই করতে পারছে না। একেবারেই অসহায়। টোল্যান্ডের চোখ বেলুনটার পাশে রাখা আরেকটা ব্যাগের দিকে গেলো। তার মাথায় একটা পরিকল্পনা এলো। যদিও তার এমন মোহগ্রস্ততা ছিল না যে, এই পরিকল্পনাটা তাদেরকে এ যাত্রা থেকে উদ্ধার করতে পারবে, তারপরও সে জানে এখানে থাকলে তারা সবাই নিশ্চিত মরবে। সে ভাঁজ করা মাইলারটা ধরল। সেটাতে লেখা আছে সতর্ক বাণী : সাবধান: ১০ নটিক্যালের বেশি বাতাসে এটা ব্যবহার করা যাবে না।

সাবধানের নিকুচি করি! সেটাকে শক্ত ক'রে ধরে টোল্যান্ড রাচেলের পাশে আসলো। রাচেল কিছুই বুঝতে পারছে না, অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। খুব কাছে এসে টোল্যান্ড বললো, "এটা ধরো!"

টোল্যান্ড রাচেলের কাছে ভাঁজ করা কাপড়টা দিয়েই বেলুনের গিটটা খুলে দিলো। তারপরই গড়িয়ে রাচেলকে জড়িয়ে ধরলো।

টোল্যান্ড আর রাচেলের দেহ এক হয়ে গেলো।

নোরা মরে গেছে, টোল্যান্ড নিজেকে বললো। তার জন্য কিছুই করার নেই।

আক্রমণকারীরা এবার জোর ক'রে কর্কির মুখে বরফ ঢুকিয়ে দিতে চাচ্ছে। টোল্যান্ড জানে তাদের সময় শেষ হয়ে আসছে।

টোল্যান্ড রাচেলের কাছ থেকে বেলুনটা নিয়ে শক্ত ক'রে ধরলো। কাপড়টা একেবারে টিসু পেপারের মত্যে পাতলা – একেবারেই নাজুক মনে হচ্ছে। *কিছুই হবে না।* "ধরো।"

"মাইক?" রাচেল বললো, "কি – "

টোল্যান্ড ভাঁজ করা মাইলরটা তাদের মাথার ওপর ছুড়ে মারলো খুলে ফেলার জন্য। প্রচণ্ড বাতাসে সেটা প্যারাসুটের মতো ফুলে ফেঁপে উঠলো।

টোল্যান্ড আসলে কাটাবাটিক ঝড়ের বাতাসকে হালকা ক'রে দেখেছিলো। মুহূর্তের মধ্যেই সে আর রাচেল একটু শূন্যে উঠে গিয়ে আবার নিচে নেমে এলো। একটু বাদেই, টোল্যান্ড টের পেলো কর্কি মারলিনসনের সাথে যে দঁড়িটা বাঁধা ছিলো সেটা তাকে হ্যাচ্‌কা টান দিচ্ছে। বিশ গজ দূরে, তার ভীতসন্ত্রস্ত বন্ধু অবাক হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তিন জন আক্রমণকারীর একজন দঁড়িটার টানে পেছনের দিকে ঝুঁকে পড়লো। কর্কিও যখন টোল্যান্ড আর রাচেলের সঙ্গে সঙ্গে সবেগে ছুটে চলতে লাগলে সে একটা চিৎকার দিলো। দ্বিতীয় দঁড়িটা কর্কির পাশেই ছিলো, সেটা নোরা ম্যাঙ্গোরকে যুক্ত করেছে।

তিনটি মানুষের শরীর হিমবাহের ঢালু দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। বরফের গুলি ছুটে আসতে লাগলো তাদের দিকে, কিন্তু টোল্যান্ড জানে আক্রমণকারীরা সেই সুযোগ হারিয়েছে। তাদের পেছনে সাদা পোশাক পরা সৈনিকেরা অপসৃত হয়ে গেলো।

তাদের সামনে রয়েছে দু'মাইলেরও কম দূরত্ব। মিল্‌নে আইস শেল্‌ফটা শেষে গিয়ে থেমেছে আর্কটিক সাগরে – শেষ প্রান্তটি থেকে ১০০ ফুট.নিচেই সাগর।

৫২

হোয়াইট হাউজের কমিউনিকেশন রুমের দিকে যাবার সময় মারজোরি টেঞ্চ হাসছিল। গ্যাব্রিয়েল এ্যাশের সাথে মিটিংটা ভালই হয়েছে। যাই হোকনা কেন, গ্যাব্রিয়েল ভীত হয়ে এফিডেফিটে স্বাক্ষর করতে চায়নি। কিন্তু চেষ্টাটা দারুণ ছিল।

বেচারী মেয়েটার কোনো ধারণাই নেই সেক্সটনের পতনটা কত জলদি হতে যাচ্ছে।

কয়েক ঘন্টার মধ্যেই প্রেসিডেন্টের সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে, আর সেই সাথে সেক্সটনেরও পতন শুরু হয়ে যাবে। গ্যাব্রিয়েল অ্যাশ যদি সহযোগীতা করত, তবে সেটা সিনেটরের জন্য ধ্বংসাত্মক হত। সকালে টেঞ্চ গ্যাব্রিয়েলের এফিডেভিটটা প্রকাশ করতে পারত, সঙ্গে সেক্সটনের পূর্বের অস্বীকার করা ফুটেজটা সহকারে।

দু-দুটো ঘুষি।

হাজার হোক, রাজনীতি কেবল নির্বাচনে জেতার জন্য নয়। এটা হলো চূড়ান্তভাবে বিজয়ী হওয়ার জন্য।

আদর্শগতভাবে, সিনেটরের প্রচারণা কাজটির ধ্বংস হবে পুরোপুরি – দু'দিক থেকে

আঘাতটা আসবে, রাজনীতি এবং তাঁর নীতির উপরে। এই কৌশলটাকে ওয়াশিংটনে বলা হয় 'হাই-লো' হিসেবে। সামরিক বাহিনীর যুদ্ধকৌশল থেকে এটা চুরি করা হয়েছে – শত্রুকে দুটো ফ্রন্টে যুদ্ধ করতে বাধ্য করা। যখন একজন প্রার্থী তার প্রতিপক্ষ সম্পর্কে কোনো নেতিবাচক তথ্য পায় তখন অপেক্ষা করে দ্বিতীয় কোনো নেতিবাচক তথ্যের জন্য। একসাথে দুটো তথ্য জনসম্মুখে প্রকাশ ক'রে দিতে পারলেই সুবিধা বেশি পাওয়া যায়।

আজ রাতে, সিনেটর সেক্সটন তার সবচাইতে বড় ইসু নাসা বিরোধীতা নিয়ে যারপর নাই বিপাকে পড়বেন। এটা হবে তাঁর রাজনৈতিক দুঃস্বপ্ন।

কমিউনিকেশন রুমের দরজার সামনে আসতেই টেঞ্চের মনটা চাঙ্গা হয়ে উঠল লড়াই করার উত্তেজনায়। *রাজনীতি হলো যুদ্ধ!* সে গভীর একটা নিঃশ্বাস নিয়ে হাত ঘড়িটা দেখলো। ৬টা ১৫ বাজে। প্রথম গুলিটা ছোড়া হবে এখন।

সে ভেতরে ঢুকল।

কমিউনিকেশন অফিসটা ছোটখাট। এটা এ বিশ্বের সবচাইতে কার্যক্ষম গণ যোগাযোগ স্টেশন, যাতে কাজ করে মাত্র পাঁচজন কর্মচারী। এই মুহূর্তে, পাঁচ জনের সবাই মনিটরের সারির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। যেনো সাতারুরা গুলির শব্দের জন্য অপেক্ষা করছে।

তারা প্রস্তুত হয়ে গেছে, টেঞ্চ তাদের উদগ্রীব চোখের দিকে তাকিয়ে ভাবলো।

সে সব সময়ই অবাক হয়ে ভাবে, এই ছোট্ট অফিসটা মাত্র দু'ঘন্টার প্রস্তুতি নিয়ে এই সভ্য দুনিয়ার একতৃতীয়াংশ লোকের কাছে বার্তা পৌছে দিতে পারে। এই পৃথিবীর প্রায় দশ হাজার সংবাদ উৎসের সাথে এই ঘরটার সংযোগ রয়েছে – বিশাল টিভি নেটওয়ার্ক থেকে ছোট্ট শহরের সংবাদপত্র পর্যন্ত – হোয়াইট হাউজ কমিনিউকেশন রুমটা মাত্র একটা বোতাম টিপেই সারা দুনিয়ার কাছে পৌছে যেতে পারে।

একজন জেনারেল যেমন তার সৈন্যবাহিনী ইন্সপেকশনে যায় সেও তেমনি নিরবে ঘরের ভেতরে ঢুকে একটা প্রিন্টার থেকে 'ফ্ল্যাশ রিলিজ'টা বের ক'রে নিলো। এটা এখন লোড করা হয়েছে, যেনো সব বন্দুকে গুলি ভরা হয়েছে।

টেঞ্চ সেটা প'ড়ে নিজের মনেই হেসে উঠল। অন্যসব রিলিজের মত এটা তৈরি করা হয়নি। এটা যেনো কোনো ঘোষণা করার চেয়েও বিজ্ঞাপনের মতই বেশি প্রতীয়মান হচ্ছে। এই লেখাটা খুবই যথার্থ – মূল শব্দটি খুবই সমৃদ্ধ এবং বিষয়বস্তু লঘু। মারাত্মক সংমিশ্রণ এটি।

মারজোরি টেঞ্চ কমিউনিকেশন রুমের চারদিক তাকিয়ে স্টাফদের দিকে চেয়ে প্রসন্ন একটি হাসি দিলো। তাদেরকে খুব উদগ্রীব দেখাচ্ছে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে সে কিছু মুহূর্ত পার করলো। মনে মনে কী যেনো ভেবে নিলো। অবশেষে, সে দাঁত বের ক'রে হাসলো। "আপনারা আপনাদের ইনজিন চালু করেন।"

৫৩

রাচেল সেক্সটনের মনে সব ধরণের যুক্তি বুদ্ধি উবে গেলো। তার মাথা থেকে উল্কাপিণ্ড, জিপিআর প্রিন্ট-আউটটার রহস্যময়তা, মিংয়ের মৃত্যু, ভয়ংকর আক্রমণের কথা, সবই উধাও হয়ে গেলো। কেবল একটি মাত্র ব্যাপারই রয়েছে মাথায়।

বাঁচতে হবে।

তার নিচের বরফগুলো যেনো পিচ্ছিলো একটা মহাসড়ক হয়ে গেছে। তার শরীর অসাড় হবার জন্য নাকি ভারি সুটের জন্য সেটা সে জানে না কিন্তু তার কোনো যন্ত্রণা হচ্ছে না। তার কিছুই অনুভূত হচ্ছে না।

তবুও।

তার পাশেই, শরীরের সাথে শরীর লেগে জড়িয়ে আছে টোল্যান্ড। তাদের থেকে কিছুটা সামনেই, বেলুনটা মাটি ঘেষেই বাতাসে ফুলে ওঠে প্যারাসুটের মতো তাদেরকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কর্কি তাদের পেছনে পেছনে আসছে। তাদেরকে যেখানে আক্রমণ করা হয়েছিলো সেই জায়গার ফ্লেয়ারগুলো একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে। তাদের নাইলনের সুট বরফের সাথে ঘষা লেগে হিস্‌হিস্‌ ক'রে শব্দ করছে। রাচেলের কোনো ধারণাই নেই কতো দ্রুতবেগে তারা ছুটে চলেছে। কিন্তু বাতাসটা কমপক্ষে ঘন্টায় ষাট মাইল বেগে চলছে, আর তাদের নিচের বরফের যে রানওয়ে, সেটা এতোটাই পিচ্ছিলো যে প্রতি সেকেন্ডেই গতিটা বেড়ে যাচ্ছে। মাইলার বেলুনটা, মনে হচ্ছে ছিড়ে যাবার কিংবা ফেঁটে যাবার কোনো ইচ্ছাই সেটার নেই।

আমাদেরকে বেলুন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে, রাচেল ভাবলো। তারা মারাত্মক গতিতে ছুটে যাচ্ছে এখন – সরাসরি সমুদ্রের দিকে। সমুদ্রটা এখান থেকে এক মাইলেরও কম দূরে রয়েছে! বরফের পানি তার ভীতিকর স্মৃতিটা জাগিয়ে তুললো আবার।

বাতাস জোরে বইতে লাগলে তারাও দ্রুত ছুটতে শুরু করলো। তাদের একটু পেছনেই কর্কি তীব্র একটা আতংকে চিৎকার ক'রে উঠল। এই গতিতে ছুটতে থাকলে রাচেল জানে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা হিমবাহের শেষ প্রান্তে এসে ছিটকে পড়বে এক'শ ফুট নিচে হিমশীতল সমুদ্রে।

টোল্যান্ডও মনে হলো একই কথা ভাবছে। সে বেলুনটা থেকে তাদের শরীরের যে সংযোগ দঁড়ি রয়েছে সেটা খুলে ফেলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলো।

"আমি এটা খুলতে পারছি না!" সে জোরে বললো। "খুব শক্ত ক'রে লাগানো আছে!"

রাচেল কিছুক্ষণের জন্য আশা করেছিল বাতাসে হয়তো দঁড়িটা ছিড়ে যাবে। কিন্তু

কাটাবাটিক ঝড় বিরামহীনভাবেই তাদেরকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, দড়িটাও ছিড়ছে না। টোল্যান্ডকে সাহায্য করার জন্য রাচেল তার শরীর একটু গড়িয়ে পায়ের জুতোর ধাঁরালো স্পাইক বরফে গেঁথে দিলো, এতে ক'রে তাদের গতি কিছুটা কমে গেলো।

"এখন।" সে চিৎকার ক'রে বললো, পা-টা উঠিয়ে ফেললো।

কিছুক্ষণের জন্য বেলুনের দঁড়িটা আলগা হয়ে গেলে এই সুযোগে টোল্যান্ড একটু ঝুঁকে দড়িটার সংযোগ ক্লিপ খুলে ফেলার চেষ্টা করলো। কিন্তু তার ধারে কাছেও যেতে পারলো না সে।

"আবার কর!" সে চেঁচিয়ে বললো।

এবার তারা দু'জনেই নিজেদের পায়ের ধারালো স্পাইক ব্যবহার করলো বরফের উপরে। তাতে ক'রে গতি একটু বেশি করেই কমে গেলো।

"এখনই!"

টোল্যান্ডের এই কথার সাথে তারা দু'জনেই এক সঙ্গে পা উঠিয়ে ফেলতেই, হেচ্‌কা টানে বেলুনের একটু কাছে চ'লে গেলো। এবার টোল্যান্ড বেলুনের ক্লিপটা ধরতে পারলো। ক্লিপটা খুলে ফেলার চেষ্টা করলো সে। খুব কাছে আসা সত্ত্বেও আরেকটু আলগা করার দরকার হলো। এসব ক্লিপ এমনই যে, বেশি টান পড়লে সেগুলো খোলা যায় না, বরং আরো শক্ত ক'রে লেগে থাকে। আলগা না করলে খোলাই মুশকিল।

শালার সেফটি ক্লিপের জন্যই বুঝি মরতে হবে! রাচেল ভাবলো।

"আরেকবার করো!" টোল্যান্ড বললো।

নিজের সমস্ত শক্তি আর আশা এক ক'রে রাচেল যতটুকু সম্ভব নিজের শরীরটা বেঁকিয়ে দু'পা দিয়ে বরফে আঘাত করলো যাতে জুতোর স্পাইকগুলো আঁটকে যায়। পায়ের গোড়ালীর ওপর ভর দিয়ে সে উঠে দাঁড়াতে চাইলো। টোল্যান্ডও তার মতো করলো। রাচেলের মনে হলো তার গোড়ালী বুঝি ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে।

"রাখো... রাখো ..." তাদের গতি কমতেই টোল্যান্ড জোকার ক্লিপটা খুলে ফেললো। "হয়ে গেছে ..."

রাচেল আচম্‌কা একটা ধাক্কা খেলো। বেলুনটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লে রাচেল আর টোল্যান্ডও সঙ্গে সঙ্গে একপাশে ঝুঁকে পড়লো, এর ফলে টোল্যান্ডের হাত থেকে ক্লিপটা ছুটে গেলো।

"ধ্যাত্‌!"

মাইলার বেলুনটা যেনো রেগে গেছে, তার গতি আরো বেড়েছে, তাদেরকে টেনে হিঁচ্‌ড়ে হিমবাহ থেকে সমুদ্রের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। রাচেল জানে হিমবাহের শেষ মাথায় তারা খুব জলদিই পৌঁছে যাবে। এখন যদি থামতে না পারে তবে তারা শত ফুট উঁচু থেকে বিপজ্জনক সমুদ্রে গিয়ে পড়বে। আর্কটিক সাগরে। তাদের পথের সামনে তিনটি বরফের ঢিবি দাঁড়িয়ে আছে। মোটা প্যাডের মার্ক-দশ সুট পরা সত্ত্বেও এরকম গতিতে বরফের খাড়া ঢিবির সাথে সংঘর্ষ হলে ভয়ংকর ব্যাপার হবে।

রাচেল চেষ্টা করলো বেলুন থেকে নিজেদেরকে ছাড়িয়ে নিতে। ঠিক তখনই সে একটা

ভয়ের চোটে তার কোমরের বেল্টের সাথে লাগানো কুড়ালটার কথা রাচেল ভুলেই গিয়েছিলো। বেলুনটার সাথে তারা যে দড়িটা দিয়ে বাঁধা সেটা পাতলা নাইলনের। রাচেল বুঝতে পারলো উপায় একটা পাওয়া গেছে। কুড়ালটা নিয়ে রাচেল দঁড়িটা কাটতে চেষ্টা করলো।

"হ্যা!" টোল্যান্ড চিৎকার ক'রে বললো। নিজের কুড়ালটা কোমর থেকে নেবার চেষ্টা করলো।

দু'এক কোঁপেই তারা দু'জনে দঁড়িটা কেটে ফেলতে সক্ষম হলো। দঁড়িগুলো শূন্যে উড়ে গেলো যেনো।

আমরা পেরেছি, রাচেল ভাবলো।

সে তাকিয়ে দেখলো সামনেই ঢিবিটা।

এসে গেছে।

সাদা দেয়ালের মতো খাঁড়া ঢিবিটার সঙ্গে তাদের প্রচণ্ডজোরে ধাক্কা লাগলো। রাচেলের পেট আর পিঠের একপাশে আঘাত লাগলো। আঘাতের চোটে হাতের কুড়ালটা ছিটকে প'ড়ে গেলো। ঢিবিটা বরফের, তাই ওটা ভেঙে তারা দু'জনেই সামনের দিকে ছিটকে পড়লো। কিন্তু তাদের সামনে আরো দুটো ঢিবি রয়েছে। তারপরই শেষ প্রান্ত – নিচে সমুদ্র।

পেছনে কর্কির তীব্র আর্তনাদে রাচেলের কানে তালা লাগবার যোগাড় হলো। তাদের পেছনে একটা বরফের ঢিবি গড়িয়ে তাদের ওপরেই পড়তে যাচ্ছে।

রাচেল তাকিয়ে দেখলো বরফের ধ্বস তার দিকেই তেড়ে আসছে। বরফের গুঁড়ো মানুষের শরীর সব একাকার হয়ে গেলো। বরফ ধ্বসে গিয়ে তাদের ওপর আছড়ে পড়লো। সেই অবস্থায়ই পরবর্তী ঢিবিটার সাথে আঘাত যাতে না লাগে, রাচেল তার হাত-পা ছড়িয়ে দিলো, যাতে গতি একটু ক'মে গিয়ে আঘাতটা লাগে। কিন্তু সামনের ঢিবিটাতে আঘাত লাগার সময় ওটা সহ তারা শেষ প্রান্তের দিকে গিয়ে পড়লো। ঢিবিটা ধ্বসে গেছে। আর মাত্র আশি ফুট বাকি আছে মিল্‌নে হিমবাহের।

যতোই তারা শেষ প্রান্তের দিকে যেতে লাগলো রাচেলের মনে হলো তারা নিচের দিকেই আস্তে আস্তে প'ড়ে যাচ্ছে। সে জানে খুব বেশি দেরি হয়ে গেছে। হিমবাহের শেষপ্রান্তটি যেনো তাদের দিকে ধেয়ে আসছে। রাচেল অসহায়ের মতো একটা আর্তনাদ ক'রে উঠলো।

তারপরই সেটা ঘটলো।

তাদের নিচের বরফের জমিনটা স'রে গেলো। শেষ যে জিনিসটা রাচেলের মনে আছে, তা হলো, তারা নিচে প'ড়ে যাচ্ছে।

৫৪

ওয়েস্ট ব্রুক এপার্টমেন্টটা ২২০১ এন স্ট্রটে অবস্থিত। গ্যাব্রিয়েল দ্রুত রিভলভিং দরজাটা ঠেলে লবিতে প্রবেশ করলো। সেখানে একটা কৃত্রিম ঝরণা রয়েছে।

ডেস্কে বসা প্রহরী তাকে দেখে খুবই অবাক হলো। "মিস অ্যাশ? আমি জানতাম না আজ রাতে আপনি আসবেন।"

"আমার একটু দেরি হয়ে গেছে।" গ্যাব্রিয়েল খুব দ্রুত ব'লে ছুটতে লাগলো। মাথার ওপরে একটা ঘড়ির দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে দেখে নিলো সময়টা। ৬টা ২২ মিনিট।

প্রহরী মাথা ঝাকিয়ে বললো, "সিনেটর আমাকে একটা তালিকা দিয়েছেন, সেখানে কিন্তু আপনার নামটি –"

"তাঁরা সব সময়ই সেই সব লোকদের কথা ভুলে যায় যারা তাদেরকে সাহায্য ক'রে থাকে।" সে তার দিকে চেয়ে মুচকি হেসে লিফটের দিকে ছুটে গেলো।

এবার প্রহরী একটু অস্বস্তি বোধ করলো। "ভালো হয় আমি তাঁকে ফোন ক'রে দেখি।"

"ধন্যবাদ," গ্যাব্রিয়েল লিফটের ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বললো। *বোকা, সিনেটরের ফোনটা বন্ধ আছে।*

দশ তলায় উঠেই গ্যাব্রিয়েল অভিজাত হলোওয়ে দিয়ে দ্রুত ছুটতে লাগলো। সিনেটরের দরজার সামনে সে দেখতে পেলো মোটাসোটা গার্ডকে – বিশাল দেহরক্ষী – ব'সে আছে। তাকে খুব বিরক্ত মনে হচ্ছে। গার্ড তাকে দেখেই উঠে দাঁড়ালো।

"আমি জানি," গ্যাব্রিয়েল বললো। "এটা ব্যক্তিগত মিটিংয়ের সময়। সে চায় না কেউ তাঁকে বিরক্ত করুক।"

গার্ড দরজাটার সামনে এসে বাঁধা দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। "তিনি ব্যক্তিগত একটা মিটিংএ আছেন।"

"সত্যি?" গ্যাব্রিয়েল লাল রঙের এনভেলপটা বের করে হোয়াইট হাউজের সিলটা তুলে ধরলো লোকটার চোখের সামনে। "আমি এইমাত্র ওভাল অফিস থেকে এসেছি। এই খবরটা সিনেটরকে এখনই দেয়া দরকার। তার যতো পুরনো দোস্তই আজকের আড্ডায় থাকুক না কেন, কয়েক মিনিটের জন্য তাকে আমার সময় দিতেই হবে। এখন, আমাকে যেতে দাও।"

এটা আমাকে খুলতে বল না যেনো, গ্যাব্রিয়েল ভাবলো।

"ফোল্ডারটা রেখে যান," সে বললো। "আমি তাঁকে এটা দিয়ে দেবো।"

"আরে বলো কী। হোয়াইট হাউজের সরাসরি নির্দেশ রয়েছে এটা তাঁর হাতে দিতে হবে। তাঁর সঙ্গে যদি এখনই আমি কথা বলতে না পারি, তবে আগামীকাল আমাদের সবাইকে নতুন চাকরি খুঁজতে হবে। তুমি বুঝেছো?"

গার্ড দ্বিধাগ্রস্ত হলো ব'লে মনে হলো। গ্যাব্রিয়েল আঁচ করতে পারলো সিনেটর তাকে কতো কড়াকরিভাবে নির্দেশটা দিয়েছেন। গ্যাব্রিয়েল গার্ডের কানের কাছে এসে নিচু স্বরে মাত্র ছয়টি শব্দ বললো, যা ওয়াশিংটনের সব সিকিউরিটিদের কাছেই ভীতিকর একটি কথা।

"তুমি পরিস্থিতিটা ঠিক মতো বুঝতে পারছো না।" রাজনীতিকদের নিরাপত্তা রক্ষীরা কখনই পরিস্থিতি বুঝতে পারে না। তারা এটাকে ঘৃণা করে। তারা বন্দুক-পিস্তল নিয়ে নিরাপত্তা দিয়ে থাকে, এসব বোঝারও কোনো দরকার নেই তাদের।

গার্ড হোয়াইট হাউজের সিলটার দিকে আবারো তাকিয়ে একটা ঢোক গিললো। "ঠিক আছে, আমি সিনেটরকে বলবো আপনি ভেতরে আসতে চাচ্ছিলেন।"

সে দরজাটা খুলতেই গ্যাব্রিয়েল তাকে ধাক্কা মেরে ভেতরে ঢুকে গেলো। এপার্টমেন্টের ভেতরে ঢুকেই গ্যাব্রিয়েল দরজাটা লাগিয়ে দিলো।

ফয়ার'র কাছে আসতেই হলঘর থেকে ভেসে আসা সিনেটরের কথাবার্তার শব্দ পাওয়া গেলো – পুরুষ মানুষের কণ্ঠস্বর। গ্যাব্রিয়েল এপার্টমেন্টের আরো ভেতরে যেতেই দেখতে পেলো ক্লোসেটে আধ ডজন দামি কোট ঝোলানো আর কয়েকটি বৃফকেসও ফ্লোরে রাখা। একটা বৃফকেসের দিকে গ্যাব্রিয়েলের চোখ আঁটকে গেলো। সেটাতে বিখ্যাত একটি কোম্পানির লোগো লাগানো আছে। লাল রঙের একটা রকেটের ছবি।

সে থেমে গিয়ে হাটু গেঁড়ে সেটা প'ড়ে নিলো।

স্পেস আমেরিকা, ইনকর্পোরেশন।

হতভম্ব হয়ে সে অন্য বৃফকেসগুলোও ভালো ক'রে দেখলো।

বিইএল অ্যারো স্পেস। মাইক্রোকসমস, ইনকর্পোরেশন। বোটারি রকেট কোম্পানি। কাইস্টলার এ্যারোস্পেস।

মারজোরি টেঞ্চের রুক্ষ্ম কণ্ঠস্বরটা প্রতিধ্বনিত। *তুমি কি জানো, সেক্সটন প্রাইভেট এ্যারোস্পেস কোম্পানি থেকে ঘুষ নিয়েছে?*

গ্যাব্রিয়েলের নাড়ি স্পন্দন বেড়ে গেলো। সে জানে তার এখন ডাক দেয়ার দরকার, উপস্থিতিটা জানানোর জন্য কিন্তু তারপরও সে নিঃশব্দে এগিয়ে গেলো। সে একেবারে নিরবে একটা ছায়া ঢাকা জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো ... কথাবার্তাগুলো শুনতে লাগলো চুপিচুপি।

৫৫

ডেল্টা-থৃ যখন নোরা ম্যাঙ্গোরের মৃতদেহ এবং স্লেডটা জড়ো করছিলো তখন বাকি দু'জন সৈনিক হিমবাহ দিয়ে সবেগে নেমে গেলো তাদের শিকারদের ধাওয়া করার জন্য।

তাদের পায়ে লাগানো আছে ইলেক্ট্রো স্ট্রিড পাওয়ার স্কি। এটা এক ধরনের তুষাড় গাড়ির মতো। যা পায়ে পরা হয়। পায়ের বুড়ো আঙুলের চাপে এর গতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। শক্তিশালী জেল ব্যাটারিতে এটা চলে।

ডেল্টা-ওয়ান একটু হাটু মুড়ে সামনের দিকে ভালো ক'রে তাকালো। মেরিনদের ব্যবহার করা প্যাট্রিয়ট মডেলের চেয়ে তাদের ব্যবহার করা নাইট-ভিশনটা অনেক বেশি আধুনিক। এটা দিয়ে কেবল রাতেই দেখা যায় না, বরং বহু দূরের বস্তুকেও দেখা যায়। এই জিনিস দিয়ে চার পাশের দৃশ্যগুলো হাল্কা সবুজ রঙের আভায় দেখা যায়।

প্রথম টিবিটার দিকে পৌছতেই, ডেল্টা-ওয়ান দেখতে পেলো তুষাড়ের মধ্যে মানুষের টেনে হিচড়ে যাওয়ার ছাপ। চারপাশটা দেখে তার মনে হলো ঐ তিন জন অবশ্যই নিচের সমুদ্রে প'ড়ে গেছে। এছাড়া আর কোনো সম্ভাবনা নেই। ডেল্টা-ওয়ান জানে তার শিকারদের প'রে থাকা সুরক্ষাকারী সুটের কারণে তারা অন্য কারোর চেয়ে অনেক বেশি সময় এই বরফের সমুদ্রে বেঁচে থাকবে। কিন্তু প্রবল স্রোত তাদেরকে টেনে নিয়ে যাবে বহু দূরে। ডুবে যাওয়াটা

কোনোভাবেই এড়ানো যাবে না।

তার আত্মবিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও, ডেল্টা-ওয়ান কখনও অনুমাণ করার জন্য প্রশিক্ষিত হয়নি। তার দরকার মৃতদেহগুলো দেখার। সে আরো জোরে ছুটতে লাগলো সামনের দিকে। ঢিবিটা অনায়াসেই ডিঙিয়ে গেলো সে।

মাইকেল টোল্যান্ড নিশ্চল প'ড়ে রয়েছে, দুমড়ে-মুচড়ে গেছে তার শরীরটা। কিন্তু সে টের পেলো তার কোনো হাড় ভাঙেনি। মার্ক-দশ সুটের ভেতরে থাকা জেলের জন্য যে আঘাতের হাত থেকে সে বেঁচে গেছে সে সম্পর্কে তার খুব কমই সন্দেহ রইলো। চোখ খুলতেই তার চিন্তাভাবনাসমূহ ধাতস্থ হতে শুরু করলো। এখানে সব কিছুই নরম মনে হচ্ছে ... চুপচাপও। বাতাসটা এখনও গর্জন করছে, কিন্তু ভয়ংকর ভাবটা আগের চেয়ে কম।

আমরা শেষপ্রান্ত অতিক্রম ক'রে ফেলেছি – তাই নয় কি?

ভালো ক'রে খেয়াল করতেই টোল্যান্ড বুঝতে পারলো সে বরফের ওপর শুয়ে আছে। তার নিচে রাচেল সেক্সটন চাপা প'ড়ে রয়েছে। সে তার নিঃশ্বাসটা টের পেলো। কিন্তু সে রাচেলের মুখটা দেখতে পারছে না। তার ওপর থেকে গড়িয়ে নেমে গেলো সে, তার মাংসপেশীগুলো যেনো অসাড় হয়ে গেছে।

"রাচেল ...?" টোল্যান্ড নিশ্চিত হতে পারলো না তার ঠোঁটটা কোনো শব্দ তৈরি করতে পারছে কিনা।

টোল্যান্ডের মনে প'ড়ে গেলো প'ড়ে যাবার আগ মুহুর্তের কথাটি। বরফ পিছ্লে তারা তিন জন নিচে প'ড়ে গেলো, কিন্তু তাদের পতিত হবার সময়টা অদ্ভুতভাবেই সংক্ষিপ্ত ছিল। তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী তারা সমুদ্রে না প'ড়ে পড়লো মাত্র দশ ফুট নিচের আরেকখণ্ড বরফের উপর। কর্কি প'ড়ে আছে তার পায়ের কাছেই।

এবার, মাথাটা একটু তুলে টোল্যান্ড সমুদ্রের দিকে তাকালো। খুব বেশি দূরে নয়, শান্ত ভাবে, যেনো তারা জেনে গেছে যুদ্ধটাতে বিজয়ী হয়েছে, অচেতন শিকার নোরা ম্যাঙ্গোরের সামনে এসে থামলো তারা। টোল্যান্ড একটু উঠে দাঁড়িয়ে আক্রমণকারীদের দিকে তাকালো। আক্রমণকারীও তাকে দেখে ফেললো অদ্ভুত ইলেক্ট্রনিক চশমা দিয়ে। তাদেরকে এ ব্যাপারে আগ্রহী ব'লে মনে হলো না, অন্ততপক্ষে ক্ষণিকের জন্য হলেও।

শেষ ধাপটির নিচে ছোট্ট একটা ধাপ রয়েছে, দশ ফুট নিচেই। সৌভাগ্যবশত তারা সেখানেই পড়েছে। এই অংশটা সমতল, একটা হকি খেলার মাঠের আয়তনের মতো। এটার কিছু অংশ ধ্বসে পড়েছে সমুদ্রে, আর বাকি অংশটাও যেকোন সময়ে সমুদ্রে পড়ে যেতে পারে।

টোল্যান্ড বরফের সমতল অংশটার দিকে তাকালো। এর তিন দিকেই রয়েছে সমুদ্র।

যেনো এটা হিমবাহের একটি বেলকনি। এটার একটা প্রান্তই হিমবাহের সাথে সংযুক্ত হয়ে আছে। টোল্যান্ড দেখতে পেলো হিমবাহের সাথে সংযোগের স্থানটি আর যাইহোক স্থায়ী নয়, মজবুতও নয়।

টোল্যান্ড উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলো, কিন্তু তার সাথে এখনও রাচেলের দড়ি দিয়ে বাধা আছে। সে দঁড়িটা খুলে ফেললো।

রাচেল উঠে বসতে চেষ্টা করলো। তাকে খুব দুর্বল দেখাচ্ছে। "আমরা এখানে ... প'ড়ে যাইনি?" তার চোখে বিস্ময়।

"আমরা বরফের একটু নিচের ব্লকে পড়েছি," টোল্যান্ড বললো। "কর্কিকে আমার সাহায্য করতে হবে।"

প্রচণ্ড যন্ত্রণায় টোল্যান্ড দাঁড়াবার চেষ্টা করলো, কিন্তু পায়ে শক্তি পেলো না। সে দঁড়িটা ধ'রে টান দিতেই কর্কি তার দিকে সরে এলো। বার কয়েক এভাবে টানার পর কর্কি তাদের কাছে এসে পড়লো। সে ছিলো একেবারে শেষপ্রান্তে। সমুদ্রে যাতে গড়িয়ে না প'ড়ে যায়, তাই তাকে টেনে আনা হলো একটু নিরাপদে।

কর্কি মারলিনসনকে বিধ্বস্ত দেখালো। তার গগল্‌সটা হারিয়ে গেছে। ঠোঁটের কাছে একটু কেটেও গেছে তার। নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। কর্কি একটু উঠে ব'সে টোল্যান্ডের দিকে রেগেমেগে তাকালো।

"যিশু," সে আর্তনাদ করলো। "এসবের মানে কি?"

টোল্যান্ড একটু স্বস্তি পেলো।

রাচেল উঠে ব'সে চোখ কচলাচ্ছে এখন। সে চারপাশটা তাকিয়ে দেখলো। "এখান থেকে আমাদেরকে স'রে পড়তে হবে। এই বরফের অংশটা পড়ে যাবে।"

টোল্যান্ডও একমত হলো। একমাত্র প্রশ্ন হলো কখন পড়বে।

সমস্যা সমাধান করার কোনো সুযোগই তারা পেলো না। একটা যন্ত্রের শব্দ হিমবাহের ওপর থেকে ভেসে এলো। টোল্যান্ড উপরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলো সাদা পোশাক পরা স্কি চালিয়ে দু'জন লোক ওখানে এসে থেমেছে। দু'জনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলো, যেনো কোনো শিকার খুন করার আগে শেষবারের মতো দেখে নিচ্ছে।

ডেল্টা-ওয়ান তার তিন জন শিকারকে জীবিত দেখে অবাকই হলো। যদিও সে বুঝতে পারলো তাদের এ অবস্থাটা খুবই সাময়িক। তারা হিমবাহের শেষপ্রান্তের দশ ফুট নিচে একটা ছোট অংশের ওপর পড়েছে। সেটা যেকোন সময়েই ভেঙে নিচে প'ড়ে যাবে। এদেরকে এখনই হত্যা করা যেতে পারে, কিন্তু তার চেয়ে খুব বেশি সুন্দর হবে অন্যভাবে কাজটা করতে পারলে। এমন একটি পথে, যাতে ক'রে কোনো মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ডেল্টা-ওয়ান আবারো তাকালো নিচের দিকে। যেকোনদিন নিচের ধাপটা ধ্বসে পড়বে গহীন আর বন্য সমুদ্রে।

তাহলে এখন নয় কেন...

এখানে কিছুক্ষণ পর পরই বিশাল বিশাল বরফ খণ্ড ধ্বসে পড়ে সমুদ্র। তাহলে এ রকম শব্দ কে আর খেয়াল করবে আলাদা ক'রে?

খুন করার আগে তার যেরকম অদ্ভুত উত্তেজনা লাগে, সেরকমই লাগছে এখন। ডেল্টা-ওয়ান তার পকেট থেকে একটা লেবু-আকৃতির বস্তু বের করলো। এটা হলো এক ধরণের নিরীহ গ্রেনেড। নিরীহ এজন্যে যে, এটাতে কেবল তীব্র আলো আর প্রচণ্ড শক্তির ওয়েভ তৈরি

হয়, শত্রুকে ক্ষণিকের জন্য হতবিহ্বল করার জন্য। আজ অবশ্য, জিনিসটা নিরীহ থাকবে না। এটা হবে ভয়ংকর।

সে নিচের দিকে তাকিয়ে একটু দেখে নিলো। তারপর ডেল্টা-ওয়ান গ্রেনেডে দশ সেকেন্ডের সময় ঠিক ক'রে দিয়ে সেটার সেফটি পিন খুলে নিচে ছুড়ে মারলো।

তারপর ডেল্টা-ওয়ান এবং তার সঙ্গী দৌড়ে গিয়ে একটা টিবির আড়ালে লুকিয়ে পড়লো।

এমন বিধ্বস্ত মানসিক অবস্থায় থাকার পরও রাচেল সেক্সটন ঠিকই বুঝতে পারলো আক্রমণকারীরা কি ছুড়ে মেরেছে এখানে। মাইকেল টোল্যান্ড বুঝতে পেরেছে কিনা সেটা রাচেল বুঝতে পারলো না, কিন্তু সে তাঁর চোখে বিপদের আভাটা টের পেলো।

যেনো তীব্র একটা আলোতে রাচেলের পায়ের নিচের বরফটা প্রচণ্ড আলোতে জ্বলে উঠলো। তাদের চার পাশে একশ গজের মত বৃত্তে তীব্র আলোয় আলোকিত হয়ে উঠলো। এরপরই কান ফাটা শক-ওয়েভ ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে।

সঙ্গে সঙ্গে তারা যে বরফের টুকরোটার ওপরে আছে সেটা কেঁপে ওঠে মটমট ক'রে শব্দ হতে লাগলো। কোনো কিছু যেনো ভেঙে পড়ছে। রাচেল টোল্যান্ডের দিকে ভীত চোখে তাকালো। কাছেই, কর্কি তীব্র একটা আর্তনাদ ক'রে উঠলো।

বরফের অংশটা নিচে পড়তে লাগলো।

কয়েক মুহূর্তের জন্য রাচেলের নিজেকে ওজনহীন মনে হলো। কয়েক মিলিয়ন পাউন্ডের বরফের ব্লকটি যেনো শূন্যে ভাসছে। তারপরই, তারা যেনো একটা হিমশৈলের উপর চ'ড়ে বসলো – একটা হিমশীতল সমুদ্রে।

৫৬

বরফ ধ্বসে পড়ার প্রচণ্ড শব্দে রাচেলের কানে তালা লেগে গেলো। বরফের বিশাল খণ্ডটি সমুদ্রের পানিতে পড়ার সাথে সাথে রাচেলের শরীরটা, সেটা কয়েক মুহূর্তের জন্য শূন্যে ভেসে ছিল, বরফের উপর আছড়ে পড়লে খুব কাছেই টোল্যান্ড আর কর্কিও তীব্রভাবে বরফের ওপর আছড়ে পড়লো।

বরফের বিশাল ব্লকটা সমুদ্রের পানিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের পানি কয়েক ফুট উঠে গেলো। উঠছে ... উঠছে... তারপর আবার নেমে গেলো। তার শৈশবের দুঃস্বপ্নটা ফিরে এলো। *বরফ... পানি... অন্ধকার।*

বরফ খণ্ডটির চারপাশ পানিতে একটু ডুবে গিয়ে আবার উপরে উঠে এলো।

রাচেলের চারপাশে সমুদ্রের পানি এসে লাগতেই তার মনে হলো লবণ পানিটা যেনো তার গায়ের চামড়া পুড়িয়ে ফেলছে। তার নিচের বরফের জমিনটা উধাও হয়ে গেলো। রাচেলের সুটটা বয়ার মতো কাজ করলো, তাকে ভাসিয়ে দিলো। তার মুখে কিছু লবণ পানি ঢুকে গেছে। রাচেল দেখলো টোল্যান্ড আর কর্কির অবস্থাও একই রকম। টোল্যান্ড তাকে চিৎকার ক'রে বললো।

"এটা আবার জেগে উঠছে!"

বরফের খণ্ডটি যেনো ধীরে ধীরে জেগে উঠছে পানির নিচ থেকে অন্ধকারের মধ্যে। রাচেলেরও মনে হলো সে উপরে উঠে আসছে। উঠে আসার সাথে সাথে বরফ খণ্ডের উপরের পানি গড়িয়ে নিচে পড়তে শুরু করলে রাচেলও সেই স্রোতের টানে চ'লে যেতে লাগলো। রাচেল দেখতে পেলো সে বরফ খণ্ডের একেবারে প্রান্তসীমায় এসে পড়েছে। সমুদ্রে প'ড়ে যাচ্ছে সে।

ধর! রাচেলের মা তার শৈশবের সেই ডুবে যাওয়ার ঘটনার সময় ঠিক এভাবেই বলেছিলো। *ধরো! নিচে চলে যেও না!*

সে দেখতে পেলো দশ ফুট দূরে কর্কির শরীরটা প'ড়ে আছে, তার সাথে এখনও একটা দড়ি দিয়ে বাধা আছে। পানির স্রোতের টানে যে-ই রাচেল পিছলে বরফ খণ্ড থেকে সমুদ্রে পড়তে যাবে, ঠিক তখনই কর্কির পাশ থেকে আরেকটি গাঢ় কালো ছায়া আবির্ভূত হলো। সে হাঁটু গেঁড়ে কর্কির দঁড়িটা ধ'রে টান দিতেই নোনাজলের কারণে সে বমি ক'রে ফেললো।

মাইকেল টোল্যান্ড।

রাচেল চুপচাপ প'ড়ে থেকে সমুদ্রের গর্জন শুনলো। তারপর তীব্র ঠাণ্ডা অনুভূত হওয়াতে কোনো রকম হামাগুঁড়ি দিয়ে এগোতে চেষ্টা করলো।

হিমবাহের ওপরে, ডেল্টা-ওয়ান নাইট-ভিশন গগল্‌স দিয়ে নিচের সমুদ্রের এইমাত্র জন্ম নেয়া হিমশৈলের দিকে তাকালো। যদিও সে পানিতে কোনো মানুষের শরীর দেখতে পেলো না, তারপরও সে মোটেও বিস্মিত হলো না। সমুদ্রটা অন্ধকারে কালো দেখাচ্ছে আর তার শিকারদের পোশাকটা কালো রঙেরই।

ভাসমান বিশাল বরফ খণ্ডটির দিকে সে কোনোভাবেই ফোকাস করতে পারলো না। সেটা খুব দ্রুত সমুদ্রের প্রবল স্রোতের টানে দূরে স'রে যাচ্ছে। সে চোখটা সরাতেই একটা অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখতে পেলো। বরফ খণ্ডটির উপর তিনটি কালো বিন্দু। *এগুলো কি তাদের দেহ?* ডেল্টা-ওয়ান সেগুলো তার ফোকাসে আনার চেষ্টা করলো।

"কিছু দেখেছো কি?" ডেল্টা-টু জিজ্ঞেস করলো।

ডেল্টা-ওয়ান কিছুই বললো না। সে ফোকাস করতেই থাকলো। ভাসমান বরফ খণ্ডটির ওপরে তিন জন মানুষের শরীর দেখে সে বিস্মিত হলো। তারা বেঁচে আছে নাকি ম'রে গেছে সে ব্যাপারে ডেল্টা-ওয়ানের কোনো ধারণাই নেই। তাতে কীইবা এসে যায়। তারা যদি বেঁচেও থাকে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নির্ঘাত মারা যাবে। তারা ভিঁজে গেছে। ঝড় ধেয়ে আসছে, আর তারা ভেসে বেড়াচ্ছে এই গ্রহের সবচাইতে বিপজ্জনক এবং মারাত্মক এক সাগরে। তাদের মৃতদেহ কখনও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

"কেবল ছায়া," ডেল্টা-ওয়ান তার সঙ্গীর দিকে ঘুরে বললো, "ঘাঁটিতে ফিরে চলো।"

৫৭

সিনেটর সেক্সটন তাঁর ওয়েস্টব্রুক এপার্টমেন্টের ফায়ার প্লেসের সামনে ব'সে আছেন। নিজের চিন্তাভাবনাসমূহ একটু জড়ো ক'রে নিচ্ছেন। তার পাশেই ব'সে আছে ছয় জন লোক, নিরবে

... অপেক্ষা করছে তারা। সৌজন্যমূলক কথাবার্তা শেষ হয়ে গেছে। এখন সময় এসেছে সিনেটর সেক্সটনকে তাঁর উদ্দেশ্যটা খুলে বলার। তারা সেটা জানে। তিনিও সেটা জানেন।

রাজনীতি হলো বেচা-বিক্রির ব্যাপার।

আস্থা স্থাপন করা। তাদেরকে জানতে দাও যে, তুমি তাদের সমস্যাটা বুঝতে পেরেছো।

"আপনারা তো জানেনই," সেক্সটন তাদের দিকে ফিরে বললেন। "বিগত কয়েক মাস ধরেই আপনাদের মত অনেকের সাথে দেখা-সাক্ষাত করেছি।" তিনি হেসে ব'সে পড়লেন। তাদের কাতারে নিজেকে নিয়ে গেলেন। "আপনাদেরই কেবল আমি আমার বাড়িতে নিয়ে এসেছি। আপনারা অসাধারণ ব্যক্তি, আমি আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে পেরে সম্মানিত বোধ করছি।"

সেক্সটন তাঁর হাতটা ভাঁজ ক'রে ঘরের চার দিকে তাকিয়ে প্রত্যেক অতিথির সঙ্গে চোখাচোখি ক'রে নিলেন। তারপর তাঁর প্রধান লক্ষ্যের দিকে তাকালেন – কাউবয় টুপি পরা বিশালদেহী এক লোক।

"হিউস্টনের স্পেস ইন্ড্রাস্ট্রি," সেক্সটন বললেন, "আপনি আসাতে আমি খুশি হয়েছি।"

টেক্সাসের লোকটা সায় দিলো, "আমি এই শহরটা একদম ঘৃণা করি।"

"তার জন্য আপনাকে দোষ দেবো না। ওয়াশিংটন আপনার সাথে অন্যায় ক'রে আসছে।"

টেক্সাসের লোকটা টুপির নিচ থেকে তাকালো।

"বারো বছর আগে," সেক্সটন শুরু করলেন। "আপনি ইউএস সরকারের কাছে একটা প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আপনি প্রস্তাব করেছিলেন তাদের জন্য পাঁচ বিলিয়ন ডলারে মহাশূন্য স্টেশন বানিয়ে দিতে পারবেন।"

"হ্যা, তাই বলেছিলাম। আমার কাছে নক্সাটা এখনও আছে।"

"তারপরও নাসা সরকারকে এই ব'লে বোঝাতে পেরেছে যে, এই প্রকল্পটি তাদের নিজস্ব হওয়াই বাঞ্ছনীয়।"

"ঠিক। নাসা প্রায় এক দশক আগেই সেটা বানাতে শুরু করেছে।"

"এক দশক পরেও, নাসা'র মহাশূন্য স্টেশন এখনও ব্যবহার উপযোগী হয়ে ওঠেনি। আর এ পর্যন্ত খরচ হয়েছে আপনার প্রস্তাবের প্রায় বিশগুণ অর্থ। একজন আমেরিকান করদাতা হিসেবে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি।"

ঘরের মধ্যে কথাটার সম্মতির প্রতিধ্বনি কোনোা গেলো।

"আমি ভালো করেই জানি যে," সিনেটর সবার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন। "আপনাদের কয়েকটি কোম্পানি প্রাইভেট স্পেস শাটল লঞ্চ করার জন্য প্রতি ফ্লাইটের খরচ পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলারের প্রস্তাব করেছিলো।"

আরো সায় মিললো।

"তারপরও নাসা আপনাদের প্রস্তাবকে কাটছাট ক'রে আটত্রিশ মিলিয়ন ডলারে নামিয়ে এনেছিল, যেখানে নাসার নিজের লাগে প্রতি ফ্লাইটে দেড়শ মিলিয়ন ডলার।"

"এভাবেই তো তারা আমাদেরকে মহাশূন্য থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে," একজন লোক

বললো। "প্রাইভেট সেক্টরের কোনো কোম্পানি এমন কোনো কোম্পানির সাথে প্রতিযোগীতা করতে পারবে না যারা প্রতি ফ্লাইটে চারশত শতাংশ লোকসান দিয়েও ব্যবসায় টিকে আছে।"

সেক্সটন এবার তাঁর পাশে বসা একজনের দিকে তাকালেন। "কাইস্টলার এ্যারোস্পেস," সেক্সটন বললেন, "আপনার কোম্পানি এমন একটি রকেটের ডিজাইন এবং নির্মাণ করেছে যা প্রতি ফ্লাইটে প্রতি পাউন্ডের জন্য দুই হাজার ডলারে লঞ্চ করতে পারবে, নাসা যেখানে প্রতি পাউন্ডে খরচ ক'রে থাকে দশ হাজার ডলার।" সেক্সটন থামলেন। "তারপরও আপনাদের কোনো খদ্দের নেই।"

"আমি কেন খদ্দের পাবো?" লোকটা জবাব দিলো। "গত সপ্তাহে নাসা আমাদেকে আট শত বারো ডলার প্রতি পাউন্ড চার্জ নেবার কথা ব'লে দেয়, যেখানে তারা নিজেরা নিয়ে থাকে নয় শত শতাংশ বেশি!"

সেক্সটন সায় দিলেন। "এটা খুবই দুঃখজনক," তিনি বললেন, "যে নাসা এককভাবে মহাশূন্যকে আগলে রাখতে চায়।"

"এটা মহাশূন্যের ওয়াল মার্ট," টেক্সাসের লোকটা বললো।

ভালোই বলেছেন, সেক্সটন ভাবলেন। *কথাটা আমি মনে রাখবো।* ওয়াল-মার্ট নিজেদের প্রসার বাড়ানোর জন্য বাজার মূল্যের থেকে কম মূল্যে পণ্য বিক্রি করার জন্য কুখ্যাত। এতে ক'রে প্রতিযোগী কোম্পানিগুলোকে খুব সহজেই হটিয়ে দেয়া যায়।

"আমি একেবারে অসুস্থ আর ক্লান্ত হয়ে পড়েছি," টেক্সাসের লোকটা বললো।

"আপনার কথা আমি বুঝতে পেরেছি," সেক্সটন বললেন।

"তাদের জন্য এক আইন, আর আমাদের জন্য আরেক আইন, এটাতো অন্যায়।" আরেক জন বললো পাশ থেকে।

"আপনাদের সাথে আমি একেবারেই একমত।" সেক্সটন বললেন।

"এটা ডাকাতি," আরেকজন ঝট ক'রে বললো। "আমার কোম্পানি আগামী মে'তে প্রথম পর্যটক–শাটল যান লঞ্চ করার আশা করছে। আমরা বিশাল স্পেস কভারেজ আশা করছি। নাইক জুতো কোম্পানি তাদের শ্লোগান আর লোগোটা শাটলের লেখার জন্য সাত মিলিয়ন ডলার দিতে চাচ্ছে। পেপসি দিতে চাচ্ছে তারও দ্বিগুণ টাকা। কিন্তু ফেডারেল আইন অনুযায়ী আমরা আমাদের শাটল যানে বিজ্ঞাপন ব্যবহার করতে পারবো না, করলে লঞ্চ করা নিষিদ্ধ করা হবে!"

"ঠিক বলেছেন," সেক্সটন বললেন। "আমি যদি নির্বাচিত হই, তবে এসব অন্যায় আইন তুলে নেবো। এটা আমার প্রতীজ্ঞা। স্পেস সব ধরণের বিজ্ঞাপনের জন্যই মুক্ত থাকবে, যেমন পৃথিবীর প্রতিটি ইঞ্চি বিজ্ঞাপনের জন্য মুক্ত আছে।"

সেক্সটন এবার তাঁর শ্রোতাদের দিকে তাকালেন। "আমাদের সবাইকে এ ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে যে, নাসা'কে প্রাইভেটাইজেশন করার বেলায় সবচাইতে বড় বাধা কিন্তু আইনের নয়, বরং এটা জনগণের ধারণা। বেশির ভাগ আমেরিকানই আমেরিকার স্পেস কর্মসূচী নিয়ে রোমান্টিসিজমে ভুগে থাকে। তারা এখনও বিশ্বাস করে নাসা সরকারী এজেন্সি হিসেবে থাকার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

"এসব হলো হলিউডি ছবির কারবার।" একজন বললো। "ঈশ্বরই জানে, হলিউড কতো ছবি বানিয়ে দেখিয়েছে যে নাসা একটি বিধ্বংসী এ্যাস্ট্রোরয়েডের হাত থেকে কতোবার এ বিশ্বকে রক্ষা করেছে? এটা হলো প্রোপাগান্ডা!"

"জনগণের মস্তিষ্ক ধোলাই," একজন হিসপ্যানিক গজগজ ক'রে বললো।

সেক্সটন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তাঁর কণ্ঠটা ট্র্যাজিক হয়ে উঠলো। "সত্যি, আমি আর আপনাদেরকে মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন দেখছি না যে, আশির দশকে যখন শিক্ষা বিভাগ দেউলিয়া হয়ে উল্লেখ করেছিলো নাসা'র যে মিলিয়ন ডলার অপচয় ক'রে থাকে সেটা শিক্ষা খাতে খরচ করা যেতে পারে। নাসা উল্টো প্রমাণ করতে চাইলো তারা শিক্ষা বান্ধব একটি প্রতিষ্ঠান। তারা এক পাবলিক স্কুলের শিক্ষককে স্পেসে পাঠিয়ে দিলো।" সেক্সটন থামলেন। "আপনারা সবাই ক্রিস্টা ম্যাকঅলিফি'র কথাটা নিশ্চয় মনে রেখেছেন।"

ঘরে নিরবতা নেমে এলো।

"জেন্টেলমেন," সেক্সটন নাটকীয়ভাবে বলতে শুরু করলেন এবার। "আমি বিশ্বাস করি সময় এসেছে আমেরিকানদের সত্যটা বোঝার, আমাদের সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের জন্যই। নাসা আমাদেরকে এমন কিছু দিচ্ছে না, এর চেয়েও অনেক বেশি দিতে পারে সেটা। মনে ক'রে দেখুন কম্পিউটার ইন্ড্রাস্ট্রির কথাটা। যখনই ব্যক্তিগত খাতে ওটা ছেড়ে দেয়া হলো কী উন্নতিটাই না করলো অল্প সময়ের মধ্যে। কারণ ব্যবসাটা মুক্তবাজার অর্থনীতিতে করা হয়েছিল। ভাবুন কম্পিউটার ইন্ড্রাস্ট্রিটা যদি সরকারী খাতে থাকত? তবে আমরা এখনও অন্ধকার যুগেই থাকতাম। আমাদেরকে সেরকমভাবেই স্পেস আবিষ্কারের দায়িত্বটা প্রাইভেট খাতে তুলে দিতে হবে। তাহলেই স্পেস বিজ্ঞানের অসামান্য উন্নতি ঘটবে। অসামান্যই ঘটবে। আমি যদি নির্বাচিত হই তবে এটা করার জন্য সব রকম চেষ্টা করবো, কথা দিচ্ছি। মহাশূন্যকে খুলে দেবো সবার জন্য।"

সেক্সটন তাঁর কগন্যাক মদের বোতলটা তুলে ধরলেন।

"বন্ধুরা আমার, আপনারা এখানে এসেছেন, আমি আপনাদের আস্থাভাজন কিনা সেটা দেখতে। আমি আশা করছি সেটা অর্জন করার পথে রয়েছি আমি। আপনারা যেমন বিনিয়োগ ক'রে মুনাফা আশা করেন, তেমনি রাজনৈতিক বিনিয়োগকারীরাও রিটার্ন আশা করে। আজ রাতে, আপনাদের কাছে আমার সরল বার্তাটি হলো : আমার উপর বিনিয়োগ করুন, আমি আপনাদের কখনই ভুলে যাবো না। কখনও না। আমাদের উদ্দেশ্য এক এবং অভিন্ন।"

সেক্সটন তাঁর গ্লাসটা সবার দিকে টোস্ট করার জন্য এগিয়ে দিলেন।

"আপনাদের সাহায্যে, বন্ধুরা আমার, আমি খুব জলদিই হোয়াইট হাউজে যেতে পারবো ... আর আপনারা সবাই নিজেদের স্বপ্নকে ওড়াতে সক্ষম হবেন।"

কেবল, পনেরো ফিট দূরে, গ্যাব্রিয়েল অ্যাশ ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে, হিমশীতলভাবে। পাশের ঘর থেকে কাঁচের টুংটাং শব্দ ভেসে এলো, সেই সাথে আগুনের কাঠ ফাটার কটমট শব্দটাও।

৫৮

তীব্র আতংকে নাসা'র এক টেকনিশিয়ান হ্যাবিস্ফেয়ার থেকে বের হয়ে এলো। খুবই ভয়ংকর ঘটনা ঘটেছে। সে নাসা প্রশাসককে প্রেস এরিয়ার কাছে একা পেয়ে গেলো।

"স্যার," দৌড়ে এসে সে বললো। "একটা দুর্ঘটনা ঘ'টে গেছে!"

এক্সট্রম যেনো উদাস হয়ে ছিলো, অন্য একটা ব্যাপারে সে চিন্তিত। "কি বললে তুমি? দুর্ঘটনা? কোথায়?"

"উল্কা উত্তোলনের গর্তে। একটা মৃতদেহ ভেসে উঠেছে। ডক্টর মিংয়ের।"

এক্সট্রমের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। "ডক্টর মিং? কিন্তু ..."

"আমরা তাকে টেনে তুলেছি, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। তিনি মারা গেছেন।"

"হায় ঈশ্বর! কতোক্ষণ সে ওখানে পড়েছিলো?"

"মনে হচ্ছে এক ঘন্টা। দেখে মনে হচ্ছে তিনি পিছলে প'ড়ে গেছেন।"

"হায় ঈশ্বর, একি হলো! এটা আর কে কে জানে?" এক্সট্রম বললো।

"কেউ না স্যার। কেবল আমরা দু'জন। আমরা তাকে টেনে তুললেও ভাবলাম খবরটা আগে আপনাকে জানাই –"

"তুমি ঠিক কাজটি করেছো।" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এক্সট্রম বললো। "ডক্টর মিংয়ের মৃতদেহটা এক্ষুণি গুদাম ঘরে রেখে এসো। এ ব্যাপারে আর কিছু বলো না।"

টেকনিশিয়ান হতবিহ্বল হয়ে গেলো। কিন্তু স্যার, আমি –"

এক্সট্রম তার বিশাল হাতটা লোকটার কাঁধে রেখে বললো, "আমার কথাটা মনোযোগ দিয়ে শোনো। এটা খুবই হৃদয়বিদারক একটি দুর্ঘটনা, আমার খুবই অনুশোচনা হচ্ছে। অবশ্যই, এটা আমি উপযুক্ত সময়ে দেখবো। এখন, এটা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নয়।"

"আপনি চাচ্ছেন মৃতদেহটা লুকিয়ে রাখতে?"

এক্সট্রমের শীতল নর্ডিক চোখ দুটো বুজে এলো। "ভাবো, এটা যদি সবাইকে ব'লে বেড়াই তাতে আর কী হবে? আর এক ঘন্টা পরই সংবাদ সম্মেলন। এ মুহূর্তে দুর্ঘটনার কথা ঘোষণা দিলে, সেটাই আলোচনায় চ'লে আসবে, সংবাদ সম্মেলনটা ধামা চাপা প'ড়ে যাবে। ডক্টর মিং বেখেয়ালে প'ড়ে গেছেন। আর এজন্যে নাসা' কেন মূল্য দেবে। সংবাদ সম্মেলনের আগ পর্যন্ত ডক্টর মিংয়ের খবরটা গোপন রাখা হোক। তুমি বুঝতে পেরেছো?"

লোকটা ফ্যাকাসে হয়ে সায় দিলো। "আমি তাঁর শরীরটা গুদামে রেখে দিচ্ছি।"

৫৯

মাইকেল টোল্যান্ডের সমুদ্রের অভিজ্ঞতা অনেক, সে জানে সমুদ্র তার শিকারকে কতোটা নির্দয়ভাবে, নির্বিকারভাবে গ্রাস ক'রে থাকে। সে বরফ খণ্ডের উপর শুয়ে দেখতে পেলো মিল্‌নে আইস শেল্‌ফটা ধীরে ধীরে দূরে স'রে যাচ্ছে। সে জানে আর্কটিক সাগরের শক্তিশালী স্রোত এলিজাবেথ দ্বীপ থেকে ধেয়ে এসে উত্তর রাশিয়ার দিকে চ'লে যায়। তাতে অবশ্য কিছু যায় আসে না। সেটাও এখান থেকে এক মাসের পথ।

আমরা হয়তো ত্রিশ মিনিট পাবো... বড়জোড় পাঁচচল্লিশ মিনিট।

তাদের জেলপূর্ণ সুটটা পরা না থাকলে তারা ইতিমধ্যেই মরে যেতো। *ধন্যবাদ মার্ক-দশ সুটটাকে*, ভাবলো মাইকেল টোল্যান্ড।

খুব জলদিই হাইপোথার্মিয়া জেঁকে ধরবে তাদেরকে। শুরুটা হবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অসাড় হওয়ার মধ্যে দিয়ে, তারপর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে রক্ত চলাচল প্রবাহ বিঘ্নিত হবে। অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে। শরীর তার ভেতরের তাপকে সংরক্ষণ করার জন্য হৃদস্পন্দন বাদে সব ধরণের জৈবিক কাজই বন্ধ ক'রে দেবে। এরপরই অচেতন হয়ে যাবে শরীর। শেষে, হৃদস্পন্দনও বন্ধ হয়ে যাবে।

টোল্যান্ড রাচেলের দিকে তাকালো, তার মনে হলো তাকে বাঁচানোর জন্য যদি কিছু করা যেতো।

•

রাচেল সেক্সটনের শরীরটা অবশ হওয়ায় যন্ত্রণাটা তার ধারণার চেয়েও কম অনুভূত হলো। যেনো এই এনেসথেটিকটাকে স্বাগতমই জানালো। *প্রকৃতির মরফিন।* তার চোখের গগল্‌সটা প'ড়ে গেছে, ঠাণ্ডার মধ্যে খোলা চোখে সে তাকিয়ে আছে। সে টোল্যান্ড আর কর্কিকে পাশেই প'ড়ে থাকতে দেখলো। টোল্যান্ড তার দিকে চেয়ে আছে, তার চোখে অনুশোচনা। কর্কি যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। তার ডান গালটা কেটে রক্ত ঝরছে।

রাচেলের মনে একটা প্রশ্ন উঠতেই তার শরীরটা কেঁপে উঠলো। কে? কেন? কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তার মনে হলো তার শরীরটা অবশ হয়ে যাচ্ছে, চোখে ঘুম নেমে আসছে। সে ঘুম ভাবটা কাটাতে চাইলো জোর করে। তার ভেতরে ক্রোধের ঝড় বইয়ে যাচ্ছে।

তারা আমাদেরকে হত্যা করার চেষ্টা করেছে! সে চার পাশের ভীতিকর সমুদ্রটার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলো তাদের আক্রমণকারীরা সফল হয়েছে। *আমরা মরেই গেছি।* রাচেলের মনে হলো এই নোংরা খেলার পেছনে কে রয়েছে সেটা সে ইতিমধ্যেই জেনে গেছে।

নাসা প্রধান এক্সট্রমই বেশি লাভবান হবে। সে-ই তাদেরকে বাইরে পাঠিয়েছে। সে পেন্টাগন আর স্পেশাল অপারেশন ফোর্সের সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু এক্সট্রম বরফের নিচে উল্কাখণ্ড ঢুকিয়ে কি অর্জন করবে? অন্যকারোরই বা তাতে কী লাভ?

রাচেল জাখ হার্নির কথাও ভাবলো, হয় প্রেসিডেন্ট একজন ষড়যন্ত্রকারী না হয় তিনিও দাবার ঘুটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছেন। *হার্নি কিছুই জানেন না। তিনি নির্দোষ।*

নাসা অবশ্যই তাঁকে বোকা বানিয়েছে। আর এক ঘণ্টা পরই প্রেসিডেন্ট নাসা'র আবিষ্কারের ঘোষণাটা দিতে যাচ্ছেন। আর তিনি সেটা করবেন একটা ভিডিও প্রামান্য চিত্রের সাহায্যে, যাতে চার জন সিভিলিয়ান বিজ্ঞানীর সমর্থন রয়েছে।

চার জন মৃত সিভিলিয়ান বিজ্ঞানী।

রাচেল প্রেস কনফারেন্সটা থামানোর জন্য কিছুই করতে পারবে না এখন। কিন্তু সে প্রতীজ্ঞা করলো যেনো এই জঘন্য আক্রমণটা ক'রে থাকুক না কেন তাকে রেহাই দেয়া হবে না।

নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে রাচেল ওঠে বসার চেষ্টা করলো। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো পাথরের মতো শক্ত হয়ে আছে। গিটগুলো নড়লেই ব্যথা করে। সে আস্তে আস্তে হাটুর উপর ভর দিয়ে

উঠলো। তার চার পাশে সমুদ্রের গর্জন। টোল্যান্ড তার পাশেই প'ড়ে থেকে চেয়ে আছে।

রাচেল লক্ষ্য ক'রে দেখলো তার কোমরে এখনও কুড়ালটা বেল্টের সাথে লেগে আছে। সে কুড়ালটা ধরল। কুড়ালটা উল্টো ক'রে ইংরেজি টি অক্ষরের মতো ক'রে ধ'রে বরফে জোরে জোরে আঘাত করতে শুরু করলো। ভোঁতা আওয়াজ হলো। টোল্যান্ড ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দেখতে লাগলো। রাচেল আঘাত করতেই থাকলো।

টোল্যান্ড কনুইর উপর ভর দিয়ে একটু ওঠে বসার চেষ্টা করলো। "রা ... চেল?"

সে কোনো জবাব দিলো না।

"আমার মনে হয় না এই সর্ব দক্ষিণে," টোল্যান্ড বললো, "... এসএএ সিগনাল কেউ শুনতে পাবে ..."

রাচেল টোল্যান্ডের দিকে তাকালো। *ঠিক বলেছো ... আমি এসএএ সিগনাল দিচ্ছি না।* সে আঘাত করতেই থাকলো।

এসএএ'র অর্থ হলো সাব-ওশানিক একুয়েস্টিক এ্যারে, স্নায়ু যুদ্ধের একটি পুরনো কৌশল যা বর্তমানে সারা পৃথিবীর সমুদ্র বিজ্ঞানীরা তিমি মাছের ডাক কোনোর জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পানির নিচে এসএএ'র উনপঞ্চাশনটি মাইক্রোফোন রয়েছে, সারা পৃথিবীর সাগর তলেই সেগুলো ছড়িয়ে আছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও এই আর্কটিক সমুদ্রে সেগুলো নেই। কিন্তু রাচেল জানে অন্য কিছু রয়েছে এখানে, যারা এই শব্দটা শুনতে পাবে। তাদের সম্পর্কে পৃথিবীর খুব কম লোকেই জানে। সে আঘাত করতেই থাকলো।

ধুপ। ধুপ। ধুপ।

রাচেলের এমন বিভ্রম ছিলো না যে, তার এই কাজ সবার জীবন বাঁচিয়ে দেবে। তার শরীর অসাড় হতে শুরু করেছে। তার আশংকা হলো আধ ঘণ্টাও বেঁচে থাকবে কিনা কে জানে। তাদের উদ্ধার করতে কেউ এগিয়ে আসলেও সেটা কোনো কাজে আসবে না। কিন্তু সে উদ্ধারের আশায় এসব করছে না।

ধুপ। ধুপ। ধুপ।

"সময় ... নেই ..." টোল্যান্ড বললো।

এটা আমাদের জন্য নয়, সে ভাবলো। *এটা আমার পকেটে রাখা তথ্যটার জন্য।* রাচেল তার পকেটে থাকা জিপিআর-এর প্রিন্টটার কথা ভাবলো। *আমার দরকার এই প্রিন্ট আউটটা এনআরও'র কাছে পৌছে দেয়া... জলদি।*

রাচেল নিশ্চিত ছিলো তার বার্তাটা গৃহীত হবে। আশির দশকের মাঝামাঝিতে, এনআরও এসএএ'কে প্রতিস্থাপন করে ত্রিশগুন বেশি শক্তিশালী মাইক্রোফোন বসিয়ে। পুরো ভু-গোলককে সেটা কভার করে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই শব্দটা পৌছে যাবে এনআরও/এনএসএ'র শ্রবণকেন্দ্র, মিনউইথ হিলে সেটা অবস্থিত। সেখান থেকে খবরটা পাঠানো হবে গ্রিনল্যান্ডের থিউল এয়ারফোর্স ঘাটিতে। তাদের প্লেন তিনটি মৃতদেহ হিমশৈলের উপর খুঁজে পাবে। জ'মে যাওয়া, মৃত। তাদের একজন এনআরও'র কর্মী... আর তার পকেটে একটা অদ্ভুত ছবি পাওয়া যাবে।

জিপিআর এর একটি প্রিন্ট-আউট। নোরা ম্যাঙ্গোরের শেষ কীর্তি।

উদ্ধারকারীরা ছবিটা দেখলেই বুঝতে পারবে উল্কাখণ্ডটির আসল কাহিনী কি। সব প্রকাশ পেয়ে যাবে। তখন কী হবে, সে সম্পর্কে রাচেলের কোনো ধারণাই নেই। তবে কমপক্ষে, সিক্রেটটা আর তাদের সঙ্গে এই বরফে হারিয়ে যাবে না।

৬০

হোয়াইট হাউজে আসা প্রত্যেক প্রেসিডেন্টের আগমনের সাথে একটি গুদাম ঘরে যাবার ঘটনা জড়িত থাকে। সেখানে রয়েছে আগের প্রেসিডেন্টদের ব্যবহার করা মূল্যবান আসবাব আর ব্যবহার্য জিনিসপত্র। সেই জর্জ ওয়াশিংটন থেকেই শুরু হয়েছে। নতুন প্রেসিডেন্টকে সেখান থেকে একটা আসবাব বা ব্যবহার্য চার বছরের জন্য বেছে নিতে বলা হয়। বাদ থাকে কেবল লিনকনের বিছানাটা। সেটা চিরস্থায়ী একটি জিনিস। কিন্তু পরিহাসের ব্যাপার হলো আব্রাহাম লিনকন কখনও সেই বিছানাতে ঘুমাননি।

জাখ হার্নির ওভাল অফিসের বর্তমান ডেস্কটা তাঁর আদর্শ হ্যারি ট্রুম্যানের। এই ডেস্কে ব'সে কাজ করতে পারলে হার্নি নিজেকে সম্মানিত বোধ করে।

"মিঃ প্রেসিডেন্ট?" তাঁর সেক্রেটারি অফিসে উঁকি দিয়ে ডাকলো। "আপনার কলটা দেয়া হয়েছে।"

হার্নি হাত নেড়ে সায় দিলেন। "ধন্যবাদ তোমাকে।"

তিনি তাঁর ফোনের কাছে গেলেন। দু'জন মেক-আপম্যান তাঁর আশেপাশে ঘুরঘুর করছে।

হার্নি বোতাম চেপে তাঁর প্রাইভেট ফোনে কথা বলতে শুরু করলেন। "লরেন্স? তুমি?"

"হ্যা, আমি।" নাসা'র প্রধান বললো।

"সবকিছু ঠিক আছে তো?"

"ঝড় এখনও বইছে, কিন্তু আমার লোকেরা বলেছে সম্প্রচারে কোনো সমস্যা হবে না। এক ঘন্টার মধ্যেই সেটা করা যাবে।"

"চমৎকার। তেজ ভালোই আছে, আশা করছি আমি।"

"অবশ্যই। আমার কর্মচারীরা প্রবল উত্তেজনা বোধ করছে। সত্যি বলতে কী, আমরা বিয়ার খেয়ে বিজয়টা উদযাপন করেছি।"

হার্নি হেসে ফেললেন। "শুনে খুশি হলাম। ঘোষণা দেবার আগে তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমি। আজ রাতটা হবে অন্যরকম কিছু।"

"সেটাই, স্যার। আমরা এর জন্যে দীর্ঘসময় অপেক্ষা করেছি।"

হার্নি ইতস্তত করলেন। "তোমার কণ্ঠ শুনে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে।"

"আমার দরকার একটু রোদ আর সত্যিকারের বিছানা।"

"আর এক ঘন্টা। ক্যামেরার সামনে হাসি হাসি মুখে থেকো, তারপর আমরা প্লেন পাঠিয়ে তোমাকে ডিসি'তে নিয়ে আসবো।"

"সেটার জন্যই মুখিয়ে আছি," নাসা প্রধান আবারো চুপ মেরে গেলো।

ঝানু রাজনীতিবিদ হিসেবে হার্নি কথা শুনেই বুঝতে পারেন কী হচ্ছে। নাসা প্রধানের কণ্ঠটা তাঁর কাছে কেমন জানি অ্যরকম মনে হলো। "তুমি নিশ্চিত সবকিছু ঠিকঠাক আছে?"

"একদম। সবকিছু ঠিক মতো চলছে।" সে বললো। "আপনি কি টোল্যান্ডের প্রামাণ্যচিত্রটা একটু দেখেছেন?"

"এই তো দেখলাম," হার্নি বললেন। "দারুণ কাজ করেছে সে।"

"হ্যা। তাকে এখানে ডেকে এনে ভালো কাজই করেছেন।"

"এখনও কি সিভিলিয়ানদের পাঠানোর জন্য ক্ষেপে আছো?"

"আরে না।" নাসা প্রধান বললো।

কথাটা শুনে হার্নির ভালো লাগলো। "ঠিক আছে, ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই তোমাকে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দেখতে পারবো।"

"ঠিক আছে, স্যার।'

"এই, লরেন্স?" হার্নির কথাটা একটু আদ্র হয়ে গেলো। "তুমি অসম্ভব দারুণ কাজ করেছো। আমি সেটা কখনও ভুলবো না।"

হ্যাবিস্ফেয়ারের বাইরে, বাতাসে বিপর্যস্ত ডেল্টা-থৃ নোরা ম্যাঙ্গোরের উল্টে প'ড়ে থাকা স্লেডটা সোজা ক'রে যন্ত্রপাতিগুলো ঠিকঠাক করতে যথেষ্ট বেগ পেলো। সবকিছু রেখে তার ওপর নোরার দেহটা রেখে দিলো সে। সে যখন স্লেডটা ঠেলতে যাবে তখনই তার দুই সঙ্গী হিমবাহের উপর থেকে উদয় হলো।

"পরিকল্পনা বদলাতে হয়েছে," ডেল্টা-ওয়ান চিৎকার ক'রে বললো বাতাসের জন্য। "বাকি তিন জন নিচে প'ড়ে গেছে।"

ডেলটা-থৃ অবাক হলো না। সে জানে এর মানে কি। ডেল্টা ফোর্সের পরিকল্পনা ছিলো ঘটনাটিকে একটি দুর্ঘটনার মতো রূপ দিতে হবে। একটা দেহকে বরফে ফেলে রাখলে নানা প্রশ্নের জন্ম দেবে।

"ঝেরে ফেলবো?" সে জিজ্ঞেস করলো।

ডেল্টা-ওয়ান মাথা নাড়লো। "আমি ফ্লেয়ারগুলো নিয়ে যাচ্ছি, তোমরা দু'জন স্লেডটা ফেলে দাও।"

ডেল্টা-ওয়ান যখন খুব সাবধানে বিজ্ঞানীদের পদচিহ্নগুলো বরফ থেকে মুছে ফেলতে লাগলো তখন ডেল্টা-থৃ আর তার সঙ্গী স্লেডটা ঠেলতে ঠেলতে শেষ প্রান্তের দিকে নিয়ে গেলো। প্রান্তসীমায় পৌঁছে তারা জোরে একটা ধাক্কা মারতেই নোরা ম্যাঙ্গোর সমেত স্লেডটা নিরবে নিচে গড়িয়ে পড়লো। আছড়ে পড়লো সেটা আর্কটিক সাগরে।

ঝেড়ে সাফ করা, ডেল্টা-থৃ ভাবলো।

তারা ঘাঁটির দিকে ফিরে যাবার সময় বাতাসের তোড়ে বরফের ওপরে তাদের স্কি চিহ্নগুলো মুছে যেতে দেখে খুশি হলো।

৬১

শার্লোট নিউক্লিয়ার সাবমেরিনটা আর্কটিক সাগরে নোঙর ক'রে রাখা আছে পাঁচ দিন ধরে। এখানে তার উপস্থিতিটা খুবই গোপনীয় একটি ব্যাপার।

এটাকে তৈরি করা হয়েছে 'কোনো কিন্তু নিজের উপস্থিতি জানান দিও না' উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার জন্য। দৈর্ঘে এটা ৩৬০ ফুট, তার পেটটা একটা ফুটবল মাঠের সমান প্রশস্ত।

১৫৮ জন ক্রু নিয়ে ১৫০০ ফুট গভীরে যেতে পারে এটি। খুবই অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে এই সাবমেরিনে। এটা ইউএস নেভির সাগরের ঘোড়া। এটার রয়েছে ইলেক্ট্রোলাইসিস অক্সিজেন সিস্টেম, দুটো পারমাণবিক রিএ্যাক্টর এবং এর ইন্‌জিনটা একবারের জন্যও পানি থেকে না ওঠে' সাবমেরিনটাকে একুশবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করাতে পারে।

এই মুহূর্তে, একজন টেকনিশিয়ান একটি ভোঁতা শব্দের প্রতিধ্বনি শুনতে পেলো, বার বার। শব্দটা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং অপ্রত্যাশিতও বটে।

"তুমি বিশ্বাসই করতে পারবে না আমি কী শুনতে পারছি," সে তার ক্যাটালগ সহকারীকে ব'লে হেডফোনটা তার কানে লাগিয়ে দিলো।

তার সহকারী শব্দটা শুনে বিস্মিত হলো। "হায় ঈশ্বর। এটাতো দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। আমরা করবোটা কি?"

সোনারম্যান ইতিমধ্যেই তার ক্যাপ্টেনকে ফোন করতে শুরু ক'রে দিয়েছে।

সাবমেরিনের ক্যাপ্টেন যখন সোনার-রুমে এসে পৌছালো টেকনিশিয়ান লোকটা তখন বড় স্পিকারে শব্দটা তাকে কোনোালো। ক্যাপ্টেন শুনলো, ভাবলেশহীনভাবে।

ধুপ। ধুপ। ধুপ।

ধুপ...ধুপ...ধুপ...

ধীরে ধীরে। শব্দটা ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে যেতে লাগলো।

"এটার অর্থ কি?" ক্যাপ্টেন জানতে চাইলো।

টেকনিশিয়ান গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিলো। "সত্যি বলতে কী, স্যার, এটা পানির উপর থেকে আসছে, আমাদের এখান থেকে তিন মাইল দূরে সেটা।"

৬২

সিনেটর সেক্সটনের বৈঠকখানার বাইরে ছায়া ঢাকা জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে গ্যাব্রিয়েল এ্যাশের দু'পা কাঁপতে লাগলো। এইমাত্র সে যা শুনেছে তার জন্যেই এই অবস্থা। পাশের ঘরের মিটিংটা এখনও চলছে। কিন্তু গ্যাব্রিয়েলের আর কিছু কোনোর দরকার নেই। সত্যটা খুবই যন্ত্রণাদায়ক।

প্রাইভেট স্পেস এজেন্সি থেকে সেক্সটন ঘুষ নিচ্ছেন। মারজোরি টেঞ্চ সত্যই বলেছে।

গ্যাব্রিয়েলের মনে হলো তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। সে সেক্সটনকে বিশ্বাস

করেছিলো। তাঁরা জন্যে লড়াই করেছে। *সে কীভাবে এটা করতে পারলো?* গ্যাব্রিয়েল সিনেটরকে জনসম্মুখে নিজের ব্যক্তি জীবন নিয়ে মিথ্যে বলতে দেখেছে, কিন্তু সেটা ছিলো রাজনীতি। এটাতো আইনের লঙ্ঘন। সে এখনও নির্বাচিত হয়নি, আর এরই মধ্যে হোয়াইট হাউজকে বিক্রি করতে শুরু ক'রে দিয়েছে!

গ্যাব্রিয়েলের পেট মোচরাতে লাগলো, ভাবলো এখন কি করবে।

তার পেছনে একটা ফোন বাজছে, সেটা হলোওয়ের নিবরতা ভেঙে ফেললো। গ্যাব্রিয়েল অবাক হয়ে দেখে সেটা কাছের একটা ক্লোসেন্ট থেকে আসছে – আগত অতিথিদের রাখা কোটের পকেটে থাকা কোনো সেলফোন।

"ক্ষমা করবেন, আমাকে," টেক্সাসের লোকটা বললো। "এটা আমার ফোন।"

গ্যাব্রিয়েল শুনতে পেলো লোকটা তার দিকেই আসছে। সে সঙ্গে সঙ্গে হলওয়ে দিয়ে চলে যেতে লাগলো। বাম দিকে একটা রান্নাঘরে ঢুকে পড়লো সে। টেক্সাসের লোকটা ক্লোসেটের সামনে এসে পড়লো। গ্যাব্রিয়েল নিশ্চল ছায়া ঢাকা জায়গাতে দাঁড়িয়ে রইলো।

লোকটা ফোনে কথা বলছে, গ্যাব্রিয়েল শুনতে পেল।

"হ্যা?... কখন?..সত্যি? আমরা টিভি ছেড়ে দেখছি। ধন্যবাদ।" লোকটা ফোন রেখে চ'লে গেলো। ফিরে গিয়েই বললো, "হেই! টিভিটা ছাড়। জাখ হার্নি নাকি জরুরি সংবাদ সম্মেলন করবে। আজ রাত আটটা বাজে। সব চ্যানেলে। হয় আমরা চায়নার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে যাচ্ছি নয়তো, আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশন এইমাত্র সাগরে আছড়ে পড়তে যাচ্ছে।"

"তাহলে তো আবারো টোস্ট করার সময় এসে গেলো," কেউ একজন বললো।

সবাই হেসে ফেললো।

গ্যাব্রিয়েলের মনে হলো রান্নাঘরটা একন ঘুরছে। আটটা বাজে। *সংবাদ সম্মেলন?* মনে হচ্ছে টেঞ্চ ধোকা দেয়নি। সে তাকে আটটার মধ্যে এফিডেফিটে স্বাক্ষর করতে বলেছিল। খুব বেশি দেরি হবার আগে সিনেটরর কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নাও, টেঞ্চ তাকে বলেছিল। গ্যাব্রিয়েলের ধারণা ছিল হোয়াইট হাউজ আগামীকালের পত্রিকায় খবরটা চাউড় করবে, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তারা টিভিতেই প্রথমে তথ্যটা প্রচার করবে।

প্রেসিডেন্ট এই নোংরা জিনিস নিয়ে টিভির পর্দায় আসবেন?

ঘরের সবাই টিভি দেখছে। ঘোষক বলছে, "হোয়াইট হাউজ এই জরুরি সংবাদ সম্মেলনের ব্যাপারে কোনো ধারণাই দেয়নি। নানা ধরণের অনুমান চলছে। কিছুকিছু রাজনৈতিক ধারাভাষ্যকার মনে করছেন প্রেসিডেন্ট দ্বিতীয়বারের মত নির্বাচনে দাঁড়ানো থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেবার ঘোষণা দিতে পারেন।"

ঘরের মধ্যে উৎফুল্ল ভাব দেখা গেলো।

অবান্তর, গ্যাব্রিয়েল ভাবলো। এইসব নোংরা বিষয় নিয়ে বরং জাখ হার্নি নতুন উদ্যমে নির্বাচনে নামতে যাচ্ছেন। তবে আজকের টিভি ভাষণে তিনি এসব প্রকাশ করতে যাচ্ছেন না। এটা নিশ্চিত। তিনি নিজের ইমেজ নষ্ট করবেন না। এই সংবাদ সম্মেলনটা অন্য কোনো বিষয়ে হবে।

সে তার হাত ঘড়িটা দেখলো। এক ঘন্টারও কম সময় রয়েছে। তাকে এক্ষুণি সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সে জানে কার সাথে এখন কথা বলতে হবে তাকে। তার হাতে ধরা ছবির এনভেলপটা নিয়ে নিরবে এপার্টমেন্ট থেকে বেড়িয়ে গেলো।

বের হবার সময় দেহরক্ষীকে দেখে মনে হলো সে স্বস্তি পেয়েছে। "ভেতরে খুব আনন্দ-উল্লাস শুনতে পেলাম। মনে হচ্ছে বেশ ভালই দিয়েছেন।"

সে সৌজন্যবশত হেসে লিফটের দিকে এগিয়ে গেলো।

বাইরে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ক্যাবে উঠে পড়লো গ্যাব্রিয়ের। সে জানে সে কী করতে যাচ্ছে।

"এবিসি টেলিভিশন স্টুডিও," ড্রাইভারকে বললো। "জলদি।"

৬৩

মাইকেল টোল্যান্ড হাত-পা ছড়িয়ে বরফের ওপর বিশ্রাম নেবার চেষ্টা করলো। তার হাত পা অসাড় হয়ে যাচ্ছে। চোখের পাতা ভারি হয়ে গেলেও সে জোর ক'রে খুলে রাখার চেষ্টা করছে।

বরফের ওপর এখন অদ্ভুত একটা নিরবতা নেমে এসেছে। রাচেল এবং কর্কি চুপ মেরে গেছে। বরফে আঘাত করাটা থেমে গেছে। হিমবাহ থেকে তারা যতোই দূরে সরে যাচ্ছে বাতাস ততোটাই শান্ত হয়ে উঠছে। টোল্যান্ড টের পেলো তার শরীরটা অবশ হয়ে যাচ্ছে। তার শরীরের প্রধান প্রধান অঙ্গগুলো একে একে নিথর হয়ে যাবে।

হেরে যাওয়া এক যুদ্ধ, সে জানে।

অদ্ভুত ব্যাপার হলো, কোনো যন্ত্রণা হচ্ছে না। সেই অধ্যায়টা সে পার ক'রে এসেছে। টোল্যান্ডের চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসছে। তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলো।

সে টের পেলো তার মন পরাজয় মেনে নিয়েছে। সে উদাসভাবে দূরের সাগরের দিকে তাকিয়ে রইলো।

ঠিক তখনই টোল্যান্ডের হেলুসিনেশন হতে লাগলো। অবাক করা হলেও সে হেলুসিনেশনে তাদের উদ্ধারের কোনো ছবি দেখলো না, কোনো উষ্ণতার অনুভবও করলো না। তার শেষ বিভ্রমটা খুবই আতংকজনক।

তাদের হিমশৈলের পাশেই বিশাল একটা লেভিয়াথান জেগে উঠলো, সমুদ্রপৃষ্ঠ চিঁড়ে সেটা বের হতে লাগলো। যেনো রূপকথার দানবের মতো – চকচকে, কালো আর ভয়ংকর। সেটার চারপাশে পানি গড়িয়ে পড়ছে। টোল্যান্ড জোর ক'রে চোখের পাতা ফেললো। তার দৃষ্টিটা একটু পরিষ্কার হলো। দানবটা খুব কাছেই। তাদের বরফ খণ্ডের চারপাশে কোনো হাঙ্গর মাছের মতোই উদয় হয়েছে তাদের সামনে।

দানবটা থেকে ধাতব শব্দ হতে লাগলো। ঘরঘর শব্দ। যেনো বরফে দাঁত দিয়ে কামড়ানো হচ্ছে। কাছেই এগিয়ে আসছে সেটা।

রাচেল...

টোল্যান্ডের মনে হলো কেউ তাকে ধ'রে ফেলেছে।
তারপরই সব কিছু অন্ধকার হয়ে গেলো।

৬৪

গ্যাব্রিয়েল অ্যাশ বেশ হন্তদন্ত হয়েই এবিসি নিউজের প্রোডাকশন রুমে ঢুকলো। তারপরও ঘরের অন্যদের চেয়ে তার গতি একটু ধীর গতিরই মনে হলো। এই নিউজ-রুমটা চব্বিশ ঘণ্টাই সরগরম থাকে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে হট্টগোল শুরু হয়ে গেছে। চোখ কটমট ক'রে সম্পাদকরা একে অন্যের সাথে চিৎকার ক'রে কথা বলছে, ফ্যাক্স আসছে, আর কোমল পানীয়ের ছড়াছড়ি চারদিকে।

গ্যাব্রিয়েল এবিসি-তে এসেছে ইয়োলান্ডা কোল'র সঙ্গে দেখা করতে।

এ সময়ে ইয়োলান্ডাকে তার নিজের কাঁচে ঘেরা অফিসেই পাওয়া যায়। আজ রাতে, অবশ্য ইয়োলান্ডাকে তার নিজের অফিসের বাইরেই দেখা গেলো। সে গ্যাব্রিয়েলকে দেখেই হাত নাড়লো। "গ্যাব!" ইয়োলান্ডা বাটিকের পোশাক আর কয়েক পাউন্ডের অলংকার পরে রয়েছে যেমনটি সে সব সময়ই পরে থাকে। সে সামনে এসে হাত নেড়ে বললো, "গলায় মেলো!"

ষোলো বছর ধ'রে ইয়োলান্ডা এবিসি'র কনটেন্ট এডিটর হিসেবে কাজ করছে। শক্ত সামর্থ্য শরীরের, সাহসী একজন নারী সে। যাকে সবাই আদর ক'রে 'আম্মিজান' ব'লে ডাকে। 'রাজনীতিতে নারী' এরকম এক সেমিনারে গ্যাব্রিয়েলের সাথে তার দেখা হয়েছিলো। সবাই যখন গ্যাব্রিয়েলকে নানা প্রশ্নবানে জর্জরিত করছিলো তখন মাতৃসুলভ ভঙ্গীমায় ইয়োলান্ডা গ্যাব্রিয়েলকে আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছিলো। সেই থেকে গ্যাব্রিয়েল প্রতি মাসে একবার ক'রে হলেও এখানে এসে তাকে হ্যালো ব'লে যায়।

গ্যাব্রিয়েল তাকে জড়িয়ে ধরলো।

ইয়োলান্ডা একটু পিছু হ'টে তার দিকে তাকালো। "তোমাকে তো একশ বছরের বয়স্ক দেখাচ্ছে, মেয়ে! হয়েছে কি?"

গ্যাব্রিয়েল নিচু কণ্ঠে বললো, "আমি সমস্যায় প'ড়ে গেছি, ইয়োলান্ডা।"

"এটাতো কেমন জানি কথা হয়ে গেলো। তোমার প্রার্থীতো ভালোই করছে।"

"আমরা কি একটু নিরিবিলিতে কথা বলতে পারি?"

"খারাপ সময়ে এসে পড়েছ, হানি। আধ ঘণ্টার মধ্যে প্রেসিডেন্ট সংবাদ সম্মেলন করবেন। সেটা নিয়ে আমরা ভীষণ ব্যস্ত রয়েছি।"

"আমি জানি সংবাদ সম্মেলনটা কি নিয়ে হচ্ছে।"

ইয়োলান্ডা তার চশমাটার ফাঁক দিয়ে তাকালো। তাকে সন্দেহগ্রস্ত ব'লে মনে হলো। "গ্যাব, হোয়াইট হাউজের আমাদের নিজস্ব সংবাদাতা কিন্তু একেবারে অন্ধকারে রয়েছে। তুমি বলছো সেক্সটনের নির্বাচনী প্রচারণা দলের কাছে আগাম খবর রয়েছে?"

"না, আমি বলছি আমার কাছে আগাম খবর রয়েছে। আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দাও।

সব খুলে বলছি।"

ইয়োলান্ডা লাল এনভেলপটার দিকে তাকালো। "এটাতো হোয়াইট হাউজের। তুমি এটা পেলে কোত্থেকে?"

"আজ বিকেলে মারজোরি টেঞ্চের সাথে একটি প্রাইভেট মিটিং-এ।"

ইয়োলান্ডা কিছুক্ষণ চেয়ে বললো, "আসো, আমার সাথে।"

ইয়োলান্ডার কাঁচে ঘেরা অফিসে ঢুকে গ্যাব্রিয়েল একটু আশ্বস্ত হলো। ইয়োলান্ডা মাথা ঝাঁকিয়ে হাসলো। তার কাছে কোনো কিছুই অস্বাভাবিক ঠেকে না, দীর্ঘদিন ওয়াশিংটনে সাংবাদিকতা করার কারণে।

"ওহ্ গ্যাব, আমার মনে হচ্ছে তুমি আর সেক্সটন লেগে গেছো। অবাক করার কিছুই নেই। তাঁর তো এ ব্যাপারে সুনাম রয়েছেই। আর তুমি হলে গিয়ে সুন্দরী এক মেয়ে। ছবিগুলোর ব্যাপারটা খারাপই। অবশ্য আমি এ নিয়ে চিন্তিত নই।"

এটা নিয়ে চিন্তিত নও?

গ্যাব্রিয়েল ব্যাখ্যা ক'রে বললো যে, টেঞ্চ সেক্সটনকে স্পেস কোম্পানি থেকে ঘুষ নেবার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে আর গ্যাব্রিয়েলও এসএফএফ'র সাথে সিনেটরের কথাবার্তা আড়ি পেতে শুনে ফেলেছে। এসব বলার পরও ইয়োলান্ডাকে তেমন বিস্মিত ব'লে মনে হলো না – যতক্ষণ না গ্যাব্রিয়েল তাকে বললো এ ব্যাপারে সে কী ভাবছে।

এবার ইয়োলান্ডাকে চিন্তিত মনে হলো "গ্যাব্রিয়েল, তুমি যদি ঘোষণা দাও যে তুমি সেক্সটনের সাথে শুয়েছো, তবে সেটা তোমার ব্যাপার। কিন্তু আমি তোমাকে বলছি, এটা হবে খুবই বাজে চাল। এটা নিয়ে তোমার অনেক ভেবে দেখতে হবে। তারপর ঠিক করবে কি করবে তুমি।"

"তুমি শুনছো না। আমার হাতে সে সময় নেই!"

"আমি ঠিকই শুনছি, সুইটহার্ট। সময় যতো কমই থাকুক, কিছু কাজ রয়েছে যা তোমার করা ঠিক হবে না। তুমি যা খুশি তাই করো। কিন্তু একজন ইউএস সিনেটরকে যৌন কেলেংকারীতে পচাতে পারো না। এটা আত্মঘাতি হবে। আমি তোমাকে বলছি মেয়ে, তুমি যদি কোনো প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীকে এভাবে পথে নামিয়ে দাও, তবে তোমার উচিত হবে গাড়িতে ক'রে যতোদূর সম্ভব ডিসি থেকে দূরে চ'লে যেতে। তুমি চিহ্নিত হয়ে যাবে। একজন প্রার্থীকে তুলে ধরার জন্য অনেক লোককে অনেক টাকা খরচ করতে হয়। বিশাল টাকা আর ক্ষমতাকে বিপদে ফেলা হবে – এরকম ক্ষমতার জন্য খুন পর্যন্ত করা যায়।"

গ্যাব্রিয়েল চুপ মেরে গেলো।

"ব্যক্তিগতভাবে," ইয়োলান্ডা বললো, "আমি মনে করি টেঞ্চ তোমাকে ভড়কে দিতে চেয়েছিলো – যাতে ক'রে তুমি বোকার মতো কিছু ক'রে বসো। সম্পর্কের কথাটা স্বীকার ক'রে নাও।" ইয়োলান্ডা লাল এনভেলপটার দিকে ইঙ্গিত ক'রে বললো, "তোমার আর সেক্সটনের এইসব ছবিগুলো একেবারেই মূল্যহীন হবে, যদি তুমি এ সম্পর্কের কথাটা অস্বীকার করো। হোয়াইট হাউজ জানে সেক্সটন এসব অস্বীকার ক'রে উল্টো প্রেসিডেন্টকেই জোচ্চুরির জন্য অভিযুক্ত ক'রে ফেলবেন। তাতে প্রেসিডেন্টের ক্ষতিই হবে।"

"আমিও সেটা ভেবেছি। কিন্তু ঘুষ নেবার ব্যাপারটা –"

"হানি। একবার ভাবো। হোয়াইট হাউজ যদি এ নিয়ে এখনও কিছু প্রকাশ করে না থাকে, তার মানে এটা করার কোনো উদ্দেশ্য তাদের নেই। প্রেসিডেন্ট নেতিবাচক প্রচারণার ব্যাপারে ঘোর বিরোধী। আমার ধারণা এ্যারোস্পেস এজেন্সিকে বাঁচাতেই টেঞ্চ তোমাকে দিয়ে এটা করাতে চাচ্ছে। তোমার প্রার্থীর পিঠে তোমাকে দিয়েই ছুরি মারাতে চাচ্ছে।"

গ্যাব্রিয়েল কথাটা বিবেচনা করলো। তারপরও সন্দেহটা পুরোপুরি গেলো না। "ইয়োলান্ডা, প্রেসিডেন্ট যদি ঘুষ আর যৌনতা নিয়ে না-ই বলবেন, তবে তিনি আজ কী বিষয়ে সংবাদ সম্মেলন করবেন?"

ইয়োলান্ডাকে খুব বিস্মিত মনে হলো। "দাঁড়াও দাঁড়াও, তোমার ধারণা তিনি সেক্সটন আর তোমাকে নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করবেন?"

"অথবা ঘুষ নিয়ে। অথবা দুটোই। টেঞ্চ আমাকে বলেছে আমি যদি আটটার মধ্যে স্বীকারোক্তিতে স্বাক্ষর না করি তবে প্রেসিডেন্ট আজ রাতে সেটা –"

ইয়োলান্ডা হেসে ফেললো। "ওহ্। প্লিজ! তুমি আমাকে খুন ক'রে ফেলবে।"

গ্যাব্রিয়েল ঠাট্টার মেজাজে ছিলো না। "কি?"

"গ্যাব, শোনো, আমার কথাটা বিশ্বাস করো। জাখ হার্নি এসব নোংরা কথা বলবেন না, এতে হিতে বিপরীত হয়ে যাবে।"

"তাহলে ঘুষের কথাটা বলবেন।" গ্যাব্রিয়েল বললো।

"তুমি কি নিশ্চিত, তিনি এটাই করতে যাচ্ছেন?" শক্তকণ্ঠে ইয়োলান্ডা বললো। "তুমি কি যথেষ্ঠ নিশ্চিত জাতীয় প্রচারমাধ্যমের সামনে নিজের স্কার্ট খুলে দেখাবে? ভেবে দেখো। এরকম নির্বাচনী অনুদান আর ঘুষের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নেই। নির্বাচনী প্রচারণায়, বন্ধুভাবাপন্ন গোষ্ঠী টাকা দিয়ে সাহায্য করতেই পারে। হয়তো সেক্সটনের মিটিংটা একেবারেই বৈধ।"

"তিনি আইন ভঙ্গ করেছেন," গ্যাব্রিয়েল বললো। "তাই না?"

"অথবা বলতে পারো, মারজোরি টেঞ্চ তোমাকে সেটা বিশ্বাস করিয়েছেন।"

গ্যাব্রিয়েল এবার ধন্দে প'ড়ে গেলো।

"আজকে হোয়াই হাউজ তোমাকে নিয়ে একটু খেলেছে।"

ইয়োলান্ডার ফোনটা বেজে উঠলো। সে ফোনের কথাটা শুনে মাথা নাড়লো। "মজার তো," সে বললো। "আমি আসছি, ধন্যবাদ।"

ইয়োলান্ডা ফোনটা রেখে ভুরু কুচ্‌কালো "গ্যাব, মনে হচ্ছে আমার কথাটাই ঠিক।"

"কি হয়েছে?"

"ঠিক ক'রে এখনও বলতে পারবো না – কিন্তু এটা বলতে পারবো, প্রেসিডেন্টের আজকের সংবাদ সম্মেলনটা যৌনতা কিংবা ঘুষ নিয়ে হচ্ছে না, এটা নিশ্চিত।"

গ্যাব্রিয়েল যেনো আশার আলো দেখতে পেলো। "তুমি কি ক'রে জানলে?"

"ভেতরের কেউ একজন এইমাত্র ফাঁস ক'রে দিয়েছে, সংবাদসম্মেলনটা নাসা সম্পর্কিত।"

গ্যাব্রিয়েল ধপাস ক'রে ব'সে পড়লো। "নাসা?"

ইয়োলান্ডা চোখ টিপলো। "আজকের রাতটা সৌভাগ্যের রাত হতে পারে। প্রেসিডেন্ট সেক্সটন চাপে পড়ে হয়তো আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনের কর্মসূচীটা স্থগিত করতে যাচ্ছেন।"

স্পেস স্টেশন বন্ধ ক'রে দেবার জন্য সাংবাদিক সম্মেলন? গ্যাব্রিয়েল ভাবতে পারলো না।

ইয়োলান্ডা উঠে দাঁড়ালো। "আজকে টেঞ্চ যা করেছে, সেটা হয়তো পরিস্থিতিটা ঘুরিয়ে দেবার জন্য শেষ একটা প্রচেষ্টা ছিলো। যাহোক, আমাকে অনেক কাজ করতে হবে। এখানেই ব'সে থাক, এটা আমার উপদেশ। টেলিভিশন দেখো। আর ঐ এনভেলপটা আমার কাছে দাও।"

"কি?"

"এসব কিছু শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই ছবিগুলো আমার ডেস্কে তালা মারা থাকুক। আমি নিশ্চিত হতে চাই, তুমি বোকার মতো কিছু ক'রে বসবে না।"

গ্যাব্রিয়েল এনভেলপটা দিয়ে দিলো তার কাছে।

ইয়োলান্ডা সেটা তার ডেস্কের ড্রয়ারে রেখে তালা মেরে দিলো। "তুমি আমাকে ধন্যবাদ দেবে, গ্যাব। কসম খেয়ে বলছি। শক্ত ক'রে ব'সে থাকো, মনে হচ্ছে ভালো খবর আসছে।"

গ্যাব্রিয়েল একা ব'সে রইলো কাঁচে ঘেরা ঘরটাতে। ইয়োলান্ডার উৎসাহব্যঞ্জক কথাবার্তায় তার মেজাজ কিছুটা ভালো হয়ে গেছে। গ্যাব্রিয়েল কেবল ভাবতে লাগলো আজকের দুপুরে টেঞ্চের তৃপ্তির হাসিটার কথা। গ্যাব্রিয়েল ভাবতেই পারছে না প্রেসিডেন্ট সংবাদ সম্মেলনে বলবেনটা কি। কিন্তু সেটা নিশ্চয় সেক্সটনের জন্য ভালো হবে না।

৬৫

রাচেল সেক্সটনের মনে হলো তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে।

আগুনের বৃষ্টিতে ভিজছি আমি!

সে চোখ খুলতে চেষ্টা করলো, কিন্তু ধোঁয়াটে অবয়ব আর তীব্র আলো ছাড়া কিছুই দেখতে পেলো না। তার চারপাশেই বৃষ্টি হচ্ছে। গরম বৃষ্টি। ঝরে পড়ছে তার নগ্ন চামড়ার ওপরে। সে টাইল্সের ওপর শুয়ে আছে। তার নাকে কেমিক্যালের গন্ধ লাগলো। হয়তো ক্লোরিন। সে হামাগুঁড়ি দেবার চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না। এক জোড়া শক্ত হাত তাকে জোর ক'রে শুইয়ে দিলো।

"যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন," একটা পুরুষ কণ্ঠ তাকে বললো। কথা শুনে মনে হচ্ছে আমেরিকান। "খুব জলদিই এটা শেষ হয়ে যাবে।"

কী শেষ হবে? রাচেল ভাবলো।

যন্ত্রণা? আমার জীবন? সে ভালো ক'রে তাকাতে চাইলো। ঘরটাতে তীব্র আলো। সে আঁচ করলো ঘরটা ছোট। নিচু ছাদের। গুমোট।

"আমি পুড়ে যাচ্ছি!" রাচেলের কথাটা ফিসফিসানি ব'লে মনে হলো।

"আপনি ভালই আছেন," কণ্ঠটা বললো। "এই পানিটা হলো হালকা গরম পানি, বিশ্বাস করুন।"

রাচেল বুঝতে পারলো তার গায়ে পোশাক বলতে কিছুই নেই। কেবলমাত্র ভেজা অন্তর্বাস প'রে রয়েছে সে। এর জন্যে অবশ্য কোনো লজ্জা লগলো না; তার মন অন্যসব প্রশ্নে পরিপূর্ণ হয়ে আছে।

রাচেল ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখলো কয়েকজন মানুষ আশে পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সবার গায়েই নীলরঙের জাম্পসুট পরা। সে কথা বলতে চাইলো, কিন্তু ঠোঁট নাড়াতে পারলো না। তার মাংস পেশী অসাড় হয়ে আছে।

"হাত পা নাড়াতে থাকুন," একটা লোক বললো। আপনার মাংসপেশীতে রক্ত চলাচল করার দরকার রয়েছে।" ডাক্তারের মতো কথা বলছে লোকটা। "অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নড়াচড়া করার চেষ্টা করুন, যতোটুকু পারেন।"

রাচেল নড়াতে পারছে না। শক্ত হয়ে আছে সব। ব্যথাও হচ্ছে।

"আপনার হাত আর পা নাড়ুন," লোকটা তাড়া দিয়ে বললো। "যতো ব্যথাই লাগুক, করুন।"

রাচেল চেষ্টা করলো। প্রতিটি নড়াচড়াতে তার মনে হলো ছুরি দিয়ে যেনো গিটগুলোতে আঘাত করা হচ্ছে। রাচেল টের পেলো কেউ তাকে ইন্‌জেকশন দিচ্ছে। ব্যথাটা সঙ্গে সঙ্গেই কমতে শুরু করলো। স্বস্তি ফিরে এলো। তার মনে হলো সে আবার নিঃশ্বাস নিতে পারছে।

এবার নতুন একটা অনুভূতি হলো তার, সারা শরীর জুড়েই – সব জায়গাতেই খোঁচা লাগছে – তীক্ষ্ণ খোঁচা। লক্ষ লক্ষ সূচ যেনো সারা শরীরে বিদ্ধ হচ্ছে।

হায় ঈশ্বর, ব্যথা লাগছে। রাচেলের খুবই দূর্বল লাগছে। সে চোখ বন্ধ ক'রে ফেললো, চারপাশ থেকে পালাবার জন্য।

অবশেষে, সূচ ফোঁটার যন্ত্রণাটা উধাও হয়ে গেলে গরম পানির বৃষ্টিটাও থেমে গেলো। রাচেল চোখ খুললো, সবকিছুই ঠিকঠাক দেখতে পাচ্ছে এখন।

তখনই সে তাদেরকে দেখতে পেলো।

কর্কি এবং টোল্যান্ড তার পাশেই শুয়ে আছে, গুটিসুটি মেয়ে অর্ধনগ্ন অবস্থায়। রাচেল বুঝতে পারলো তারাও তার মত যন্ত্রণাদায়ক অবস্থার মধ্যে দিয়ে এসেছে।

মাইকেল টোল্যান্ডের বাদামী চোখ দুটো রক্ত লাল হয়ে আছে। সে যখন রাচেলকে দেখতে পেলো, ক্লান্তভাবে হাসলো।

রাচেল উঠে বসার চেষ্টা করলো। তারা তিন জনই অর্ধনগ্ন হয়ে ছোট একটা শাওয়ার রুমে প'ড়ে রয়েছে।

৬৬

শক্ত হাত তাকে তুলে ওঠালো।

রাচেল টের পেলো শক্ত হাতগুলো তার শরীর মুছে কম্বল দিয়ে পেঁচিয়ে দিচ্ছে। তাকে এক ধরণের মেডিক্যাল বেডে শোয়ানো হলো, সেখানে হাত-পা মেসেজ ক'রে তাকে আরেকটা

ইন্‌জেকশন দেয়া হলো।

"এডরেনালাইন," কেউ একজন বললো।

রাচেল টের পেলো ওষুধটা তার শরীরের ধমনী আর শিরাতে জীবনী শক্তি দিয়ে দিচ্ছে। তার মাংসপেশীকে সজীব ক'রে তুলছে। রাচেলের শরীরে রক্তচলাচল আবার স্বাভাবিক হয়ে এলো।

মৃত্যু থেকে ফিরে আসা।

সে আশপাশে তাকিয়ে দেখলো কর্কি আর টোল্যান্ড কাছেই শুয়ে আছে, তাদের শরীরও মেসেজ করা হচ্ছে। তাদেরকেও ইনজেকশন দেয়া হলো। রাচেলের কোনো সন্দেহ নেই যে, এই রহস্যময় লোকগুলোই তাদের জীবন বাঁচিয়েছে। তাদের অনেকেই পানিতে ভিজে গেছে। রাচেলদেরকে সাহায্য করতে গিয়েই এমনটি হয়েছে। তারা কারা অথবা কিভাবে তাদেরকে খুঁজে পেলো সেটা সে বুঝতে পারলো না সে। এতে অবশ্য এখন কিছুই যায় আসে না। *আমরা বেঁচে গেছি।*

"আমরা কোথায় ... আছি?" রাচেল কোনো মতে এই প্রশ্নটা করতে পারলো। তার খুব মাথা ব্যথা করছে।

যে লোকটা রাচেলকে মেসেজ করছে সে জবাব দিলো, "আপনারা এখন আছেন লস এ্যাঞ্জেলেসের এক মেডিক্যাল ডেক-এ"

"ডেক-এ!" কেউ একজন বললো।

রাচেল উঠে বসার চেষ্টা করলো। নীল রঙের জামা পরা একজন তাকে উঠে বসতে সাহায্য ক'রে গায়ে কম্বলটা জড়িয়ে দিলো। রাচেল চোখ ঘষে চেয়ে দেখলো ঘরে কেউ ঢুকছে।

আগত লোকটি শক্তিশালী এক আফ্রিকান-আমেরিকান ভদ্রলোক। হ্যান্ডসাম এবং কর্তত্ত্বপরায়ণ। তার গায়ে খাকি পোশাক। "হ্যারল্ড ব্রাউন," সে ঢুকতে ঢুকতে বললো। তার কণ্ঠটা গভীর আর আদেশমূলক। "ইউএসএস *শার্লট* এর ক্যাপ্টেন। আর আপনারা?"

ইউএসএস শার্লট, রাচেল ভাবলো।

নামটা খুবই পরিচিত ব'লে মনে হচ্ছে। "সেক্সটন ..." সে জবাব দিলো। "আমি রাচেল সেক্সটন।"

লোকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে কাছে এসে দাঁড়ালো। তাকে খুব ভালো ক'রে দেখে নিলো। "তাইতো বলি, তাহলে আপনিই।"

রাচেল কিছুই বুঝতে পারলো না। *সে আমাকে চেনে?* রাচেল নিশ্চিত সে লোকটাকে চিনতে পারছে না। রাচেল লোকটার বুকে ইউএস নেভি'র ইগল পাখির থাবায় ধরা নোঙরের ছবিটার লোগো দেখতে পেলো।

এবার সে বুঝতে পারলো *শার্লট* নামটি।

"স্বাগতম আমাদের এখানে, মিস্ সেক্সটন," ক্যাপ্টেন বললো। "আপনি এই জাহাজের অনেক তথ্যই রিপোর্ট আকারে একাধিকবার দিয়েছেন। আমি জানি আপনি কে।"

"কিন্তু আপনারা এই পানিতে করছেনটা কি?" সে হুট ক'রে বললো।

তার মুখটা কিছুটা শক্ত হয়ে গেলো। "সত্যি বলতে কী, মিস্ সেক্সটন, আমিও আপনাকে ঠিক একই প্রশ্নটা করতে যাচ্ছিলাম।"

"আমাকে এনআরও'র ডিরেক্টর উইলিয়াম পিকারিংয়ের সাথে কথা বলতে হবে," সে ক্যাপ্টেনকে বললো। "একান্তে এবং এক্ষুণি।"

ক্যাপ্টেন ভুরু তুললো। বোঝাই যাচ্ছে নিজের জাহাজে অন্যের হুকুম তামিল করার সাথে সে মোটেও অভ্যস্ত নয়।

ক্যাপ্টেন কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে বললো, "আপনার শরীরের তাপমাত্রা আগে স্বাভাবিক হোক, তারপর আমি এনআরও'র ডিরেক্টরের সাথে কথা বলিয়ে দেবো।"

"এটা খুবই জরুরি, স্যার। আমি –"

রাচেল একটু থামলো। তার চোখ পাশেই একটা দেয়াল ঘড়ির দিকে গেলো।

১৯ : ৫১

রাচেল পলক ফেললো। "ঘড়িটা কি ... ঠিক আছে?"

"আপনি নেভির রণতরীতে আছেন, ম্যাম, আমাদের ঘড়ি ঠিকই থাকে।

"আর এটা ... ইস্টার্ন টাইমে?"

"৭টা ৫১ মিনিট। আমরা নরফোক-এর বাইরে আছি।"

হায় ঈশ্বর! সে ভাবলো, অবাক হয়ে গেলো। *এখনও আটটা বাজেনি? তাহলে তো প্রেসিডেন্ট এখনও উল্কার খবরটি ঘোষণা দেননি! তাঁকে থামানোর সময় এখনও রয়েছে।* সে সঙ্গে সঙ্গে বিছানা থেকে নেমে কম্বলটা গাঁয়ে জড়িয়ে নিলো। "প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলার দরকার আমার, এক্ষুণি।"

ক্যাপ্টেন হতভম্ব হয়ে গেলো। "কোনো্ প্রেসিডেন্টের সাথে?"

"আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের।"

"আমার মনে হয় আপনি পিকারিং এর সাথে কথা বলতে চেয়েছিলেন।"

"আমার হাতে সময় নেই। প্রেসিডেন্টকেই আমার দরকার।"

ক্যাপ্টেন একটুও নড়লো না। "আমি যতটুকু বুঝি, প্রেসিডেন্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সম্মেলন করতে যাচ্ছেন কয়েক মিনিটের মধ্যেই। আমার সন্দেহ, এ মুহূর্তে তিনি কোনো ফোন গ্রহন করবেন না।"

রাচেল সোজা হয়ে দাঁড়ালো। "স্যার, আপনাকে আমি বোঝাতে পারবো না ঘটনাটা কি। কিন্তু প্রেসিডেন্ট খুব বড় একটি ভুল করতে যাচ্ছেন। আমার কাছে যে খবর রয়েছে সেটা তাঁর জানা খুবই জরুরি। এখনই। আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন।"

ক্যাপ্টেন তার দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে ভেবে নিজের ঘড়িটা দেখে নিলো। "নয় মিনিট? এতো স্বল্প সময়ে তো আমি আপনাকে হোয়াইজ হাইজের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারবো না। আমি কেবল রেডিও-ফোনের কথা প্রস্তাব করতে পারি। ওতে অবশ্য নিরাপত্তা নেই। আর এন্টেনাটা ঠিকঠাক করতে কিছু সময় লাগবে আমাদের –"

"এক্ষুণি করুন!"

হোয়াইট হাউজের টেলিফোন সুইচবোর্ডটা ইস্ট উইংয়ের নিচের তলায় অবস্থিত। তিন জন সুইচ-বোর্ড অপারেটর সব সময় দায়িত্বে থাকে। এই মুহূর্তে দু'জন ব'সে আছে। তৃতীয় অপারেটর তাড়াহুড়ো ক'রে বৃফিং রুমের দিকে চলে গেছে, সেই মেয়েটার হাতে একটা কর্ডলেস টেলিফোন সেট। সে কলটা ওভাল অফিসে দেবার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। প্রেসিডেন্ট ইতিমধ্যেই প্রেসবৃফিং দেবার জন্য রওনা হয়ে গেছেন। সে প্রেসিডেন্টের সহকারীদের সেলফোনে চেষ্টা করছে। কিন্তু সংবাদসম্মেলন শুরু হবার ঠিক আগেই সব ধরণের সেলফোন বন্ধ ক'রে দেয়া হয়েছে যাতে কোনো বিঘ্ন না ঘটে।

এই মুহূর্তে ফোন করাটা যে সমীচীন নয় তা সবাই জানে। তারপরও হোয়াইট হাউজের লিয়াঁজো যখন বলে খুবই জরুরি, তখন উপায় থাকে না। প্রশ্নটা হলো, সে সময় মতো ওখানে পৌছতে পারবে কিনা।

ইউএসএস *শার্লট* এর ছোট্ট মেডিক্যাল অফিসে ব'সে কানে ফোন লাগিয়ে রাচেল সেক্সটন প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। টোল্যান্ড আর কর্কি পাশেই ব'সে আছে। তারা এখনও কাঁপছে। কর্কির গালে পাঁচটি সেলাই দেয়া হয়েছে। তাদের সবাইকে বিশেষ এক ধরণের থিনসুলেট থার্মাল অন্তর্বাস পরিয়ে দেয়া হয়েছে। তার ওপরে রয়েছে নেভিদের মোটা উলের জামা আর বুট জুতা। হাতে গরম কফির মগ নিয়ে রাচেল দাঁড়িয়ে আছে, নিজেকে এখন পুরোপুরি মানুষের মতোই অনুভূত হচ্ছে তার।

"এতোক্ষণ লাগছে কেন?" টোল্যান্ড তাড়া দিলো। "এখন তো সাতটা ছাপান্ন বাজে!"

রাচেল ভাবতেই পারছে না সে হোয়াইট হাউজের একজন অপারেটরকে ধরতে পেরেছে। রাচেলের কাছ থেকে সংক্ষেপে সব শুনে সে সহমর্মী হয়ে প্রেসিডেন্টের কাছে লাইনটা দেবার চেষ্টা ক'রে যাচ্ছে।"

চার মিনিট, রাচেল ভাবলো। *জলদি করো।*

চোখ বন্ধ ক'রে রাচেল অপেক্ষার সময়টা পার করতে চাইলো।

"তিন মিনিট বাকি আছে!" টোল্যান্ড বললো। তাকে খুব উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে এখন।

রাচেল এবার সত্যি নার্ভাস হয়ে গেলো। এত দেরি হচ্ছে কেন? প্রেসিডেন্ট কেন তার ফোনটা নিচ্ছে না? এরকম ডাটা নিয়ে যদি জাখ হার্নি জনগণকে বলেন –

রাচেল রিসিভারটা সজোরে ঝাকালো। *ফোনটা ধরুন।*

অপারেটর যখন বৃফিং রুমে ঢুকলো, দেখতে পেলো মঞ্চের সামনে স্টাফরা জড়ো হয়ে আছে। সবাই বেশ উত্তেজনার মধ্যে রয়েছে। চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিচ্ছে। সে বিশ গজ দূরে প্রেসিডেন্টকে দেখতে পেলো। তিনি অপেক্ষা করছেন। মেক-আপ ম্যানরা এখনও তার মুখে একটু ঘষামাজা ক'রে নিচ্ছে।

"একটু যেতে দিন!" অপারেটর বললো। ভীড় ঠেলে এগোবার চেষ্টা করলো সে।

"প্রেসিডেন্টের জন্য ফোন আছে। এক্সকিউজ মি। আসছি!"

"দু'মিনিটের মধ্যে লাইভ প্রচার শুরু হবে!" মিডিয়া সমন্বয়কারী জানালো।

অপারেটর এগোতে এগোতে বললো, "প্রেসিডেন্টের ফোন!"

তার সামনে পর্বত প্রমাণ বাঁধা এসে দাঁড়ালো। মারজোরি টেঞ্চ। "কী হচ্ছে?"

"আমার কাছে জরুরি," অপারেটর নিঃশ্বাস নিতে নিতে বললো, "... একটা ফোন আছে, প্রেসিডেন্টের জন্য।"

টেঞ্চ অবিশ্বাস নিয়ে তাকালো। "এখন নয়। তুমি এটা দেবে না!"

"এটা রাচেল সেক্সটনের কাছ থেকে এসেছে। সে বলেছে এটা খুবই জরুরি।"

টেঞ্চের চেহারায় এখন রাগের চেয়েও বেশি বিহ্বলতা প্রকাশ পেলো। "এটা তো হাউজের লাইন," কর্ডলেস ফোনটার দিকে তাকিয়ে টেঞ্চ বললো, "এটা নিরাপদ নয়।"

"না, ম্যাম। সে রেডিও ফোন থেকে করেছে। সে বলছে এক্ষুণি তার প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলতে হবে।"

নব্বই সেকেন্ড বাকি!

টেঞ্চ শীতল চোখে তাকিয়ে বললো, "আমাকে দাও ফোনটা।"

অপারেটরের হৃদস্পন্দন বেড়ে গেলো। "মিস সেক্সটন প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলতে চাচ্ছেন, সরাসরি। সে আমাকে বলেছে তাঁর সঙ্গে কথা বলার আগ পর্যন্ত সংবাদ সম্মেলনটা স্থগিত রাখতে।"

টেঞ্চ অপারেটরের কাছে এগিয়ে এলো। নিচু স্বরে বললো, "শোনো, তুমি প্রেসিডেন্টের প্রতিপক্ষের কন্যার কাছ থেকে আদেশ নিতে পারো না, আমার কাছে সেটা দিয়ে দেবে। বুঝতে পেরেছে।"

অপারেটর প্রেসিডেন্টের দিকে তাকালো, তাঁকে এখন মাইক্রোফোন টেকনিশিয়ানরা ঘিরে রেখেছে।

ষাট সেকেন্ড বাকি! টিভি সুপারভাইজার চিৎকার ক'রে বললো।

শালর্টে রাচেল সেক্সটন অস্থির হয়ে পায়চারী করছে। অবশেষে সে ফোনে একটা ক্লিক শব্দ শুনতে পেলো।

একটা ফ্যাস্‌ফ্যাসে কণ্ঠ কোনো গেলো। "হ্যালো?"

"প্রেসিডেন্ট হার্নি?" রাচেল উদগ্রীব হয়ে বললো।

"মারজোরি টেঞ্চ বলছি। আমি প্রেসিডেন্টের সিনিয়র উপদেষ্টা। তুমি যেনো ফোন ক'রে থাকো না কেন, হোয়াইট হাউজে এখন রঙ্গ-তামাশা করলে তার পরিণাম –"

হায় ঈশ্বর! "এটা রঙ্গ-তামাশা নয়! আমি রাচেল সেক্সটন। আমি আপনাদের এনআরও'র লিয়াঁজো এবং –"

"আমি জানি রাচেল সেক্সটন কে, ম্যাম। আমি এ ব্যাপারে সন্দেহ করছি যে আপনি রাচেল নন। আপনি একটি অরক্ষিত লাইনে ফোন ক'রে গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষ্ঠানে বিঘ্ন ঘটাতে চাচ্ছেন।"

"শুনুন," রাচেল ফুঁসে উঠলো। "আমি আপনার সব স্টাফদের কাছে কয়েক ঘন্টা আগে উল্কাখণ্ডের ব্যাপারে বৃফ করেছি। আপনি সামনের সারিতে বসেছিলেন। আর কোনো প্রশ্ন?"

টেঞ্চ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকলো। "মিস্ সেক্সটন, এসবের মানে কী?"

"এর অর্থ হলো, এক্ষুণি প্রেসিডেন্টকে থামান! তাঁর কাছে উল্কা সম্পর্কিত যে তথ্য উপাত্ত আছে সেটাতে ভুল রয়েছে! আমরা এইমাত্র জানতে পেরেছি উল্কাখণ্ডটি বরফের নিচে ঢোকানো হয়েছে। জানি না কারা করেছে, কেন করেছে! কিন্তু এটা সত্য। প্রেসিডেন্ট মারাত্মক ভুল করতে যাচ্ছেন। আমার উপদেশ হলো –"

"একটা মিনিট অপেক্ষা করুন!" টেঞ্চ নিচু কণ্ঠে বললো। "আপনি কি জানেন আপনি কি বলছেন?"

"হ্যা! আমার সন্দেহ নাসা প্রধান এটি সাজিয়েছে। আর প্রেসিডেন্ট হার্নি তার ফাঁদে পা দিতে যাচ্ছেন। আমি তাঁকে ব্যাখ্যা করতে পারবো এখানে কি হয়েছে। কিন্তু আগে দশটা মিনিটের জন্যে হলেও সংবাদসম্মেলনটা স্থগিত করুন। শুনুন, আমাদেরকে কে বা কারা খুন করার চেষ্টাও করেছে, ঈশ্বরের দোহাই!"

টেঞ্চের কণ্ঠটা শীতল হয়ে গেলো। "মিস্ সেক্সটন, আপনাকে সতর্ক ক'রে দিচ্ছি। এই যদি আপনি জানেন তো সেটা কর্মচারীদের বৃফ করার আগেই ভাবা উচিত ছিলো।"

"কী?" *সে কি শুনছে না?*

"আমি আপনার এই কাজকর্মে খুবই অবাক হচ্ছি। কী ধরণের ইন্টেলিজেন্সের লোক আপনি, রেডিও ফোন দিয়ে হোয়াইট হাউজে ফোন করেছেন? আবার বলছেন খুবই গোপনীয় ব্যাপার সেটা। অবশ্যই আপনি আশা করছেন এইসব কথাবার্তা কেউ ইন্টারসেপ্ট করবে।"

"নোরা ম্যাঙ্গোর খুন হয়েছে এজন্যে। ডক্টর মিংও মারা গেছেন। আপনাকে সতর্ক ক'রে দেবার দরকার –"

"ব্যস, থামুন। আমি জানি না আপনি কী খেলা খেলছেন। একটু আগে আপনি নিজে তথ্যটার পক্ষে ছিলেন, এখন এমন কি হলো মত বদলিয়ে ফেললেন, আমি অবশ্য কল্পনা করতে পারি। যাহোক, এরকম অর্থহীন কথা বলতে থাকলে হোয়াইট হাউজ এবং নাসা এতো দ্রুত আপনার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করবে যে, আপনি আপনার সুটকেস গোছাতেও সময় পাবেন না। তার আগেই জেলে চ'লে যাবেন।"

রাচেল কিছু বলতে চাইলেও বলতে পারলো না।

"জাখ হার্নি আপনার প্রতি খুবই সদাশয়," টেঞ্চ রেগে বললো। "আর সত্যি বলতে কী এসব হলো সেক্সটনের সস্তা নাটক। এটা এক্ষুণি বন্ধ করুন। তা না হলে আমরা আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবো। কসম খেয়ে বলছি।"

লাইনটা কেটে গেলো।

রাচেলের মুখটা হা হয়ে থাকলো, সেই সময়েই ক্যাপ্টেন দরজায় নক্ করলো।

"মিস সেক্সটন?" ক্যাপ্টেন উঁকি মেরে বললো। "আমরা কানাডিয়ান ন্যাশনাল রেডিওর সিগনাল ধরতে পেরেছি। প্রেসিডেন্ট জাখ হার্নি এইমাত্র তাঁর সংবাদ সম্মেলন শুরু করেছেন।"

হোয়াইট হাউজের বৃফিং রুমের পোডিয়ামে দাঁড়িয়ে জাখ হার্নি মিডিয়ার লাইটের উত্তাপটা টের পেলো আর তিনি জানতেন সারা পৃথিবী তাঁকে দেখছে। এই বৃফিং রুমে শোরগোল শুরু হয়ে গেছে। যারা টেলিভিশনে কিংবা রেডিওতে এই অনুষ্ঠানটা দেখছে না বা শুনছে না, তাদের কাছে এই সম্মেলনের কথাটা প্রতিবেশী, সহকর্মী এবং পরিবারের কাছ থেকে শুনে নিয়েছে। আটটার মধ্যে, কেবল গুহাবাসী ছাড়া সবাই প্রেসিডেন্টের ঘোষণার বিষয়-বস্তুটা নিয়ে অনুমান করতে শুরু ক'রে দিয়েছে। সারা বিশ্বের লক্ষ-কোটি মানুষ টিভি সেটের সামনে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

এই মুহূর্তে জাখ হার্নি তাঁর অফিসের সত্যিকারের ওজনটা প্রথমবারের মতো ভালভাবে টের পেলেন। সংবাদ সম্মেলনটা শুরু হবার আগ মুহূর্তে হার্নির মনে হচ্ছে কোথাও কিছু একটা হয়তো হয়েছে। একটু আগে তিনি কিছু একটা দেখেছেন।

এটা অবশ্য খুবই তুচ্ছ একটি ব্যাপার, কিন্তু তারপরও....

তিনি নিজেকে বললেন সেটা ভুলে যেতে। এটা তেমন কিছুই না। তারপরও সেটা খচখচ করছে তাঁর মনের মধ্যে।

টেঞ্চ।

কিছুক্ষণ আগে, হার্নি দূর থেকে দেখেছেন, মারজোরি টেঞ্চ কর্ডলেস ফোনে কথা বলছিলো। এটা অদ্ভুত, কেননা হোয়াইট হাউজের একজন অপারেটর তার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলো। তার মুখে উদ্বিগ্নতা দেখা গেছে। হার্নি টেঞ্চের ফোনালাপটার কিছুই শুনতে পাননি। কিন্তু তিনি দেখতে পেয়েছেন যে, ফোনে সে ঝগড়া করছিলো কারো সাথে। টেঞ্চের কথা বলার সময় হার্নি তার চেহারায় যে রাগ দেখেছেন সেটা তিনি খুব কমই দেখেছেন। তিনি একটু থেমে টেঞ্চের চোখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন।

টেঞ্চ বুড়ো আঙুলটা দেখিয়ে বোঝালো সবকিছু ঠিক আছে। হার্নি কখনও টেঞ্চকে এভাবে বুড়ো আঙুল দেখাতে দেখেননি। স্টেজে ওঠার আগে এটাই শেষ দৃশ্য, যা হার্নি দেখলেন।

এলিসমেয়ার আইল্যান্ডের নাসা'র হ্যাবিস্ফেয়ারের প্রেস এরিয়ার ভেতরে নাসা প্রধান লরেন্স এক্সট্রম দীর্ঘ সিম্পোজিয়াম টেবিলের মাঝখানে ব'সে আছে। তার দু'পাশে নাসা অফিসিয়াল আর বিজ্ঞানীরা ব'সে রয়েছে। তাদের সামনে রাখা টিভি পর্দায় প্রেসিডেন্টের সংবাদ সম্মেলনটা লাইভ দেখাচ্ছে।

"শুভরাত্রি," হার্নি বললেন, তাঁকে খুব আড়ষ্ট মনে হলো। "আমার প্রিয় দেশবাসী এবং এই বিশ্বে আমাদের বন্ধুরা ..."

এক্সট্রম ডিসপ্লে করা বিশাল পাথরটার দিকে তাকালো। তার পেছনে বিশাল আমেরিকার পতাকা টাঙানো আছে, সেই সাথে নাসা'র লোগো। জাখ হার্নি পুরো বিষয়টাকে রাজনৈতিক খেলার অংশে রূপান্তরিত ক'রে ফেলেছেন। হার্নির এছাড়া আর কোনো উপায়ও ছিলো না।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই প্রেসিডেন্ট নাসা প্রধান এবং তার স্টাফদেরকে পরিচয় করিয়ে দেবেন। তারপর, স্যাটেলাইটের মাধ্যমে পৃথিবীর সর্ব উত্তর থেকে নাটকীয়ভাবে প্রেসিডেন্টের সাথে নাসা যোগ দেবে এই তথ্যটা বিশ্ববাসীকে জানানোর জন্য।

এক্সট্রম তার অংশের জন্য অপেক্ষা করার সময় মনে হলো নিজের ভেতরে এক ধরণের লজ্জা গেঁড়ে বসেছে। সে জানে এরকমটি তার হবে। সে এটা প্রত্যাশাই করেছিলো।

সে মিথ্যে বলেছে ... অসত্যকে সমর্থন করেছে।

যাইহোক, মিথ্যেটাকে এখন আর অবান্তর মনে হচ্ছে না। এক্সট্রমের মনে বড়সড় একটি ভার গেঁড়ে বসেছে।

•

এবিসি প্রোডাকশন রুমের টেলিভিশনের প্যানেলের সামনে গ্যাব্রিয়েল অ্যাশ একদল অপরিচিত লোকের সাথে দাঁড়িয়ে টিভি দেখছে। গ্যাব্রিয়েল তার চোখ বন্ধ করলো, প্রার্থনা করলো তার নিজের নগ্নছবি যেনো না দেখতে হয়।

সিনেটর সেক্সটনের ঘরের মধ্যে উত্তেজনা। তাঁর অতিথিরা সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছে। তাদের কৌতুহলী চোখ টিভি পর্দার দিকে।

জাখ হার্নি টিভি পর্দায় উপস্থিত হয়েছেন কিছু একটা ঘোষণা দিতে। তাকে একটু দ্বিধাগ্রস্ত ব'লে মনে হলো।

তাঁকে আড়ষ্ট দেখাচ্ছে, সেক্সটন ভাবলেন তাঁকে কখনও আড়ষ্ট দেখা যায় না।

"তাঁকে দেখুন," কেউ চাপা কণ্ঠে বললো। "খবরটা খারাপই হবে।"

স্পেস স্টেশন? সেক্সটন ভাবলো।

হার্নি ক্যামেরার দিকে সরাসরি তাকিয়ে গভীর নিঃশ্বাস নিলেন। "বন্ধুরা আমার, কয়েকদিন ধরেই আমি অস্থির ছিলাম এই ভেবে যে, ঘোষণাটা কীভাবে দেয়া যায় ..."

তিনটি সহজ শব্দের মধ্য দিয়ে। সেক্সটন নিজে নিজে বললেন। *আমরা এটা হারিয়েছি।*

হার্নি কিছুক্ষণ এই ব'লে চললেন যে, দুর্ভাগ্যজনকভাবে নাসা'কে কীভাবে নির্বাচনের ইসু বানানো হয়েছে আর এখন সময় এসেছে এব্যাপারে কিছু বলার, সেই সাথে ক্ষমা চাওয়ার।

"আমি এই মুহূর্তের ঘোষণাটা দেবার জন্য অন্য যেকোন সময় হলেই বেশি পছন্দ করতাম।" তিনি বললেন, "রাজনীতির কারণে হয়তো এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটার গায়েও সন্দেহের আচড় লেগে যেতে পারে, তারপরও আপনাদের প্রেসিডেন্ট হিসেবে, সাম্প্রতিক একটি ঘটনার কথা আপনাদের না জানিয়ে পারছি না।"

তিনি একটু হাসলেন। "মনে হচ্ছে মহাশূন্যের জাদু এমন কিছু যা মানুষের শিডিউল মেনে ঘটে না ... এমনকি কোনো প্রেসিডেন্টের বেলায়ও।"

সেক্সটনের ঘরের সবাই একসঙ্গে ধাক্কা খেলো। *কি?*

"দু'সপ্তাহ আগে," হার্নি বললেন, "নাসা'র পিওডিএস স্ক্যানার এলিসমেয়ার আইল্যান্ডের মিল্নে আইস শেলফে একটা জিনিস খুঁজে পেয়েছে।"

সেক্সটন আর অন্যেরা একে অন্যের দিকে দ্বিধাগ্রস্তভাবে তাকালো।

"নাসা'র এই স্যাটেলাইটটা বিশাল একটি পাথরখণ্ড আবিষ্কার করেছে বরফের দু'শো ফিট নিচে।" হার্নি এবার হাসলেন। "নাসা সমস্ত ডাটা বিশ্লেষণ ক'রে বুঝতে পেরেছে পাথর খণ্ডটি আসলে একটি উল্কাপিণ্ড।"

"একটি উল্কাপিণ্ড?" সেক্সটন দাঁড়িয়ে গেলেন। "এটা কোনো খবর হলো?"

"নাসা আইস শেলফে নমুনা সংগ্রহ করার জন্য একটি দল পাঠায়। ঠিক তখনই নাসা এটা ধরতে পারে ..." তিনি থামলেন। "সত্যি বলতে কী, তারা শতাব্দীর সেরা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারটি করতে পেরেছে।"

সেক্সটন অবিশ্বাসে টিভির সামনে চলে গেলেন। *না...* তাঁর চোখে মুখে অস্বস্তি।

"লেডিস এ্যান্ড জেন্টেলমেন," হার্নি ঘোষণা দিলেন, "কয়েক ঘন্টা আগে, নাসা বরফের নিচ থেকে আট টন ওজনের উল্কাখণ্ডটি তুলে আনতে পেরেছে, যাতে রয়েছে ..." প্রেসিডেন্ট আবারো থামলেন। "প্রাণীর ফসিল। কয়েক ডজন। বর্হিজীবের অস্তিত্বের অকাট্য এক প্রমাণ।"

টিভি পর্দায় পাথরের ভেতরকার ফসিলের ছবি দেখানো হলো। প্রাণীদের ফসিল। অসাধারণ এক ছবি। পাথরে খোদাই করা যেনো।

সেক্সটনের ঘরে ছয় জন অতিথি আত্কে উঠলো তীব্র আতংকে। সেক্সটন বরফের মতো জ'মে দাঁড়িয়ে আছেন।

"বন্ধুরা আমার," হার্নি বললেন, "আমার পেছনে যে ফসিলগুলো দেখছেন সেটা একশত নব্বই মিলিয়ন বছরের পুরনো। এটা বিখ্যাত উল্কা জাঙ্গারসল-এরই একটি খণ্ডাংশ, যা আর্কটিক সাগরে তিন শত বছর আগে পতিত হয়েছিলো। নাসা এই সংক্রান্ত বিষয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত হবার জন্য এবং জনগণকে জানাবার আগে অতিরিক্ত সতর্কতার জন্য কয়েকজন সিভিলিয়ান বিজ্ঞানীকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছে ঘটনাস্থলে। এরকম একজন অতি পরিচিত ব্যক্তির তৈরি ছোট্ট একটি প্রামাণ্য চিত্র একটু পরেই আপনারা দেখতে পাবেন। তার আগে আমি তাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি কিছু বলার জন্য যার নেতৃত্বে নাসা এমন যুগান্তকারী আবিষ্কার করতে পেরেছে। তিনি আর কেউ নন, নাসা প্রধান লরেন্স এক্সট্রম।"

উল্কার ছবিটা ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে সেখানে ভেসে এলো নাসা'র বিজ্ঞানীদের টেবিলের ছবিটা, যার মাঝখানে ব'সে আছে বিশালদেহী লরেন্স এক্সট্রম।

"ধন্যবাদ, মিঃ প্রেসিডেন্ট।" সে সরাসরি ক্যামেরার দিকে তাকালো। "এই মুহূর্তে আপনাদের সাথে থাকতে পেরে গর্বিত হচ্ছি। এটা নাসা'র সবচাইতে সেরা মুহূর্ত।"

এক্সট্রম পুরো আবিষ্কারটি এবং নাসা'র কার্যক্রম বিবৃত ক'রে গেলো। নাসা'র বিজ্ঞানী এবং সিভিলিয়ান বিজ্ঞানীরাও যে আবিষ্কারটা সম্পর্কে নিশ্চিত করেছে সেটা প্রমাণ সহকারে তুলে ধরলো সে। মাইকেল টোল্যান্ডের প্রামান্যচিত্রটা যে এরপর দেখানো হবে সে ব্যাপারটাও উল্লেখ করলো সে।

এসব দেখে সিনেটর সেক্সটন টিভির সামনে হাটু গেঁড়ে ধপাস ক'রে ব'সে পড়লেন। দু'হাতের আঙুল দিয়ে তিনি মাথার চুল খামছে ধরলেন। *না! ঈশ্বর! না!*

মারজোরি টেঞ্চ বৃফিংরুমের হৈহল্লা ছেড়ে বিবর্ণ মুখে বের হয়ে নিজের ওয়েস্টউইংয়ের প্রাইভেট রুমে এসে পড়লো। উৎসব পালন করার কোনো মুড তার নেই। রাচেল সেক্সটনের ফোনটা ছিলো খুবই অপ্রত্যাশিত।

খুবই হতাশাজনক।

টেঞ্চ তার ডেস্কের ফোনটা তুলে হোয়াইট হাউজের অপারেটরকে ফোন করলো। "উইলিয়াম পিকারিং, এনআরও'র।"

টেঞ্চ একটা সিগারেট ধরিয়ে পায়চারি করতে লাগলো লাইনটা পাবার অপেক্ষায়। এসময়ে বাড়িতে চ'লে যাওয়ার কথা থাকলেও আজকের দিনের গুরুত্বের কারণে তাকে অফিসে পাবার সম্ভাবনাই বেশি ব'লে টেঞ্চ আন্দাজ করলো।

প্রেসিডেন্ট যখন রাচেলকে মিল্নে'তে পাঠাতে চাইছিলেন তখন সে তাঁকে বাধা দেয়নি ব'লে এখন নিজেকেই দুষলো। টেঞ্চ অবশ্য সায় দেয়নি। তার মনে হয়েছিলো এটা অযথা ঝুঁকি নেয়ার মতো। কিন্তু প্রেসিডেন্ট খুব চাইছিলেন সেটা। রাচেলের কাছ থেকে হোয়াইট হাউজের কর্মচারীরা খবরটা শুনলে বেশি ফলদায়ক হবে প্রেসিডেন্টের এমন যুক্তিতে টেঞ্চ সায় দিয়েছিলো। আর এখন। রাচেল সেক্সটন তার মত বদলিয়েছে।

কুত্তিটা আমাকে অরক্ষিত লাইনে ফোন করেছে।

রাচেল সেক্সটনের উদ্দেশ্যটা ছিলো এই আবিষ্কারের বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা, ধ্বংস করা। যাহোক তার সেই উদ্দেশ্যটা এখনও পূরণ হয়নি। এটাই আশার কথা। টেঞ্চ জানে নাসা সম্পর্কে পিকারিংয়ের ধারণা কেমন। তার দরকার রাচেলের আগে পিকারিংয়ের সাথে যোগাযোগ করা।

"মিস টেঞ্চ?" ফোনের অপর প্রান্ত থেকে পরিষ্কার কণ্ঠটা বললো, "উইলিয়াম পিকারিং বলছি। আপনার জন্য কী করতে পারি?"

টেঞ্চ একটু ভেবে, আস্তে আস্তে বললো। "আপনার কি একটু সময় হবে, ডিরেক্টর?"

"আমার ধারণা আপনারা উৎসব উদযাপন করছেন। এটা একটা রাতই আপনাদের জন্য। দেখে মনে হচ্ছে নাসা এবং প্রেসিডেন্ট লড়াইয়ে আবার ফিরে এসেছে।"

"আমি ক্ষমা চাইছি," টেঞ্চ একটু ভালো যোগাযোগের আশায় বললো। "নাসা এবং হোয়াইট হাউজ আপনাকে এ ব্যাপারে কিছু জানায়নি ব'লে।"

"আপনি জানেন," পিকারিং বললো, "যে, এনআরও নাসা'র কর্মকাণ্ডকে কয়েক সপ্তাহ আগেই ধরতে পেরেছিলো, আর সেটা খতিয়ে দেখার জন্য একটি তদন্তও চালিয়েছিলো?"

টেঞ্চ ভুরু তুললো। "হ্যা, আমি জানি। আর তারপরও –"

"নাসা আমাদেরকে বলেছিলো এটা কিছুই না। তারা বলেছিলো খুব কঠিন আবহাওয়ায় তারা কিছু গবেষণা কর্ম চালাচ্ছে ওখানে। প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। কোনো যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করছে আর কি।" পিকারিং থামলো একটু। "আমরা মিথ্যেটা মেনে নিয়েছি।"

"এটাকে মিথ্যা না বলাই ভালো," টেঞ্চ বললো। "এরকম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারকে বাধ্য

হয়েই নাসা গোপন করবে, আশা করি আপনি সেটা বোঝেন।"

"জনগণের কাছ থেকে, সম্ভবত।"

টেঞ্চ আর কথা না বাড়িয়ে আসল কথায় এলো। "আমার হাতে মাত্র মিনিট খানেক সময় আছে, কিন্তু আমার মনে হলো আপনাকে ফোন ক'রে সাবধান ক'রে দেই।"

"আমাকে সাবধান করবেন?" পিকারিং যেনো তেঁতে উঠলো। "জাখ হার্নি কি নাসা'র প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন নতুন একজন এনআরও ডিরেক্টর নিয়োগ দেবার মনস্থির করেছেন?"

"অবশ্যই নয়। আমি আসলে আপনার একজন কর্মচারীর ব্যাপারে বলছিলাম।" সে একটু থামলো। "রাচেল সেক্সটনের কথা বলছি। তার সাথে কি আজ সন্ধ্যায় কথা হয়েছে আপনার?"

"না। আজ সকালে তাকে আমি প্রেসিডেন্টের অনুরোধে হোয়াইট হাউজে পাঠিয়েছিলাম। এরপর আর তার দেখা পাইনি। তাকে নিশ্চয় আপনারা ব্যস্ত রেখেছেন।"

কথাটা শুনে টেঞ্চ স্বস্তি পেলো। যাহোক রাচেলের সাথে পিকারিংয়ের এখনও যোগাযোগ হয়নি। "আমার আশংকা কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনি রাচেলের কাছ থেকে ফোন পাবেন।"

"ভালো। সেটাই আশা করছি। আমার আশংকা ছিলো জাখ হার্নি হয়তো রাচেলকে জনসম্মুখে এ ব্যাপারে অংশ নিতে বাধ্য করবেন, সেটা হয়নি ব'লে আমি খুব খুশি হয়েছি।"

"জাখ হার্নি খুবই ভদ্র একজন মানুষ," টেঞ্চ বললো, "যা আমি রাচেল সেক্সটনের চেয়েও ভালো জানি।"

দীর্ঘ একটা নিরবতা নেমে এলো। "আশা করি আমি এটা ভুল বুঝেছি।"

টেঞ্চ দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "না, স্যার, আপনি তা করেননি। আমি ফোনে বিস্তারিত বলতে চাচ্ছি না, তবে মনে হচ্ছে রাচেল সেক্সটন নাসা'র এই আবিষ্কারটাকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছে। আমি জানি না কেন। সে নাসা'র ডাটা বিশ্লেষন ক'রে নাসা'র দাবির পক্ষে রায় দিয়েছে, তারপর, আচমকাই সে এটার বিরুদ্ধে চ'লে গেছে এখন। তার বক্তব্য নাসা জালিয়াত করছে, ধোকা দিচ্ছে।"

"কী বললেন?" পিকারিং অবাক হয়ে বললো।

"সংবাদ সম্মেলনের দু'মিনিট আগে সে আমাকে ফোন ক'রে বলেছে সংবাদসম্মেলনটা বাতিল করতে।"

"কিসের জন্য?"

"একেবারেই অবান্তর সেটা। সে বলছে ডাটার মধ্যে সে নাকি গুরুতর ভুল ক্রটি খুঁজে পেয়েছে।"

পিকারিং অনেকক্ষণ চুপ থেকে বললো, "ক্রটি?"

"হাস্যকর, তাই না, নাসা পুরো দু'সপ্তাহ ধ'রে এটা খতিয়ে দেখেছে এবং –"

"রাচেল যদি সংবাদ সম্মেলনটা বাতির ক'রে দেবার কথা বলেই থাকে, আমার মনে হয় তার অবশ্যই কারণ রয়েছে। হয়তো, আপনার উচিত ছিলো তার কথাটা কোনোর।"

"কী বলেন!" টেঞ্চ কেশে উঠলো। "আপনি তো সংবাদ সম্মেলনটা দেখেছেন, তথ্য-উপাত্তগুলোসহ বিজ্ঞানীদের অভিমতও দেখেছেন। বিশেষজ্ঞরা সবাই এটাকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

আচম্‌কা কেবল রাচেলই এখন উল্টা পাল্টা বলছে। সে এখন মত বদলালো কেন?"

"এটা সন্দেজনকই মনে হচ্ছে, মিস টেঞ্চ, কারণ আমি জানি রাচেলের সাথে তার বাবার সম্পর্কটা খুবই শীতল। আমি ভাবতেও পারছি না, এতোদিন প্রেসিডেন্টের হয়ে কাজ করার পর এভাবে আচম্‌কা সে কেন তার বাবার পক্ষে যায় এমন পদেক্ষপ নেবে।"

"উচ্চাকাঙ্ক্ষা, হয়তো? আমি আসলেই জানি না। হয়তো ফার্স্ট ডটার হবার সুযোগ নিচ্ছে..."

পিকারিংয়ের কণ্ঠটা আচমকাই শক্ত হয়ে গেলো। "মিস টেঞ্চ, আমার মনে হয় না এ কারণে।"

টেঞ্চ ভাবলো তাহলে কিসের জন্য রাচেল এমনটি করছে।

"তাকে আমার সাথে কথা বলতে দিন," পিকারিং বললো, "আমি নিজে মিস সেক্সটনের সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

"আমার আশংকা, সেটা অসম্ভব," টেঞ্চ জবাব দিলো। "সে হোয়াইট হাউজে নেই।"

"তাহলে সে কোথায়?"

"প্রেসিডেন্ট তাকে আজ সকালে মিল্‌নে আইস শেল্‌ফে ডাটা পরীক্ষা করার জন্য পাঠিয়েছেন। সে এখনও ফিরে আসেনি।"

পিকারিংয়ের কণ্ঠটা বিবর্ণ হয়ে গেলো এবার। "আমাকে তো বলা হয়নি –"

"ডিরেক্টর, শুনুন, যেজন্যে আসলে আপনাকে ফোন করা। রাচেল যদি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে নাসা'র আবিষ্কারের ব্যাপারে তার অর্থহীন কথা বলে, আজগুবি তত্ত্ব হাজির করে, আপনি তাকে এ ব্যাপারে নিবৃত্ত করবেন। তাকে এখানে ডেকে এনে কারো কোনো ক্ষতি করার আগেই ডিটেনশনে আটকে রাখবেন। তারপর আমাকে ফোন ক'রে জানাবেন। আমি আপনার ফোনের অপেক্ষায় রইলাম। গুডনাইট।"

এনআরও'র ভবনের অফিসের জানালার সামনে, পিকারিং দাঁড়িয়ে বাইরের ভার্জিনিয়ার রাতকে দেখলো। টেঞ্চের ফোনটা খুবই ভয়াবহ কথা বলছে। সে পুরো ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছে।

"ডিরেক্টর?" তার সেক্রেটারি তাকে বললো, "আপনার আরেকটা ফোন এসেছে।"

"এখন নয়।" পিকারিং উদাসভাবে বললো।

"রাচেল সেক্সটন করেছে।"

পিকারিং ঘুরে দাঁড়ালো। মনে হচ্ছে টেঞ্চ একজন জ্যোতিষী। "ঠিক আছে, আমার এখানে লাইনটা দিয়ে দাও, এখনই।

"আসলে, স্যার, এটা রেডিও ফোন থেকে এসেছে। এটা কি আপনি কনফারেন্স রুমে নিতে চান?"

রেডিও ফোনে? "কোত্থেকে সেটা এসেছ?"

সেক্রেটারি তাকে বললো।

পিকারিং চেয়ে রইলো। বিস্ময়ে সে দ্রুত ছুটে চললো কনফারেন্স রুমের দিকে। এটা এমন কিছু যা তাকে বুঝতেই হবে।

৭০

শার্লটের 'ডেড-রুম'টা – বেল ল্যাবরেটরির স্থাপনার সাথে মিল রেখে তৈরি করা হয়েছে – যাকে বলা হয় আনেকডয়েক চেম্বার। এমন একটি ঘর যেখান থেকে কোনো ধরণের শব্দ বের হতে পারে না। ৯৯.৪ শতাংশ শব্দনিরোধক এটি। এই ছোট্ট ঘরটার ভেতরে বলা কোনো শব্দই বাইরে বের হতে পারে না, তাই এটি পুরোপুরি নিরাপদ।

ভেতরে ঢুকেই রাচেল টের পেলো ঘরের বাতাসের মধ্যে নিষ্প্রাণ একটা ব্যাপার রয়েছে আর শক্তির প্রতিটি কণাই শোষণ ক'রে নেয়া হচ্ছে। তার কানে মনে হলে তুলো ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। কেবল তার মাথার মধ্যে নিজের নিঃশ্বাসের শব্দই সে শুনতে পেলো।

এখন ক্যাপ্টেন তাকে এখানে রেখে দরজা বন্ধ ক'রে বাইরে চলে গেছে। রাচেল, কর্কি আর টোল্যান্ড ঘরের ভেতরে ইউ আকৃতির ছোট্ট একটি টেবিলে বসল। টেবিলে কয়েকটি হাঁসের ঘাড়ের আকৃতির মাইক্রোফোন রয়েছে। হেডফোন এবং ফিস-আই ভিডিও ক্যামেরাও রয়েছে সেখানে। দেখে মনে হচ্ছে জাতিসংঘের খুদে এক সিম্পোজিয়াম।

ইন্টেলিজেন্স সম্প্রদায়ের একজন হিসেবে রাচেল জানে পৃথিবীতে খুব কম জায়গাই আছে যেখানে নিরাপদে কথপোকথন করা যায়। এই ডেড-রুমটি মনে হচ্ছে সেই স্বল্পসংখ্যক জায়গার মধ্যেই পড়ে।

"লেভেল চেক্," হেডফোনে আচমকা একটা কণ্ঠ বললে রাচেল, কর্কি আর টোল্যান্ড লাফিয়ে উঠেছিলো। "আপনি কি আমাকে শুনতে পারছেন, মিস সেক্সটন?"

রাচেল মাইক্রোফোনের সামনে ঝুঁকে গেলো। "হ্যা। ধন্যবাদ আপনাকে।" *আপনি যেনো হোন না কেন।*

"ডিরেক্টর পিকারিংয়ের লাইন পেয়েছি। আপনি কথা বলতে পারেন, আমি সেটা আপনার লাইনে দিয়ে দিচ্ছি।"

রাচেল শুনতে পেলো লাইনটার সংযোগ হচ্ছে। রেডিওর নয়েজের মতো কিছু শব্দ আর বিপ্ হলো, যেনো অনেক দূর থেকে। তাদের সামনে ভিডিও পর্দাটাতে রাচেল দেখতে পেলো ডিরেক্টর পিকারিং এনআরও'র কনফারেন্স রুমে ব'সে আছে, একেবারে স্বচ্ছ ছবি। সে একা। রাচেলকে দেখেই সে যেনো চম্‌কে উঠলো।

রাচেল তাকে দেখে অদ্ভুতভাবেই একটু স্বস্তি পেলো।

"মিস সেক্সটন," সে বললো, তার কণ্ঠে বিহ্বলতা এবং বিরক্তি। "এসব হচ্ছে কি?"

"উল্কাখণ্ডটি, স্যার," রাচেল বললো। "আমার মনে হয় আমাদের একটা বড় রকমের সমস্যা হয়ে গেছে।"

৭১

শার্লট'র ডেড-রুমের ভেতরে সেক্সটন মাইকেল টোল্যান্ড আর কর্কি মারলিনসনের সঙ্গে উইলিয়াম পিকারিংয়ের পরিচয় করিয়ে দিলো রাচেল। তারপরই সে সারাদিনের ঘ'টে যাওয়া

ঘটনার বিবরণ দিলো।

এনআরও'র ডিরেক্টর নিশ্চল ব'সে শুনলো।

পিকারিংয়ের রয়েছে সমস্যার কথা কোনোর অসম্ভব ক্ষমতা। সে এসব খুব ধীরস্থিরভাবেই শুনে যায়। কোনো অস্থিরতা দেখায় না। নোরা ম্যাঙ্গোরের হত্যার কথা শুনে সে অবিশ্বাসে চেয়ে রইলো তারপর রেগে গেলো। রাচেল পুরো গল্পটা বলা শেষ করলে পিকারিং দীর্ঘক্ষণ ধ'রে নিরবে ব'সে রইলো।

"মিস সেক্সটন," সে অবশেষে বললো, "আপনারা যা বলছেন তা যদি সত্য হয়ে থাকে, অবশ্য আপনারা কেনইবা মিথ্যে বলতে যাবেন, তাহলে আপনারা যে বেঁচে আছেন সেটা সৌভাগ্যের ব্যাপার।"

তারা সবাই নিরবে মাথা নেড়ে সায় দিলো। *প্রেসিডেন্ট চার জন সিভিলিয়ান বিজ্ঞানীকে ডেকে নিয়ে গেছেন... তাদের দুজনই এখন মৃত।*

পিকারিং কী বলবে ভেবে পেলো না। "এটা কি হতে পারে," পিকারিং জিজ্ঞেস করলো, "জিপিআর প্রিন্ট-আউটে আপনারা যে জিনিসটা দেখেছেন সেটা প্রাকৃতিকভাবেই সম্ভব?"

রাচেল মাথা ঝাঁকালো। "এটা খুবই নিখুঁত।" সে প্রিন্ট-আউটটার ভাঁজ খুলে তার দিকে মেলে ধরলো। "নিখুঁত।"

পিকারিং ছবিটা দেখে একমত হলো। "এটা আপনার কাছেই রাখেন, কাউকে দেবেন না।"

"আমি মারজোরি টেঞ্চকে প্রেসিডেন্টকে থামানোর জন্য বলেছিলাম," রাচেল বললো। "কিন্তু সে আমার কথা শোনেনি।"

"আমি জানি, সে আমাকে বলেছে।"

রাচেল চেয়ে রইলো, খুবই অবাক হলো সে। "মারজোরি টেঞ্চ আপনাকে ফোন করেছিলো?" *খুব দ্রুতই করেছে তবে।*

"এইমাত্র। সে খুব চিন্তিত। তার মনে হচ্ছে আপনি প্রেসিডেন্ট এবং নাসা'কে হেয় ক'রে আপনার বাবাকে সাহায্য করতে চাচ্ছেন।"

রাচেল উঠে দাঁড়ালো। সে জিপিআর প্রিন্ট-আউটটা ধ'রে দেখালো। "আমরা সবাই প্রায় মরতে বসেছিলাম। এটা কি কোনো ভাওতাবাজি? আর আমি কেন —"

পিকারিং তার হাত তুললো। "শান্ত হোন। মারজোরি টেঞ্চ অবশ্য আমাকে বলেনি যে আপনারা তিন জন এটা বলছেন।"

রাচেল মনে করতে পারলো না টেঞ্চ তাদের তিন জনের ব্যাপারটা জানে কিনা।

"সে আমাকে কোনো প্রমাণের কথা বলেনি," পিকারিং বললো। "আপনার সাথে কথা বলার আগ পর্যন্ত আমি তার কথা অবশ্য বিশ্বাসও করিনি। এখন আমি বুঝেছি সে ভুল করেছে। আমি আপনার দাবিটাকে সন্দেহ করছি না। প্রশ্নটা হলো এসবের মানে কী।"

দীর্ঘ একটা নিরবতা নেমে এলো।

পিকারিংকে খুবই দ্বিধাগ্রস্ত ব'লে মনে হলো, যা খুবই বিরল ঘটনা। সে মাথা ঝাঁকালো। "ধরা যাক, কে বা কারা উল্কাটি বরফের নিচে ঢুকিয়ে দিয়েছে। তাহলে নিশ্চিত প্রশ্ন উঠবে

কেন। নাসা'র কাছে যদি ফসিলযুক্ত কোনো উল্কাখণ্ড থেকেই থাকে তবে জিনিসটা কোথায় পাওয়া গেছে সেটা তো কোনো ব্যাপার নয়। কেন তারা ওটা বরফের নিচে রাখতে যাবে?"

"মনে হচ্ছে," রাচেল বললো, "এটা এজন্যে করা হয়েছে, যাতে পিওডিএস আবিষ্কার করতে সক্ষম হয় যে, জানা কোনো উল্কা পতিত হবার জায়গাটি তারা খুঁজে পেয়েছে।"

"জাঙ্গারসন ফল," কর্কি পাশ থেকে বললো।

"কিন্তু জানা কোনো উল্কার সাথে এই উল্কাটি জুড়ে দেয়ার দরকারটা কি?" পিকারিং জানতে চাইলো। "এইসব ফসিল কি যথেষ্ট নয়? যে উল্কার সাথেই সংশ্লিষ্ট হোক না কেন?"

তারা তিন জনই মাথা নাড়লো।

পিকারিং ইতস্তত করলো, তাকে অসন্তুষ্ট দেখাচ্ছে। "অবশ্য যদি না ..."

রাচেল দেখতে পেলো ডিরেক্টরের চোখের পেছনের চাকাটা ঘুরতে শুরু করেছে।

সে উল্কাখণ্ডটি বরফের নিচে স্থাপন এবং জাঙ্গারসল ফলের সাথে যুক্ত করার সহজ সরল কারণটি খুঁজে পেয়েছে ব'লে মনে হলো। *কিন্তু এই কারণটি তো খুবই ভয়াবহ।*

"যদি," পিকারিং আবার বলতে শুরু করলো, "এসব করা হয়ে থাকে তবে উল্কাটি ভূয়া। ফসিলগুলোও বিশ্বাসযোগ্য নয়।" সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে কর্কির দিকে তাকালো। "ডক্টর মারলিসন, উল্কাখণ্ডটি ভেজাল হবার সম্ভাবনা কতটুকু?

"ভেজাল, স্যার?"

"হ্যা। ভূয়া। কৃত্রিমভাবে তৈরি।"

"ভূয়া উল্কা?" কর্কি অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলো। "একেবারেই অসম্ভব! এই পাথরটি অসংখ্য বিশেষজ্ঞ পরীক্ষা ক'রে দেখেছে। আমি নিজেও। কেমিক্যাল স্ক্যান, স্পেকটোগ্রাফ, রুবিডিয়াম-স্টনটিয়াম প্রভৃতি দিয়ে। এটা এই পৃথিবীর কোনো পাথর নয়। উল্কাখণ্ডটি বিশ্বাসযোগ্য। যে কোনো জ্যোর্তিবিজ্ঞানীই তাতে একমত হবেন।"

পিকারিং দীর্ঘ সময় ধ'রে কথাটা শুনে তারপর টাইয়ের গিট আলগা ক'রে নিলো। "তারপরও, সবকিছু বিবেচনায় নিলে, বিশেষ ক'রে প্রমাণ-পত্রের ঘাপলা, আপনাদের উপর আক্রমণ ... একটাই যৌক্তিক ব্যাখ্যা আমি টানতে পারি, আর তা হলো, উল্কাখণ্ডটি খুব বড়সড় একটি জালিয়াতি।"

"অসম্ভব!" কর্কি রেগে গেলো এবার। "স্যার, উল্কাখণ্ড হলিউডের কোনো স্পেশাল ইফেক্ট নয় যে, ল্যাবটেরিতে বানান যেতে পারে। এগুলো খুবই জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফল।"

"আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি না, ডক্টর। আমি কেবল সহজ সরল যুক্তির কথা বলছি। এই পাথরটাতে এমন কি আছে যাতে আপনি নিশ্চিত যে এটাই উল্কাখণ্ড?"

"এমনকি?" কর্কির কথাটা খুব জোরে কোনো গেলো। "নিখুঁত ফিউশন ক্রাস্ট, কন্ড্রুইলের উপস্থিতি, নিকেলের অনুপাত, যা পৃথিবীতে ঘটে না। আপনি যদি বলেন যে এটা কৃত্রিমভাবে বানানো, তবে আমি বলবো সেটা একশত নব্বই মিলিয়ন বছর আগের কোনো ল্যাবে তৈরি হয়েছে।" কর্কি তার পকেট থেকে সিডি আকৃতির একটা পাথর বের ক'রে এনে ক্যামেরার সামনে সেটা ধরলো। "আমরা কেমিক্যালের সাহায্যে এটার বয়স বের করেছি।

এসব তো আপনি ভূয়া বলতে পারেন না!"

পিকারিংকে খুব অবাক দেখালো। "আপনার কাছে নমুনাও রয়েছে?"

কর্কি কাঁধ ঝাঁকালো। "নাসা'র কাছে এরকম কয়েক ডজন রয়েছে।"

"আপনি বলতে চাচ্ছেন," পিকারিং বললো। "নাসা'র কাছে এমন একটি উল্কাখণ্ড রয়েছে যাতে আছে প্রাণীর ফসিল, আর তারা ওটার নমুনা যার তার কাছে দিয়ে বেড়াচ্ছে?"

"আসল কথা হলো," কর্কি বললো, "নমুনাটি আসল। নকল নয়।" সে পাথরটা আবার ক্যামেরার সামনে ধরলো। "এটা আপনি যেকোন বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে নিতে পারেন। তারা পরীক্ষা ক'রে দুটো জিনিস খুঁজে পাবে: এক, এটা একশত নব্বই মিলিয়ন বছরের পুরনো; আর দুই, এটা রাসায়নিক দিক থেকে পৃথিবীতে পাওয়া পাথরের মতো নয়।"

পিকারিং সামনের দিকে ঝুঁকে ফসিলটা দেখে নিলো। শেষে সে দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "আমি কোনো বিজ্ঞানী নই। যদি এটা সত্যি হয়ে থাকে তবে সরাসরি সেটা বিশ্ববাসীকে না জানিয়ে বরফের নিচে রাখতে গেলো কেন নাসা?"

ঠিক এই মুহূর্তেই, হোয়াইট হাউজের ভেতরে একজন নিরাপত্তা অফিসার মারজোরি টেঞ্চকে ফোন করতে লাগলো।

প্রথম রিং হতেই টেঞ্চ ফোনটা ধ'রে জবাব দিলো। "হ্যা?"

"মিস টেঞ্চ," অফিসার বললো। "আপনি যে অনুরোধ করেছিলেন, সেই তথ্যটা আমার কাছে আছে। রাচেল সেক্সটন যে রেডিও ফোনে আপনার সাথে একটু আগে কথা বলেছিল সেটাকে আমরা ট্রেস করতে পেরেছি।"

"বলো আমাকে।"

"সিক্রেট সার্ভিস অপারেশন বলেছে ফোনটা এসেছে নেভির সাবমেরিন ইউএসএস *শার্লট* থেকে।"

"কি?"

"আমরা নিশ্চিত ওখান থেকেই এসেছে সেটা, ম্যাম।"

"ওহ্, ঈশ্বর!" টেঞ্চ আর কোনো কথা না বলেই রিসিভারটা ঝট ক'রে নামিয়ে ফেললো।

৭২

শার্লট'র শব্দনিরোধক ডেড-রুমে ব'সে থেকে রাচেলের একটু বমি বমি ভাব হলো। পর্দায় পিকারিংয়ের ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া দৃষ্টি এবার মাইকেল টোল্যান্ডের দিকে গেলো। "আপনি কিছু বলছেন না, মি: টোল্যান্ড।"

টোল্যান্ড এমনভাবে তাকালো যেনো কোনো ছাত্রকে আচমকা ডাকা হয়েছে। "স্যার?"

"আপনার প্রামান্যচিত্রটা দেখলাম, খুবই চমৎকার হয়েছে।" পিকারিং বললো। "আপনি এখন উল্কাটির ব্যাপারে কী বলবেন?"

"তো, স্যার," টোল্যান্ড বললো, "আমি ডক্টর মারলিনসনের সাথে একমত। আমার

বিশ্বাস উল্কা আর ফসিলগুলো বিশ্বাসযোগ্য। আর এটার বয়স নিয়েও আমি নিশ্চিত। এসব তথ্য-উপাত্ত জাল করা সম্ভব নয়। এছাড়া আমি আর কিছুই ভাবতে পারছি না।"

পিকারিং এবার চুপ মেরে গেলো। তার এমন চেহারা রাচেল কখনও দেখেনি এর আগে।

"এখন আমরা কী করব, স্যার?" রাচেল জিজ্ঞেস করলো। "প্রেসিডেন্টকে অবশ্যই আমাদের জানানো উচিত যে, ডাটাতে সমস্যা রয়েছে।"

পিকারিং ভুরু তুললো। "আশা করা যাক যে প্রেসিডেন্ট সেটা ইতিমধ্যেই জানতে পারেননি।"

রাচেলের মনে হলো তার গলায় একটা গিট আঁটকে গেছে। পিকারিংয়ের কথাটার অর্থ খুব পরিষ্কার, প্রেসিডেন্ট হার্নিও জড়িত থাকতে পারেন। রাচেলের অবশ্য তাতে ঘোরতর সন্দেহ আছে। তারপরও, এটাতো ঠিক, এ ঘটনায় প্রেসিডেন্ট এবং নাসা উভয়েরই লাভ হয়েছে।

"দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো," পিকারিং বললো, "জিপিআর-এর প্রিন্ট-আউটটা বাদে বাকি সব তথ্য-উপাত্ত কিন্তু নাসা'র পক্ষেই যায়।" সে থামলো। "আপনাদের আক্রমণ করার ব্যাপারটি ..." সে রাচেলের দিকে তাকালো। "আপনি বলছেন স্পেশাল অপারেশনের কথা।"

"হ্যা, স্যার," সে বললো।

পিকারিংকে খুব অসন্তুষ্ট দেখালো। রাচেল বুঝতে পারলো তার বস্ কি ভাবছে। খুব অল্প সংখ্যক লোকই এই গুপ্ত ফোর্সে প্রবেশ করতে পারে। অবশ্যই প্রেসিডেন্টই পারেন। হয়তো মারজোরি টেঞ্চও, সিনিয়র উপদেষ্টা হিসেবে। নাসা প্রধান এক্সট্রমও এসবের সাথে সম্পর্কিত। কেননা সে পেন্টাগনে ছিলো এবং এখনও সেখানে তার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। রাচেল বুঝতে পারলো এই আক্রমণের পেছনে উচ্চ পর্যায়ের কেউ জড়িত আছে।

"আমি প্রেসিডেন্টকে এক্ষুণি ফোন করতে পারি," পিকারিং বললো। "কিন্তু আমার মনে হয় না সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। যতোক্ষণ আমরা জানতে না পারছি এসবের পেছনে কে রয়েছে। হোয়াইট হাউজকে জড়িয়ে ফেললে আপনাকে রক্ষা করার আমার ক্ষমতা সীমিত হয়ে যাবে। তাছাড়া প্রেসিডেন্টকে কোনো প্রমাণ ছাড়া আমি কি ক'রে বলব যে উল্কার ব্যাপারটি ভূয়া। তিনি প্রমাণ চাইলে তো আমি দিতে পারবো না।" সে একটু থেমে কী যেনো হিসেব করলো। "আমার কথা হলো, আমরা আপনাদের এক্ষুণি নিরাপদ জায়গাতে নিয়ে নিতে চাই, কোনো কিছু হবার আগেই।"

আমাদেরকে নিরাপদে নেবে? মন্তব্যটা রাচেলকে অবাক করলো। "আমার মনে হয় আমরা পারমাণবিক সাবমেরিনে বেশ নিরাপদেই রয়েছি, স্যার।"

পিকারিংকে খুব সন্দেহগ্রস্ত ব'লে মনে হলো। "এই সাবমেরিনে আপনাদের উপস্থিতির ব্যাপারটা বেশিক্ষণ গোপন থাকবে না। আমি এক্ষুণি আপনাদেরকে সেখান থেকে তুলে নিচ্ছি। সত্যি বলতে কী, আপনাদের তিন জনকে আমার অফিসে বসা দেখতে পেলেই বেশি ভালো বোধ করবো।"

৭৩

সিনেটর সেক্সটন তাঁর সোফায় একজন শরণার্থীর মতো একা ব'সে আছেন। তাঁর এপার্টমেন্টটা একটু আগেও নতুন বন্ধু এবং সমর্থককে পরিপূর্ণ ছিলো, কিন্তু এখন এটা পরিত্যক্ত। তাঁকে পরিত্যাগ করেই যেনো সবাই চলে গেছে।"

এখন সেক্সটন সোফায় ব'সে টিভি দেখছেন। টিভিটা বন্ধ করতেই চাচ্ছেন কিন্তু অসংখ্য মিডিয়া বিশ্লেষণ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারছেন না তিনি। ভাষ্যকাররা আগা পাছা নিয়ে মন্তব্য ক'রে যাচ্ছে। এসব রাজনীতিক ব্যাপার খুব দ্রুতই শুরু হয়ে গেছে। নিউজ কাস্টাররা বিভিন্ন রকম মন্তব্য করছে।

"ঘণ্টাখানেক আগে, সেক্সটনের প্রচারণা বিশাল একটা ধাক্কা খেয়েছে," একজন বিশ্লেষক বললো। "এখন নাসা'র এই বিজয়ে সিনেটরের নির্বাচনী প্রচারণা ভূপাতিত হয়েছে বলা যায়।"

সেক্সটন ভুরু কুচ্‌কে মদের বোতলটাতে মুখ দিলেন। আজকের রাতটা, তিনি জানতেন, তাঁর জীবনের সবচাইতে বড় আর দীর্ঘ, সেই সাথে একাকীত্বের রাত হবে। তিনি মারজোরি টেঞ্চকে দুষলেন, দুষলেন প্রেসিডেন্টকে, সেই সাথে গ্যাব্রিয়েল অ্যাশকেও, যে নাসা'র এই খবরটা আগেভাগে দিতে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি সারা দুনিয়াকেও দুষলেন তাঁকে নিয়ে এখন হাসাহাসি করার জন্য।

"এটা নিশ্চিত," আরেকজন বিশ্লেষক বললো, "প্রেসিডেন্ট আর নাসা'র জন্য এটা একটা বিশাল বিজয়। প্রেসিডেন্ট আর নাসা দীর্ঘদিন ধরেই সেক্সটনের আক্রমণের শিকার হয়ে আসছে। এবার প্রেসিডেন্টের এক ঘুষিতেই যেনো সেক্সটন কাবু হয়ে গেলেন, মনে হয় না, তিনি আর উঠে দাঁড়াতে পারবেন।"

আমার সাথে চালাকি করা হয়েছে, সেক্সটন ভাবলো। *হোয়াইট হাউজ আমাকে ফাঁদে ফেলেছে।*

বিশ্লেষক এবার হেসে বললো, "নাসা তার যেসব বিশ্বাযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছিলো তার সবটাই ফিরে পেয়েছে। আর এখন তারা জাতীয় অহংকারে পরিণত হয়েছে, জনসাধারণ রাস্তায় নেমে উল্লাস করছে।"

আরেক দফা কগন্যাক পান ক'রে সিনেটর উঠে দাঁড়ালেন। নিজের ডেস্কের সামনে এমনিতেই ঘোরাঘুরি করতে লাগলেন তিনি। ফোন লাইনটার দিকে তাকালেন। একটু আগে সেটা বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলেছিলেন, এখন মনে হচ্ছে সেটা কাপুরুষোচিত হয়ে যাচ্ছে, তাই লাইনটা আবার লাগিয়ে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ফোনটা বেজে উঠলে তিনি রিসিভার তুলে নিলেন।

"সিনেটর সেক্সটন, জুডি অলিভার, সিএনএন থেকে বলছি। আজ রাতে নাসা'র আবিষ্কার সম্পর্কে আপনার প্রতিক্রিয়াটা জানানোর সুযোগ দিচ্ছি আপনাকে। দয়া ক'রে আমাকে ফোন করবেন।" জুডি ফোনটা রেখে দিলো।

আবারো একটা ফোন এলো। আরেকজন রিপোর্টার। তিনি আর ফোন ধরলেন না।

হাতে বোতল নিয়ে বেলকনির দিকে চলে গেলেন সেক্সটন। দূরে হোয়াইট হাউজ দেখা

যাচ্ছে। উজ্জ্বল সাদা আলোতে উদ্ভাসিত।

বানচোত। তিনি ভাবলেন। *শত শত বছর ধ'রে আমরা অন্য গ্রহে জীবনের অনুসন্ধান ক'রে আসছি, আর সেটা কিনা পাওয়া গেলো আমার নির্বাচনের বছরেই?* বাইরে প্রতিটা এপার্টমেন্টের জানালা দিয়েই দেখা যাচ্ছে সবাই টিভি দেখছে। সেক্সটন অবাক হয়ে ভাবলো গ্যাব্রিয়েল অ্যাশ কোথায়। সব দোষ তার। সে-ই নাসা'র ব্যর্থতা নিয়ে তাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে।

তিনি বোতলটা তুলে আরেক ঢোক মদ গিললেন।

শালার গ্যাব্রিয়েল... তার কারণেই আজ আমার এ অবস্থা।

শহরের অন্য প্রান্তে, এবিসি প্রোডাকশন-রুমের হট্টগোলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে গ্যাব্রিয়েল অ্যাশ, তার অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গেছে। প্রেসিডেন্টের ঘোষণাটা একেবারেই অন্যদিক থেকে এসেছে। তারপরও সেটা নতুন একটা সমস্যা তৈরি করেছে।

প্রেসিডেন্টের ঘোষণাটা নিউজরুমে এমন তোলপাড় সৃষ্টি করেছিলো যে, মনে হচ্ছিলো সেটা যুগান্তকারী একটি ঘটনাটা। কী নেই এই গল্পটাতে – বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনীতিক ড্রামা – একটি আবেগঘন ব্যাপার। মিডিয়ার কেউ আজ রাতে ঘুমাতে পারবে না।

"গ্যাব?" ইয়োলান্ডার কণ্ঠে সহমর্মীতা। "এখানকার কেউ তোমাকে চেনার আগেই তাড়াতাড়ি আমার অফিসে চ'লে আসো।"

ইয়োলান্ডার অফিসে এসে গ্যাব্রিয়েল বসলো। ইয়োলান্ডা তাকে এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি দিলো। সে জোর ক'রে হাসার চেষ্টা করলো। "এটার ভালো দিকটা দেখো গ্যাব। তোমার প্রার্থীর প্রচারণা হয়তো পাছা মারা খেয়েছে, কিন্তু তুমি না।"

"ধন্যবাদ।"

ইয়োলান্ডার কণ্ঠটা গম্ভীর হয়ে গেলো। "গ্যাব্রিয়েল, আমি জানি তোমার খুব খারাপ লাগছে। তোমার প্রার্থী এইমাত্র বিশাল একটা ট্রাকের ধাক্কা খেয়েছে। আর তুমি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করো আমি বলবো, সে আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না। অন্ততপক্ষে, তোমার নোংরা ছবিগুলো তো আর কেউ টিভিতে দেখাতে যাচ্ছে না। এটাই হলো ভালো খবর।"

এটা গ্যাব্রিয়েলের কাছে ছোট্ট একটা শান্তনা ব'লে মনে হলো।

"আর টেঞ্চের যে অভিযোগ ছিলো সেক্সটনের ঘুষ গ্রহণের ব্যাপারে, আমার মনে হয় না সেটা আর ব্যবহার করা হবে।" ইয়োলান্ডা বললো, "প্রেসিডেন্ট নেতিবাচক কোনো প্রচারণা চালাবেন না, এটা আমি তোমাকে বলতে পারি।"

গ্যাব্রিয়েল উদাসভাবে মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"তুমি তার টোপ গেলোনি, গ্যাব।" ইয়োলান্ডা বললো, "মারজোরি টেঞ্চ মাছ ধরার জন্য ছিপ ফেলেছিলো, কিন্তু তুমি সেটা গেলোনি। তুমি এখন মুক্ত।"

গ্যাব্রিয়েল আবারো উদাসভাবেই মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"তোমাকে মানতেই হবে," ইয়োলান্ডা বললো, "হোয়াইট হাউজ খুব অসাধারণভাবেই সেক্সটনকে নিয়ে খেলেছে – তাঁকে দিয়ে নাসা বিরোধী অবস্থানে নিয়ে এসে ফাঁদে ফেলেছে।"

পুরোটাই আমার দোষ, গ্যাব্রিয়েল ভাবলো।

"আমাকে কাজে ফিরে যেতে হবে, গ্যাব," ইয়োলান্ডা বললো। "তুমি এখানে যতোক্ষণ খুশি ব'সে থাকতে পারো। নিজের পায়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াও।" ইয়োলান্ডা দরজা দিয়ে বের হয়ে গেলো। "হুন, আমি কয়েক মিনিটের মধ্যেই আসছি।"

এখন একা, গ্যাব্রিয়েল পানি পান করলো, কিন্তু সেটা তার কাছে বিস্বাদ ব'লে মনে হচ্ছে। সবকিছুই বিস্বাদ লাগছে। *সব দোষ আমার,* সে ভাবলো। চোখ বন্ধ ক'রে বিগত বছরগুলোতে নাসা'র ক্রমাগত ব্যর্থতার কথাগুলো স্মরণ করলো সে। পর্বতসম ব্যর্থতা। অপরদিকে দিনদিন নাসা'র বাজেট বৃদ্ধি। গ্যাব্রিয়েল অবাক হয়ে ভাবলো সে এছাড়া আর কি করতে পারতো।

কিছুই না, নিজেকে বললো। *তুমি সব কিছুই ঠিকঠাক করেছো।*

কেবল এটা হিতে বিপরীত হয়ে গেছে।

৭৪

উত্তর গ্রিনল্যান্ডের থিউল এয়ারফোর্স ঘাঁটিতে একটি গোপন আর ছদ্মবেশ অপারেশনের কাজে সিহক হেলিকপ্টারটি গর্জন করতে করতে রওনা হয়ে গেলো। এটা খুব নিচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছে, রাডারের রেঞ্জের বাইরে দিয়ে। এভাবে সমুদ্রের উপর দিয়ে সত্তর মাইল উড়ে গেলো এটা। তারপর তারা একটি অদ্ভুত আদেশ পেল। পাইলট বাতাসের সাথে লড়াই ক'রে ক্রাফটাকে সমুদ্রের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় ভাসিয়ে রাখল।

"কোথায় রদেঁভু হবে?" কো-পাইলট চিৎকার ক'রে বললো।

সে খুবই দ্বিধাগ্রস্ত। তাদেরকে একটা উদ্ধার কাজের জন্য এখানে পাঠান হয়েছে। তাই সে অনুমান করেছিল উদ্ধারের কাজই হবে। "আপনি নিশ্চিত এটাই সেই জায়গা?" সে সার্চলাইট দিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলো, কিন্তু নিচে কিছুই নেই কেবল –

"ধ্যাত্তারিকা!" পাইলট তার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বেশ বিপাকে প'ড়ে গেছে। তাই একটু উপরের দিকে কপ্টারটা নিয়ে গেলো।

নিচের সমুদ্রে কোনো আগাম বার্তা না জানিয়েই লোহার কালো পাহাড়টা পানি ফুঁড়ে জেগে উঠল। একটা বিশাল সাবমেরিন।

পাইলট অস্বস্তি নিয়ে হেসে ফেললো। "আরে, এরাই তবে।"

আদেশ অনুযায়ী, স্থানান্তরের প্রক্রিয়াটা পুরোপুরি রেডিও যোগাযোগ ছাড়া হতে হবে। সাবমেরিনের উপরের ডেকে ঢাকনাটা খুলে গেলে কয়েকজন নাবিক দেখা গেলো, তারা হাত নেড়ে সিগনাল দিলো একটা ফ্লাশ লাইট দিয়ে। কপ্টারটা এরপর সাব মেরিনের ঠিক ঐ জায়গাটার উপরে চলে এসে তিন জন লোককে উদ্ধার করার মই ফেললো। সেটা রাবারের তৈরি। সেই দঁড়িতে ঝুলতে ঝুলতে কপ্টারের উঠে গেলো তিন জন।

কো-পাইলট যখন তাদেরকে ভেতরে টেনে তুলে নিলো – দু'জন পুরুষ আর একজন নারী – পাইলট সাবমেরিনে ফ্লাশ লাইট দিয়ে 'সব ঠিক আছে' সিগনাল দিলো। কয়েক

সেকেন্ডের মধ্যেই, পানির নিচে বিশাল তরীটা উধাও হয়ে গেলো। কোনো চিহ্নও দেখা গেলো না। অথচ ওটা একটু আগেও ওখানেই ছিল।

যাত্রীরা নিরাপদে ওঠার পর, পাইলট কপ্টারটা সোজা দক্ষিণ দিকে নিয়ে ছুটে চললো তার মিশনটা শেষ করার জন্য। ঝড় খুব কাছেই ধেয়ে আসছে, আর এই তিন জন আগন্তুককে নিরাপদে থিউল এয়ারফোর্স ঘাঁটিতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সেখান থেকে আবার জেট প্লেনে ক'রে তাদের অন্য জায়গায় পরিবহণ করা হবে। তারা কোথায় যাবে, সে ব্যাপারে পাইলটের কোনো ধারণাই নেই। সে কেবল জানে আদেশটা এসেছে খুবই উপর থেকে, আর সে খুবই মূল্যবান জিনিস পরিবহন করছে।

৭৫

মিল্নের ঝড়টা চূড়ান্তভাবে আঘাত হানতে শুরু করলে নাসা'র হ্যাবিস্ফেয়ারটা এমন ভাবে কাঁপতে লাগলো যেনো সেটা বরফ থেকে উপ্ড়ে গিয়ে সাগরে আছড়ে পড়বে। লোহার তারগুলো গিটারের তারের মতো টানটান হয়ে কাঁপতে লাগলো। বাইরে রাখা জেনারেটরটা ঝড়ের কবলে প'ড়ে নড়তে থাকলে হ্যাবিস্ফেয়ারের ভেতরের বৈদ্যুতিক বাতিগুলো ফট্কাতে শুরু করলো। যেনো এই বুঝি ঘরটা অন্ধকারে ঢেকে যাবে।

নাসা প্রধান ডোমের ভেতরেই আছে। তার ইচ্ছে হচ্ছিলো আজ রাতেই এখান থেকে চলে যাবার, কিন্তু সেটা হচ্ছে না। তাকে আরেকটা দিন থাকতে হবে, সকালে আরেকটি সংবাদ সম্মেলন করতে হবে ঘটনাস্থলে, তারপর উল্কাখণ্ডটি নিরাপদে ওয়াশিংটনে পাঠিয়ে দিতে হবে। সে ঘুম ছাড়া আর কিছুই চাচ্ছিলো না এই মুহূর্তে; আজকের দিনের অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্য ওপর দিয়ে বড় একটা ঝড় বয়ে গেছে।

তারপরও, এক্সট্রমের চিন্তাভাবনা ওয়েলি মিং, মাইকেল টোল্যান্ড, কর্কি মারলিনসন আর রাচেল সেক্সটনকে নিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। নাসা'র কিছু স্টাফ ইতিমধ্যেই সিভিলিয়ানদের পাওয়া যাচ্ছে না ব'লে লক্ষ্য ক'রে ফেলেছে।

শান্ত হও, এক্সট্রম নিজেকে বললো। *সবকিছুই নিয়ন্ত্রণে আছে।*

সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। মনে মনে এই ভেবে খুশি হলো যে, সারা বিশ্ব এখন নাসা'র আবিষ্কারটা নিয়ে মাতামাতি করছে। ১৯৪৭ সালের 'রসওয়েল ইনসিডেন্ট' এর পর থেকে অপার্থিব জীবদের নিয়ে এতো বেশি মাতামাতি আর হয়নি – ঐ ঘটনায় প্রচার করা হয়েছিলো যে, একটি ভিনগ্রহের মহাশূন্য যান নিউ মেক্সিকোর রসওয়েল-এ ভূপাতিত হয়েছে। যা বর্তমানে লক্ষ লক্ষ ইউএফও তাত্ত্বিকদের জন্য তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে।

এক্সট্রম যখন পেন্টাগনে কাজ করেছিলো তখন সে জানতে পেরেছিলো রসওয়েল ঘটনাটি আসলে মিলিটারির একটি গোপন স্পাই বেলুনের উড্ডয়ন পরীক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই প্রজেক্টের নাম ছিলো প্রজেক্ট মগুল – রাশিয়ার আণবিক পরীক্ষা নিরীক্ষা ধরার জন্য। উড্ডয়নের পর পরই সেটা নিউ মেক্সিকোতে ক্রাশ করেছিলো। দুঃখজনক যে, মিলিটারি ধ্বংসাবশেষের কাছে পৌছাবার আগেই একজন বেসামরিক লোক সেটা দেখে ফেলেছিল।

বন প্রহরী উইলিয়াম ব্রাজেল ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অত্যাধুনিক সব যন্ত্রপাতি দেখে মনে করেছিল এটা অন্যগ্রহ থেকে এসেছে। কারণ তখন পর্যন্ত এধরণের উন্নতমানের যন্ত্রপাতি কোনো বেসামরিক লোক দেখেনি। সে সঙ্গে সঙ্গে শেরিফকে ডেকে এনেছিলো। পত্রপত্রিকায় এসব ছাপা হলে মিলিটারির পক্ষ থেকে অস্বীকার ক'রে বলা হয়েছিলো যে, এটা তাদের কিছু নয়।

মিডিয়াতে অপ্রত্যাশিতভাবেই এটাকে বহির্জীবদের যান ব'লে মন্তব্য করা হয়। যারা এই পৃথিবীবাসীদের চেয়েও জ্ঞান-বিজ্ঞানে বেশি অগ্রসর। পেন্টাগন মনে করেছিলো এইসব ভিনগ্রহের তত্ত্ব তাদের জন্য কোনো হুমকী নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো রাশিয়ার কাছ থেকে প্রজেক্ট মণ্ডলকে আড়াল করা।

পৃথিবী এই গল্পটা বিশ্বাস করেছিলো, আর রসওয়েল জ্বরে কাঁপতে শুরু করেছিলো সবাই। তখন থেকেই কোনো সিভিলিয়ান যদি অতি অগ্রসর ইউএস মিলিটারি এয়ারক্রাফট দেখে ফেলতো, ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটি রটিয়ে দিতো সেই পুরনো গল্পটা।

এটা কোনো এয়ার ক্রাফট নয়, এটা হলো ভিনগ্রহের মহাশূন্য যান।

এক্সট্রম এই ভেবে খুব মজা পেলো যে আজকের দিনেও এই হঠকারীতা কাজ করে।

কিন্তু আজ থেকে সব বদলে গেছে, সে ভাবলো। *কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বহির্জীবের রূপকথাটি নিশ্চিত বাস্তব হয়ে উঠবে। চিরতরের জন্য।*

"স্যার?" একজন নাসা টেকনিশিয়ান তার দিকে ছুটে এসে বললো। "পিএসসি'তে আপনার জন্যে একটি জরুরি ফোন এসেছে।"

"হ্যা?" এক্সট্রমের চিন্তাভাবনা এখনও বহুদূরেই রয়েছে।

"ফ্যাট-বডি এখানে আছে? আমরা খুব অবাক হয়েছি আপনি সেটা আমাদের কেন জানাননি।"

এক্সট্রম তার দিকে তাকালো। "কী বললে?"

"সাবমেরিন, স্যার? আপনার অন্ততপক্ষে রাডারের লোকগুলোকে সেটা বলা উচিত ছিলো। সাগরে বাড়তি নিরাপত্তার ব্যাপারটি বোধগম্য, কিন্তু এতে ক'রে আমাদের রাডার-টিম একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে।"

এক্সট্রম থেমে গেলো। "কোনো সাবমেরিন?"

টেকনিশিয়ানও থামলো। সে এক্সট্রমের অবাক হওয়াটা প্রত্যাশা করেনি।

"ওটা কি আমাদের অপারেশনের অংশ নয়?"

"না! কোথায় সেটা?"

টেকনিশিয়ান ঢোক গিললো। "এখান থেকে তিন মাইল দূরে। আমরা কাকতালীয় ভাবে সেটা রাডারে ধরতে পেরেছি। কয়েক মিনিটের জন্য কেবল উপরে উঠেছিলো। আমরা মনে করলাম আপনি নেভিকে ওটা পাঠাতে বলেছেন, আমাদেরকে না জানিয়েই।"

এক্সট্রম চেয়ে রইলো। "আমি অবশ্যই সেটা করিনি।"

এবার টেকনিশিয়ান ঝেড়ে কাশলো। "তো, স্যার, আমি তাহলে আপনাকে জানাচ্ছি যে, কিছুক্ষণ আগে একটা সাবমেরিন এই উপকূলে ভেসে উঠেছিলো। একটা হেলিকপ্টারের সাথে

তাদের রদেঁভুও হয়েছে। মনে হয় মানুষ ওঠানামা করেছে।"

একস্ট্রমের মনে হলো তার পেশীগুলো আড়ষ্ট হয়ে গেছে। *একটা সাবমেরিন আমাকে না জানিয়ে এখানে করছেটা কি?* "তুমি কি দেখেছো, রদেঁভুর পরে কপ্টারটা কোনো দিকে গেছে?"

"থিউল এয়ার ঘাঁটিতে, স্যার। সেখান থেকে মূল ভূ-খণ্ডে বিমান যোগে যাবার জন্য। এটা আমার ধারণা।"

পিএসসি'তে যাবার বাকি পথটাতে একস্ট্রম আর কিছুই বললো না। সে যখন অন্ধকার ঘরটাতে ঢুকলো একটা পরিচিত ফ্যাস্‌ফ্যাসে কণ্ঠ কথা ব'লে উঠলো।

"আমাদের একটা সমস্যা হয়েছে," টেঞ্চ বললো। বলার সময় কাশলো সে। "এটা রাচেল সেক্সটনকে নিয়ে।"

৭৬

সিনেটর সেক্সটন নিশ্চিত ক'রে বলতে পারবেন না তিনি কতক্ষণ ধ'রে শূন্যে চেয়ে আছেন। আচম্‌কা তিনি দরজায় আঘাতের শব্দটা শুনতে পেলেন। সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বোতলটা রেখে দরজার দিকে গেলেন তিনি।

"কে?" সেক্সটন বললেন। অতিথির জন্য তার মন প্রস্তুত নয় এখন। সেক্সটনের অপ্রত্যাশিত অতিথিটি কে হতে পারে সে ব্যাপারে তাঁর কোনো ধারণা নেই। সেক্সটন সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রস্থ হবার চেষ্টা করলো। *খুব জলদি হয়ে গেলো না।*

গভীর একটা দম নিয়ে নিজের চুল ঠিকঠাক ক'রে সেক্সটন দরজাটা খুলে দিলেন। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে খুবই পরিচিত একজন – খুবই ঋজু, যদিও বয়স তাঁর সত্তরের মতো। সেক্সটন তাঁর সাথে আজ সকালেই সাদা ফোর্ড গাড়িটাতে দেখা করেছেন। *হায় ঈশ্বর, তারপর থেকে কীভাবে সব দ্রুত বদলে যেতে লাগলো।*

"আমি কি ভেতরে আসতে পারি?" কাল চুলের লোকটা বললো।

সেক্সটন একটু পাশে সরে গিয়ে স্পেস ফ্রন্টিয়ার ফাউন্ডেশনের প্রধানকে ভেতরে আসতে দিলেন।

"মিটিংটা কি ভালোভাবে হয়েছে?" সেক্সটন দরজাটা বন্ধ করতেই লোকটা জিজ্ঞেস করলো।

ভালোভাবে? সেক্সটন অবাক হয়ে ভাবলেন লোকটা কোকুনের মধ্যে বাস করে নাকি। "প্রেসিডেন্ট টেলিভিশনে আসার আগ পর্যন্ত সবকিছু চমৎকারই ছিলো।"

বৃদ্ধ লোকটি মাথা নাড়লো, তাঁকে অসন্তুষ্ট দেখালো, "হ্যা। অবিশ্বাস্য এক বিজয়। এটা আমাদের উদ্দেশ্যকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।"

উদ্দেশ্যকে ক্ষতি করা? এসেছেন একজন আশাবাদী। আজ নাসা'র বিজয়ে এই লোকটার তো তাঁর ফাউন্ডেশনের সামনে কবর হওয়ার কথা। মানে তার স্পেসকে ব্যক্তিখাতে দেয়ার স্বপ্নের কবর।

"কয়েক বছর ধরেই আমি আশংকা করছিলাম প্রমাণটা আসছে।" বৃদ্ধলোকটা বললো।

"আমি জানতাম না কখন এবং কোথায়, কিন্তু আজ হোক কাল হোক সেটা আমরা জানবোই।"

সেক্সটন হতবাক হয়ে গেলো। "আপনি অবাক হননি?"

"এই মহাশূন্যের নক্ষত্রমণ্ডলীর গাণিতিক হিসাবটাই ব'লে দেয় অন্য কোথাও জীবনের অস্তিত্ব রয়েছে।" লোকটা বললো। "এতে আমি অবাক হইনি। বরং, বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে আমি রোমাঞ্চিত হয়েছি। আধ্যাত্মিক দিক থেকে আমি বিস্মিত আর রাজনীতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমি এখন খুবই বিব্রত।"

সেক্সটন ভাবলেন লোকটা এখানে কেন এসেছে।

"আপনি তো জানেনই," লোকটা বললো। "এসএফএফ কোম্পানি আপনার পেছনে টাকা ঢেলেছে এই আশাতে যে স্পেসকে ব্যক্তিখাতে দেয়া হবে।"

সেক্সটন আচম্‌কাই রক্ষণাত্মক হয়ে উঠলেন। "আজ রাতের ঘটনার ওপরে আমার কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিলো না। হোয়াইট হাউজ আমাকে টোপ ফেলে নাসা বিরোধী ক'রে তুলেছে!"

"হ্যা, প্রেসিডেন্ট খেলাটা ভালোই খেলেছেন। তারপরও বলবো, সবকিছু শেষ হয়ে যায়নি।" বৃদ্ধলোকটার চোখে আশার আলো দেখা গেলো।

সে দেখি হাসছে, সেক্সটন ভাবলেন। *অবশ্যই সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। প্রতিটি টেলিভিশনেই ভাষ্যকররা বলছে সেক্সটনের ক্যাম্পেইন ধ্বংস হয়ে গেছে।*

বৃদ্ধ লোকটি সোফায় বসলো, "আপনার কি স্মরণ আছে," লোকটা বললো, "শুরুতে নাসা'র পিওডিএস সফটওয়্যারটিতে সমস্যা দেখা দিয়েছিলো?"

সেক্সটন বুঝতে পারলো না এসব বলার মানে কী। *এতে কী আর এসে যায় এখন? পিওডিএস তো এখন ঐ শালার উল্কাটি খুঁজে পেয়েছে, ফসিলসহ!*

"আপনি যদি মনে ক'রে দেখেন," লোকটা বললো। "প্রথমে স্যাটেলাইটের সফটওয়্যারটা কাজ করেনি। আপনিও সেটা নিয়ে পত্র-পত্রিকায় বেশ সমালোচনা করেছিলেন।"

"অবশ্যই মনে আছে।" সেক্সটন লোকটার বিপরীত দিকে ব'সে বললেন।

"কিন্তু তার ঠিক পরপরই," লোকটা বললো, "নাসা সংবাদ সম্মেলন ক'রে ঘোষণা দিয়েছিলো যে তারা সেটা সারিয়ে তুলেছে।"

সেক্সটন অবশ্য সংবাদ সম্মেলনটির কথা শোনেননি।

লোকটা একটা ভিডিও ক্যাসেট বের ক'রে সেক্সটনের টিভির সামনে গিয়ে ভিসিআর এ সেটা ছেড়ে দিলো। "এটা আপনার কৌতুহলো জাগাবে।"

ভিডিওটা চলতে শুরু করলো। এতে দেখা যাচ্ছে নাসা'র ওয়াশিংটনের হেডকোয়ার্টারের প্রেস রুমটি। পরিপাটি জামা পরা এক লোক পোডিয়ামের সামনে এসে দাঁড়ালো, সেটার নিচে লেখা আছে :

ক্রিস হার্পার, সেকশন ম্যানেজার পোলার অরবিটিং ডেনসিটি
স্ক্যানার স্যাটেলাইট (পিওডিএস)

ক্রিস হার্পার বলতে শুরু করলো, "যদিও পিওডিএস স্যাটেলাইট ভালোমত কাজ করছে, কিন্তু আমাদের এখানকার কম্পিউটারটাতে একটু সমস্যা দেখা দিয়েছে। সেটা সফটওয়্যারের সমস্যা। আমরা সেটা ঠিকঠাক করার কাজ করছি।"

জনসমাগম থেকে একটা আফসোসের শব্দ ভেসে এলো। "স্যাটেলাইটটা যে ঠিক মতো কাজ করছে না সেটার ব্যাপারটা কী?" কেউ একজন বললো।"

হার্পার ঘাবড়ে গেলো না। "কল্পনা করুন মস্তিষ্ক ছাড়া এক জোড়া শক্তিশালী চোখ। কোনো কাজ কি হবে? হয়তো দেখবে কিন্তু কী দেখছে সেটাতো বুঝতে পারবে না। আমাদেরও হয়েছে সেই অবস্থা।"

বৃদ্ধলোকটা সেক্সটনের দিকে তাকালো। "সে দুঃসংবাদ খুব ভালোমতো উপস্থাপন করতে পারে, তাই না?"

"সে নাসা'রই একজন," সেক্সটন বললেন, "এটাই তো তারা ক'রে থাকে।"

ভিসিআর-এর ক্যাসেটটার ছবি চলে গেলো, একটু পরে আবার অন্য একটা ছবি ভেসে এলো। আরেকটা নাসা প্রেস কনফারেন্স।

"দ্বিতীয় প্রেস কনফারেন্স," বৃদ্ধ লোকটি বললো, "কয়েক সপ্তাহ আগে এটা হয়েছে। গভীর রাতে হয়েছে, তাই খুব কম লোকই সেটা দেখেছে। এবার ডক্টর হার্পার ভালো খবর দিচ্ছে।"

এবার ক্রিস হার্পারকে অস্বস্তি আর বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে। "আমি আনন্দের সাথে ঘোষণা করছি," হার্পার বললো, "নাসা পিওডিএস স্যাটেলাইট-এর সফটওয়্যারটি মেরামত করতে পেরেছে।"

"তাহলে আমরা খুব শীঘ্রই ডাটা পেতে শুরু করবো?" শ্রোতাদের মধ্যে একজন বললো।

হার্পার মাথা নাড়লো, ঘেমে গেছে সে। "কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই।"

হাততালি পড়লো ঘরের মধ্যে।

"আজকের জন্য এই," হার্পার বললো। তাকে খুব অসুস্থ দেখাচ্ছে। সে কাগজপত্র গোছগাছ ক'রে চলে যেতে লাগলো, সে প্রায় দৌড়েই চ'লে গেলো পোডিয়াম থেকে।

সেক্সটন চিন্তিত হলেন। তাঁকে মানতেই হলো এটা খুবই অদ্ভুত। ক্রিস হার্পার দুঃসংবাদ দেবার সময় কেন হাসিমুখে ছিলো আর সুসংবাদের বেলায় অস্বস্তিকরভাবে?

বৃদ্ধ লোকটি টিভি বন্ধ ক'রে দিয়ে সেক্সটনের দিকে তাকালো, "নাসা দাবি করেছে সেই রাতে হার্পারের শরীর ভালো ছিলো না।" সে থামলো। "আমার মনে হয়, হার্পার মিথ্যে বলেছিলো।"

মিথ্যে? সেক্সটন মেলাতে পারলো না, হার্পার কেন মিথ্যে বলবে। সেক্সটন একজন পাকা মিথ্যেবাদী হিসেবে জানে, হার্পারের ভাবসাবে সন্দেহজনক কিছু আছে।

"হয়তো, আপনি বুঝতে পারেননি," বৃদ্ধ লোকটি বললো। "এইমাত্র ছোট্ট যে ঘোষণাটা আপনি হার্পারের মুখ থেকে শুনলেন সেটা নাসা'র ইতিহাসে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সম্মেলন।" সে থামলো। "যে সফটওয়্যারটা ঠিক করার কথা শুনলেন, ঠিক সেই সফটওয়্যারটিই উল্কাখণ্ডটি খুঁজে পাবার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।

সেক্সটন কিছুই বুঝতে পারলো না। *আপনি ভাবছেন সে এ ব্যাপারে মিথ্যে বলেছে?*

"কিন্তু, হার্পার যদি মিথ্যে বলেই থাকে, আর সফটওয়্যারটা যদি ঠিক না হয়েই থাকে, তবে পিওডিএস কীভাবে উল্কাখণ্ডটি খুঁজে পেলো?"

বৃদ্ধ লোকটি হাসলো। "একদম ঠিক কথা।"

৭৭

ইউএস মিলিটারির ফ্লিট 'করপো'তে এয়ার ক্রাফট থাকে। ড্রাগ-ব্যবসায়ীদের গ্রেফতার অভিযানের সময় কয়েক ডজন প্রাইভেট জেট এতে রাখা হয়, তার মধ্যে রয়েছে তিনটি রিকন্ডিশন জি-ফোর, যা মিলিটারি ভিআইপি'দেরকে পরিবহনে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আধ ঘণ্টা আগে এরকমই একটি জি-ফোর থিউল ঘাঁটিতে এসেছিলো, সেটা এখন দক্ষিণ দিকে কানাডার ওপর দিয়ে ওয়াশিংটনের উদ্দেশ্যে ছুটে চললো। যাত্রিদের মধ্যে রয়েছে রাচেল, টোল্যান্ড আর কর্কি। ভেতরে আটটি সিট রয়েছে। তাদেরকে *শার্লট*'র ব্লুরঙের পোশাক এবং টুপিতে খেলোয়াড় বলেই মনে হচ্ছে।

ইন্‌জিনের প্রচণ্ড গর্জন সত্ত্বেও কর্কি তার নিজের আসনে ব'সে ঘুমাচ্ছে। টোল্যান্ড জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে। রাচেল তার পাশেই। তার চোখে কোনো ঘুম নেই। বরং পিকারিং তাকে বাড়তি দুটো আশংকাজনক তথ্য দিয়েছে।

প্রথমত, মারজোরি টেঞ্চ দাবি করেছে যে তার কাছে রাচেলের দেয়া হোয়াইট হাউজ স্টাফদের বৃফিংয়ের ভিডিওটার রেকর্ড রয়েছে। রাচেল যদি নাসা'র আবিষ্কার নিয়ে উল্টা পাল্টা কিছু বলে তবে সে হুমকি দিচ্ছে ঐ ভিডিওটা ব্যবহার করবে। খবরটা রাচেলকে বিচলিত ক'রে তুলেছে, কারণ প্রেসিডেন্ট জাখ হার্নি তাকে আশ্বস্ত করেছিলেন এই বৃফটি কেবল হোয়াইট হাউজের ভেতরেই হবে। রাচেলই এরকম করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেছিলো। মনে হচ্ছে, জাখ হার্নি এখন তার অনুরোধটা মূল্যায়ন করছেন না।

দ্বিতীয় সমস্যাটা হলো, আজ দুপুরে সিএনএন-এর তর্ক বিতর্ক অনুষ্ঠানে তার বাবা মারজোরি টেঞ্চের সাথে তর্কে অবতীর্ন হয়েছিলেন। টেঞ্চ সুকৌশলে সেক্সনটনকে দিয়ে নাসা বিরোধী অবস্থান সুস্পষ্ট ক'রে নিয়েছে এবং তার মুখ দিয়ে বহির্জীব যে নেই কিংবা তিনি যে সেই বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করেন সেটা বের করতে পেরেছে।

নিজের টুপি খাবো? পিকারিং তাকে বলেছে নাসা যদি বহির্জীব খুঁজে পায় তো তিনি কী করবেন, প্রশ্নের জবাবে তার বাবা নাকি এই কথা বলেছেন।

প্রেসিডেন্ট রাচেলকে বলেছিলেন নাসা'কে তাদের এই আবিষ্কারের ঘটনাটি দেরিতে প্রকাশ করতে নাকি তিনিই বলেছেন, যাতে আবিষ্কারটা সম্পর্কে একেবারে নিশ্চিত হওয়া যায়। রাচেল এবার বুঝতে পারলো এর কারণ আসলে বাড়তি একটা সুবিধা পাওয়া, তার জন্যেই তারা অপেক্ষা করেছে। এই ফাঁকে হোয়াইট হাউজ একটা দঁড়ি আলগা ক'রে দিয়েছে আর সিনেটর সেক্সটন স্বেচ্ছায় না বুঝে সেটা গলায় ধারণ করেছেন।

রাচেল তার বাবার জন্য কোনো সহমর্মিতা অনুভব করলো না। তারপরও, জাখ হার্নি

উষ্ণ আন্তরিকতা আর ভব্যতার আড়ালে একজন ধূর্ত হাঙ্গর প্রকৃতির লোক হিসেবেই প্রমাণিত হচ্ছেন। এরকম না হলে কেউ তো আর এই বিশ্বের সব চাইতে ক্ষমতাধর ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারে না। প্রশ্ন হলো এই ধূর্ত হাঙ্গরটি নির্দোষ – নাকি পাকা খেলোয়াড়।

রাচেল উঠে দাঁড়িয়ে প্লেনের মধ্যেই পায়চারী করতে লাগলো। এই হতবুদ্ধিরকর পাজলের টুকরোগুলো জোড়া লাগাতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে সে। একটার সাথে আরেকটার বৈপরীত্য অনেক। পিকারিং তার চের চেনা যুক্তি দিয়ে নিশ্চিত যে উল্কাটি ভূয়া। কর্কি আর টোল্যান্ড তাদের বিজ্ঞানের সাহায্যে নিশ্চিত উল্কাটি খাঁটি। রাচেল কেবল জানে সে কী দেখেছে – ফিউশন ক্রাস্ট আর ফসিলযুক্ত একটা পাথর যা বরফ থেকে টেনে তোলা হয়েছে।

রাচেল তাকিয়ে দেখলো কর্কি নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। তার হাতে ধরা ডিম্ব আকৃতির উল্কাখণ্ডের একটি নমুনা।

রাচেল তার হাত থেকে আস্তে ক'রে ডিস্কটা তুলে নিলো। ফসিলটা ভালো ক'রে পর্যবেক্ষণ করলো সে। *সবগুলো ধারণা অনুমান সরিয়ে ফেলো,* সে নিজেকে বললো। নিজের সমস্ত চিন্তাভাবনাসমূহকে জোর ক'রে জড়ো করলো। এটা এন আরও'র খুবই পুরনো একটি কৌশল। নতুন ক'রে প্রমাণগুলো নির্মাণ করা, এটাকে বলা হয় 'নাল স্টার্ট' বা 'আবার শুরু করা'– যখন টুকরো টুকরো তথ্যগুলো জোড়া লাগে না তখন সব বিশ্লেষকই এটার চর্চা ক'রে থাকে।

প্রমাণগুলো আবার জোড়া লাগাও।

সে আবারো পায়চারী করতে শুরু করলো।

এই পাথরটি কি অপার্থিব জীবের প্রমাণ উপস্থাপন করে?

সে জানে, প্রমাণ হলো সত্যের পিরামিড নির্মাণ করা। একটি সর্বজন স্বীকৃত তথ্য দিয়ে শুরু করা।

সব ধরণের মূল ধারণ বা অনুমান সরিয়ে ফেলো। আবার শুরু করো।

আমাদের কাছে কি আছে?

একটা পাথর।

সে একটু ভাবলো। *একটা পাথর। প্রাণীর ফসিলযুক্ত একটি পাথর।* সে তার নিজের আসনে ফিরে গিয়ে বসল, পাশেই টোল্যান্ড।

"মাইক, আসো একটা খেলা খেলি।"

টোল্যান্ড জানালা থেকে তার দিকে ফিরে উদাসভাবে বললো, "খেলা?"

সে পাথরের ডিস্কটা তার হাতে দিয়ে দিলো। "মনে করো, এই পাথরের ফসিলটা তুমি প্রথমবার দেখছো। আমি তোমাকে কিছুই বলিনি, এটা কোত্থেকে এসেছে অথবা কীভাবে পাওয়া গেছে। তবে তুমি এটাকে কী বলবে?"

টোল্যান্ড একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "আমার একটা অদ্ভুত চিন্তা মাথায় খেলছে, তুমি হয়তো এটাকে হাস্যকর ভাববে ..."

রাচেল আর টোল্যান্ডের এক'শ মাইল পেছনে, অদ্ভুত এক এয়ার ক্রাফট সাগরের উপর দিয়ে

খুব নিচু হয়ে দক্ষিণ দিকে ছুটতে শুরু করলো। ভেতরে ব'সে থাকা ডেল্টা ফোর্স সদস্যরা চুপচাপ। তাদেরকে তাদের অবস্থান থেকে আচম্‌কা তুলে আনা হয়েছে, এরকমটি আগে কখনই ঘটেনি।

তাদের কন্ট্রোলার ভড়কে গেছে।

কিছুক্ষণ আগে ডেল্টা-ওয়ান তার কন্ট্রোলারকে যখন বললো যে তারা ঘটনা পরম্পরায় বাধ্য হয়েই চার জন বিজ্ঞানীকে হত্যা করেছে, সঙ্গে একজন সিভিলিয়ান রাচেল সেক্সটনও রয়েছে, তখন কন্ট্রোলার আত্‌কে উঠেছিলো। খুন করাটা যদিও একেবারে শেষ ধাপ, তারপরও কন্ট্রোলারের পরিকল্পনায় এটা ছিলো না।

পরে, কন্ট্রোলারের অসন্তুষ্টি প্রচণ্ড ক্ষোভে বদলে গেলো যখন সে জানতে পারলো যে গুপ্তহত্যাটি পরিকল্পনা অনুযায়ী করা হয়নি।

"তোমাদের দলটি ব্যর্থ হয়েছে!" কন্ট্রোলার রেগে বললো। খুব কমই সে রাগে। "তোমাদের তিন জনের টার্গেট এখনও বেঁচে আছে!"

অসম্ভব! ডেল্টা-ওয়ান ভাবলো।

"কিন্তু আমরা নিজের চোখে দেখেছি –"

"তারা সাবমেরিনের সাথে যোগাযোগ করেছে, এখন ওয়াশিংটনের পথে আছে।"

"কি?"

কন্ট্রোলারের গলার স্বর ভয়ংকর হয়ে উঠলো। "মন দিয়ে শোনো। আমি তোমাদেরকে নতুন অর্ডার দিচ্ছি। এবার তোমরা অবশ্যই ব্যর্থ হবে না।"

৭৮

সিনেটর সেক্সটন তাঁর অপ্রত্যাশিত অতিথিকে লিফটের সামনে বিদায় জানাবার জন্য যাওয়ার সময় সত্যিকার অর্থেই আশার আলো দেখতে পেলেন। এসএফএফ'র প্রধান আসলে তাঁকে বকাঝকা দিতে আসেনি। সে এসেছে সেক্সটনকে এটা বলতে যে যুদ্ধটা এখনও শেষ হয়ে যায়নি।

নাসা'র বর্মে সম্ভাব্য ফুটো।

নাসা'র সংবাদ সম্মেলনের ভিডিও টেপটা দেখে সেক্সটন বুঝতে পেরেছে যে লোকটা ঠিকই বলেছে – পিওডিএস-এর মিশন ডিরেক্টর ক্রিস হার্পার মিথ্যে বলেছে। *কিন্তু কেন? নাসা যদি সফটওয়্যারটা সারতে না-ই পারলো তবে তারা কীভাবে উল্কাখণ্ডটি খুঁজে পেলো?*

লিফটের সামনে এসে বৃদ্ধ লোকটি বললো, "কখনও কখনও বিশাল কিছুকে একটা ক্ষুদ্র ব্যাপার দিয়েই মোকাবেলা করা যায়। হয়তো, আমরা নাসা'র বিজয়কে নস্যাৎ করার কোনো পথ খুঁজে পাবো এ থেকে। অবিশ্বাস্যের একটা ছায়া ফেলে দেখেন। কে জানে এটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?" লোকটা সেক্সটনের চোখের দিকে স্থির তাকালো। "আমি এতো সহজে হার মানতে রাজি নই, সিনেটর। আর আমার ধারণা আপনিও হার মেনে নেন নি।"

"অবশ্যই না," বেশ জোর দিয়ে বললেন সিনেটর। "আমরা অনেক দূর এসে গেছি।"

"ক্রিস হার্পার পিওডিএস-এর সফটওয়্যার মেরামতের ব্যাপারে মিথ্যে বলেছে।" লিফটে উঠতে উঠতে লোকটা বললো।

"আর আমাদেরকে জানতে হবে কেন।"

"আমি এটা যতো দ্রুত সম্ভব জেনে নিতে পারবো," সেক্সটন জবাব দিলো। *উপযুক্ত লোক আমার কাছে রয়েছে।*

"ভালো। আপনার ভবিষ্যতে সেটার উপরেই নির্ভর করছে।"

সেক্সটন নিজের এপার্টমেন্টে ফিরে এলেন। তার মাথাটা এখন অনেক হালকা আর পরিষ্কার। *নাসা পিওডিএস-এর ব্যাপারে মিথ্যে বলেছে।* একমাত্র প্রশ্ন হলো কীভাবে সেক্সটন সেটা প্রমাণ করতে পারবেন।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গ্যাব্রিয়েলের কথা মনে পড়লো। সে এখন যেখানেই থাকুক না কেন খুব বিমর্ষ হয়ে থাকবে নিশ্চিত। সে হয়তো ভাবছে তার জন্যে সেক্সটনের সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেছে। অনুশোচনা করছে।

সে আমাকে ঋণী করেছে, সেক্সটন ভাবলেন। *আর সেও এটা জানে।*

সেক্সটন তাঁর এপার্টমেন্টের সামনে আসতেই তাঁর দেহরক্ষী মাথা নাড়লো। "শুভসন্ধ্যা সিনেটর। আমার ধারণা গ্যাব্রিয়েল অ্যাশকে ভেতরে যেতে দিয়ে ঠিক কাজই করেছি? সে বলেছিলো আপনার সাথে তার খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে।"

সেক্সটন থেমে গেলেন। "কী বললে?"

"মিস্ অ্যাশ? সে কি আপনার ওখানে যায়নি, আমি তো তাকে ভেতরে যেতে দিলাম।"

সেক্সটনের মনে হলো তার সারা শরীরটা আড়ষ্ট হয়ে গেছে। *এই লোকটা বলছে কী?*

"সিনেটর আপনি কি ঠিক আছেন?" গার্ড বললো। "সে আপনার সাথে কথা বলেছিল, তাই না? অনেক আগেই তো এসেছিলো।"

সেক্সটন দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তাঁর নাড়িস্পন্দন রকেট বেগে ছুটছে যেনো। *এই গর্দভটা প্রাইভেট মিটিংয়ের সময় গ্যাব্রিয়েলকে ভেতরে যেতে দিয়েছে? সে ভেতরে এসে* কথাবার্তা সব শুনে আবার চ'লে গেছে। সিনেটর জোর ক'রে হেসে বললেন, "ওহ্, হ্যা! আমি দুঃখিত। আমি খুব ক্লান্ত। একটু বেশি খেয়েছিলাম। মিস্ এ্যাশের সাথে আমার কথা হয়েছে। তুমি ঠিক কাজই করেছে।"

গার্ড খুব স্বস্তিবোধ করলো।

"সে কি বলেছে সে কোথায় গেছে?"

গার্ড মাথা ঝাঁকালো। "সে খুব তাড়াহুড়ো ক'রে চলে গেছে।"

"ঠিক আছে, ধন্যবাদ।"

রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে সেক্সটন তাঁর অফিসে ঢুকলেন। *নির্দেশটা কি খুব জটিল ছিলো? কাউকে ঢুকতে দেবে না?*

তিনি বুঝতে পারলেন তাঁকে না জানিয়ে গ্যাব্রিয়েলের চ'লে যাওয়ার মানে সে সব শুনে ফেলেছে। *একটা রাতই এটা।*

সিনেটর সেক্সটন জানে, আর যাই হোক গ্যাব্রিয়েল এ্যাশের আস্থা তিনি হারাতে পারেন

না, মেয়েরা খুব প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে যখন তারা মনে করে তাদের সাথে কেউ প্রতারণা করেছে। তাকে ফিরিয়ে আনার দরকার সেক্সটনের। আজ রাতে তাকে সবচাইতে বেশি দরকার।

৭৯

এবিসি'র টেলিভিশনের চার তলার স্টুডিওতে গ্যাব্রিয়েল অ্যাশ ইয়োলান্ডার কাঁচে ঘেরা অফিসে একা ব'সে আছে। সে সব সময়ই এই নিয়ে গর্ব করে যে, সে জানে কাকে বিশ্বাস করতে হবে। এবার, প্রথমবারের মতো, গ্যাব্রিয়েলের মনে হলো সে খুব একা। কী করবে বুঝতে পারলো না।

তার সেলফোনের রিংয়ের শব্দে অন্যমনস্কভাবটা কেটে গেলো। উদাসভাবেই সে ফোনটা তুলে নিলো। "গ্যাবিয়েল অ্যাশ বলছি।"

"গ্যাব্রিয়েল, আমি।"

সে সিনেটরের গভীর কণ্ঠস্বরটা চিনতে পারলো। এইমাত্র যা ঘটে গেছে সেটা বিবেচনা করলে তাঁর গলা খুব শান্ত আর স্বাভাবিকই মনে হচ্ছে।

"একটা রাতই গেছে এটা," তিনি বললেন। "তো আমাকে বলতে দাও। আমি নিশ্চিত তুমি প্রেসিডেন্টের সংবাদ-সম্মেলনটা দেখেছো। ঈশ্বর, আমরা কী ভুল কার্ড খেলেছি। আমি এটা নিয়ে ত্যাক্ত-বিরক্ত। তুমি হয়তো এর জন্যে নিজেকে দায়ী করছ। তা' করো না। এটা কেইবা আন্দাজ করেছিলো? এটা তোমার দোষ না। যাইহোক, কোনো, আমার মনে হচ্ছে আমাদের ঘুরে দাঁড়াবার একটা সুযোগ এখনও রয়েছে।"

গ্যাব্রিয়েল বুঝতেই পারলো না সেক্সটন বলছেটা কী। এটাতো তাঁর প্রতিক্রিয়া হতে পারে না।

"আজ রাতে আমার সাথে একটা মিটিং ছিলো," সেক্সটন বললেন। "প্রাইভেট স্পেস ইন্ড্রাস্ট্রিজের প্রতিনিধিদের সাথে, আর –"

"তাই নাকি?" গ্যাব্রিয়েল কথাটা শুনে হতবাক হয়ে গেলো ব্যাপারটা সিনেটর স্বীকার করেছেন বলে। "না মানে ... আমি জানতাম না তো।"

"হ্যা, তেমন কিছু না। তোমাকে রাখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু এইসব লোক প্রাইভেসি চাইছিল। তাদের কেউ কেউ আমার ক্যাম্পেইনে অনুদানও দিয়েছে। এটা বিজ্ঞাপন করা হোক সেটা তারা চায়নি।"

গ্যাব্রিয়েল একেবারেই হতবাক হয়ে গেলো। "কিন্তু ... এটাতো অবৈধ?"

"অবৈধ? আরে না! সবগুলো অনুদানই দুই হাজার ডলারের নিচে। তুচ্ছ জিনিস। আমি তাদের কথা শুনলাম, তাদের ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ সম্পর্কে তারা নিশ্চয়তা চায়। সত্যি বলতে কী, তাদের উপস্থিতিটা অন্যেরা ভালো চোখে দেখবে না। হোয়াইট হাউজ যদি এটা টের পায় তো এটা নিয়ে নোংরা খেলা খেলবে। তবে এটা আমার মূল ভাবনার বিষয় নয়। আমি তোমাকে কল করেছি এটা বলতে যে, আজ রাতের মিটিংয়ের পর আমি এসএফএফ-এর

প্রধানের সঙ্গে কথা বলেছি ...”

সেক্সটন বলতে থাকলেও, কয়েক সেকেন্ড ধ'রে গ্যাব্রিয়েল একটু আনমনা হয়ে গেলো। সিনেটর নিজে থেকেই সব বলছেন *বলছেন খুবই বৈধ।*

আর গ্যাব্রিয়েল কিনা মারজোরি টেঞ্চের ফাঁদে পা দিয়ে এসব কী করতে যাচ্ছিলো! ইয়োলান্ডাকে ধন্যবাদ তাকে থামানোর জন্য। *আমি প্রায় মারজোরি টেঞ্চের জাহাজে লাফ দিতে যাচ্ছিলাম!*

গ্যাব্রিয়েল ফিরে এলো আবার। “আচ্ছা।”

“কয়েক মাস ধ'রে তোমাকে হোয়াইট হাউজের ভেতর থেকে নাসা সম্পর্কিত খবরগুলো কে দিয়েছিলো? আমার ধারণা এখনও তোমার পক্ষে তার সাথে যোগাযোগ রয়েছে?”

মারজোরি টেঞ্চ। গ্যাব্রিয়েল কখনই বলতে পারবে না তার তথ্যদাতা কীভাবে তাকে নিয়ে খেলেছে। “উম...আমারও তাই মনে হয়,” গ্যাব্রিয়েল মিথ্যে বললো।

“বেশ, তোমার কাছ থেকে আমি একটা তথ্য চাই, এক্ষুণি।”

সে যখন শুনে গেলো, বুঝতে পারলো সে সেক্সটনকে কতোটা অবমূল্যায়ন করেছিলো। সেক্সটন পাল্টা আঘাত হানার পরিকল্পনা করছে। আর যদিও গ্যাব্রিয়েলের জন্য তাঁর আজ এ অবস্থা, তার পরও তিনি এজন্যে তাকে কোনো শাস্তি দিলেন না। তার বদলে, তিনি তাকে ক্ষতিপূরণের সুযোগ দিচ্ছেন।

এবং তার নিজের ক্ষতিপূরণও।

সে এটা করবেই।

তাতে যা করার দরকার তাই সে করবে।

৮০

উইলিয়াম পিকারিং তার অফিসের জানালা দিয়ে দূরের লিসবার্গ হাইওয়ের হেডলাইটের দিকে তাকালো। এখানে দাঁড়িয়ে সে প্রায়শই তার মেয়ের কথা ভাবে।

এসব শক্তি ক্ষমতা দিয়েও... আমি তাকে বাঁচাতে পারিনি।

পিকারিংয়ের মেয়ে ডায়না রেড সি'তে নেভির এক জাহাজে মারা গিয়েছিলো। সে একজন নেভিগেটর হতে চেয়েছিলো। তার জাহাজটা একটা নিরাপদ বন্দরে নোঙর করেছিলো। দু'জন আত্মঘাতি বোমারু জাহাজে উঠে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিলে অন্য তেরো জন তরুণ আমেরিকান সৈনিকের সাথে ডায়না পিকারিংও নিহত হয় সেদিন।

খবরটা কোনোর পর বিল পিকারিং একেবারে ভেঙে পড়েছিলো। কয়েক সপ্তাহ লেগেছিল ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে। কিন্তু কয়েক বছর পরও যখন সিআইএ সেই পরিচিত সন্ত্রাসী দলটিকে পাকড়াও করতে ব্যর্থ হলো, পিকারিংয়ের দুঃখ ক্ষোভে পরিণত হলো। সে সিআই'এর হেডকোয়ার্টারে গিয়ে জবাবদিহিতা দাবি করেছিলো।

যে জবাব সে পেয়েছিলো সেটা হজম করা তার জন্যে কঠিন ছিলো।

আসলে সিআইএ ঐ দলটিকে ঠিকই ট্রেস করতে পেরেছিলো। তারা অপেক্ষা করছিলো

হাই-রেজ-স্যাটেলাইট ছবির জন্য যাতে ক'রে তারা আফগানিস্তানের পাহাড়ের গুহায় থাকা সন্ত্রাসীদেরকে লক্ষ্য ক'রে আঘাত হানতে পারে। কিন্তু তারা যে স্যাটেলাইট ব্যবহার করবে সেটা ছিলো এনআরও'র ১.২ বিলিয়ন ডলারের একটি প্রজেক্ট, যার ডাকনাম ছিলো ভোরটেক্স-২, কিন্তু উড্ডয়নের সময়ই নাসা সেটা বিধ্বস্ত ক'রে ফেলে। যার জন্যে তাদের আর ছবি পাওয়া হয়ে ওঠেনি, আক্রমণও করা হয়নি।

যদিও নাসা'কে তার মেয়ের ঘটনার জন্য সরাসরি দায়ী করা যায় না, কিন্তু নাসা'র এই ব্যর্থতাকে পিকারিং ক্ষমা করতে পারেনি।

"স্যার?" ইন্টারকমে পিকারিংয়ের সেক্রেটারি বললো, "লাইন চালু আছে। মারজোরি টেঞ্চ।"

পিকারিং অন্যমনস্কভাবটা ঝেড়ে ফেলে ফোনের দিকে তাকালো। *আবারো।* পিকারিং ভুরু কুচকে ফোনটা তুলে নিলো।

"পিকারিং বলছি।"

টেঞ্চের কণ্ঠটা উন্মাদগ্রস্তের মতো কোনোালো। "আপনাকে সে কী বলেছে?"

"কী বললেন?"

"রাচেল সেক্সটন আপনার সাথে যোগাযোগ করেছিলো। সে কি বলেছে আপনাকে? সে সাবমেরিনে আছে, ঈশ্বরের দোহাই! বলুন।

" হ্যা, মিস সেক্সটন আমাকে ফোন করেছিলো।" নির্বিকারভাবে পিকারিং বললো।

"আপনি তাদের সাব থেকে তুলে আনার ব্যবস্থা করেছেন। আমাকে আপনি সেটা জানাননি কেন?"

"আমি ব্যবস্থা করেছি, সেটা ঠিক।" রাচেলদের নিকটস্থ বোলিং বিমান-ঘাঁটিতে পৌছাতে এখনও দু'ঘন্টা বাকি আছে।

"আর সেটা আমাকে না জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?"

"রাচেল সেক্সটন কিন্তু আশংকাজনক একটি অভিযোগ এনেছে।"

"উল্কাখণ্ডের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে ... এবং তার ওপরে এক ধরণের আক্রমণের কথা?"

"অন্যসব বিষয়ের মধ্যে এটাও ছিলো।"

"এটা নিশ্চিত, সে মিথ্যা বলেছে।"

"আপনি কী জানেন তার সাথে আরো দু'জন আছে যারা তার বক্তব্যকে সমর্থন করছে?"

টেঞ্চ থেমে গেলো। "হ্যা। খুবই উদ্বেগজনক, হোয়াইট হাউজ তাদের দাবি নিয়ে খুবই চিন্তিত।"

"হোয়াইট হাউজ? নাকি ব্যক্তিগতভাবে আপনি?"

তার কণ্ঠ ছুরির মতো ধারালো হয়ে গেলো। "আজকের রাতের জন্য এ দুয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।"

"প্রেসিডেন্ট কি জানেন আপনি আমাকে ফোন করেছেন?" পিকারিং বললো।

"সত্যি বলতে কী, ডিরেক্টর, আমি আপনার উন্মাদগ্রস্ততা দেখে মর্মাহত।"

আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন না। "এসব লোক কেন মিথ্যে বলবে তার তো

কোনো যুক্তিসংগত কারণ দেখছি না। আমার ধারণা হয় তারা সত্যি বলছে, নয়তো না বুঝে ভুল করেছে।"

"ভুল? আক্রমণের দাবিটা? উল্কার ডাটাতে ত্রুটি বিচ্যুতি? প্লিজ! এটা নিশ্চিত রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র।"

"যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে সেটা আমি ধরতে পারিনি।"

টেঞ্চ দীর্ঘশ্বাস ফেললো, নিচুস্বরে বললো, "ডিরেক্টর এসব ব্যাপার নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো। আগে বলুন মিস সেক্সটন এবং বাকিরা আছে কোথায়। তারা কোনো ক্ষতি করার আগে আমি এই ঘটনার গভীরে যেতে চাই। তারা কোথায়?"

"এই তথ্যটা আমি আপনাকে জানাতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করছি না। তারা পৌছে গেলে আমি আপনাকে ফোন করবো।"

"ভুল। তারা পৌছালে, আমিই তাদেরকে সেখানে স্বাগতম জানাবো।"

আপনি এবং না জানি কতোজন সিক্রেট এজেন্ট সহকারে? "আমি যদি তাদের পৌছানোর জায়গাটা আপনাকে জানিয়ে দেই, তবে কি আমরা বন্ধুভাবাপন্ন পরিবেশে কথা বলতে পারবো, নাকি আপনার প্রাইভেট আর্মি তাদেরকে গ্রেফতার ক'রে কাস্টডিতে নিয়ে নেবে?"

"এইসব লোক সরাসরি প্রেসিডেন্টের জন্য হুমকী হিসেবে দেখা দিয়েছে। সুতরাং হোয়াইট হাউজের অধিকার রয়েছে তাদেরকে আঁটকে জিজ্ঞাসাবাদ করার।"

পিকারিং জানে সে ঠিকই বলছে। টাইটেল ১৮ আর সেকশন ৩০৫৬ মতে কোনো রকম ওয়ারেন্ট ছাড়াই নিরাপত্তা বাহিনী এমন লোককে গ্রেফতার করতে পারবে যে প্রেসিডেন্টের জন্য হুমকীস্বরূপ হিসেবে আর্বিভূত হয়েছে।

"যা দরকার আমি তাই করবো," টেঞ্চ জানালো। "প্রেসিডেন্টকে মিথ্যা অভিযোগ থেকে বাঁচানোর জন্যে।"

"আর আমি যদি অনুরোধ করি, মিস সেক্সটনের কেস্‌টা অফিশিয়াল তদন্তের কাছে হাজির করার?"

"তাহলে আপনি সরাসরি প্রেসিডেন্টের নির্দেশ লঙ্ঘন করবেন, আর রাচেলকে রাজনৈতিক হট্টগোল পাকানোর কাজে সাহায্য করাও হবে! আমি আপনাকে আরেকবার জিজ্ঞেস করছি ডিরেক্টর, তারা কোথায় এসে নামবে?"

পিকারিং দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিলো। সে বলুক আর না-ই বলুক, মারজোরি টেঞ্চ ঠিকই খবরটা বের ক'রে নিতে পারবে। প্রশ্নটা হলো সে এটা করবে নাকি করবে না। সে টেঞ্চের মরিয়া ভাব দেখে আঁচ করতে পারলো টেঞ্চ থামবে না। মারজোরি টেঞ্চ ভড়কে গেছে।

"মারজোরি," পিকারিং বললো। "কেউ আমাকে মিথ্যে বলেছে, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। হয় রাচেল এবং দু'জন বিজ্ঞানী, নয়তো আপনি। আমার বিশ্বাস সেটা আপনিই।"

টেঞ্চ ফুসে উঠল। "কতো বড় আস্পর্ধা –"

"আপনার দেমাগ আমার কাছে পাত্তা পাবে না। সেটা অন্য কারো জন্য তুলে রাখুন। আপনি জেনে রাখুন, আমার কাছে নিশ্চিত প্রমাণ আছে যে, নাসা এবং হোয়াইট হাউজ আজ

রাতে অসত্য কথা প্রচার করেছে।"

টেঞ্চ আচমকা চুপ মেরে গেলো।

"আমি রাজনীতি করতে চাই না। কিন্তু মিথ্যা বলা হয়েছে। এই মিথ্যা টিকবে না। আপনি যদি আমার সাহায্য চান তবে আপনাকে সততা দিয়েই শুরু করতে হবে।"

টেঞ্চের কথা শুনে মনে হলো প্রলুব্ধ হলেও খুবই উদ্বিগ্ন।" আপনি যদি জানেনই যে মিথ্যে বলা হয়েছে, তবে আগে সেটা বলেননি কেন?"

"আমি রাজনীতির ব্যাপারে মাথা ঘামাই না।"

টেঞ্চ বিরক্ত হয়ে গেলো। "ধ্যাত্।"

"মারজোরি, আপনি কি বলতে চাচ্ছেন, প্রেসিডেন্ট যা বলেছেন তা খুবই সত্য?"

আবারো নিরবতা নেমে এলো।"

পিকারিং জানে তাকে বাগে পেয়ে গেছে। "শুনুন, আমরা উভয়েই জানি, একটা টাইম বোমা ফাটার জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু এখনও খুব বেশি দেরি হয়নি। আমরা এখনও এটা আপোষ ক'রে ফেলতে পারি।"

কয়েক মুহূর্ত টেঞ্চ কিছুই বললো না।

অবশেষে সে বললো, "আমাদের দেখা করতে হবে।"

মাটিতে নেমে এসেছে, পিকারিং ভাবলো।

"আপনাকে দেখাবার মতো আমার কাছে কিছু জিনিস রয়েছে।" টেঞ্চ বললো, "আমার বিশ্বাস সেটা এই ঘটনার উপর কিছুটা আলো ফেলতে সাহায্য করবে।"

"আমি আপনার অফিসে আসছি।"

"না," সে তাড়াতাড়ি বললো। "আপনার উপস্থিতি এখানে প্রশ্নের জন্ম দেবে। আমি ব্যাপারটা আমাদের দু'জনের মধ্যেই রাখতে চাচ্ছি।"

পিকারিং এই কথার অর্ন্তনিহিত অর্থটা বুঝতে পারলো। *প্রেসিডেন্ট এসবের কিছুই জানেন না।* "আমার এখানে আপনি আসতেই পারেন," সে বললো।

টেঞ্চ মনে হলো সন্দেহ করলো। " চলুন, অন্য কোথাও দেখা করি।"

পিকারিং সেটাই প্রত্যাশা করেছিলো।

"এফডিআর মেমোরিয়াল-এ," টেঞ্চ বললো। "এসময়ে জায়গাটা ফাঁকা থাকে।"

পিকারিং একটু ভাবলো। এফডিআর মেমোরিয়ালটা জেফারসন আর লিঙ্কন মেমোরিয়ালের মাঝখানে অবস্থিত। এটা শহরের সবচাইতে নিরাপদ অংশ। পিকারিং রাজি হয়ে গেলো।

"এক ঘন্টা পরে," টেঞ্চ বললো, "একা আসবেন।"

ফোনটা রাখার সঙ্গে সঙ্গে মারজোরি টেঞ্চ নাসা প্রধান এক্সট্রমকে ফোন করলো। দুঃসংবাদটা দেবার সময় তার কণ্ঠটা খুবই শক্ত কোনো গেলো।

"পিকারিং সমস্যা করতে পারে।"

৮১

এবিসি প্রোডাকশন-রুমের ইয়োলান্ডার ডেস্কে দাঁড়িয়ে গ্যাব্রিয়েল নতুন আশার আলো দেখতে পেলো। সে ডিরেক্টরির সাহায্যের জন্য ডায়াল করলো।

সেক্সটন তাকে এইমাত্র যে অভিযোগের কথাটা বললেন, সেটা যদি নিশ্চিত করা যায় তবে দারুণ সম্ভাবনাময় হবে। *নাসা পিওডিএস সম্পর্কে মিথ্যা বলেছে?* কয়েক সপ্তাহ আগেও পিওডিএস কোনো ইসু ছিলো না। আর আজ, পিওডিএস একটা বড় ইসু হয়ে ওঠেছে।

সেক্সটনের এখন দরকার ভেতরের খবর। আর এটা খুব জরুরিই দরকার। গ্যাব্রিয়েল তাঁকে আশ্বস্ত করেছে খবরটা সে জোগাড় ক'রে দেবে। কিন্তু সমস্যা হলো, তার তথ্যদাতা ছিলো মারজোরি টেঞ্চ, সে তো এখন মোটেও সাহায্য করবে না। সুতরাং গ্যাব্রিয়েলকে সেটা অন্যভাবে যোগাড় করতে হবে।

"ডিরেক্টরি এসিসটেন্স," ফোনের অপর প্রান্ত থেকে বলা হলো।

গ্যাব্রিয়েল তাদেরকে বললো সে কী চায়। অপারেটর ওয়াশিংটনের তিন জন ক্রিস হার্পারের তালিকা নিয়ে এলো। গ্যাব্রিয়েল তাদের সবার সাথেই যোগাযোগের চেষ্টা করলো।

প্রথম নাম্বারটি একটি আইন প্রতিষ্ঠানের। দ্বিতীয়টি কেউ ধরছে না। তৃতীয় নাম্বারটির রিং হতে লাগলো।

এক মহিলা ধরলো। "হার্পারের বাসা থেকে বলছি।"

"ক্রিস্ হার্পার?" গ্যাব্রিয়েল খুব ভদ্রভাবে বললো। "আশা করি আপনাদের ঘুম ভাঙিনি আমি?"

"আরে না! এসময়ে কি কেউ ঘুমায়।" তার কণ্ঠে উত্তেজনা। গ্যাব্রিয়েল শুনতে পেলো ঘরে টিভি চলছে। উল্কার খবর। "আপনি ক্রিসকে ফোন করেছেন, আমার ধারণা?"

গ্যাব্রিয়েলের নাড়িস্পন্দন বেড়ে গেলো। "হ্যা, ম্যাম।"

"ক্রিস তো এখানে নেই। সে প্রেসিডেন্টের ভাষণের পর পরই অফিসে চ'লে গেছে।" মহিলা বললো। "অবশ্য কোনো কাজে যায়নি, পার্টি করতে গেছে। ঘোষণাটাতে সে খুব অবাক হয়ে গেছে। সবাই হয়েছে। আমাদের ফোন বেজেই চলছে তারপর থেকে। আমি বাজি ধ'রে বলতে পারি নাসা'র সবাই ওখানে আছে।"

"ই স্ট্রিট কম্প্লেক্স?" গ্যাব্রিয়েল জিজ্ঞেস করলো।

"ঠিক তাই।"

"ধন্যবাদ। আমি ওখানেই যাচ্ছি তাহলে।"

গ্যাব্রিয়েল ফোনটা রেখে দিলো। সে প্রোডাকশন রুম থেকে বের হয়ে ইয়োলান্ডাকে পেয়ে গেলো। ইয়োলান্ডা তাকে দেখে মুচ্‌কি হাসলো।

"তোমাকে এখন ভালো দেখাচ্ছে," সে বললো। "আশার আলো দেখতে পাচ্ছো কি?"

"আমি সিনেটরের সঙ্গে কথা বলেছি। আজ রাতে তাঁর মিটিং-এ আমি যা ভেবেছি সেরকম কিছু ছিলো না।"

"আমি তো বলেছিলামই, টেঞ্চ তোমাকে নিয়ে খেলছিলো। সিনেটর উল্কার খবরটি

কীভাবে নিয়েছেন?"

"প্রত্যাশার চেয়েও ভালো।"

ইয়োলান্ডা অবাক হলো। "আমার ধারণা ছিলো তিনি বাসের সামনে ঝাঁপ দেবেন।"

"তিনি মনে করছেন নাসা'র ডাটাতে ত্রুটি রয়েছে।"

ইয়োলান্ডা সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালো। "তিনি ঠিক একই প্রেস কনফারেন্সটি দেখেছেন, যেটা আমি দেখেছি? আর কত সাক্ষী প্রমাণের দরকার?"

"আমি একটা ব্যাপারে খোঁজ নিতে নাসা'তে যাচ্ছি।"

ইয়োলান্ডার ভুরু কপালে উঠলো।

"সিনেটর সেক্সটনের ডান হাত ব'লে খ্যাত নাসা'র ডেহকোয়ার্টারে যাচ্ছে? আজ রাতে? জনগণ কি পাথর মারবে না?"

গ্যাব্রিয়েল ইয়োলান্ডাকে সেক্সটনের সন্দেহের কথাটা খুলে বললো।

ইয়োলান্ডা তার কথাটা স্পষ্টতই মানতে নারাজ। "আমি সেই সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলাম, হার্পার ঠিক সুস্থ ছিলেন না ঐ দিন।"

"সিনেটর সেক্সটনের স্থির বিশ্বাস তিনি মিথ্যে বলেছেন।"

"পিওডিএস-এর সফটওয়্যারটা যদি ঠিক না-ই করা হয়ে থাকবে, তবে সেটা কীভাবে উল্কাটি খুঁজে পেলো?"

সেক্সটন ঠিক এই কথাটাই বলেছেন, গ্যাব্রিয়েল ভাবলো। "আমি জানি না। কিন্তু সিনেটর চাচ্ছেন আমি কিছু প্রশ্নের উত্তর তাঁকে যোগাড় ক'রে দেই।"

ইয়োলান্ডা মাথা ঝাঁকালো। "সেক্সটন তোমাকে নিজের উর্বর স্বপ্নের কারণে মৌচাকের কাছে পাঠাচ্ছে। যেও না।"

"আমি তাঁর ক্যাম্পেইনটার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছি।"

"আরে, তাঁর পচা ভাগ্যই সেটার বারোটা বাজিয়েছে।"

"কিন্তু সিনেটরের কথা যদি সত্যি হয়ে থাকে এবং –"

"হানি, তোমার কি ধারণা পিওডিএস-এর ম্যানেজার ঘটনা সত্যি হলেও তোমার কাছে সেটা বলবে?"

গ্যাব্রিয়েল কথাটা বিবেচনা ক'রে সঙ্গে সঙ্গে একটা পরিকল্পনা আঁটলো। "আমি যদি ওখান থেকে কোনো কিছু পাই, তোমাকে ফোন ক'রে জানাবো।"

ইয়োলান্ডা সন্দেহের একটা হাসি দিলো। "যদি তুমি ওখানে কোনো কিছু পাও, আমি আমার টুপি খাবো।"

৮২

এই পাথরের নমুনাটি সম্পর্কে যা জানো সব মাথা থেকে মুছে ফেলো।

মাইকেল টোল্যান্ড এই উল্কাখণ্ড সম্পর্কে তথ্যগুলো ভুলতে একটু বেগই পাচ্ছে। রাচেল তাকে বলেছে, মনে করা যাক এটা সম্পর্কে তুমি কিছুই জানো না, তাহলে তুমি এটা দেখে কী

ভাববে, কি বিশ্লেষণ হবে তোমার?

রাচেলের প্রশ্নটা, টোল্যান্ড জানে খুবই কঠিন, তারপরও এটা বিশ্লেষণের একটি চর্চা। হ্যাবিস্ফেয়ারে আসার পর থেকে এই পাথর সম্পর্কে যেসব তথ্য দেয়া হয়েছিলো সেগুলোকে ভুলে গেলে, মানতেই হবে যে, তার ফসিল সংক্রান্ত বিশ্লেষণটা একটা বিশেষ জিনিসের দ্বারা পক্ষপাতদুষ্ট – সেটা হলো, যে পাথরটাতে ফসিল পাওয়া গেছে সেটা একটা উল্কাখণ্ড।

আমাকে উল্কাখণ্ড সম্পর্কে কিছু বলা না হলে কী হোতো? সে নিজেকে জিজ্ঞেস করলো। কোনো সিদ্ধান্তে আসতে না পারলেও টোল্যান্ড একটা হাইপোথিসিস করলো যে 'উল্কাখণ্ড' পদবাচ্যটি বাদ দিয়ে এগোবে। সেটা যখন সে করলো ফলাফল হলো খুবই অমীমাংসিত। এবার টোল্যান্ড আর রাচেল কর্কির সাথে এ নিয়ে কথা বললো।

"তো।" রাচেল বললো, "মাইক তুমি বলছো যে, কেউ যদি তোমাকে এ ফসিলযুক্ত পাথরটা দিয়ে কোনো কিছু না বলে, তবে কি তুমি এই সিদ্ধান্তে আসবে যে এটা এই পৃথিবীরই।"

"অবশ্যই," টোল্যান্ড জবাব দিলো। "এছাড়া আর কীইবা ভাবতে পারতাম? বিজ্ঞানীরা প্রতি বছর এরকম নতুন জাতের প্রাণীর ফসিল ডজন ডজন আবিষ্কার ক'রে থাকে।"

"দুই ফুট দীর্ঘ উকুন?" কর্কি জানতে চাইলো, তাকে সন্দেহগ্রস্ত ব'লে মনে হলো। "এতো বড় উকুন এই পৃথিবীতে?"

"এখানকার কথা বলছি না," টোল্যান্ড বললো। "এই প্রাণীটা বর্তমান কালেই থাকতে হবে তা-না। এটা একটা ফসিল। আর এটা একশত সত্তর মিলিয়ন বছরের পুরনো। আমাদের জুরাসিক যুগের সমসাময়িক। সেই সময়কার অনেক প্রাণীর আকারই বিশাল ছিলো – বিশাল ডানার উভচর প্রাণী, ডাইনোসর, পাখি।"

"কিন্তু," কর্কি বললো। "তোমার যুক্তিতে মারাত্মক ত্রুটি রয়েছে। প্রাগ ঐতিহাসিক যেসব প্রাণীর নাম তুমি বললে তাদের সবারই ছিলো ভেতরের দিকে কঙ্কাল। যা তাদেরকে পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তির বিরুদ্ধে বিশাল আকার গঠনে সাহায্য করতো। কিন্তু এই ফসিলটা ..." সে নমুনাটি হাতে নিয়ে তুলে ধরলো। "এগুলোর বাইরে কঙ্কাল রয়েছে। তারা অর্থোপড। ছারপোকার শ্রেণী। তুমিই বলেছো এধরণের বিশাল ছারপোকা কেবলমাত্র মৃদু মধ্যাকর্ষণ এলাকায়ই সম্ভব। তা না হলে এর বর্হিমুখী কঙ্কালটি তার নিচের ওজনে ভেঙে পড়তো।"

"একদম ঠিক," টোল্যান্ড বললো। "সেটা হোতো যদি তারা পৃথিবীর ওপরে হেটে বেড়াতো।"

কর্কি বিরক্ত হয়ে ভুরু তুললো। "তো, মাইক, যতোক্ষণ না কোনো গুহাবাসী পৃথিবীতে মধ্যাকর্ষণ বিরোধী উকুনের খামার পরিচালনা না করছে, ততোক্ষণ পর্যন্ত আমি বুঝতে পারছি না তুমি কীভাবে এই সিদ্ধান্তে আসবে যে, দুই ফুট লম্বা উকুন, তাও আবার এই পৃথিবীতে।"

টোল্যান্ড এ ভেবে হাসলো যে একটা সহজ যুক্তি কর্কি খেয়াল করেনি। "আসলে আরেকটি সম্ভাবনাও রয়েছে।" সে কর্কির খুব কাছে এসে বললো, "কর্কি, তুমি উপরের দিকেই বেশি তাকাতে অভ্যস্ত। নিচের দিকে তাকাও। এই পৃথিবীতেও অসংখ্য মধ্যাকর্ষণ বিরোধী স্থান রয়েছে। আর সেটা প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই ছিলো।"

কর্কি চেয়ে রইলো। "তুমি কি বলতে চাচ্ছো?"

রাচেলকেও অবাক হতে দেখা গেলো।

টোল্যান্ড জানালা দিয়ে চাঁদের আলোয় চক্চক্ করা সমুদ্রের দিকে নির্দেশ করলো। "সমুদ্রে।"

রাচেল আল্‌তো ক'রে শিষ বাজালো।

"অবশ্যই।"

"পানি হলো মৃদু মধ্যাকর্ষণের এলাকা।" টোল্যান্ড ব্যাখ্যা করলো। "পানির নিচে সবকিছুর ওজনই কমে যায়। সমুদ্রে এমন সব নাজুক প্রাণী থাকে যা পৃথিবীর পৃষ্ঠে কখনও টিকে থাকতে পারে না – জেলি ফিশ, বিশাল আকারের স্কুইড, রিনেইল্‌স।"

কর্কি বললো, "চমৎকার, কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক সমুদ্রে কখনও দৈত্যাকারের ছারপোকা ছিলো না।"

"মাইক, ওখানে কে বিশাল আকারের ছারপোকা খাবে?"

"এমন কিছু যারা গলদা চিংড়ি, কাঁকড়া, এবং বাগদা চিংড়ি খায়।"

কর্কি চেয়ে রইলো।

"ক্রুস্টাসিন হলো বিশাল আকারের সমুদ্র ছারপোকা," টোল্যান্ড বললো। "তারা ফিলাস অর্থোপডার শ্রেণীভুক্ত – উকুন, কাঁকড়া, মাকড়, পোকামাকড়, ঘাস ফড়িং, বিচ্ছু, গলদা চিংড়ি – তারা সবাই এই শ্রেণীভূক্ত।"

কর্কিকে খুবই অসুস্থ দেখালো হঠাৎ।

"শ্রেণী বিভাজনের দিক থেকে তারা ছারপোকা জাতীয়।" টোল্যান্ড ব্যাখ্যা করলো।

কর্কির মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেলো। "ঠিক আছে, আমি আমার শেষ চিংড়ি রোলটা খেয়েছি।"

রাচেলকে খুব উৎফুল্ল দেখাচ্ছে। "তো, যেসব অর্থোপড পৃথিবীর বুকে ঘুড়ে বেড়ায় তারা মধ্যাকর্ষণের কারণে ছোটই থাকে। কিন্তু পানিতে, মধ্যাকর্ষণের ঘাটতি থাকার কারণে তাদের আকার বড় হয়ে থাকে।"

রাচেলের সমস্ত উত্তেজনা মনে হলো দুঃশ্চিন্তায় ফিকে হয়ে গেলো। "মাইক, আমাকে বলো: তুমি কি মনে করো মিল্‌নের যে ফসিলটা আমরা দেখেছি সেটা এই পৃথিবীর সমুদ্রের হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।"

টোল্যান্ড সরাসরি রাচেলের চোখের দিকে তাকালো। "হাইপোথেটিক্যালি, আমি বলবো, হ্যা। সাগরের তলদেশে এমন জায়গাও রয়েছে যার বয়স একশ নব্বই মিলিয়ন বছর। আর তাত্ত্বিকভাবে এরকম প্রাণী ওখানে থাকতেই পারে।"

"ওহ্, প্লিজ!" কর্কি আত্‌কে উঠলো।

"আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না কী শুনছি এসব। উল্কাখণ্ডটির কথাটা ভাবো। সেটা তো আর সমুদ্রের নিচে পাওয়া যাবে না, তৈরি হওয়াও সম্ভব নয়। সমুদ্রের নিচে ফিউশন ক্রাস্ট সম্ভব না। নিকেলের অনুপাত এবং কন্ড্রুইল, সেটাও ওখানে অসম্ভব। তুমি ঘাস খাচ্ছো।"

টোল্যান্ড জানে কর্কি ঠিকই বলেছে।

"মাইক," রাচেল বললো, "নাসা'র কোনো বিজ্ঞানী কেন এই ফসিলকে সমুদ্রের প্রাণী হিসেবে বিবেচনা করেনি? এমনকি অন্যকোন গ্রহের সমুদ্রের হলেও?"

"সত্যি বলতে কী, তার দুটো কারণ রয়েছে। সমুদ্রের ফসিলগুলোর প্রজাতিগুলো একত্রে মেশান থাকে। কারণ সমুদ্রের প্রাণী মারা গেলে তাদের ঠাই হয় সমুদ্রের তলদেশে। সমুদ্রের তলদেশ হলো ঐ সব প্রজাতিদের কবরস্থান। কিন্তু মিল্নের নমুনাটি খুবই পরিস্কার – একটাই প্রজাতির। এটা মরুভুমিতে পাওয়া ফসিলের মতো মনে হয়।"

রাচেল মাথা নেড়ে সায় দিলো। "আর দ্বিতীয় কারণটা?"

টোল্যান্ড কাঁধ ঝাঁকালো। "স্বাভাবিক প্রবণতা। বিজ্ঞানীরা সবসময়ই বিশ্বাস করে যে, মহাশূন্যে যদি প্রাণী থাকে তবে সেটা হবে পোকামাকড়। আমরা যদি মহাশূন্যের দিকে তাকাই তবে তাহলে দেখবো সেখানে পানির চেয়ে পাথরই বেশি।"

রাচেল চুপ হয়ে গেলো।

"যদিও ..." টোল্যান্ড আরো বললো। রাচেল তাকে চিন্তা করাতে পারছে। "আমি মানছি, সমুদ্রের তলদেশের গভীরে অনেক জায়গা আছে থাকে যাকে সমুদ্র বিজ্ঞানীরা বলে ডেড-জোন। সেসব জায়গার আচরণ আমরা ঠিকমত বুঝিতে পারি না। কিন্তু সেসব জায়গার স্রোত আর খাদ্যের উৎস এমনই যে, কোনো কিছুই বেঁচে থাকার কথা নয়। হাতে গোনা কিছু প্রজাতিই কেবল সেখানে থাকে। এ থেকে বলা যেতে পারে, একটা প্রজাতির ফসিল একেবারে প্রশ্নের উর্ধ্বে নয়।"

"হ্যালো?" কর্কি রেগে মেগে বললো। "ফিউশন ক্রাস্টটার কথা স্মরণে রেখো? নিকেলের অনুপাত? কন্ড্রুইল? আমরা এসব নিয়ে কেন কথা বলছি না?"

টোল্যান্ড কোনো জবাব দিলো না।

"এই নিকেল উপাদানের বিষয়টা আমার কাছে আবার ব্যাখ্যা করুন।" রাচেল বললো। "পৃথিবীতে পাওয়া পাথরে নিকেলের উপাদান হয় বেশি হবে নয়তো কম হবে। কিন্তু উল্কাখণ্ডের পাথরে নিকেলের উপাদান হবে মাঝারি স্তরের?"

কর্কি তার মাথায় আঘাত ক'রে বললো, "একদম ঠিক।"

"তাহলে এই নমুনাতে নিকেলের উপাদান প্রত্যাশানুযায়ী ঠিক সীমার ভেতরেই রয়েছে?"

"খুবই কাছাকাছি, হ্যা।"

রাচেলকে খুব অবাক দেখালো। "রাখেন, কাছাকাছি? এর মানে কী?"

কর্কি একটু ইতস্তত করলো। "যেমনটি আমি আগেই ব্যাখ্যা করেছি, সব উল্কা খণ্ডের খনিজ উপাদান ভিন্ন-ভিন্ন। নতুন কোনো উল্কাখণ্ড পাওয়া গেলে আমরা বিজ্ঞানীরা হিসেব নিকেশ ক'রে দেখি আগের পাওয়া উল্কাখণ্ডের সাথে কতটুকু মিল আছে। তারপর, একটা গ্রহণযোগ্যমাত্রার নিকেলের উপস্থিতি ঠিক ক'রে নিই উল্কাখণ্ড শনাক্ত করার জন্য।"

রাচেল নমুনাটি হাতে নিয়ে হতবাক হয়ে গেলো। "তাহলে এই উল্কাখণ্ডটি আপনাদেরকে বাধ্য করেছে পূর্বের পাওয়া নমুনাগুলোর নিকেলের গ্রহণযোগ্য মাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে? এটা কি মাঝারি স্তরের নিকেলের উপাদানের চেয়েও বেশি?"

"খুবই অল্প," কর্কি বললো।

"এই কথাটা কেউ আগে বলেনি কেন?"

"এটা কোনো ইসু না। অ্যাস্ট্রোফিজিক্সে এরকম আপডেট সচরাচরই করা হয়ে থাকে।"

"এরকম একটি অবিশ্বাস্যরকমের বিশ্লেষণের বেলায়ও?"

"দেখুন," কর্কি অস্থির হয়ে বললো, "আমি কেবল আপনাকে এটা বলতে পারি যে, এই উল্কাখণ্ডের নিকেলের উপাদানের হার পৃথিবীতে পাওয়া পাথরখণ্ডের তুলনায় অন্য সব পাওয়া উল্কাখণ্ডের খুবই কাছাকাছি।"

রাচেল টোল্যান্ডের দিকে ঘুরলো। "তুমি কি এ সম্পর্কে জানতে?"

টোল্যান্ড দুর্বলভাবে মাথা নাড়লো। "এটা এমন কোনো বড় ইসু ছিলো না সে সময়ে। "আমাকে বলা হয়েছিলো এই উল্কা খণ্ডটিতে অন্যান্য পাওয়া উল্কাখণ্ডের তুলনায় একটু বেশি মাত্রায় নিকেলের উপস্থিতি আছে। কিন্তু নাসা'র বিশেষজ্ঞরা মনে হয় এ ব্যাপারে সচেতন ছিলো না।"

"আরে রাখো!" কর্কি মাঝ পথে বাঁধা দিয়ে বললো, "খনিজ উপাদানের প্রমাণই শেষ কথা নয়। বরং এটা নির্ভর করে অপার্থিব দেখতে মনে হচ্ছে কিনা তার ওপর।"

রাচেল মাথা ঝাঁকালো। "দুঃখিত, কিন্তু আমার পেশায় এটা এমন কু-যুক্তি যাতে মানুষ খুন হয়ে যেতে পারে। একটা পাথরকে অপার্থিব দেখাচ্ছে বললেই সেটা উল্কাখণ্ড হয়ে যায় না। এটা কেবল এই প্রমাণ করে যে পাথরটা পৃথিবীতে দেখতে পাওয়া পাথরের মতো নয়।"

"পার্থক্যটা কি?"

"কিছুই না," রাচেল বললো। "যদি আপনি পৃথিবীর সব পাথরই দেখে থাকেন।"

কর্কি চুপ মেরে গেলো। "ঠিক আছে।" অবশেষে সে বললো, "নিকেলের ব্যাপারটা ভুলে যান। আমাদের কাছে এখনও ফিউশন ক্রাস্ট আর কন্ড্রুইল রয়েছে।"

"নিশ্চয়," রাচেল বললো, তার কথা শুনে মনে হলো সে খুশি হতে পারেনি। "তিনের মধ্যে দুই, খারাপ না।"

৮৩

নাসা'র সেন্ট্রাল হেডকোয়ার্টারটা বিশাল চারকোণা কাঁচের একটি ভবন। ওয়াশিংটনের ৩০০ ই স্ট্রিটে সেটা অবস্থিত। এতে রয়েছে ২০০ মাইল ডাটা কেবল এবং হাজার টন কম্পিউটার প্রসেসর। ১১৩৪ জন কর্মচারী রয়েছে এখানে। যারা নাসা'র ১৫ বিলিয়ন ডলারের বাৎসরিক বাজেট তদারকি ক'রে থাকে, সেই সাথে দেশব্যাপী ১২টি নাসা ঘাঁটির কাজকর্মও।

গভীর রাত হলেও, ভবনের ফয়ারের সামনে প্রচুর লোকজন দেখেও গ্যাব্রিয়েল অবাক হলো না।

গ্যাব্রিয়েল জনসমাগমটি ভালো ক'রে দেখলো। কিন্তু পিওডিএস-এর মিশন ডিরেক্টরের মতো কাউকে দেখা গেলো না সেখানে। লবিতে থাকা বেশিরভাগ লোকের গলায়ই সাংবাদিকের কার্ড না হয় নাসা'র আইডি কার্ড ঝোলানো। গ্যাব্রিয়েলের তার কোনোটাই নেই। সে এক তরুণী নাসা কর্মীকে দেখে এগিয়ে গেলো।

"হাই। আমি ক্রিস হার্পারকে খুঁজছি?"

মেয়েটা অদ্ভুতভাবে গ্যাব্রিয়েলের দিকে তাকালো। যেনো তাকে চেনা চেনা লাগছে, কিন্তু ঠিক ধরতে পারছে না। "আমি ডক্টর হার্পারকে কিছুক্ষণ আগে দেখেছি। আমার মনে হয় তিনি উপরের তলায় গেছেন। আমি কি আপনাকে চিনি?"

"আমার তা মনে হয় না।" গ্যাব্রিয়েল বললো। "উপর তলায় আমি কিভাবে যাবো?"

"আপনি কি নাসা'তে কাজ করেন?"

"না।"

"তাহলে উপরে যেতে পারবেন না।"

"ওহ্। এখানে কি ফোন আছে যেটা আমি ব্যবহার করতে পারি?"

"এই," মেয়েটা বললো, রেগে মেগে "আমি জানি আপনি কে। আমি টিভিতে আপনাকে সেক্সটনের সাথে দেখেছি। আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না –"

গ্যাব্রিয়েল ততোক্ষণে ওখান থেকে চলে গেছে। সে টের পেলো পেছন থেকে মেয়েটি অন্যদেরকে গ্যাব্রিয়েলের আগমনের কথা জানিয়ে দিচ্ছে।

ভালোই। দরজা থেকে বের হতে না হতেই আমি হয়ে গেলাম মোস্ট-ওয়ান্টেড ব্যক্তি।

সে ভবনের ভেতরে ঢুকেই ডিরেক্টরদের তালিকাটা দেখতে পেলো। ওখানে কিছুই খুঁজে পেলো না। কোনো নাম নেই ওখানে। কেবল ডিপার্টমেন্টের নামই রয়েছে।

পিওডিএস? সে ভাবলো। অবশেষে সে খুঁজে পেলো কাঙ্খিত ঠিকানাটি।

আর্থ সায়েন্স এন্টারপ্রাইজ, ফেজ টু
আর্থ অবজারভিং সিস্টেম (ইওএস)

সে লিফটটা খুঁজে পেলেও দেখতে পেলো সেটা সিকিউরিটি কন্ট্রোল – কি কার্ড আইডি ব্যবহার করা হয়। কেবলমাত্র কর্মকর্তাদের প্রবেশই সম্ভব।

একদল যুবক হাড়াহুড়ো ক'রে লিফটের দিকে ছুটে এলো। তারা নাসা'র আইডি গলায় ঝুলিয়ে রেখেছে। গ্যাব্রিয়েল তার পেছনে তাকালো। মুখে ছোপ ছোপ দাগওয়ালা এক লোক একটা লিফটে আইডি কার্ড ঢোকাচ্ছে। লিফটের দরজাটা খুলে গেলো। সে হাসছে, আনন্দে মাথা দোলাচ্ছে, সবাই লিফটে উঠতে শুরু করলো। তারপর দরজাটা বন্ধ হতেই লোকটা উধাও হয়ে গেলো। গ্যাব্রিয়েল দাঁড়িয়ে রইলো। ভাবলো এখন কী করবে। সে ভাবলো একটা কি-কার্ড চুরি করবে কি না। কিন্তু তার এও মনে হলো সেটা হবে খুব অবিবেচকের মতো একটি কাজ। যাই করুক না কেন, তাকে তা' খুব দ্রুত করতে হবে। সে এবার দেখতে পেলো ঐ মেয়েটিকে, একটু আগে যার সাথে তার কথা হয়েছিলো। মেয়েটা নাসা'র এক নিরাপত্তাকর্মীকে নিয়ে ভীড় ঠেলে এগিয়ে আসছে।

হাল্কা পাতলা টেকো এক লোক লিফটের সামনে এসে দাঁড়ালো। মনে হলো লোকটা গ্যাব্রিয়েলকে খেয়াল করেনি। লোকটা যখন কার্ড ঢোকাতে লাগলো গ্যাব্রিয়েল তখন নিরবে সব দেখতে লাগলো। দরজা খুলে গেলে লোকটা ভেতরে ঢুকে পড়লো।

এক্ষুণি করো। গ্যাব্রিয়েল ভাবলো। মনস্থির ক'রে ফেললো। *হয় এখন, না হয় কখনই না।*

দরজাটা বন্ধ হতে থাকলে গ্যাব্রিয়েল দৌড়ে গিয়ে ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিলো। দরজাটা সঙ্গে সঙ্গে আবার খুলে গেলো। সে ভেতরে ঢুকে পড়লো। একটু হাসিখুশি ভাব করলো। "আপনি কখনও এরকমটি দেখেছেন?" সে ভড়কে যাওয়া টেকো লোকটাকে জিজ্ঞেস করলো। "হায় ঈশ্বর। এটাতো দারুণ!"

লোকটা তার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে রইলো। "তো ... হ্যা, এটা একদম ..." সে তার ঘাড়ের দিকে তাকালো, আইডি কার্ড না দেখতে পেয়ে শংকিত হলো মনে হচ্ছে। "আমি দুঃখিত, আপনি কি –"

"চার তলা, প্লিজ। এতো তাড়াতাড়ি এসেছি যে আন্ডারওয়্যার পরেছি কিনা তাও মনে পড়ছে না।" সে হাসলো। চোরা চোখে লোকটার আইডি'টা দেখে নিলোঃ জেম্‌স থেইসিন, ফিনান্স প্রশাসক।

"আপনি কি এখানে কাজ করেন?" লোকটা অস্বস্তি নিয়ে তাকিয়ে বললো। "মিস?"

গ্যাব্রিয়েল তার মুখটা হা ক'রে বললো। "জিম! আমি খুব কষ্ট পেলাম! মনে রাখার মতো মেয়ে কি আমি নই!"

লোকটা একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো। "আমি দুঃখিত। এতো উত্তেজনা আজ, আপনি তো জানেনই। আমি মানছি, আপনাকে চেনা চেনাই লাগছে। আপনি কোনো প্রোগ্রামে কাজ করছেন?"

গ্যাব্রিয়েল একটু হাসলো। "ইওএস।"

"অবশ্যই, মানে বলছিলাম, কোনো প্রজেক্টে?"

গ্যাব্রিয়েল টের পেলো তার নাড়ি স্পন্দন বেড়ে গেছে। সে কেবল একটা কথাই ভাবতে পারছিলো। "পিওডিএস।"

লোকটা অবাক হয়ে গেলো। "সত্যি? আমি ভেবেছিলাম ডক্টর হার্পারের টিমের সবার সাথেই আমার দেখা হয়েছে।"

সে একটু বিব্রত হলো। "ক্রিস আমাকে আড়ালে রেখেছিলো। আমিই সেই ইডিয়ট প্রোগ্রামার যে সফটওয়্যারের ভক্সেল ইনডেক্সটার তালগোল পাকিয়ে ফেলেছিলাম।"

"আপনিই সেই লোক?" লোকটা বললো।

গ্যাব্রিয়েল ভুরু তুললো, "এক সপ্তাহ ধ'রে আমি ঘুমাইনি।"

"কিন্তু এসবের জন্য ডক্টর হার্পারই বেশি নাকানি চুবানি খেয়েছেন!"

"আমি জানি। ক্রিস সেরকমই। যাহোক শেষ পর্যন্ত সব ম্যানেজ করতে পেরেছে সে। কী অদ্ভুত ঘোষণা আজ রাতে, তাই না? উল্কাখণ্ডটি। আমি তো ভড়কে গেছি!"

লিফটা চার তলায় থামলো। গ্যাব্রিয়েল সেখান থেকে বের হয়ে এলো। "আপনার সাথে দেখা হয়ে ভালোই হলো। জিম।"

"নিশ্চয়," লোকটাও বললো, "আপনার সাথে দেখা হয়ে আমারও ভালো লাগছে, আবার দেখা হবে।"

জাখ হার্নি অন্যসব প্রেসিডেন্টের মতোই রাতে মাত্র চার-পাঁচ ঘণ্ট ঘুমান। বিগত কয়েক সপ্তাহ ধ'রে তিনি তার চেয়েও কম সময় ঘুমিয়েছেন। সন্ধ্যার তুমুল উত্তেজনার কারণে তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো যেনো শেষ রাতের মতো আচরণ করছে।

তিনি এবং তাঁর উচ্চ পদস্থ কয়েকজন অফিসার রুজভেল্ট রুমে ব'সে শ্যাম্পেইন পান ক'রে আনন্দ উদযাপন করছিলেন আর টিভিতে প্রেস কনফারেন্সের বিরামহীন সম্প্রচার দেখছিলেন। পর্দায় এখন বিখ্যাত এক টিভির খ্যাতনামা রিপোর্টার হোয়াইট হাউজের সামনে দাঁড়িয়ে রিপোর্ট করছে।

"এই আবিষ্কারটার বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব নিশ্চয় রয়েছে, সেটা ছাড়াও এর প্রতিক্রিয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দারুণ প্রভাব ফেলবে। নির্বাচনের এই লড়াই চলাকালীন সময়ে এমন ঘটনা ঘটলো যে, তাতে প্রেসিডেন্ট বাড়তি সহায়তা পেয়ে গেলেন।" রিপোর্টারের কণ্ঠটা আরেকটু নাটকীয় হয়ে উঠলো, "আর সিনেটর সেক্সটনের জন্য এটা খুবই বাজে ব্যাপার হবে।" এই মুহূর্তে রিপোটিংটা শেষ হয়ে পর্দায় সিনএনএন-এর সেই বিতর্কটা-র কিছু অংশ দেখান হলো। সেক্সটন আর মারজোরি টেঞ্চের দ্বৈরথ।

"পয়ত্রিশ বছর পরে," সেক্সটন বললেন, "আমার মনে হয় আমরা আর অপার্থিব জীব খুজে পাবো না!"

"আর আপনার ধারণাটি যদি ভুল হয়?" টেঞ্চ বললো।

সেক্সটন তাঁর চোখ গোল গোল ক'রে বললেন, "ওহ্, ঈশ্বরের দোহাই। মিস্ টেঞ্চ, আমার ধারণা যদি ভুল প্রমাণিত হয় তবে আমি আমার টুপি খাবো!"

রুজভেল্ট রুমের সবাই হেসে ফেললো। টেঞ্চ কীভাবে সেক্সটনকে কোণঠাসা করেছে দর্শক তখন বুঝতে পারেনি।

প্রেসিডেন্ট ঘরের আশেপাশে তাকালেন টেঞ্চকে দেখার জন্য। প্রেস কনফারেন্সের পর থেকে তিনি তার দেখা পাননি। এখানেও সে নেই। *অদ্ভুত।* তিনি ভাবলেন। *আমার মতো এটা তো তারও বিজয়।*

খবরে এখন সেক্সটনের ভরাডুবি নিয়ে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে।

একটা দিনে কত পার্থক্য তৈরি হয়ে যায়, প্রেসিডেন্ট ভাবলো। *রাজনীতিতে, তোমার দুনিয়া এক মুহূর্তেই বদলে যেতে পারে।*

ভোরের মধ্যেই তিনি বুঝতে পারবেন এ কথাটা কতোটা সত্য।

৮৫

পিকারিং সমস্যা করতে পারে, টেঞ্চ বলেছিলো।

নাসা প্রধান এক্সট্রম নতুন খবরটি নিয়ে এতোই ব্যতিব্যস্ত যে, হ্যাবিস্ফেয়ারের বাইরের ঝড়টার কথা খেয়ালই করেনি। ঝড়ের বেগ এতো বেড়ে গেছে যে নাসা'র কর্মীরা ঘুমানর চিন্তা

বাদ দিয়ে এ নিয়ে নার্ভাস হয়ে ফিসফাস কথা বলছে একে অন্যের সাথে। এক্সট্রমের চিন্তা ভাবনা অন্য আরেকটা ঝড়ে হারিয়ে গেছে – ওয়াশিংটনে একটা ঝড় ধেয়ে আসছে। বিগত কয়েক ঘণ্টা ধ'রে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো মোকাবেলা করতে হবে। তারপরও একটি সমস্যা বেশি প্রকট হয়ে ধরা দিয়েছে।

পিকারিং সমস্যা করতে পারে।

পিকারিং এখন থেকে কয়েক বছর আগে থেকেই নাসা এবং এক্সট্রমের বিরুদ্ধে তেঁতে আছে। প্রাইভেসি পলিসি আর নাসার ব্যর্থতা নিয়ে সে সোচ্চার।

এক্সট্রম তার অফিসে পৌছালো। নিজের ডেস্কে মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়লো। তাকে কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যে দিনটি চমৎকারভাবে শুরু হয়েছিলো এখন সেটা একটা দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। সে পিকারিংয়ের চিন্তাভাবনাসমূহ ধরার চেষ্টা করলো। লোকটা এরপর কী করবে? পিকারিংয়ের মতো বুদ্ধিমান একজন নাসা'র আবিষ্কারের গুরুত্ব ঠিকই বুঝতে পেরেছে।

পিকারিংয়ের কাছে যে তথ্য রয়েছে সেটা দিয়ে সে কী করবে? সে কি এটা বাদ দেবে, নাকি ব্যবহার করবে?

এক্সট্রম চিন্তিত হলো। কোনোটা সে করবে সে ব্যাপারে তার খুব কম সন্দেহই রয়েছে।

হাজার হোক, পিকারিংয়ের রয়েছে নাসা'র সাথে গভীর একটা ইস্যু ... একটি পুরনো ব্যক্তিগত তিক্ততা যা রাজনীতির চেয়েও বেশি গভীরে প্রোথিত।

৮৬

রাচেল এখন চুপচাপ, জি-৪ এর কেবিনে ব'সে উদাসভাবে চেয়ে আছে। কানাডার উপকূল সেন্ট-লরেন্স উপসাগর দিয়ে তাদের প্লেনটা দক্ষিণ দিকে ছুটে চলছে। টোল্যান্ড কাছেই ব'সে কর্কির সাথে কথা বলছে। যদিও বেশির ভাগ প্রমাণই সাক্ষ্য দেয় যে উল্কাখণ্ডটি সত্যিকারের। কিন্তু কর্কির যখন বললো যে নিকেলের উপাদান কোনো স্তরে হবে সেটার মান নির্ধারণীর ব্যাপারটা অস্পষ্ট, তখন রাচেলের সন্দেহটাই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। গোপনে বরফের নিচে উল্কাখণ্ডটি স্থাপনটাই এই জালিয়াতি ঘটনার একমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে।

তাসত্ত্বেও, বাকি বৈজ্ঞানিক প্রমাণগুলো উল্কাখণ্ডটির সত্যতাকেই নির্দেশ করে।

রাচেল জানালা থেকে মুখ সরিয়ে ডিস্ক সদৃশ উল্কা খণ্ডটির দিকে তাকালো। ছোট ছোট কন্ড্রুইলগুলো চক্‌চক্ করছে। টোল্যান্ড এবং কর্কি এইসব ধাতব কন্ড্রুইলগুলো নিয়ে একটু আগেই আলোচনা করেছে। শেষে তারা দু'জনেই এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে, কন্ড্রুইলগুলো উল্কা হবার ব্যাপারটি নির্ধারণ ক'রে দেয়। ডাটার যথার্থতা নয়।

রাচেল ডিস্কের যে জায়গাটাতে ফিউশন ক্রাস্ট আছে সেটাতে আঙুল বোলালো। দেখতে এটা খুবই টাট্‌কা মনে হচ্ছে – ৩০০ বছরের পুরনো নয়, এটা নিশ্চিত – যদিও কর্কি ব্যাখ্যা করেছে যে পতিত হবার পর থেকেই উল্কাখণ্ডটি বরফে আঁটকা প'ড়ে ছিলো, তাই জলবায়ুর সংস্পর্শে যে প্রাকৃতিক ক্ষয় হয় সেটা এখানে ঘটেনি। কথাটা যুক্তিসংগত বলেই মনে হচ্ছে।

•

ফিউশন ক্রাস্টটা দেখার সময় তার মনে একটা অদ্ভুত ভাবনা খেলে গেলো – নিশ্চিত একটা ডাটা বাদ প'ড়ে গেছে। রাচেল ভাবলো, সেই তথ্যটা কি কারো চোখে পড়েনি নাকি কেউ ইচ্ছে করেই সেটা আড়াল করেছে।

সে হুট ক'রে কর্কির দিকে ঘুরলো "কেউ কি ফিউশন ক্রাস্টের সময় নির্ধারণ করেছে?"

কর্কি তার দিকে তাকিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হলো। "কি?"

"কেউ কি পোড়ার সময়টা নির্ধারণ করেছে? এতে ক'রে আমরা জানতে পারবো, জ্যাঙ্গারসল ফল এর সাথে সময়টা মিলছে কিনা?"

"দুঃখিত," কর্কি বললো, "এটার সময় নির্ধারণ করাটা অসম্ভব। আমাদের যে প্রযুক্তি রয়েছে তাতে এরকম জিনিসের সময় নির্ধারণ করতে হলে সেটা পাঁচ শত বছরের নিচে হতে হবে।"

রাচেল এবার বুঝতে পারলো কেন এই তথ্যটা তাকে দেয়া হয়নি। "তাহলে তো আমরা বলতে পারি এই পাথরটা মধ্যযুগে অথবা গত সপ্তাহেও পোড়ানো হোতো পারে, তাই না?"

টোল্যান্ড ভুরু কুচ্কালো। "কেউ বলছে না, যে বিজ্ঞানের কাছেই সব প্রশ্নের উত্তর রয়েছে।"

রাচেলের ভাবনাগুলো চলতে শুরু করলো। "মারাত্মকভাবে পোড়া হলেই তাকে ফিউশন ক্রাস্ট বলা যায়। টেকনিক্যালি দিক থেকে বলতে গেলে এই পাথরের পোড়াটি বিগত অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে যেকোন সময়েই হতে পারে। বিভিন্ন ভাবেই।"

"ভুল," কর্কি বললো। বিভিন্নভাবে, একাধিকবার পোড়ানো? না। একভাবেই পোড়া। বায়ুমণ্ডলে পতিত হবার মাধ্যমেই কেবল সেটা হয়েছে।"

"আর কোনো সম্ভাবনা নেই? ফার্নেস চুলায় হলে?"

"ফার্নেস?" কর্কি বললো, "এইসব নমুনা ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা করা হয়েছে। পৃথিবীর সবচাইতে বিশুদ্ধ ফার্নেসও অবশেষ রেখে যায়। এটাতে তা হয়নি।"

"অগ্নিগিরিতে হলে?" সে বললো। "অগ্ন্যুৎপাতের উদগীরণের ফলে সবেগে বেড়িয়ে আসলে?"

কর্কি মাথা ঝাঁকালো। "পোড়াটি কিন্তু খুবই পরিষ্কার।"

রাচেল টোল্যান্ডের দিকে তাকালো।

সমুদ্র বিজ্ঞানী মাথা নাড়লো। "দুঃখিত, পানির নিচে এবং উপরে দু'ধরণের অগ্ন্যুৎপাতেরই অভিজ্ঞতা আমর রয়েছে। কর্কি ঠিকই বলেছে। অগ্ন্যুৎপাতের থেকে হলে কতোগুলো উপাদান থাকে – কার্বনড্রাই অক্সাইড, সালফারডাই অক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড, হাইড্রোকোলিক এসিড – এসবই আমাদের ইলেক্ট্রনিক স্ক্যানে ধরা পড়বে। এই ফিউশন ক্রাস্টটি, সেটা আমরা পছন্দ করি আর নাই করি, বায়ু মণ্ডলে প্রবেশের কারণেই হয়েছে।"

রাচেল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "একটা ইলেক্ট্রনিক মাইক্রোস্কোপের নিচে ফেলে কিছু উপাদান আছে নাকি নেই সেটা দেখেই সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে ওটা আকাশ থেকে পড়েছে, খুব সহজ সরল ব্যাখ্যা হয়ে গেলো না।"

"আমরা যা প্রত্যাশা করেছিলাম," কর্কি বললো, "তাই পেয়েছি। বিশুদ্ধ বায়ুমণ্ডলীয় উপাদান। নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন। কোনো পেট্রোলিয়াম নয়। সালফারও না। অন্য কোনো কিছুই না। আকাশ থেকে পড়লে যেসব উপাদান পাওয়া যায় তাই পেয়েছি।"

রাচেল নিজের চেয়ারে হেলান দিয়ে ভাবতে লাগলো। "বায়ুমণ্ডলীয় উপাদানের যে হার আপনি দেখেছেন," রাচেল কর্কিকে বললো, "সেটা কি অন্যসব উল্কার সাথে মিলে যায়?"

মনে হলো কর্কি প্রশ্নটা শুনে একটু ভড়কে গেছে। "আপনি কেন এটা জিজ্ঞেস করছেন?"

রাচেল তার দ্বিধাগ্রস্ততা দেখে আরো আগ্রহী হয়ে উঠলো, "উপাদানের হার এক নয়, তাই না?"

"এটার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা রয়েছে।"

রাচেলের হৃদস্পন্দন আচমকা বেড়ে গেলো। "আপনি কি কোনো একটি উপাদানের উপস্থিতির হার বেশি দেখেছেন।"

টোল্যান্ড এবং কর্কি একে অন্যের দিকে তাকালো। "হ্যা," কর্কি বললো, "কিন্তু –"

"সেটা কি আয়নাইজ হাইড্রোজেন ছিলো?"

কর্কির চোখ দুটো গোল হয়ে গেলো। "আপনি সেটা কি ক'রে জানতে পারলেন?"

টোল্যান্ডকে পুরোপুরি বিস্মিত ব'লে মনে হলো।

রাচেল তাদের দু'জনের দিকেই তাকালো। "একথাটা আমাকে কেউ জানায়নি কেন?"

"কারণ এটার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা রয়েছে!" কর্কি ক্ষিপ্ত হয়ে বললো।

"আমি শুনছি বলুন," রাচেল বললো।

"ওটাকে আইয়োনাইজ হাইড্রোজেনের উদ্বৃত্ত ছিলো।" কর্কি বললো, "কারণ উল্কাটি বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করেছিলো উত্তর মেরুর আকাশের মধ্য দিয়ে। যেখানে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র অস্বাভাবিকভাবেই হাইড্রোজেন আয়নের ঘনত্ব তৈরি করে।"

রাচেল ভুরু তুললো। "দুঃখজনক যে, আমার কাছে আরেকটা ব্যাখ্যাও রয়েছে।"

৮৭

নাসা'র হেডকোয়ার্টারের চতুর্থ তলাটি লবির থেকেও কম জৌলুসপূর্ণ – লম্বা করিডোর, আর দু'পাশে অফিসের দরজার সারি। করিডোরটা ফাঁকা। লেমিনেট করা সাইন দেয়া আছে।

←ল্যান্ডস্যাট -৭
টেরা→
←এক্রিমস্যাট
←জেসন ১
আকোয়া→
পিওডিএস→

গ্যাব্রিয়েল পিওডিএস সাইনটা অনুসরণ করলো। অনেক দূর এগোবার পরে সে একটা ভারি লোহার দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। সেটাতে লেখা আছে :

পোলার অরবিটিং, ডেনসিটি স্ক্যানার (পিওডিএস)
সেক্‌শন ম্যানেজার, ক্রিস হার্পার

দরজাটা বন্ধ আছে। কি-কার্ড এবং পিন-প্যাড দ্বারা সুরক্ষিত সেটা। গ্যাব্রিয়েল দরজায় কান পাতলো। তার মনে হলো সে কারো কথা শুনতে পারছে। তর্ক করছে। হয়তো তা'নয়। সে আরেকটা প্রবেশ পথের খোঁজ করলো, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলো না।

দরজায় আবারো সে কান পাতলো। এবার সে নিশ্চিতভাবেই কথা শুনতে পেলো। সেটা আরো জোরে হচ্ছে। আর পায়ের আওয়াজ। ভেতর থেকে কিছু খোলার শব্দ হলো।

লোহার দরজাটা খুলে যেতেই গ্যাব্রিয়েল একপাশে সরে গেলো, দরজাটার পেছনে দেয়ালের সাথে সেঁটে থাকলো। ভেতর থেকে একদল লোক বের হয়ে এলো। তারা উচ্চ স্বরে কথা বলছে। খুব রেগে আছে তারা।

"হার্পারের সমস্যাটি কি? আমার মনে হয়েছিলো সে আনন্দ করবে, খুশিতে নাচবে!"

"আজকের রাতের মতো একটা রাতে," আরেকজন বললো, "সে কিনা একা থাকতে চায়? তার আনন্দ করা উচিত!"

দলটি গ্যাব্রিয়েলের কাছ থেকে দূরে সরে যেতেই ভারি দরজাটা বন্ধ হতে শুরু করলো। লোকগুলো চ'লে যাবার পর গ্যাব্রিয়েল দরজার কাছে এসে সেটার হাতলটা ধ'রে ফেললো। দরজাটা তখনও পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়নি। গ্যাব্রিয়েল ঘরের ভেতর ঢুকেই আস্তে ক'রে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলো।

জায়গাটা বিশাল একটা ল্যাবরেটরির মতো: কম্পিউটার, ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতিতে ঠাসা। অন্ধকারে চোখটা অভ্যস্ত হতেই ঘরটা তার কাছে পরিস্কার হয়ে উঠলো। ঘরে একটা ডিম-লাইট জ্বলছে। ঘরটার শেষ মাথায় একটা দরজা, সেটার নিচ দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। গ্যাব্রিয়েল সেখানে হেটে গেলো নিঃশব্দে। দরজাটা বন্ধ। কিন্তু জানালা দিয়ে সে দেখতে পেলো একটা লোক কম্পিউটারে সামনে ব'সে আছে। সে লোকটাকে দেখেই চিনতে পারলো। নাসা'র সংবাদ সম্মেলনে তাকে দেখেছে সে।

গ্যাব্রিয়েল দরজায় নক্ করতে গিয়ে থেমে গেলো। ইয়োলান্ডার কণ্ঠটা তার মনে প'ড়ে গেলো। *ক্রিস হার্পার যদি পিওডিএস-এর ব্যাপারে মিথ্যে বলেও থাকে, তোমার কি করে ধারণা হলো সে তোমার কাছে সত্যটা বলবে?*

গ্যাব্রিয়েল মনে মনে একটা পরিকল্পনা আঁটলো। সেক্সটনের সঙ্গে থেকে এই কৌশলটা সে রপ্ত করেছে। সেক্সটন এই কৌশলটাকে বলেন 'ওভারশুটিং,' – একটি জিজ্ঞাসাবাদের কৌশল রোমান কর্তৃপক্ষ এটা উদ্ভাবন করেছিলো অপরাধীকে তার স্বীকারোক্তি দেবার জন্য। পদ্ধতিটা খুবই সহজ সরল :

যে তথ্যটা জানতে চাও সেটা উল্লেখ করো। তারপর সেটার চেয়ে মারাত্মক ও খারাপ

কিছু যোগ ক'রে অভিযোগ করো।

উদ্দেশ্যটা হলো প্রতিপক্ষকে অপেক্ষাকৃত কম শয়তানীটা স্বীকার করার সুযোগ ক'রে দেয়া। এভাবে সত্য বের ক'রে আনা। গভীর একটা দম নিয়ে, কী বলবে সেটা মনে মনে ঠিক ক'রে সে খুব দৃঢ়ভাবেই দরজায় নক্ করলো।

"আমি বলেছি তো ব্যস্ত আছি!" হার্পার বললো।

সে আবারো নক্ করলো। আবারো জোরে।

"আমি তো বলেছিই, নিচে যাবার কোনো আগ্রহ আমার নেই!"

এবার গ্যাব্রিয়েল হাতের মুঠি দিয়ে দরজায় আঘাত করলো।

ক্রিস হার্পার উঠে এসে দরজা খুলে দিলো। "আরে, তুমি –" সে থেমে গেলো, গ্যাব্রিয়েলকে দেখে অবাক হয়ে গেছে বোঝা যাচ্ছে।

"ডক্টর হার্পার," সে খুব কাটখোট্টাভাবে বললো।

"তুমি এখানে এলে কীভাবে?"

গ্যাব্রিয়েলের চেহারাটা কঠিন হয়ে গেলো। "আপনি জানেন আমি কে?"

"অবশ্যই। তোমার বস্ আমার প্রজেক্টের বিরুদ্ধে কয়েক মাস ধরেই লেগে আছে। তুমি এলে কীভাবে?"

"সিনেটর সেক্সটন আমাকে পাঠিয়েছেন।"

হার্পার ল্যাবরেটরিটার দিকে তাকালো। "তো রক্ষীরা কোথায়?"

"সেটা আপনার না ভাবলেও চলবে। সিনেটরের অনেক প্রভাবশালী যোগাযোগ রয়েছে।"

"এই ভবনে?" হার্পারকে সন্দিগ্ধ ব'লে মনে হলো।

"আপনি অসৎ কাজ করেছেন, ডক্টর হার্পার। আর আমার সিনেটর আপনার মিথ্যে বলা নিয়ে সিনেটে একটি তদন্ত কমিটির আহ্বান করেছেন।"

হার্পারের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। "তুমি এসব কী বলছ?"

"আপনার মত স্মার্ট লোকের বোকার মতো আচরণ করা মানায় না। আপনি সমস্যায় পড়েছেন, সিনেটর আপনার কাছে একটা প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। আজ রাতে সিনেটরের ক্যাম্পেইন প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়েছে। তাঁর আর কিছুই হারাবার নেই। আর তিনি চান আপনাকেও তাঁর পতনের সঙ্গী করতে।"

"কী দুঃসাহস তোমার, এসব আমাকে বলছ?"

"আপনি পিওডিএস-এর সফটওয়্যারের মেরামতের ব্যাপারে মিথ্যে বলেছেন, সংবাদ সম্মেলনে। আমরা সেটা জানি। অনেকেই জানে।" হার্পার কিছু বলার আগেই গ্যাব্রিয়েল আবারো বলতে শুরু করলো। "সিনেটর এক্ষুণি আপনার মিথ্যে বলার খবরটা জানিয়ে দিতে পারে, কিন্তু তিনি সে ব্যাপারে আগ্রহী নন। তিনি আরো বড় কিছু চান। আমার মনে হয় আপনি জানেন, আমি কি বলছি।"

"না, আমি –"

"সিনেটরের প্রস্তাবটা হলো। তিনি আপনার মিথ্যে বলাটা নিয়ে চুপ থাকবেন, যদি আপনি

নাসা'র শীর্ষ পর্যায়ের ঐ ব্যক্তির নামটি আমাদের ব'লে দেন যার সাথে আপনি নাসা'র তহবিল তছরুপ করেছেন।"

ক্রিস হার্পার হতবাক হয়ে গেলো। "কি? আমি কোনো টাকা আত্মসাৎ করিনি!"

"আমি বলবো, আপনি যা বলবেন ভেবে চিন্তে বলবেন, স্যার। সিনেটরিয়াল কমিটি কয়েক মাস ধরেই প্রমাণাদি সংগ্রহ ক'রে যাচ্ছে। আপনি কি মনে করেন, আপনারা দু'জন পার পেয়ে যাবেন? মিথ্যে বলা এবং তহবিল তছরুপের জন্য আপনি জেলে যাবেন, ডক্টর হার্পার।"

"আমি এরকম কিছু করিনি!"

"আপনি বলতে চাচ্ছেন আপনি পিওডিএস সম্পর্কে মিথ্যে বলেননি?"

"না, আমি বলছি আমি কোনো টাকা আত্মসাৎ করিনি!"

"তাহলে আপনি বলছেন, আপনি পিওডিএস নিয়ে মিথ্যে বলেছেন।"

হার্পার ফ্যাল ফ্যার ক'রে চেয়ে রইলো।

"ভুলে যান মিথ্যে বলাটার কথা।" গ্যাব্রিয়েল বললো, "সিনেটর অবশ্য আপনার প্রেস কনফারেন্সে বলা মিথ্যে নিয়ে আগ্রহী নন। আমরা সেটার সাথে অভ্যস্থ হয়ে গেছি। আপনারা একটা উল্কাখণ্ড পেয়েছেন, কীভাবে পেয়েছেন সেটা নিয়ে কেউ মাথাও ঘামায় না। মূল ইসু হলো তহবিল আত্মসাৎ-এর ব্যাপারটা। সেক্সটনের দরকার নাসা'র শীর্ষ ব্যক্তিদের একজনের পতন ঘটানো। তাঁকে কেবল বলে দিন কে ছিল আপনার সাথে। এভাবে আপনি নিজে বেঁচে যাবেন। তা না হলে সিনেটর পুরো ব্যাপারটাকে নোংরা পর্যায়ে নিয়ে যাবেন।"

"তুমি ধোকা দিচ্ছো। কোনো তহবিল তছরুপ হয়নি।"

"আপনি একজন দারুণ মিথ্যেবাদী। ডক্টর হার্পার। আমি ডকুমেন্টগুলো দেখেছি। আপনার নাম সেখানে কয়েকবারই আছে।"

"কসম খেয়ে বলছি এরকম কোনো তহবিল তছরুপের কথা আমি কিছু জানি না!"

গ্যাব্রিয়েল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "ডক্টর, হয় আপনি মিথ্যে বলেছেন, নয়তো, নাসা'র উচ্চ পর্যায়ের কেউ আপনাকে বলির পাঠা বানাচ্ছে।"

এই কথাটাতে হার্পার একটু ভাবলো।

গ্যাব্রিয়েল তার হাত ঘড়িটা দেখলো। "সিনেটরের প্রস্তাবটা এক ঘণ্টা ধ'রে টেবিলে প'ড়ে রয়েছে। আপনি নাসা'র শীর্ষ ব্যক্তির নামটা ব'লে নিজেকে বাঁচাতে পারেন। সেক্সটন আপনার ব্যাপারে মাথা ঘামাবেন না। তাঁর দরকার রাঘব বোয়াল।"

হার্পার তার মাথা ঝাঁকালো। "তুমি মিথ্যে বলছো।"

"এই কথাটা কি আপনি কোর্টে বলতে চান?"

"অবশ্যই। আমি পুরো ব্যাপারটাই অস্বীকার করবো।"

"শপথ নেবার পরও? ধরুন আপনি পিওডিএস-এর ব্যাপারটাও অস্বীকার করলেন?" গ্যাব্রিয়েল বললো। "ডক্টর আপনার অপনশগুলো ভাবুন। আমেরিকার জেলখানাগুলো খুবই বাজে জায়গা।"

হার্পার গ্যাব্রিয়েলের দিকে তাকালো। গ্যাব্রিয়েল তার চোখে আত্মসমর্পণের আভাস দেখতে পেলো। কিন্তু হার্পার যখন কথা বললো, তার কণ্ঠটা লোহার মতোই কোনো গেলো।

"মিস অ্যাশ," সে রাগতস্বরে বললো। "আপনি বাতাস ধরার চেষ্টা করছেন। আপনি এবং আমি দু'জনেই জানি কোনো রকম তহবিল তছরুপ হয়নি। এ ঘরে একজন মিথ্যেবাদীই আছে আর সেটা হলো আপনি।"

গ্যাব্রিয়েলের মনে হলো তার পেশীগুলো আড়ষ্ট হয়ে গেছে। সে পালাতে চাইলো ওখান থেকে। *তুমি একজন রকেট বিজ্ঞানীকে ধোকা দেবার চেষ্টা করেছো। তুমি কী আশা করেছিলে?* সে জোর ক'রে নিজেকে ঠিক রাখলো।

"আমি যা জানি," সে বললো, "যেসব ডকুমেন্ট আমি দেখেছি – আপনি এবং আরেকজন নাসা'র তহবিল তছরুপ করেছেন সেটার শক্ত প্রমাণ তাতে রয়েছে। সিনেটর চাচ্ছেন আপনার পার্টনার একাই তদন্তের মুখোমুখি হোক।" গ্যাব্রিয়েলের শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও হার্পার হার মানলো না। গ্যাব্রিয়েল মনে করলো ওখান থেকে চ'লে যাওয়াই ভালো। নয়তো হার্পারের বদলে তাকেই জেলে যেতে হবে। সে লোহার দরজাটা খুলে চলে যেতে লাগলো। লিফটের সামনে আসতেই গ্যাব্রিয়েল তার পেছনে লোহার দরজাটা খোলার শব্দ পেলো।

"মিস অ্যাশ," হার্পার তাকে ডাকলো। "আমি কসম খেয়ে বলছি তহবিল তছরুপের ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। আমি একজন সৎ ব্যক্তি!"

গ্যাব্রিয়েলের মনে হলো তার হৃদপিণ্ডটা লাফাচ্ছে। সে হাঁটতে লাগলো। সে নির্বিকার ভাবে হাঁটতে হাঁটতেই বললো, "তারপরও আপনি সংবাদ সম্মেলনে মিথ্যে বলেছেন।"

নিরবতা। গ্যাব্রিয়েল হলোওয়ে দিয়ে এগোতেই লাগলো।

"দাঁড়ান! হার্পার জোরে বললো। সে পেছন থেকে দৌড়ে এসে তার পাশে এসে দাঁড়াল। তার চেহারাটা ফ্যাকাশে হয়ে আছে। "তহবিল তছরুপের ব্যাপারটা," সে বললো, "আমি জানি কে আমাকে ফাঁসাচ্ছে।"

গ্যাব্রিয়েল থেমে গেলো। সে আবারো নির্বিকারভাবে বললো, "আপনি আশা করছেন আমি বিশ্বাস করব কেউ আপনাকে ফাঁসাচ্ছে?"

হার্পার দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "আমি কসম খেয়ে বলছি আমি তহবিল তছরুপের ব্যাপারে কিছুই জানি না। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে যদি কোনো প্রমাণ থাকে ..."

"অনেক আছে।"

হার্পার দীর্ঘশ্বাস ফেললো, "তাহলে এসব বানোয়াট। প্রয়োজন হলে আমাকে শায়েস্তা করার জন্য করা হয়েছে। আর একজন লোকই আছে যে এ কাজ করবে।"

"কে?"

হার্পার তার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, "লরেন্স এক্সট্রম আমাকে ঘৃণা করে।"

গ্যাব্রিয়েল বিস্মিত হলো। "নাসা প্রধান?"

হার্পার দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে মাথা নাড়লো। "তিনিই আমাকে দিয়ে জোর ক'রে সংবাদ সম্মেলনে মিথ্যে বলিয়েছেন।"

অরোরা এয়ারক্রাফটা মিথেইন প্রপালসন সিস্টেমে চলে। অর্ধেক ক্ষমতায় ছুটতে থাকলেও সেটা শব্দের চেয়ে তিনগুণ দ্রুত গতিতে ছুটে চলেছে – ঘণ্টায় দুই হাজার মাইলেরও বেশি। ডেল্টা ফোর্স ছুটে চলেছে তার গন্তব্যে। ইন্‌জিনের ঝাঁকুনিটা তাদের কাছে সম্মোহিত একটা ছন্দ ব'লে অনুভূত হলো। একশত ফিট নিচে উন্মত্ত সমুদ্রটাকে দেখা যাচ্ছে।

অরোরা হলো সেই সব গোপন এয়ারক্রাফট যার অস্তিত্ব সম্পর্কে কেউই অবগত নয়। আবার সেটা সবাই চেনেও। এমনকি ডিসকভারি চ্যানেল নেভাদাতে অরোরার পরীক্ষামূলক উড্ডয়নের সচিত্র প্রতিবেদনও দেখিয়েছিলো। তবে এ সম্পর্কে যে খবর বেড়িয়েছিল সেটাতে বলা হয়েছিলো যে ইউএস মিলিটারির কাছে শব্দের চেয়ে ছয়গুন বেশি গতিসম্পন্ন এয়ারক্রাফট রয়েছে, আর এটা মোটেও ড্রইং টেবিলে নেই। এটা এখন আকাশে উড়ছে।

লকহিড-এর তৈরি অরোরা দেখতে চ্যাপ্টা আমেরিকান ফুটবলের মতো। ১১০ ফুট লম্বা আর ৬০ ফুট চওড়া। এর সারা শরীর মসৃন স্বচ্ছ থার্মাল টাইল্‌স দিয়ে বাঁধানো। স্পেস শার্টল-এ যেমনটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এতে ব্যবহার করা হয়েছে নতুন ধরণের প্রপালশন সিস্টেম যা পাল্‌স ডিটোনেশন ওয়েভ ইন্‌জিন নামে পরিচিত। যাতে বিশুদ্ধ তরল হাইড্রোজেন পোঁড়ানো হয়, যার জন্য লেজের পেছন দিয়ে দীর্ঘ একটা ধোয়ার রেখা তৈরি হয়। এ কারণে এটা কেবলমাত্র রাতেই চালানো হয়।

আজ রাতে, প্রচণ্ড গতিতে অরোরা ছুটে যাচ্ছে ইস্টার্ন সি-বোর্ডের দিকে। এভাবে ছুটতে থাকলে মাত্র আধ ঘণ্টায় এটা ওখানে পৌছে যাবে। তাদের শিকারদের চেয়েও দু'ঘণ্টা আগে। তাদের শিকাররা যে প্লেনে ক'রে যাচ্ছে, সেটাকে গুলি ক'রে ভূপাতিত করার ব্যাপারটা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কন্ট্রোলার মনে করে এতে ক'রে ঘটনাটা রাডারে ধরা প'ড়ে যাবে অথবা ধ্বংস্তূপের কারণে একটা বড়সড় তদন্ত শুরু হয়ে যেতে পারে। কন্ট্রোলারের মতে, প্লেনটাকে ল্যান্ড করতে দেয়াই ভালো হবে। তাদের শিকাররা ওখান থেকে নামার পর পরই ডেল্টা ফোর্স সিদ্ধান্ত নেবে কী করা যেতে পারে।

এখন, অরোরা ছুটে চলেছে ল্যাব্রাডর সমুদ্রের ওপর দিয়ে। ডেল্টা-ওয়ানের ওয়্যারলেসে একটা ইনকামিং কল এলে সে জবাব দিলো।

"পরিস্থিতি বদলে গেছে," ইলেক্ট্রনিক কণ্ঠটা তাদের জানালো। "রাচেল সেক্সটন এবং অন্য বিজ্ঞানীদের আগে আরেকজনকে তোমাদের টার্গেট করতে হবে।"

আরেকজন টার্গেট। ডেল্টা-ওয়ান যেনো সেটা আঁচ করতে পারলো। সবকিছু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। কন্ট্রোলারের জাহাজে আরেকটা ছিদ্র ধরা পড়েছে। আর কন্ট্রোলার সেটা খুব দ্রুতই মেরামত করতে চাচ্ছে। *জাহাজটার কোনো ফুটোই হোতো না,* ডেল্টা-ওয়ান নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিলো, *যদি আমরা মিল্‌নেতেই সফলভাবে আঘাত হানতে পারতাম।* ডেল্টা-ওয়ান জানে নিজের ভুল নিজেকেই শোধরাতে হবে।

"চতুর্থ একজনের আবির্ভাব ঘটেছে," কন্ট্রোলার বললো।

"কে?"

কন্ট্রোলার কিছুক্ষণ চুপ থাকলো। তারপর তাদেরকে সেই নামটা জানিয়ে দিলো।

তিন জন লোক অবাক হয়ে একে অন্যের দিকে তাকালো। এটা এমন একটি নাম যা তারা সবাই ভালো করেই চেনে।

অবাক হবার কিছু নেই যে কন্ট্রোলারের কথাটা খুবই ঘাবড়ে যাবার মতো! ডেল্টা-ওয়ান ভাবলো। যে অপারেশনে 'জিরো ক্যাসুয়ালটি' মানে কোনো খুন খারাবি থাকার কথা ছিলো না, সেখানে এখন হত্যার সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। কন্ট্রোলার যখন বললো ঠিক কোথায় এবং কীভাবে ঐ ব্যক্তিতে আঘাত করতে হবে তখন তার গলা শুকিয়ে গেলো।

"ভালো ক'রে শোনো," কন্ট্রোলার বললো। "আমি এই নির্দেশনা কেবল একবারই দেবো।"

৮৯

নর্দান মেইনের অনেক উপর দিয়ে একটা জি-ফোর জেট দ্রুত গতিতে ওয়াশিংটনের দিকে ছুটে চলছে। ভেতরে টোল্যান্ড আর কর্কি রাচেল সেক্সটনের কথা শুনছে। সে ব্যাখ্যা করছে কেন উল্কাখণ্ডের ফিউশন ক্রাস্টে অতিরিক্ত হাইড্রোজেন আয়ন পাওয়া গেছে।

"নাসা'র প্লামব্রুকে একটি প্রাইভেট টেস্ট ফ্যাসিলেটিজ রয়েছে।" রাচেল বললো। সে নিজেই বিশ্বাস করতে পারছে না এসব কথা সে বলছে। কারণ এরকম গোপন তথ্য নিয়ে কারো সাথে আলোচনা করাটা তাদের প্রোটোকলের বাইরে। কিন্তু এখন পরিস্থিতিটাই এমন যে টোল্যান্ড আর কর্কিকে সেটা বলতেই হচ্ছে। "প্লামব্রুক হলো নাসা'র নতুন ধরণের মৌলিক ইন্‌জিন পরীক্ষা করার একটি চেম্বার। দুই বছর আগে আমি এরকম একটি নতুন ধরণের ইনজিনের ওপর সারসংক্ষেপ তৈরি করেছিলাম – সেটাকে বলা হয়েছিলো এক্সপানডেড সাইকেল ইন্‌জিন।"

কর্কি তার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালো। "এক্সপান্ডেড সাইকেল ইন্‌জিন এখনও তাত্ত্বিক অবস্থাতে রয়েছে। কাগজে কলমে। কেউ ওটা পরীক্ষা করেনি। এটাতো ভবিষ্যতের ব্যাপার। আগামী দশকে হলেও হতে পারে।"

রাচেল মাথা ঝাঁকালো। "দুঃখিত, কর্কি। নাসা'র কাছে এর প্রোটোটাইপ রয়েছে। তারা পরীক্ষা করেছে।"

"কি?" কর্কিকে সন্দেহগ্রস্তই মনে হলো। ইসিই তরল অক্সিজেন – হাইড্রোজেন-এ চলে, যা মহাশূন্যে জ'মে গিয়ে ইন্‌জিনটা অচল হয়ে পড়ে, তাই সেটা নাসা'র কোনো কাজেই লাগে না। এই সমস্যা না কাটাতে পারলে নাসা ইসিই ইন্‌জিন তৈরি করবে না ব'লে জানিয়েছিলো।"

"তারা সেই সমস্যা কাটিয়ে উঠেছে এবং নাসা এই প্রযুক্তিটা মঙ্গলগ্রহের অভিযানে ব্যবহার করবে ব'লে ঠিক করেছে।"

কর্কি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো। "এটা সত্য হতে পারে না।"

"এটা একেবারেই সত্য," রাচেল বললো। "আমি প্রেসিডেন্টের জন্য এ সম্পর্কিত রিপোর্টটি তৈরি করেছিলাম। আমার বস্ এই খবরটা গোপন রাখতে চাচ্ছিলেন। অপরদিকে

নাসা এটাকে তাদের একটি বড় অর্জন হিসেবে প্রচার করতে চেয়েছিলো। কিন্তু পিকারিং প্রেসিডেন্টকে দিয়ে এই তথ্যটা গোপন রাখতে বাধ্য ক'রে নাসা'কে।"

"কেন?"

"গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়," রাচেল বললো। আর কোনো গুপ্ত তথ্য বলার কোনো ইচ্ছে তার নেই বোঝাই যাচ্ছে।

"তাহলে," টোল্যান্ড বললো, তাকে খুব অস্বস্তি বোধ করতে দেখা যাচ্ছে। "তুমি বলছো নাসা'র কাছে 'ক্লিন-বার্নিং প্রপালশন' সিস্টেম রয়েছে যা বিশুদ্ধ হাইড্রোজেনে চলে?"

রাচেল সায় দিলো। "আমার কাছে একেবারে সঠিক হিসাবটি নেই কিন্তু এটা জানি এই ইন্‌জিন যে তাপমাত্রার সৃষ্টি করে সেটা আমাদের জানা তাপমাত্রার চেয়ে কয়েকগুন বেশি। এজন্যেই নাসা'র দরকার হয় নতুন ধরণের নজেল।" সে একটু থামলো। "এই ইন্‌জিনের পেছনে রাখা হয় বিশাল আকারের একটি পাথর। ইনজিনের জ্বালানী পোড়ানোর ফলে যে উত্তাপ নির্গত হয় সেটাকে মোকাবেলা করে এই পাথরটি। এতে ক'রে আপনি খুব ভালো রকম ফিউশন ক্রাস্টই পাবেন।"

"আরে কী বল।" কর্কি বললো। "আমরা কি আবারো ভূয়া উল্কাখণ্ডের তত্ত্বে ফিরে যাচ্ছি?"

মনে হলো টোল্যান্ড হঠাৎ করেই একটু আগ্রহী হয়ে উঠলো। "সত্যি বলতে কী, আইডিয়াটা মন্দ নয়।"

"হায় ইশ্বর বলে কী," কর্কি বিড়বিড় ক'রে বললো। "আমি গদর্ভদের সাথে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছি।"

"কর্কি," টোল্যান্ড বললো। "হাইপেথোটিক্যালি বলতে গেলে, এরকম প্রচণ্ড তাপের মুখে একটা পাথর রাখলে যেরকম পুড়ে যাবে, সেটা বায়ুমণ্ডলে উল্কাখণ্ডের প্রবেশের সময় দাহ্য হওয়ার মতোই হবে। তাই না?"

কর্কি কথাটা মানলো। "মনে হয়।"

"আর রাচেলের ক্লিন-বার্নিং হাইড্রোজেন জ্বালানীতে কোনো রাসায়নিক বর্জ্য তৈরি করে না। শুধু হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়।"

কর্কি তার চোখ গোল গোল ক'রে তাকালো। "দেখো, এরকম ইসিই ইন্‌জিন যদি সত্যি থাকে তবে এটা সম্ভব। কিন্তু সেটার অস্তিত্ব সম্পর্কে আমার সন্দেহ রয়েছে।"

"কেন?" টোল্যান্ড জিজ্ঞেস করলো। "প্রক্রিয়াটা কিন্তু খুব সহজসরল ব'লেই মনে হচ্ছে।"

রাচেলও সায় দিলো। "তোমার যা দরকার হবে তাহলো একশত নব্বই মিলিয়ন বছরের পুরনো একটি ফসিলযুক্ত পাথর। হাইড্রোজেন জ্বালানীর ইন্‌জিনের পেছনে রেখে পোড়াও এবং তারপর বরফের নিচে রেখে দাও। ইন্সট্যান্ট কফির মতো ইন্সট্যান্ট উল্কাখণ্ড।"

"একজন পর্যটকের কাছে হয়তো," কর্কি বললো। "কিন্তু নাসা'র বিজ্ঞানীদের কাছে নয়। আপনি এখনও কন্ড্রুইলগুলোর ব্যাখ্যা দেননি!"

রাচেল কর্কির দেয়া কীভাবে কন্ড্রুইল তৈরি হয় সেই কথাটা স্মরণ করলো। "আপনি

বলেছিলেন কন্ড্রুইল হয় বিরামহীন উত্তাপ এবং মহাশূন্যের ঠাণ্ডাতে, তাই না?"

কর্কি দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "কন্ড্রুইল কেন হয় জানেন, প্রচণ্ড উত্তাপে কোনো পাথর গ'লে যাবার পর আচম্‌কা মহাশূন্যের অতি শীতলতা বা ঠাণ্ডায় তাপ হারালেই সেটা হয়ে থাকে - ১১৫০ সেলসিয়াস থেকে আচম্‌কা জিরো ডিগ্রির নিচে নেমে গেলে।"

টোল্যান্ড তার বন্ধুর দিকে ভালো ক'রে তাকালো। "এই প্রক্রিয়াটা কি পৃথিবীতে করা সম্ভব নয়?"

"অসম্ভব," কর্কি বললো। "এই গ্রহে এরকম তাপমাত্রার বিভিন্নতা নেই। তোমরা কথা বলছো পারমাণবিক উত্তাপ থেকে একেবারে জিরো তাপমাত্রা নিয়ে। এই চরমতার অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই।"

রাচেল একটু ভাবলো কথাটা নিয়ে। "মানে প্রাকৃতিকভাবে নয়।"

কর্কি ঘুরে রাচেলকে বললো, "এর মানে কি?"

"এরকম উত্তাপ আর শীতল অবস্থা তো কৃত্রিমভাবে তৈরি করা যেতে পারে?" রাচেল জিজ্ঞেস করলো। "পাথরটা হাইড্রোজেন ইন্‌জিনের সাহায্যে উত্তপ্ত করার পর ক্রাইওজোনিক ফ্রিজারে ঠাণ্ডা করলে?"

কর্কি তাকিয়ে রইলো। "কন্ড্রুইল প্রস্তুতকরণ?"

"এটা একটা আইডিয়া।"

"হাস্যকর আইডিয়া," কর্কি জবাব দিলো। নিজের হাতে ধরা উল্কাখণ্ডটি তুলে ধরলো সে। "হয়তো আপনি ভুলে গেছেন, এইসব কন্ড্রুইলের বয়স বের করা হয়েছে, একশত নব্বই মিলিয়ন বছর!" আমি যতোদূর জানি, মিস সেক্সটন, একশত নব্বই মিলিয়ন বছর আগে কেউ হাইড্রোজেন জ্বালানীর ইন্‌জিন এবং ক্রাইওজোনিক কুলার বানায়নি।"

রাচেল কয়েক মিনিট ধরেই চুপ হয়ে থাকলো। তার হাইপোথিসিসটা অনেকদূর এগোবার পর এভাবে মুখ থুবরে পড়ে গেলো যে সে আর কিছুই ভাবতে পারছে না। টোল্যান্ডও চুপচাপ ব'সে আছে তার পাশে।

"তুমি চুপচাপ," রাচেল বললো।

টোল্যান্ড তার দিকে তাকালো। অল্পকয়েক মুহূর্তের জন্য সে রাচেলের চোখে এক ধরণের কোমলতা দেখতে পেয়ে সিলিয়ার কথা মনে পড়ে গেলো তার। স্মৃতিকে ঝেড়ে ফেলে সে ক্লান্তভাবে রাচেলের দিকে চেয়ে হাসলো। "ওহ্, আমি ভাবছিলাম ..."

সে হাসলো। "উল্কা নিয়ে।"

"আর কি তাহলে?"

"সব প্রমাণ-পত্র ঘেটে দেখছো কি আর বাকি আছে?"

"সে রকমই।"

"কিছু পেলে?"

"না, তেমন কিছু না।"

"ক্রমোচ্চ শ্রেণী বিভাগের প্রমাণাদি হলো তাসের ঘরের মতো," রাচেল বললো।

"প্রাথমিক অনুমাণটি বের ক'রে নিলেই সব কিছু ভেঙে পড়ে। উল্কাখণ্ডের খুঁজে পাওয়া জায়গাটা হলো প্রাথমিক অনুমান।"

"যখন আমি মিল্‌নে'তে এসে পৌঁছাই, নাসা প্রধান আমাকে বলেছিলেন যে উল্কাখণ্ডটি পাওয়া গেছে তিন শত বছরের পুরনো বরফের নিচে আর পাথরটা ঘনত্ব পৃথিবীতে পাওয়া পাথরের চেয়ে অনেক বেশি। যাতে ক'রে আমি মনে করেছিলাম এটা মহাশূন্য থেকেই পড়েছে। সেটাই যৌক্তিক ব'লে মনে হয়েছিল আমার কাছে।"

"আপনি এবং আমরাও।"

"নিকেলের উপাদানের মাঝারি স্তরের যে হারের কথা বলা হচ্ছে সেটাই একমাত্র প্রমাণ হতে পারে না।"

"এটা কাছাকাছি," কর্কি বললো।

"কিন্তু একেবারে সঠিক পরিমাণে নয়।"

কর্কি মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"আর," টোল্যান্ড বললো, "মহাশূন্যের যে ছারপোকাটা দেখলাম, সেটার মতো প্রাণী গভীর সমুদ্রেও রয়েছে।"

রাচেল একমত হলো। "আর ফিউশন ক্রাস্টটা ..."

"এটা বলতে আমি ঘৃণা করি যে," টোল্যান্ড কর্কির দিকে তাকিয়ে বললো। "আমাদের কাছে ইতিবাচক প্রমাণের চেয়ে নেতিবাচক প্রমাণই বেশি রয়েছে।"

"বিজ্ঞান পূর্বাভাস নয়," কর্কি বললো। "এটা হলো প্রমাণের বিষয়। এই পাথরে থাকা কন্ড্রুইলগুলোই নির্ধারণ ক'রে দিচ্ছে যে এটা একটা উল্কাখণ্ড। আমি তোমাদের দু'জনের সাথে একমত যে, আমরা যা দেখেছি তা খুবই বিব্রতকর, কিন্তু আমরা এই কন্ড্রুইলগুলো হেলাফেলা করতে পারি না।"

রাচেল ভুরু তুলে বললো, "তাহলে আমরা কি বুঝলাম?"

"কিছুই না," কর্কি বললো। "কন্ড্রুইলগুলো প্রমাণ ক'রে আমরা উল্কা নিয়ে কাজ করছি। একমাত্র প্রশ্ন হলো, কেন ওটাকে কেউ বরফের নিচে স্থাপন করলো।"

টোল্যান্ড তার বন্ধুর কথাটাকে যৌক্তিক ব'লে বিশ্বাস করতে চাইলো, কিন্তু তার মনে হলো কিছু একটা গড়বড় আছে।

"তুমি মনে হয় এখনও মেনে নিতে পারছ না, মাইক," কর্কি বললো।

টোল্যান্ড তার বন্ধুর দিকে তাকিয়ে চিন্তিত হয়ে তাকালো। "আমি জানি না। তিনের মধ্যে দুই খারাপ নয়, কর্কি। কিন্তু আমরা তিনের মধ্যে এক-এ নেমে এসেছি। আমার কেবল মনে হচ্ছে কিছু একটা ধরতে পারছি না।"

৯০

আমি ধরা পড়ে গেছি, ক্রিস হার্পার ভাবলো। আমেরিকান জেলখানার ছবিটার কথা ভাবতেই হিমশীতল এক অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হলো সে। *সিনেটর সেক্সটন জানে আমি পিওডিএস*

সফটওয়্যার নিয়ে মিথ্যে বলেছি।

ক্রিস হার্পার গ্যাব্রিয়েলকে আবার নিজ অফিসে ফিরিয়ে এনে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলো।

তহবিল তছরুপের প্রমাণ, হার্পার ভাবলো। *ব্ল্যাকমেইল। খুবই জঘন্য।*

হার্পার কিছুক্ষণ পায়চারি করলো। গ্যাব্রিয়েল ব'সে আছে চুপচাপ। তার গভীর কালো চোখ লক্ষ্য রাখছে, অপেক্ষা করছে। গ্যাব্রিয়েল অ্যাশ ভাবভঙ্গী একটু নরম করলো।

"মি: হার্পার, নাসা প্রধানের মতো শক্তিশালী শত্রুর মোকাবেলা করতে আপনার দরকার আরো শক্তিশালী মিত্রের। সিনেটর সেক্সটনই কেবল এ মুহূর্তে আপনার বন্ধু হতে পারেন। পিওডিএস সফটওয়্যারের মিথ্যে বলাটা দিয়ে শুরু করা যাক। আমাকে বলুন কী হয়েছিলো।"

হার্পার দীর্ঘশ্বাস ফেললো। সে জানে সময় এসেছে সত্যি কথাটা বলার। "পিওডিএস খুব ভালোভাবেই লঞ্চ করেছিলো," সে বলতে শুরু করলো। "পরিকল্পনা মতো স্যাটেলাইটটা ঠিক কক্ষপথেই স্থাপিত করা গিয়েছিলো।"

গ্যাব্রিয়েলকে বিরক্ত ব'লে মনে হলো। এগুলো সে জানে। "বলুন।"

"তারপরই সমস্যা দেখা দিলো। অনবোর্ড সফটওয়্যারটা কাজ করলো না।"

"আ ... হা।"

"ঐ সফটওয়্যারটা ছাড়া পুরো সিস্টেমটাই তো অচল। কোনো কাজে লাগবে না।"

"কিন্তু সফটওয়্যার যদি কাজই না করলো," গ্যাব্রিয়েল বললো, "তবে তো পিওডিএস একেবারেই বেকার।"

হার্পার মাথা নেড়ে সায় দিলো। "পরিস্থিতিটা খুব মারাত্মক। কারণ এতে ক'রে পিওডিএসটা মূল্যহীন হয়ে পড়লো। নির্বাচন এগিয়ে আসতে থাকলে সেক্সটন নাসা'র সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠতে থাকেন ... " সে আবারো দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

"আপনাদের ভুলটা নাসা এবং প্রেসিডেন্টের জন্য মারাত্মক বিপর্যয় হিসেবে দেখা দিলো।"

"এটা ঘটলো একেবারে বাজে একটা সময়ে। নাসা প্রধানের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। আমি তাকে কথা দিলাম পরবর্তী শাটল মিশনেই এটা আমি সারিয়ে তুলবো। কিন্তু খুব দেরি হয়ে গেলো। তিনি আমাকে ছুটি দিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন – মনে হচ্ছিলো আমাকে বরখাস্ত করা হবে। সেটা একমাস আগের কথা।

"তারপরও আপনি টিভিতে হাজির হলেন দুই সপ্তাহ পর, আর ঘোষণা দিলেন যে আপনি সেটা সারিয়ে তুলেছেন।"

হার্পার আফশোস করতে লাগলো। "একটা ভয়াবহ ভুল। সেদিন আমি নাসা প্রধানের কাছ থেকে একটা টেলিফোন পেয়েছিলাম। তিনি আমাকে বললেন যে, আমার ভুল শোধরানোর একটা উপায় আছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে অফিসে চলে এসে তার সাথে দেখা করলাম। তিনি আমাকে তখন বললেন যে, একটা সংবাদ সম্মেলন ক'রে আমি যেনো ঘোষণা দেই যে পিওডিএস-এর সফটওয়্যার মেরামতের কাজ শুরু হয়ে গেছে, এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আমরা তথ্য-উপাত্ত পেতে শুরু করব। তিনি আমাকে বললেন পরে আমার কাছে সব খুলে বলবেন।"

"আর আপনি রাজি হলেন।"

"না, আমি ফিরিয়ে দিলাম তাকে! কিন্তু একঘন্টা বাদে তিনি আমার আফিসে ফিরে এলেন। সঙ্গে হোয়াইট হাউজের সিনিয়র উপদেষ্টাকে নিয়ে!"

"কি?" গ্যাব্রিয়েল যারপরনাই অবাক হলো। "মারজোরি টেঞ্চ?"

একটা কুৎসিত প্রাণী, হার্পার ভাবলো, মাথা নেড়ে সায় দিলো। "সে এবং নাসা প্রধান আমাকে বোঝালেন যে আমার ভুলের কারণে নাসা এবং প্রেসিডেন্টের পতন হতে যাচ্ছে। মিস টেঞ্চ আমাকে বললেন সেক্সটনের নাসা'কে প্রাইভেটাইজেশন করার পরিকল্পনার কথাটি। তারপর টেঞ্চ আমাকে বললেন কীভাবে সবকিছু আবার ঠিকঠাক করা যাবে।"

গ্যাব্রিয়েল সামনের দিকে ঝুঁকে বললো, "বলুন।"

"মারজোরি টেঞ্চ আমাকে জানালেন যে হোয়াইট হাউজ সৌভাগ্যবশত একটা বিশাল উল্কাখণ্ডের খবর ইন্টারসেপ্ট করতে পেরেছে, যা মিল্নের বরফের নিচে চাপা প'ড়ে রয়েছে। এরকম উল্কাখণ্ড নাসা'র জন্য বিশাল একটা আবিষ্কার হতে পারে।"

গ্যাব্রিয়েলকে খুবই বিস্মিমত দেখালো। "দাঁড়ান, তাহলে আপনি বলছেন, পিওডিএস-এর আগেই অন্য কেউ জানতো যে ওখানে উল্কাখণ্ডটি রয়েছে?"

"হ্যা। এই আবিষ্কারের সাথে পিওডিএস-এর কোনো সম্পর্ক নেই। নাসা প্রধান জানতেন উল্কাখণ্ডটির অস্তিত্বের ব্যাপারে। তিনি কেবল আমাকে বলেছিলেন যে, আমি যেনো বলি পিওডিএস দিয়েই আবিষ্কারটা কার হয়েছে।"

"আপনি আমার সাথে ঠাট্টা করছেন।"

"তারা যখন আমাকে এই প্রস্তাবটি দিয়েছিলো, আমার প্রতিক্রিয়া ঠিক এরকমই ছিলো। তারা আমাকে এটা বলেনি কীভাবে উল্কাটা তারা খুঁজে পেয়েছে। টেঞ্চ বলেছেন এটা কোনো ব্যাপার নয়। তাদের কথা মতো কাজ করলে আমার দ্বারা যে ক্ষতি হয়েছে সেটা পুষিয়ে নেয়া যাবে। নাসা রক্ষা পাবে আর প্রেসিডেন্টও নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যাপক সাফল্য পাবেন।"

গ্যাব্রিয়েল দারুণ বিস্মিত হলো। "আপনি নিশ্চয় দাবিকরবেন না যে পিওডিএস দিয়েই আবিষ্কারটা হয়েছে।"

হার্পার মাথা নেড়ে সায় দির। "সংবাদ সম্মেলনটি ছিল মিথ্যা। আমাকে জোর ক'রে সেটা করতে বাধ্য করা হয়েছিলো। টেঞ্চ আর নাসা প্রধান খুবই নির্মম ছিলেন।"

"তাই আপনি রাজি হয়ে গেলেন।"

"আমার এ ছাড়া কোনো উপায় ছিলো না।

"সেটা না করলে আমার ক্যারিয়ারটা শেষ হয়ে যেতো। তাছাড়া আমি যদি সফটওয়্যারটা নিয়ে তালগোল না পাকাতাম তবে পিওডিএস-ই উল্কাখণ্ডটি খুঁজে পেতো। তাই, আমার কাছে মনে হয়েছিল এটা একটা ছোট্ট মিথ্যা।"

"একটা ছোট্ট মিথ্যার সাহায্যে উল্কা খণ্ডের ব্যাপারে বাড়তি সুবিধা পাইয়ে দেয়া আর কি।" গ্যাব্রিয়েল বললো।

হার্পার দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বললো, "তাই ... আমি সেটা করেছি। সংবাদ সম্মেলন ক'রে জানিয়েছি পিওডিএস ঠিক হয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন পর আমি ইওএস-এর ডিরেক্টরের কাছে

ফোন ক'রে জানাই যে পিওডিএস মিল্নে আইস শেল্ফের মধ্যে বেশি ঘনত্বের একটা বস্তু ধরতে পেরেছে। আমি তাকে এও জানালাম যে বস্তুটার ঘনত্ব দেখে মনে হচ্ছে সেটা একটা উল্কাখণ্ডই হবে। রোমাঞ্চিত হয়ে নাসা সেখানে একটা দলকে পাঠিয়ে দেয় খনন কাজের জন্য। এরপরই অপারেশনটা উল্টা পাল্টা হতে শুরু করে।"

"তাহলে, আজ রাতের আগে আপনি জানতেন না যে, উল্কাখণ্ডের ভেতরে ফসিল রয়েছে?"

"এখানকার কেউই সেটা জানতো না। আমরা সবাই চমকে গেছি। এখন, সবাই আমাকে অপার্থিবজীব আবিষ্কারের নায়ক ব'লে অভিহিত করছে। আমি জানি না কী বলবো আমি।"

গ্যাব্রিয়েল অনেকক্ষণ চুপ থেকে বললো। "যদি পিওডিএস উল্কাটি খুঁজে না পেয়ে থাকে তবে নাসা প্রধান কীভাবে জানতে পারলেন যেখানে উল্কাখণ্ডটি রয়েছে?"

"অন্যকেউ ওটা প্রথমে খুঁজে পেয়েছিলো।"

"অন্য কেউ? কে?"

হার্পার দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "একজন কানাডিয়ান ভূ-তত্ত্ববিদ, নাম চার্লস ব্রফি – এলিসমেয়ার আইল্যান্ডের একজন গবেষক। তিনি তাঁর যন্ত্রপাতি দিয়ে ওটা খুঁজে পেয়েছিলেন। তারপর বেতার যন্ত্রের সাহায্যে কাউকে সেটা বলেছিলেন, তখন নাসা তার বার্তাটি ইন্টারসেপ্ট ক'রে ফেলে।"

গ্যাব্রিয়েল তাকিয়ে রইলো, "তাহলে সেই কানাডিয়ান কি তার কাছে থেকে উল্কাখণ্ডটির তথ্য চুরি করার জন্য নাসা'র বিরুদ্ধে অভিযোগ করবেন না?"

"না," হার্পার বললো, শীতল অনুভূতি হলো তার। "তিনি এরপরই মারা গিয়েছিলেন।"

৯১

মাইকেল টোল্যান্ড চোখ বন্ধ করে জি-ফোর প্লেনের ইন্জিনের শব্দ শুনতে লাগলো। সে ওয়াশিংটনে ফিরে যাবার আগে উল্কাখণ্ডের ব্যাপারে আর একটুও ভাবতে চাচ্ছে না। কর্কির মতে কন্ড্রুইলই নির্ধারণ ক'রে দেয় উল্কা হওয়া বা না হওয়াটা। মিল্নের পাথরখণ্ডটি অবশ্যই উল্কাখণ্ড। প্রমাণগুলোতে যতোই সন্দেহজনক কিছু থাকুক না কেন, উল্কাটা দেখতে বিশ্বাসযোগ্যই মনে হয়।

তাই হবে।

রাচেল এখন একটা বিষয় নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছে – উল্কাটা সত্য কিনা এবং কারা তাদেরকে হত্যা করতে চেয়েছিলা।

ভ্রমণের বেশিরভাগ সময়েই রাচেল টোল্যান্ডের পাশে বসেছে। টোল্যান্ড তার সাথে কথা বলতে উপভোগ করে। কয়েক মিনিট আগে সে রেস্ট রুমে চলে গেছে। এখন টোল্যান্ড একা। সে ভাবলো কতোদিন সে নারীসঙ্গ থেকে বঞ্চিত আছে – সিলিয়া ছাড়া অন্য মেয়েদের সংস্পর্শ আর কি।

"মিঃ টোল্যান্ড?"

টোল্যান্ড মুখ তুলে তাকালো।

পাইলট তাদের কেবিনে উঁকি মেরে বললো, "আপনি আমাকে বলেছিলেন যখন টেলিফোন নেটওয়ার্কের আওতায় আসবো তখন আপনাকে সেটা জানাতে? আপনি চাইলে আমি আপনাকে সংযোগ দিতে পারি।"

"ধন্যবাদ।" টোল্যান্ড উঠে ককপিটের দিকে চলে গেলো।

ককপিটের ভেতরে, টোল্যান্ড তার জাহাজের ক্রুদের কাছে ফোন করলো। সে তাদেরকে জানাতে চায় যে, সে আরো দু'একদিন আসতে পারবে না। অবশ্য এখানে কী সমস্যা হচ্ছে সেটা তাদেরকে বলার কোনো উদ্দেশ্য তার নেই।

ফোনটা বার কয়েক বাজলো, টোল্যান্ড অবাক হলো একটা রেকর্ড করা মেসেজ শুনতে পেয়ে। এটা তার এক ক্রু'র কণ্ঠেই। তাকে জোকার হিসেবেই সবাই ডাকে।

"হিয়া, হিয়া, এটা হলো গয়া," কণ্ঠটা বললো। "আমরা দুঃখিত, এখানে এখন কেউ নেই ব'লে। কিন্তু একটা বিশাল উকুন আমাদেরকে অপহরণ করেছে! আসলে আমরা কিছুক্ষণের জন্য উপকূলে গেছি মাইকের ফাটাফাটি প্রামাণ্যচিত্রটার জন্য উৎসব করতে। আমরা কি গর্বিত! আপনি আপনার নাম্বার এবং নাম রেখে দিতে পারেন আর হয়তো আমরা আগামীকাল ভদ্র হয়ে ফিরে এসে এটা জানতে পারবো! চিয়াও! ইটি এগিয়ে যাও!"

টোল্যান্ড হাসলো, ক্রুরা নেই। তারা আনন্দ করতে উপকূলে গেছে। কিন্তু টোল্যান্ড ধারণা করলো তারা জাহাজটা অবশ্যই নিরাপদ কোথাও নোঙর ক'রে গেছে। সেটা একেবারে খালি ক'রে যাবে না।

টোল্যান্ড একটা কোড নাম্বার চাপলো, কোনো ভয়েস মেইল মেসেজ আছে কিনা জানার জন্য। একটা মেসেজ আছে। ঐ একই ক্রুর গলা।

"হাই, মাইক, ফাটাফাটি শো! তুমি হয়তো ভাবছো আমরা কোথায়। আমরা শুকনো উৎসব করছি না, হে। তুমি ঘাবড়ে যেও না, তাকে আমরা খুব নিরাপদ জায়গাতেই নোঙর করেছি। ভয় পেও না, জাভিয়া জাহাজেই আছে। সে বলেছে সে একা একাই পার্টি করবে। তুমি বিশ্বাস করতে পারো?"

টোল্যান্ড খুশি হলো যে, জাহাজে অন্তত একজন আছে। জাভিয়া খুবই দায়িত্ববান, পার্টি-ফার্টি ধরণের নয়। একজন শ্রদ্ধেয় মেরিন বায়োলজিস্ট জাভিয়া খুবই স্পষ্টভাষী সত্যবাদী মেয়ে।

জোকারটার কথা শেষ হলে কণ্ঠটা আবার ভেসে এলো। "ওহ্, হ্যা, জাভিয়া'র কথা বলছি। তোমার মাথা অতো ভালো না। সে তোমাকে পেঁদাবে। কি যেনো ভুল বলেছো প্রামান্যচিত্রে। এইতো, তার কথা শোনো।"

জাভিয়ার ধারালো কণ্ঠটা কোনো গেলো। "মাইক, জাভিয়া বলছি, তুমি একজন ঈশ্বর, ইয়াদা, ইয়াদা। যেহেতু আমি তোমাকে ভালোবাসি, তাই ঠিক করেছি তোমার এই জঞ্জালটাকে দেখাশোনা করি। সত্যি বলতে কী, আসল কারণ হলো এইসব পাগল-ছাগল, যাদেরকে তুমি বিজ্ঞানী ব'লে ডাকো, তাদের কাছ থেকে রেহাই পেতেই আমি জাহাজে রয়ে গেছি। যাহোক তোমার প্রামাণ্যচিত্রটা দারুণ হয়েছে, কিন্তু আমাকে বলতেই হচ্ছে তুমি তোমার প্রামাণ্যচিত্রে

একটা বু-বু ক'রে ফেলেছো। হ্যা, আমার কথা শুনছো। সেটা হলো মাইকেল টোল্যান্ডের মস্তিষ্কের বিরল একটি পাদ। ভয় পেও না। এই পৃথিবীর মাত্র তিন জন ব্যাপারটা খেয়াল করেছে। তেমন কিছু না, উল্কার পেট্রোলজিতে ছোট্ট একটা ভুল। আমি এটা উল্লেখ করছি তোমার চমৎকার রাতটা বরবাদ করার জন্য। যাহোক, আমি টেলিফোনটা বন্ধ রেখেছি কারণ ঐ শালার সাংবাদিকরা সারা রাত ধরেই ফোন ক'রে যাচ্ছে। তুমি তো আজ রাতে স্টার হয়ে গেছো, তোমার ছোট্ট ভুলটা সত্ত্বেও। যাইহোক, তুমি ফিরে আসলে সেটা নিয়ে কথা বলা যাবে। চিয়াও।"

লাইনটা বন্ধ হয়ে গেলো।

মাইকেল টোল্যান্ড ভুরু তুললো। *আমার প্রামান্যচিত্রে একটা ভুল আছে?*

রাচেল সেক্সটন জি-ফোর-এর রেস্ট রুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখলো। তাকে খুবই বিবর্ণ দেখাচ্ছে। ইউএসএস *শার্লট*-এর টুপিটা খুলে সে তার চুলটা ছেড়ে দিয়েছে। *ভালো*, সে ভাবলো, এবার নিজেকে নিজের মতো লাগছে।

রাচেল নিজের চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলো, গভীর ক্লান্তি সেখানে। *কেউ তোমাকে ব'লে দেবে না তুমি কি পার কি পারো না।* তার মা'র কথা মনে পড়লো। *মা কেউ আমাকে হত্যা করতে চাইছে। আমাদের সবাইকে।*

কিন্তু কে করতে পারে তা নিয়ে রাচেলের মনে অনেকক্ষণ ধরেই প্রশ্নটা ঘুরপাক খাচ্ছে।

লরেন্স এক্সট্রম ... মারজোরি টেঞ্চ ... প্রেসিডেন্ট জাখ হার্নি।

সবারই উদ্দেশ্য আছে, সবারই জড়িত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। *প্রেসিডেন্ট জড়িত নন*, রাচেল নিজেকে বললো। আশা করলো যে, যে প্রেসিডেন্টকে সে তার নিজের বাবার চেয়েও বেশি শ্রদ্ধা করে তিনি নির্দোষ। এই রহস্যময় ঘটনার একজন দর্শক মাত্র।

আমরা এখনও কিছুই জানি না।

না জানি কে ... না জানি কেন ...

রাচেল রেস্ট-রুম থেকে ফিরে এসে টোল্যান্ডকে সিটে না দেখে অবাক হলো। কর্কি পাশে ব'সে ঝিমোচ্ছে। রাচেল দেখলো মাইক ককপিট থেকে রেডিও ফোন শুনতে শুনতে বের হচ্ছে। তার চোখে দুশ্চিন্তার ছাপ।

"কি হয়েছে?" রাচেল জিজ্ঞেস করলো।

টোল্যান্ড যখন তার ফোন মেসেজের কথাটা রাচেলকে জানালো তার কণ্ঠটা খুব ভারি কোনোচ্ছে।

তার প্রামান্যচিত্রে একটা ভুল আছে?

রাচেলের মনে হলো টোল্যান্ড খুব বেশি প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে। হয়তো সেটা কিছুই না। "ভুলটা কি সেটা কি সে নির্দিষ্ট ক'রে বলেছে?"

"উল্কার পেট্রোলজিসংক্রান্ত।"

"পাথরের গঠন?"

"হ্যা। সে বলেছে এটা কেবল হাতে গোনা দুয়েকজন ভূতত্ত্ববিদই খেয়াল করেছে।"

রাচেল একটা দম নিয়ে নিলো। এবার সে বুঝতে পারলো। "কন্ড্রুইল?"

"আমি জানি না। কিন্তু মনে এটা হচ্ছে খুব কাকতালীয় ব্যাপার।"

কর্কি চোখ ঘষতে ঘষতে তাদের কাছে এলো। "কী হয়েছে?"

টোল্যান্ড তার দিকে তাকালো।

কর্কি তার মাথা ঝাঁকালো। "কন্ড্রুইল নিয়ে তো সমস্যা হচ্ছে না, মাইক। তা' হতে পারে না। তোমার সব ডাটাই তো নাসা থেকে এবং আমার কাছ থেকে এসেছে। এটা নিখুঁত।"

"আমি তাহলে আর কোনো পেট্রোলজিক ভুলটা করেছি?"

"সেটা কে জানে? তাছাড়া, একজন মেরিন জিওলজিস্ট কন্ড্রুইলের ব্যাপারে কী জানবে?"

"আমার কোনো ধারণা নেই, কিন্তু সে যথেষ্ট তীক্ষ্ণবুদ্ধির মেয়ে।"

"আমার মনে হয় ডিরেক্টর পিকারিংয়ের সাথে কথা বলার আগে ঐ মেয়েটার সাথে কথা বলা দরকার।"

টোল্যান্ড কাঁধ ঝাঁকালো। "আমি তাকে চার বার ফোন করেছি, মেশিন ছাড়া আর কেউ জবাব দেয়নি। সে হয়তো হাইড্রোল্যাব-এ আছে, ফোনের রিংয়ের শব্দ শুনতে পারছে না। সকালের আগে তো সে আমার মেসেজটা পাবেও না।" টোল্যান্ড থামলো, ঘড়িটা দেখলো। "যদিও ..."

"যদিও কি?"

টোল্যান্ড তার দিকে চোখ রাখলো। "তোমার বসের সাথে কথা বলার আগে জাভিয়ারের সঙ্গে কথা বলার কতটুকু দরকার আছে ব'লে মনে কর?"

"সে যদি কন্ড্রুইল সম্পর্কে কিছু বলতে পারে? আমি বলবো এটা জানা খুবই দরকার, মাইক।" রাচেল বললো। "যেই মুহূর্তে আমরা সব ধরণের স্ববিরোধী ডাটা পেয়ে যাবো তখনই কেবল পিকারিং আমাদেরকে একটা ভালো জবাব দিতে পারবেন। তার সাথে দেখা করার সময় কিছু জোড়ালো প্রমাণ নিতে পারলে তার জন্যেও কাজ করতে সুবিধার হবে।"

"তাহলে আমাদেরকে একটু থামতে হবে।"

"তোমার জাহাজে?" রাচেল বললো।

"সেটা নিউজার্সির উপকূলে আছে। ওয়াশিংটনে যাবার পথেই পড়বে। কর্কির কাছে উল্কাখণ্ডের একটা নমুনা রয়েছে, জাভিয়ার সেটা পরীক্ষা করেও দেখতে পারবে। জাহাজে চমৎকার একটা ল্যাব রয়েছে। আমার ধারণা সঠিক উত্তরটা পেতে এক ঘন্টার বেশি লাগবে না।"

রাচেলের খুবই উদ্বিগ্ন বোধ হতে লাগলো। আবারো সমুদ্রের মুখোমুখি হওয়াটা ভীতিকরই তার জন্যে। *একটা গ্রহনযোগ্য উত্তর,* সে নিজেকে বললো। সম্ভাবনার আলো দেখতে পেলো সে। *পিকারিং নিশ্চিতভাবেই একটা উত্তর চাইবে।*

৯২

ডেল্টা-ওয়ান শক্ত মাটিতে ফিরে এসে খুশি হলো।

অরোরা এয়ার ক্রাফটটা যদিও তার অর্ধেক শক্তিতে চলেছে, তারপরও মাত্র দু'ঘন্টাতে

সমুদ্রের উপর দিয়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যে ফিরে এসেছে। এতে ক'রে ডেল্টা ফোর্স কন্ট্রোলারের অনুরোধে বাড়তি আরেকটা খুন করার সময় পেয়ে গেলো অনায়াসে।

এখন ওয়াশিংটন ডিসি'র বাইরে, একটি প্রাইভেট মিলিটারি রানওয়েতে, ডেল্টাফোর্স অরোরা ছেড়ে তাদের নতুন একটা বাহনে উঠে পড়লো – ওএইচ-৫৮ডি কিওয়া যুদ্ধ হেলিকপ্টার।

আবারো, কন্ট্রোলারের আয়োজন খুব সেরাই বলা যায়, ডেল্টা-ওয়ান ভাবলো।

আসলে কিওয়া হেলিকপ্টারের ডিজাইন করা হয়েছিলো লাইট অবজারভেশন হেলিকপ্টার হিসেবে, সেটাকে বড় ক'রে, উন্নত সংস্করণ হিসেবে গ'ড়ে তোলা হয়েছে যাতে ক'রে মিলিটারি আক্রমণ পরিচালনা করা যায়। কিওয়া'তে লেজার গাইড প্রেসিশন অস্ত্র ব্যবহার করা হয়। যেমন আকাশ থেকে আকাশে স্ট্রিংগার মিসাইল এবং এজিএম-১১৪৮ হেলোফায়ার মিসাইল সিস্টেম। একসাথে ছয়টি টার্গেটে আক্রমণ চালাতে পারে এটি। খুব কম শত্রুই আছে যারা খুব কাছ থেকে এটাকে দেখার পর এটার গল্প বলার জন্য বেঁচে থাকে।

ডেল্টা-ওয়ান রোমাঞ্চ অনুভব করতে করতে কিওয়া'র পাইলটের সিটে ব'সে গেলো। এটা চালানোর প্রশিক্ষণ তার আছে। তিন বার এটা দিয়ে সে গোপন অপারেশন করেছে। অবশ্য, কখনই সে প্রখ্যাত আমেরিকান অফিশিয়ালকে আক্রমণ করেনি। তার মনে হলো আজকের কাজের জন্য কিওয়া খুবই যথার্থ হয়েছে। এটার রোলস রয়েস এলিসন ইনজিন আর টুইন ব্লেড 'নিরবে চলে,' যাতে ক'রে মাটিতে থাকা টার্গেট টেরই পায় না। আর এয়ার ক্রাফটা কোনো আলো ছাড়াই উড়তে পারে, এতে কালো রঙ পেইন্ট করা এবং কোনো লেখা-টেখা নেই ব'লে এটা রাডার ছাড়া প্রায় অদৃশ্যই মনে হয়।

নিঃশব্দ কালো হেলিকপ্টার।

ষড়যন্ত্রকারী তাত্ত্বিকেরা এটা বলে যে নীরব কালো হেলিকপ্টারের আবিষ্কার বলে দেয় 'নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার ঝটিকা বাহিনী' যে রয়েছে এটা তারই প্রমাণ। এটা জাতিসংঘের অধীনে রয়েছে। অন্যেরা বলে এটা ভিন গ্রহের প্রাণীদের প্লেন। আর রাতের আকাশে এটাকে যারা দেখেছে তারা দাবি করে এটা নির্ঘাৎ ফ্লাইং-সসার বা উড়ন্ত পিরিচ – বহির্জীবদের নভোযান।

সব ভুল। কিন্তু সেনাবাহিনী এসব বিচিত্র চিন্তা ভাবনাকে পছন্দ করে। সাম্প্রতিক এক গোপন মিশনে ডেল্টা-ওয়ান কিওয়া কপ্টার ব্যবহার করেছিলো, যাতে সংযুক্ত করা হয়েছিলো অতি আধুনিক একটি প্রযুক্তি – হোলোগ্রাফিক অস্ত্র, যার ডাক নাম এসঅ্যান্ড এস। এসঅ্যান্ডএস অর্থ হলো স্মোক অ্যান্ড মিরর, মানে ধোঁয়া এবং আয়না – একটি হলোগ্রাফিক ছবি শত্রুর এলাকার আকাশে প্রক্ষেপ করলে বিমান বিধ্বংসী কামান দিয়ে শত্রুর দল ভীত হয়ে গুলি ছুড়তে থাকে। তাদের গোলাবারুদ এভাবে ভৌতিক কোনো বস্তুতে নিঃশেষ হবার পর আমেরিকা ওখানে আসল জিনিস পাঠায়।

ডেল্টা-ওয়ান এবং তার লোকেরা রানওয়ে থেকে উঠতে শুরু করতেই কন্ট্রোলারের কণ্ঠটা শুনতে পেলো েনো। *তোমাদেরকে আরেকটি টার্গেট ধরতে হবে।* তাদের এই নতুন টার্গেটটার পরিচয় জেনে তারা ভড়কে গেছে। তারপরও কোনো প্রশ্ন করা তাদের কাজ নয়। তার দলটিকে একটি আদেশ দেয়া হয়েছে, আর তারা সেটা ঠিক ঠিক পদ্ধতিতেই বাস্তবায়ন

করবে। পদ্ধতিটা খুবই ভয়ংকর।

আশা করি কন্ট্রোলার নিশ্চিত এটাই সঠিক কাজ।

কিওয়াটা শূন্যে উঠতেই ডেল্টা-ওয়ান দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যাত্রা করলো। সে জীবনে মাত্র দু'বার এফডিআর মেমোরিয়াল দেখেছে। কিন্তু আজই প্রথম সেটা আকাশ থেকে দেখবে।

৯৩

"উল্কাপিণ্ডটা আসলে এক কানাডিয়ান ভূ-তত্ত্ববিদ আবিষ্কার করেছিলেন?" গ্যাব্রিয়েল অ্যাশ তরুণ প্রোগ্রামার ক্রিস হার্পারের দিকে চেয়ে রইলো বিস্ময়ে। "আর সেই কানাডিয়ান এখন মৃত?"

হার্পার বিষন্নভাবে মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"কতোদিন ধ'রে আপনি এটা জানেন?" সে জানতে চাইলো।

"কয়েক সপ্তাহ আগে। মারজোরি টেঞ্চ এবং নাসা প্রধান আমাকে দিয়ে জোর ক'রে সংবাদ সম্মেলনে মিথ্যে বক্তব্য দেয়ার পর পরই। তারা জানতো আমি আর আগের কথাতে ফিরে যেতে পারবো না, তাই তারা আমার কাছে সত্যি কথাটা বলেছিলো কীভাবে উল্কাপিণ্ডটি তারা আবিষ্কার করেছে।"

উল্কা আবিষ্কারের ঘটনাটা তবে পিওডিএস এর কাজ নয়! গ্যাব্রিয়েল জানে না, এইসব তথ্য প্রকাশ পেলে কি হবে, কিন্তু এটা নিশ্চিত, একটা কেলেংকারীর ব্যাপারই হবে সেটা। টেঞ্চের জন্য খারাপ সংবাদ। আর সিনেটরের জন্য সুসংবাদ।

"আমি আগেই বলেছি," হার্পার বললো, তাকে খুব নম্র দেখালো। "একটা রেডিও ট্রান্সমিশন ইন্টারসেপ্ট করার মধ্য দিয়ে উল্কাখণ্ডের খবরটি জানা গেছে। আপনি কি INSPIRE নামক একটি প্রোগ্রামের কথা শুনেছেন?"

গ্যাব্রিয়েল এটার সম্পর্কে একটু আধটু শুনেছে।

"এটা হলো," হার্পার বললো, "উত্তর-মেরুতে অবস্থিত নিচু ফ্রিকোয়েন্সির রেডিও রিসিভার – বজ্রপাত, প্রাকৃতিক ক্রিয়াকলাপ এবং ঝড়ের শব্দ কোনোর জন্য ব্যবহার করা হয়।"

"ঠিক আছে।"

"কয়েক সপ্তাহ আগে, INSPIRE -এর একটি রিসিভার এলিসমেয়ার আইল্যান্ড থেকে বার্তা ইন্টারসেপ্ট করে। খুবই নিচু ফ্রিকোয়েন্সিতে এক কানাডিয়ান ভূ-তত্ত্ববিদ সাহায্য চাইছিলেন।" হার্পার একটু থামলো। "সত্যি বলতে কী, ফিকোয়েন্সিটা এতো নিচু ছিলো যে নাসা'র ভিএলএফ রিসিভার ছাড়া অন্য কেউ সেটা শুনতে পায়নি। আমার ধারণা কানাডিয়ান লোকটি লং-ওয়েভিং করছিলো।"

"কী বললেন?"

"সবচাইতে নিচু ফ্রিকোয়েন্সিতে সম্প্রচার করা যাতে বেশি দূরের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। মনে রাখবেন তিনি ছিলেন জনমানবশূন্য এক জায়গায়।"

“মেসেজটাতে কী বলা হয়েছিলো?”

“তিনি বলেছিলেন যে, তিনি মিল্‌নের আইস শেল্‌ফের নিচে খুবই বেশি ঘনত্বের কিছু পেয়েছেন। জিনিসটা আসলে বিশাল একটি উল্কা খণ্ডন ব'লে তিনি মনে করছেন। তিনি রেডিওতে তার অবস্থানের কথাটা জানিয়ে তাকে উদ্ধারের জন্য সাহায্য চেয়েছিলেন, কারণ প্রচণ্ড একটা ঝড় ধেয়ে আসছিলো। নাসা'র শ্রুকশ-ঘাঁটি থিউল থেকে একটা প্লেন পাঠায় তাঁকে উদ্ধারের জন্য। তারা কয়েক ঘন্টা খোঁজাখুঁজি করার পর পাহাড়ের নিচে তাকে এবং তার স্লেডের কুকুরসহ মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। মনে হয় ঝড়ের কবল থেকে বাঁচার জন্য পালাতে গিয়ে পাহাড় থেকে পড়ে গিয়েছিলেন।

গ্যাব্রিয়েল কৌতুহল নিয়ে শুনে গেলো। “তাই আচমকা নাসা সেই উল্কাখণ্ডটির ব্যাপারে জেনে গেলো যা আর কেউ জানতো না?”

“একদম ঠিক। পরিহাসের ব্যাপার হলো, আমার পিওডিএস সফটওয়্যারটা যদি ঠিক থাকতো তবে উল্কাটা পিওডিএস স্যাটেলাইটই খুঁজে পেতো – কানাডিয়ানটারও কয়েক সপ্তাহ আগে।”

গ্যাব্রিয়েল একটু চুপ রইলো। “একটি উল্কাখণ্ড, তিনশ বছর ধ'রে বরফের নিচে যেটা চাপা প'ড়ে আছে, সেটা এক সপ্তাহের মধ্যে দু'বার আবিষ্কার করা হোতো?”

“আমি জানি। খুব কিম্ভুতকিমাকার একটি ব্যাপার। কিন্তু বিজ্ঞান এমনই। ভোজ অথবা দূর্ভিক্ষ। নাসা প্রধান আমাকে বললেন, যেহেতু কানাডিয়ান ভদ্রলোক মারা গেছেন তাই আমরা যদি দাবি করি এটা আমরাই আবিষ্কার করেছি তবে সেটা নিয়ে কেউ সন্দেহ করবে না। উপরন্তু, ব্যর্থতার হাত থেকেও নাসা বেঁচে যাবে।”

“আর সেজন্যেই আপনি সেটা করেছেন?”

“আমার কোনো উপায় ছিলো না। আমি মিশনটা বরবাদ ক'রে দিয়েছিলাম।” সে একটু থামলো। “অবশ্য আজ রাতের প্রেসিডেন্টের সংবাদসম্মেলন থেকে জানতে পারলাম যে উল্কাখণ্ডের মধ্যে ফসিলও রয়েছে ... ”

“আপনি হতবাক হয়ে গিয়েছেন।”

“তার চেয়েও বেশি।”

“আপনি কি মনে করেন, আপনাকে মিথ্যে বলার আগে নাসা প্রধান জানতেন ফসিলের কথাটি?”

“আমি কল্পনাও করতে পারছি না, কীভাবে। নাসা'র প্রথম দলটি ওখানে যাবার আগে উল্কাখণ্ডটি অস্পর্শই ছিলো, দু'শো ফুট বরফের নিচে। আমার মতে, নাসা'র প্রথম দলটি ওখানে গিয়ে খনন ক'রে নমুনা সংগ্রহ করার আগে নাসা'র কোনো ধারণাই ছিলো না তারা কী পেয়েছে।”

গ্যাব্রিয়েল উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলো যেনো। “আপনি কি জবানবন্দী দেবেন, নাসা এবং হোয়াইট হাউজ আপনাকে দিয়ে পিওডিএস সফটওয়্যারের ব্যাপারে মিথ্যে কথা বলিয়েছে?”

“আমি জানি না।” হার্পারকে খুব আতঙ্কিত দেখালো। “আমি ভাবতেও পারছি না এই

আবিষ্কারের ফলে নাসার কি পরিমাণ ক্ষতি হবে ... ?"

"ডক্টর হার্পার, আপনি এবং আমি দু'জনেই জানি উল্কাখণ্ডটি একটি চমৎকার আবিষ্কার। সেটা কীভাবে পাওয়া গেলো সেটা বড় কথা নয়। আসল কথা হলো আপনি আমেরিকান জনগণের কাছে পিওডিএস নিয়ে মিথ্যে বলেছেন। সত্য জানার অধিকার তাদের রয়েছে।"

"আমি জানি না। আমি নাসা প্রধানকে ঘৃণা করি, কিন্তু আমার সহকর্মীরা ... তারা তো ভালো লোক।"

"আর তারা এটা জানার অধিকার রাখে যে তাদের সাথে প্রতারণা করা হয়েছে।"

"আর আমার বিরুদ্ধে যে তহবিল তছরুপের অভিযোগ আছে, সেটা?"

"আপনি সেটা আপনার মাথা থেকে মুছে ফেলতে পারেন।" গ্যাব্রিয়েল বললো। "আমি সিনেটরকে বলবো যে, আপনি তহবিল তছরুপের ব্যাপারে কিছুই জানেন না। এটা নাসা প্রধান করেছেন যাতে আপনি পিওডিএস-এর ব্যাপারে চুপ থাকেন।"

"সিনেটর কি আমাকে রক্ষা করতে পারবেন?"

"অবশ্যই। আপনি তো কিছু করেননি। আপনি কেবল অর্ডার পালন করেছেন। তাছাড়া আপনি যা বললেন, তাতে ক'রে সিনেটরের আর তহবিল তছরুপের ইস্যুটার দরকার পড়বে না। আমরা পুরো মনোযোগ দেব পিওডিএস এবং উল্কা সংক্রান্ত ব্যাপারটা নিয়ে। একবার যদি সিনেটর কানাডিয়ান ভূ-তত্ত্ববিদের কথাটা চাউড় করতে পারেন তবে নাসা প্রধান আপনার বলা মিথ্যে নিয়ে আপনাকে হেয় করার ঝুঁকি আর নেবার চেষ্টা করবে না।"

হার্পারকে খুব বিচলিত দেখালো। সে ভাবছে কী করবে। গ্যাব্রিয়েল তাকে ভাবার জন্য সময় দিলো।

"আপনার কি পোষা কুকুর আছে, ডক্টর হার্পার?"

সে চোখ তুলে তাকালো। "কী বললেন?"

"আমার কাছে এটা অদ্ভুত মনে হয়েছে। আপনি আমাকে একটু আগে বলেছিলেন যে কানাডিয়ান ভূ-তত্ত্ববিদ রেডিওতে উল্কাখণ্ডের ব্যাপারে এবং নিজের অবস্থান জানিয়ে সাহায্য চাইবার পরেই তার স্লেডের কুকুরসহ পাহাড় থেকে পড়ে গেছে?"

"একটা ঝড় বইছিলো সেখানে। সেটাই তো হবে।"

গ্যাব্রিয়েল কাঁধ ঝাঁকিয়ে তার সন্দেহটা প্রকাশ করলো। "আচ্ছা ... ঠিক আছে।"

হার্পার তার দ্বিধাগ্রস্তটা আঁচ করতে পারলো। "আপনি কি বলছেন?"

"আমি জানি না। এই আবিষ্কারের সঙ্গে অনেক কাকতালীয় ব্যাপার জড়িয়ে আছে। একজন কানাডিয়ান ভূ-তত্ত্ববিদ উল্কাখণ্ডের অবস্থান রেডিওতে জানালো সেটা কেবল নাসা'ই ধরতে পারলো? তাঁর স্লেডটা পড়ে গেলো পাহাড় থেকে নিচে?" সে একটু থামলো। "আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, ভূ-তত্ত্ববিদের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নাসা'র বিজয়টা পোক্ত করা হয়েছে।"

হার্পারের মুখ রক্তিম হয়ে গেলো। "আপনি মনে করছেন নাসা প্রধান খুন করেছেন।"

পাকা রাজনীতি। বিশাল টাকার ব্যাপার। গ্যাব্রিয়েল ভাবলো। "আমাকে সিনেটরের সাথে কথা বলতে দিন, তারপরে দেখি কি করা যায়। এখান থেকে কি পেছনের দরজা দিয়ে বের হওয়া যায়?"

গ্যাব্রিয়েল অ্যাশ বিবর্ণ ক্রিস হার্পারকে রেখে ফায়ারস্কেপের সিঁড়ি দিয়ে নাসা হেডকোয়ার্টারের পেছনের গলিতে এসে একটা ট্যাক্সি ধ'রে চলে গেলো।

"ওয়েস্টব্রুক প্লেস, লাক্সারি এপার্টমেন্ট," সে ড্রাইভারকে বললো। সিনেটর সেক্সটনকে আরো সুখী করার জন্য যাচ্ছে সে।

৯৪

কোনোটা যে মেনে নেবে ভাবতে ভাবতে রাচেল জি-ফোরের ককপিটে উঠে দাঁড়ালো। কর্কি এবং টোল্যান্ড তার দিকে তাকালো। যদিও রাচেল আর এনআরও'র ডিরেক্টর উইলিয়াম পিকারিং ঠিক করেছিলো বুলিং বিমান ঘাঁটিতে পৌছাবার আগ পর্যন্ত তারা রেডিওতে যোগাযোগ করবে না, কিন্তু রাচেলের কাছে এখন যে তথ্যটা আছে সেটা অবশ্যই পিকারিং এক্ষুণি জানতে চাইবে। সে নিরাপদ সেলফোনে কল করলো, যা পিকারিং সবসময়ই বহন ক'রে থাকে।

যখন পিকারিং লাইনে এলো, দেখা গেলো সে ভীষণ ব্যস্ত। "সাবধানে বলুন, প্লিজ। এই কানেকশনটার নিশ্চয়তা আপনাকে দিতে পারছি না।"

রাচেল বুঝতে পারলো, এনআরও'র বাকি সব সেলফোনের মতোই পিকারিংয়ের সেলফোনটাও ইনকামিং কল ডিটেক্ট করতে পারে। তাই এই সংলাপটা হবে অস্পষ্টভাবে, কোনো নাম বলা যাবে না। কোনো অবস্থানের কথাও জানানো হবে না।

"আমার কণ্ঠটাই তো আমার পরিচয়," রাচেল বললো। সে আশা করছিলো এভাবে যোগাযোগ করার জন্য ডিরেক্টর অখুশী হবে। কিন্তু পিকারিংয়ের জবাব শুনে মনে হচ্ছে ইতিবাচকই।

"হ্যা, আমি নিজেই আপনার সাথে যোগাযোগ করতে যাচ্ছিলাম। আমাদের গন্তব্য বদলাতে হবে। আমি চিন্তিত আপনারা হয়তো কোনো ওয়েলকামিং পার্টির মুখোমুখি হবেন।"

রাচেল আচমকাই রেগে গেলো। *কেউ আমাদেরকে নজরদারি করছে।*

সে পিকারিংয়ের কণ্ঠে বিপদটা আঁচ করতে পারলো। রাচেলও গন্তব্য বদলাতে চাচ্ছে ব'লে সে খুশিই হলো ব'লে মনে হলো। যদিও দু'জনের কারণ ভিন্ন।

"বিশ্বাসযোগ্যতার ইসুটা," রাচেল বললো। "আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করছি। হয় আমরা সেটা নিশ্চিত করবো, নয়তো নির্দিষ্টভাবে অস্বীকার করবো।"

"চমৎকার। এরকম হলে আমিও জোর দিয়ে লড়তে পারবো।"

"প্রমাণ করার প্রয়োজনেই আমাদেরকে একটু থামতে হবে। আমাদের একজনের কাছে একটা ছোটখাট ল্যাব রয়েছে –"

"কোনো জায়গার নাম বলবেন না, প্লিজ। আপনাদের নিরাপত্তার জন্যই।"-

টেলিফোনেই তার পুরো পরিকল্পনার কথাটা ব'লে দেবে এরকম কোনো ইচ্ছেই রাচেলের নেই। "আপনি কি আমাদেরকে জিএএস-এসি-তে নামার ব্যবস্থা করতে পারেন?"

পিকারিং একটু চুপ থাকলো। রাচেল বুঝতে পারলো যে, জিএএস-এসি শব্দটার অর্থ

বোঝার চেষ্টা করছে সে। এনআরও-তে এটার অর্থ হলো কোস্ট গার্ড গ্রুপ এয়ারস্টেশন আটলান্টিক সিটি। রাচেল আশা করলো ডিরেক্টর সেটা বুঝতে পারবে।

"হ্যা," অবশেষে বললো, "ব্যবস্থা করা যাবে। এটাই কি আপনাদের শেষ গন্তব্য?"

"না। আমাদের হেলিকপ্টার দরকার হবে।"

"একটা এয়ার ক্রাফট অপেক্ষা করবে।"

"ধন্যবাদ।"

"আমি আপনাকে অনুরোধ করবো, কারো সাথে কথা বলবেন না। আপনার শত্রুরা খুবই শক্তিশালী।"

টেঞ্চ, রাচেল ভাবলো। তার ইচ্ছে করলো প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যদি সরাসরি যোগাযোগ করতে পারতো।

"আমি বর্তমানে গাড়িতে আছি, প্রশ্নবিদ্ধ মহিলার সাথে দেখা করতে যাচ্ছি। সে একটা নিরপেক্ষ জায়গাতে আমার সাথে দেখা করতে চাচ্ছে। এতে আরো অনেক কিছুই উন্মোচিত হবে।"

পিকারিং কোনো এক জায়গাতে টেঞ্চের সাথে দেখা করতে যাচ্ছে?

পিকারিং বললো, "আপনার চূড়ান্ত অবস্থান-এর ব্যাপারে কারো সাথে আলোচনা করবেন না। আর রেডিওতে কোনো যোগাযোগও করবেন না। বুঝেছেন?"

"হ্যা, স্যার। আমরা জিএএস-এসিতে ঘন্টাখানেকের মধ্যেই পৌছে যাবো।"

"ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করা যাবে। আপনি আপনার গন্তব্যে পৌছার পর আমার সাথে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ চ্যানেলে যোগাযোগ করবেন।" সে একটু থামলো। "সাবধানে থাকুন।" পিকারিং লাইনটা কেটে দিলো।

রাচেল একটু চিন্তিত হয়ে টোল্যান্ড আর কর্কির দিকে ফিরলো।

"গন্তব্য বদলাচ্ছ?" টোল্যান্ড উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

রাচেল মাথা নাড়লো উদাসভাবে। "*গয়ায়*"

কর্কি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, "আমি এখনও কল্পনা করতে পারছি না যে নাসা এটা ..." সে থেমে গেলো, তাকে কেমন জানি বিচলিত দেখালো।

খুব জলদিই আমরা জানতে পারবো, রাচেল ভাবলো।

সে ককপিটে গিয়ে রেডিও রিসিভারটা রেখে এসে জানালার পাশে বসলো। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রাচেল ভাবলো তারা টোল্যান্ডের জাহাজে যা খুঁজে পাবে সেটা হয়তো তারা পছন্দ করবে না।

৯৫

উইলিয়াম পিকারিং তার সিডান গাড়িটা দিয়ে লিসবার্গ হাইওয়ে দিয়ে যাবার সময় এক ধরনের একাকীত্বে আক্রান্ত হলো, এখন প্রায় ২টা বাজে। রাস্তাঘাট ফাঁকা। এতো রাতে অনেক বছর ধরেই সে গাড়ি চালায়নি।

মারজোরি টেঞ্চের খসখসে কণ্ঠটা এখন তার কানে বাজছে। *এফডিআর মেমোরিয়ালে*

আমার সাথে দেখা করুন।

টেঞ্চের সাথে পিকারিংয়ের শেষ সাক্ষাতের কথাটা সে মনে করার চেষ্টা করলো – সুখকর কোনো স্মৃতি ছিলো না সেটা। দু'মাস আগের ঘটনা। হোয়াইট হাউজে। টেঞ্চ পিকারিংয়ের বিপরীতে বসেছিলো। টেবিলের চারপাশে ছিলো, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সদস্যরা, জয়েন্ট চিফ, সিআইএ, প্রেসিডেন্ট হার্নি এবং নাসা প্রধান।

সিআইএ'র প্রধান বলেছিলেন, "জেন্টেলমেন, আমি আবারো এই কাউন্সিলে নাসা'র নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যার মোকাবেলা করার জন্য বলছি।"

একথাটাতে ঘরের কেউই অবাক হয়নি। কারণ কয়েকদিন আগে নাসা'র একটি আর্থ অবজারভিং স্যাটেলাইটের তোলা তিন শত রেজুলেশনের কিছু ছবি নাসা'র ডাটাবেস থেকে এক হ্যাকার চুরি করেছিলো। ছবিতে উত্তর আফ্রিকায় অবস্থিত আমেরিকার এক গোপন প্রশিক্ষণ ঘাঁটির সন্ধান ছিলো। ঐ ছবিগুলো মধ্যপ্রাচ্যের সন্ত্রাসীরা চড়া দামে কিনে নেয়।

"নাসা'র এসব কাজকর্ম জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকী হয়ে দেখা দিয়েছে," সিআইএ-র প্রধান বলেছিলেন।

"আমি বুঝতে পেরেছি," প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন। "নাসা'র কিছু অবহেলা আর দুর্বলতার কারণে সমস্যা হচ্ছে। তারপরও আমি বলবো, নাসা প্রধান এক্সট্রম, তুমি নাসা'র নিরাপত্তা আরো জোরদার করবে।"

কিন্তু সিআইএ'র প্রধান তারপরও বললো, "মিঃ প্রেসিডেন্ট, নাসা'র কেবল নিরাপত্তা জোরদার করলেই হবে না, তার কর্মকাণ্ডের অতি প্রচারও বন্ধ করতে হবে। এইসব প্রচারের ফলে অনেক তথ্য ও প্রযুক্তি ফাঁস হয়ে পড়ে, যা আমাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়।"

প্রেসিডেন্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন। কারণ তাঁর কাছে সুস্পষ্ট একটা প্রস্তাব দেয়া হয়েছিলো। আমেরিকার ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটিতে নাসা'কে একটি অংশ হিসেবে নতুন ক'রে ঢেলে সাজান হোক। এরকম অনেক এজেন্সিকেই অতীতে ঢেলে সাজানো হয়েছিলো। কিন্তু হার্নি নাসা'কে পেন্টাগনের অধীনে রাখার পক্ষে রাজি হননি। লরেন্স এক্সট্রমকে সেই মিটিংয়ে মোটেই হাসিখুশি দেখায়নি। সে কটমট ক'রে সিআইএ'র প্রধানের দিকে তাকিয়ে বলেছিলো, "স্যার, নাসা যেসব প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে সেগুলো অসামরিক। আপনার ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটি যদি আমাদের স্পেস টেলিস্কোপটা দিয়ে চিনকে পর্যবেক্ষণ ক'রে সেটা আপনার ব্যাপার।"

সিআইএ'র প্রধান যেনো রেগে মেগে ফেটে পড়তে চাচ্ছিলো একথা শুনে।

পিকারিং নাসা'র প্রধানের দিকে তাকিয়ে বলেছিলো, "ল্যারি, প্রতিবছর নাসা কংগ্রেসের কাছে হাটুগেঁড়ে টাকা চায়। আপনারা খুব বেশি টাকা খরচ ক'রে অপারেশন পরিচালনা করেন, আর তাদের বেশির ভাগই ব্যর্থ হয়। আমরা যদি নাসা'কে ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটির সঙ্গে যুক্ত ক'রে ফেলি তবে নাসা'কে আর কংগ্রেসের কাছে সাহায্যের জন্য হাত পাততে হবে না। ব্ল্যাক বাজেটেই আপনাদের ফান্ড যোগার হয়ে যাবে। আপনারা পাবেন আপনাদের প্রয়োজনীয় টাকা আর ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটি আশ্বস্ত থাকবে যে, নাসা'র প্রযুক্তিগুলো সুরক্ষিত আছে।"

এক্সট্রম মাথা ঝাঁকালো। "নীতিগতভাবে, আমি এই ব্রাশ দিয়ে নাসাকে রঙ লাগাতে পারি

না। নাসা হলো মহাশূন্য বিজ্ঞানের জন্য। জাতীয় নিরাপত্তার সাথে এর কোনো লেনদেন নেই।"

সিআইএ'র ডিরেক্টর উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো, এটা প্রেসিডেন্ট যখন বসা থাকেন তখন কখনই করা হয় না। কেউ অবশ্য তাকে বাধাও দেয়নি। সে নাসা প্রধানের দিকে কটমট ক'রে তাকালো। "আপনি কি বলতে চাচ্ছেন জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই? ল্যারি তারা একই জিনিস, ঈশ্বরের দোহাই লাগে। এই দেশকে কেবলমাত্র উন্নত প্রযুক্তিই নিরাপদে রেখেছে। আর আমরা জানি কিংবা না জানি, নাসা'ই এইসব প্রযুক্তির উদ্ভাবন আর বিকাশে বড় ভূমিকা রেখে থাকে। দুঃখের বিষয়, আপনার এজেন্সি দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো খবর ফাঁস করেই যাচ্ছে!"

ঘরে নিরবতা নেমে এলো।

এবার এক্সট্রম তার আক্রমণকারির দিকে চেয়ে কঠিনভাবে বললো, "তাহলে, আপনি এটাই বলতে চাচ্ছেন যে, নাসা'র বিশ হাজার বিজ্ঞানীকে মিলিটারি ল্যাবে আঁটকে রেখে আপনাদের জন্য কাজ করতে বলা হবে? নাসা অনেক বড় বড় আবিষ্কার করেছে। আমাদের কর্মচারীরা চায় মহাশূন্যকে গভীরভাবে বুঝতে। আকাঙ্ক্ষা আর কৌতুহলই নাসা'র কর্মীদের পরিচালিত করে। সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের স্বপ্নে নয়।"

পিকারিং গলাটা পরিষ্কার ক'রে বললো, "ল্যারি, আমি নিশ্চিত, ডিরেক্টর নাসা'র বিজ্ঞানীদেরকে নিযুক্ত ক'রে তাদেরকে দিয়ে সামরিক স্যাটেলাইট বানাবেন না। নাসা যেমন আছে তেমনই থাকবে, কেবল আপনাকে ফান্ড বাড়িয়ে নিরাপত্তা জোরদার করতে বলা হবে।" পিকারিং প্রেসিডেন্টের দিকে তাকিয়ে আবার বললো, "নিরাপত্তা খুবই ব্যয়বহুল, এই ঘরের আমরা সবাই সেটা জানি। নাসা'র তথ্য ফাঁস হয়, কারণ তাদের ফান্ডের স্বল্পতা রয়েছে। আমি প্রস্তাব করছি, এখনকার মতো নাসা যেমন আছে তেমনি থাকবে। কিন্তু তাদের বাজেট হবে আরো বড় আর তারা একটু বিচক্ষণতাও দেখাবে।" নিরাপত্তা কাউন্সিলের কয়েকজন সদস্য একমত পোষণ ক'রে সায় দিলো।

প্রেসিডেন্ট হার্নি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। সরাসরি পিকারিংয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "বিল, আমাকে এটা জিজ্ঞেস করতে দাও: নাসা আগামী দশকে মঙ্গলে যাবার আশা করছে। ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটি ব্ল্যাক বাজেটের বিশাল একটি অংশ মঙ্গল অভিযানে ব্যয় হতে দেখলে কী ভাববে – এমন একটা মিশন যাতে জাতীয় নিরাপত্তার কোনো লাভ নেই?"

"নাসা যেমন চায় তেমনি করতে পারবে।"

"ধ্যাত্তারিকা," হার্নি জবাব দিলেন।

সবাই তাঁর দিকে তাকালো, কেন না হার্নি খুব কমই এরকম শব্দ ব্যবহার করেন।

"প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমি একটা জিনিসই দেখেছি," হার্নি বললেন, "সেটা হলো, যে ডলার নিয়ন্ত্রণ করে সে-ই দিক নির্দেশনা নিয়ন্ত্রণ করে। নাসা যে উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, সেরকম উদ্দেশ্য যাদের নেই, তাদের হাতে আমি নাসা'কে ছেড়ে দিতে রাজি নই। নাসা বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের জন্য কাজ করে, সামরিক বিজ্ঞানের জন্য নয়।"

হার্নি ঘরের চারদিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিলেন। তারপর আবার পিকারিংয়ের দিকে

তাকালেন।

"বিল," হার্নি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "নাসা বিদেশের সাথে যৌথভাবে প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করাতে আপনার ক্ষোভ রয়েছে জানি। এতে ক'রে আপনি মনে করেন জাতীয় নিরাপত্তার সমস্যা হতে পারে। কিন্তু এটা ভেবে দেখেন, এতে ক'রে নিদেনপক্ষে কেউ তো চায়না অথবা রাশিয়ার সাথে গঠনমূলক কাজ করতে পারছে। এই পৃথিবীর শান্তি সামরিক শক্তি বলে স্থাপন হয় না। এটা আসে তাদের দ্বারা যারা তাদের সরকারের মধ্যে মত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একসাথে কাজ করে। আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন তবে বলবো, নাসা'র যৌথ মিশন জাতীয় নিরাপত্তার জন্য যতোটুকু ভালো কাজ করতে পারে, সেটা বিলিয়ন ডলারের স্পাই স্যাটেলাইটের চেয়েও বেশি।"

পিকারিং ভেতরে ভেতরে রেগে গেলো। *একজন রাজনীতিকের কতো বড় আস্পর্ধা আমার সাথে এভাবে কথা বলছে!*

"বিল," মারজোরি টেঞ্চ যেনো পিকারিংয়ের রাগটা বুঝতে পেরে বললো, "আমরা জানি আপনি আপনার মেয়েকে হারিয়েছেন। আমরা জানি এটা আপনার ব্যক্তিগত একটা ইসু।"

পিকারিং যেনো আরো তেঁতে গেলো এ কথাটা শুনে।

"কিন্তু সদস্যগণ," টেঞ্চ বললো। "হোয়াইট হাউজে বানের জলের মতো প্রস্তাব আসছে মহাশূন্যকে প্রাইভেট সেক্টরে ছেড়ে দিতে। কিন্তু আপনারা যদি আমাকে নাসার করা সব ভুলত্রুটির কথা জিজ্ঞেস করেন, তাহলে বলবো, নাসা হলো ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটির একজন বন্ধুই। আপনারা আশীর্বাদ পেয়েছেন বলা যায়।"

গাড়িটা একটু ঝাঁকি খেলে পিকারিং বাস্তবে ফিরে এলো। সে ডিসি থেকে বের হতে যাচ্ছে। সে রাস্তার পাশে একটা মৃত হরিণ পড়ে থাকতে দেখলো। তার খুব অদ্ভুত অস্বস্তি বোধ হলো ... কিন্তু সে গাড়ি চালিয়েই গেলো।

তার সাথে একজনের সাক্ষাত আছে।

৯৬

ফ্রাংকলিন ডিলানো রুজভেল্ট মেমোরিয়ালটা আমেরিকার সবচাইতে বড় মেমোরিয়াল। একটা পার্ক, জলপ্রপাত আর খোলা প্রাঙ্গণ রয়েছে সেখানে। মেমোরিয়ালটা চারটা আউটডোর গ্যালারিতে বিভক্ত।

মেমোরিয়ালের একমাইল দূরে, একটা কিওয়া হেলিকপ্টার আকাশের উপর এসে স্থির হলো। এটার বাতিগুলো মৃদু ক'রে রাখা হয়েছে। এরকম একটা শহরে যেখানে ভিআইপি আর মিডিয়ার লোকজনের পরিপূর্ণ থাকে, সেখানে একটা হেলিকপ্টার ওড়া সাধারণ ঘটনাই। ডেল্টা-ওয়ান জানে হোয়াইট হাউজের চার পাশে যে বুদবুদের মতো নিরাপত্তা জাল রয়েছে, সেটাকে তারা বলে ডোম – এই ডোমের বাইরে তারা যতোক্ষণ থাকবে ততোক্ষণ খুব একটা নজরে আসবে না। তারা অবশ্য এখানে বেশিক্ষণ থাকবেও না।

কিওয়াটা ২১০০ ফুট উপরে রয়েছে, সেটা ঠিক এফডিআর-এর উপরে অবস্থান নেয়নি,

একটু পাশে আছে। ডেল্টা-ওয়ান তার অবস্থান চেক ক'রে দেখছে। সে তার বামে তাকালো, যেখানে ডেল্টা-টু নাইট ভিশন টেলিস্কোপ দিয়ে নিচে নজরদারী করছে। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে মেমোরিয়ালের প্রবেশ মুখের একটা ছবি। পুরো এলাকাটা ফাঁকা।

এখন তারা অপেক্ষা করবে। এই হত্যাটি নীরবে নিভৃতে হবে না। কিছু লোক আছে যাদেরকে নীরবে নিভৃতে হত্যা করা যায় না। পদ্ধতির কথা না হয় বাদই দেয়া গেলো, তদন্ত আর ঘটনার পরিক্রমা এগুলো তো চলবে পুরো দমে। এইক্ষেত্রে, সবচাইতে ভালো আড়াল যেটা হবে সেটা হলো বিশাল একটা বিস্ফোরণ, আগুন আর ধোঁয়া। তাতে ক'রে মনে হবে বিদেশী সন্ত্রাসীরা কাজটি করেছে। বিশেষ ক'রে টার্গেট যখন হাই প্রোফাইলের কর্মকর্তা।

ডেল্টা-ওয়ান নাইট-ভিশনটা দিয়ে নিচে মেমোরিয়ালের একটা গাছের দিকে দেখলো। পার্কিং লট আর প্রবেশ পথটা খালি। এই ব্যক্তিগত মিটিংটা শহর অঞ্চলে হলেও, এই সময়ে একেবারেই জনমানবশূন্য। ডেল্টা-ওয়ান স্ক্রিন থেকে চোখ সরিয়ে নিজের অস্ত্রের কন্ট্রোলের দিকে তাকালো।

আজ রাতের অস্ত্রটা হবে হেলফায়ার সিস্টেম। একটি লেজার গাইডেড, এন্টি আরমুর মিসাইল।

"সিডান," ডেল্টা-টু বললো।

ডেল্টা-ওয়ান ভিডিও মনিটরের পর্দায় তাকালো। একটা কালো লাক্সারি সিডান প্রবেশ পথ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এটা হলো সরকারের মটর পুলের অতি পরিচিত গাড়িগুলোরই একটি। ড্রাইভার গাড়িটার হেডলাইট নিভিয়ে দিলো। গাড়িটা বার কয়েক চক্কর দিয়ে একটা গাছের কাছে গিয়ে পার্ক করলো। ডেল্টা-ওয়ান স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছে, আর তার সঙ্গী নাইট-ভিশনটা ড্রাইভারের জানালার কাছে ফোকাস করলো। একটু বাদেই লোকটার চেহারা দৃষ্টির গোচরে এলো।

ডেল্টা-ওয়ান একটু নিঃশ্বাস নিয়ে নিলো।

"টার্গেট নিশ্চিত," তার সঙ্গী বললো।

ডেল্টা-ওয়ান নাইট-ভিশন স্ক্রিনের দিকে তাকালো। *টার্গেট নিশ্চিত।*

ডেল্টা-টু একটু বাম পাশে স'রে এসে লেজার ডেসিগনেটরটা সচল ক'রে দিলো। সে লক্ষ্য স্থির করলো, ২০০ ফুট নিচে, সিডানের ছাদের ওপরে ছোট্ট একটা আলোর বিন্দু দেখা গেলো।

"টার্গেটকে চিহ্নিত করা হয়েছে," সে বললো।

ডেল্টা-ওয়ান গভীর একটা দম নিয়ে ফায়ার করলো। হেলিকপ্টারের পা-দানীর নিচ থেকে একটা ফোঁস ক'রে শব্দ হলো। একটা মৃদু আলোর রেখা মাটির দিকে ছুটে গেলো। এক সেকেন্ড বাদে, নিচে পার্ক করা গাড়িটা তীব্র আলো আর বিস্ফোরণে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। দোমড়ানো-মোচড়ানো ধাতুর টুকরো চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। আগুনে পোড়া টায়ার জ্বলতে লাগলো।

"হত্যা সম্পন্ন হয়েছে," ডেল্টা-ওয়ান বললো, ইতিমধ্যেই সে কপ্টারটা ঐ এলাকা থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। "কন্ট্রোলারকে ফোন করো।"

দুই মাইলেরও কম দূরে, প্রেসিডেন্ট হার্নি শুতে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

তাঁর ঘরের জানালার কাঁচ লেক্সান বুলেট প্রুফ, আর সেটা এক ইঞ্চির পুরু। হার্নি বিস্ফোরণের শব্দটা শুনতে পাননি।

৯৭

কোস্টগার্ড গ্রুপ এয়ার স্টেশন আটলান্টিক সিটি, আটলান্টিক সিটির ইন্টারন্যাশনাল এয়ার পোর্টের উইলিয়াম জে হিউজেস ফেডারেল এভিয়েশন এডমিনেস্ট্রেশন টেকনিক্যাল সেন্টারের নিরাপদ একটি জায়গায় অবস্থিত। এই গ্রুপের দায়িত্বে আছে আটলান্টিক সাগর উপকূল থেকে কেপ মে'র এসবুইরি পার্ক পর্যন্ত। প্লেনটা রানওয়েতে নামতেই চাকার ঘর্ষণের ফলে ঝাঁকুনি হলে তাতে রাচেল সেক্সটন জেগে উঠলো। সে ঘুমিয়ে পড়েছিলো দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেলো। রাচেল তার ঘড়িটা দেখলো।

২টা ১৩ মিনিট। তার মনে হলো সে বুঝি কয়েকদিন ধ'রে ঘুমিয়ে ছিলো।

প্লেনের ভেতরে একটা উষ্ণ কম্বল জড়িয়ে আছে রাচেল। মাইকেল টোল্যান্ডও তার পাশে এইমাত্র জেগে উঠলো। সে তার দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত হাসি দিলো।

কর্কি তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে। তাদেরকে ওখানে দেখে ভুরু তুললো। "আরে, তোমরা এখনও এখানে? আমি জেগে ওঠে আশা করেছিলাম গত রাতটা ছিলো একটা বাজে স্বপ্ন।"

রাচেল জানে কর্কির কেমন লাগছে। *আমি আবারো সমুদ্রের কাছে ফিরে এসেছি।*

প্লেনটা একটা জায়গায় থামলে রাচেল এবং বাকিরা ফাঁকা জনমানবশূন্য রানওয়েতে নেমে পড়লো। রাতটা গাঢ় হয়ে আসছে। উপকূলের বাতাস ভারি আর উষ্ণ ব'লে অনুভূত হলো, এলিসমেয়ার এর সাথে তুলনা করলে, নিউজার্সি হলো ক্রান্তীয় অঞ্চল।

"এখানে।" একটা কণ্ঠ বললো।

রাচেল এবং অন্যেরা তাকিয়ে দেখলো একটা ক্রিম রঙের এইচএইচ-৬৫ ডলফিন হেলিকপ্টার কাছেই অপেক্ষা করছে। ককপিটে ব'সে থাকা পাইলট তাদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লো।

টোল্যান্ড রাচেলের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললো, "তোমার বস্ দেখছি সত্যি কাজের লোক।"

তোমার কোনো ধারণাই নেই, সে ভাবলো।

কর্কি আক্ষেপ করলো। "এখনই? কোনো ডিনার খাওয়া হবে না?"

পাইলট তাদেরকে কপ্টারে ওঠাতে সাহায্য করলো, তাদের নাম ধাম কিছুই জিজ্ঞেস করলো না সে। পিকারিং তাকে স্পষ্টতই জানিয়ে দিয়েছে এই ফ্লাইটটা নিয়ে বাগাড়ম্বর বা উচ্চবাচ্য করা যাবে না। তারপরও রাচেল দেখতে পেলো পিকারিংয়ের সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও তাদের পরিচয়টা খুব বেশিক্ষণ গোপন রইলো না। টেলিভিশন তারকা টোল্যান্ডের দিকে চোখ বড়বড় ক'রে তাকাতে পাইলট কার্পন্য করলো না।

পাইলট ককপিটে ব'সে ঘোষণা দিলো, "আমাকে বলা হয়েছে, আকাশে ওড়ার পরই আপনারা আমাকে আপনাদের গন্তব্যের কথাটা বলবেন, মাত্র একবার।"

টোল্যান্ড পাইলটকে গন্তব্যের বর্ণনা দিয়ে দিলো।

তার জাহাজটা তীর থেকে বারো মাইল দূরে আছে, রাচেল ভাবলো। কথাটা ভেবেই কেঁপে উঠলো সে।

পাইলট গন্তব্যের কো-অর্ডিনেশনটা নেভিগেশন যন্ত্রে টাইপ ক'রে নিলো। এরপর সে ইনজিনটা চালু করলো। কপ্টারটা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ছুটে চললো।

"আমি জানি আমার এটা বলা উচিত নয়," পাইলট বললো, "কিন্তু আপনি অবশ্যই মাইকেল টোল্যান্ড, আমাকে বলতেই হচ্ছে, আজ রাতে আপনাকে দেখেছি, ভালই করেছেন! উল্কাখণ্ডটি, একদম অবিশ্বাস্য, আপনারাও নিশ্চয় বিস্মিত হয়েছেন!"

টোল্যান্ড ধৈর্য্য সহকারে মাথা নেড়ে বললো, "বাকরুদ্ধ হয়ে গেছি।"

"প্রামান্যচিত্রটা দারুণ হয়েছে! আপনি জানেন, সেটা টিভিগুলোতে বার বার প্রচার করা হচ্ছে। আজ রাতে কোনো পাইলটই টিভি ছেড়ে উঠতে চায়নি। আর আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও এসেছি এটা চালাতে। বিশ্বাস করতে পারছেন? আর আমি এখন সত্যিকারের টোল্যান্ডের সাথে ভ্রমণ করছি –"

"আমরাও," রাচেল বললো। "আর আমরা চাই আমাদের কথাটা কেবল আপনিই জানেন। অন্য কেউ যেনো আমাদের কথা না জানে।"

"অবশ্যই ম্যাম। আমাকে অর্ডার দেয়া হয়েছে সেরকমই। আমরা কি *গয়া*'র দিকে যাচ্ছি?"

টোল্যান্ড উদাসভাবে মাথা নাড়লো। "হ্যা।"

"আহ্, তাই নাকি। আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি *গয়া* দেখতে পারবো।"

টোল্যান্ড রাচেলের দিকে ফিরলো। "তুমি ঠিক আছো? তুমি অবশ্য সাগর পাড়ে থাকতে পারো। আমি বলছি।"

"ধন্যবাদ, তার দরকার নেই। আমি ঠিক আছি।"

টোল্যান্ড হাসলো। "আমি তোমাকে চোখে চোখে রাখবো।"

"ধন্যবাদ।" রাচেল অবাক হলো টোল্যান্ডের আন্তরিক কথাবার্তা শুনে সে নিরাপদ বোধ করছে।

"টিভিতে তুমি *গয়া* দেখেছো, তাই না?"

সে সায় দিলো। "এটা ... খুবই অদ্ভুত দেখতে।"

টোল্যান্ড হাসলো, "হ্যা, সেটা খুবই আধুনিক ডিজাইনের ছিলো, কিন্তু সেটা কারো চোখে পড়েনি।"

"ভাবতে পারছি না কেন," রাচেল ঠাট্টা ক'রে বললো। জাহাজটার কিম্ভুতকিমাকার ছবিটার কথা ভাবলো।

"এনবিসি এখন আমাকে নতুন জাহাজ নেবার জন্য বলছে। আর কয়েকটা সিজনের পরই হয়তো তারা আমার সাথে ওর বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবে।"

টোল্যান্ডের কথাটা খুবই বিষণ্ন কোনোালো।

"তুমি নতুন জাহাজটাকে ভালবাসবে না?"

"আমি জানি না ... *গয়া*'র সাথে অনেক স্মৃতি আছে আমার।"

রাচেল নরম ক'রে হাসলো। "আমার মা সবসময়ই বলতেন, আজ হোক কাল হোক আমাদের অতীতকে বিদায় জানাতেই হবে।"

টোল্যান্ড তার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো। "হ্যা, আমিও সেটা জানি।"

৯৮

"ধ্যাত্," ট্যাক্সি ড্রাইভার ঘাড় ঘুরিয়ে গ্যাব্রিয়েলকে বললো। "মনে হচ্ছে সামনে একটা দুর্ঘটনা হয়েছে। কিছুক্ষণের জন্য যাওয়া যাবে না।"

গ্যাব্রিয়েল বাইরে তাকিয়ে দেখলো জরুরি কাজে নিয়োজিত গাড়িগুলো ছোটাছুটি করছে। রাস্তায় কয়েকজন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে, তারা যানবাহনগুলো থামিয়ে দিচ্ছে।

"নির্ঘাত বড়সড় কোনো দুর্ঘটনা হয়েছে," ড্রাইভার বললো, এফডিআর মেমোরিয়ালের কাছে দাউদাউ ক'রে জ্বলতে থাকা আগুনের দিকে ইঙ্গিত করে।

গ্যাব্রিয়েল আগুনটার দিকে তাকালো। *আর সময় পেলো না, এখন।* তার দরকার এক্ষুণি সিনেটর সেক্সটনকে পিওডিএস এবং কানাডিয়ান ভূ-তত্ত্ববিদের খবরটা জানানো। নাসা উল্কাখণ্ডের আবিষ্কারের বিষয়ে যে সবার কাছে মিথ্যে বলেছে এই কেলেংকারীটাই সেক্সটনের ক্যাম্পেইনে প্রাণ ফিরিয়ে আনার জন্য যথেষ্ট। *সব রাজনীতিক অবশ্য এটা এভাবে কাজে লাগাতে পারবে না।* সে ভাবলো, কিন্তু এ হলো সিনেটর সেজউইক সেক্সটন। যে লোক অন্যের ব্যর্থতাকে পুঁজি ক'রে নিজের প্রচারণা কাজের প্রসার ঘটায়।

গ্যাব্রিয়েল সিনেটরের নেতিবাচক অনৈতিক আক্রমণগুলো নিয়ে সবসময় গর্বিত বোধ করে না। কিন্তু সেগুলো খুবই কাজে দেয়।

সেক্সটন এই ব্যাপারটাকে এমনভাবে ব্যবহার করবেন যে নাসা'র চরিত্র হনন তো হবেই, এমনকি সেটা শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্টকেও জড়িয়ে ফেলবে।

এফডিআর মেমোরিয়ালের সামনে জ্বলতে থাকা আগুনটা আরো উঁচুতে চলে গেলে গ্যাব্রিয়েল সেটা গাড়ি থেকে দেখতে পেলো। একটা গাছেও আগুন লেগে গেছে। ফায়ার সার্ভিসের লোকেরা আগুন নেভাতে ব্যস্ত। ট্যাক্সি ড্রাইভার তার রেডিওটা চালু ক'রে একটা চ্যানেল ধরার চেষ্টা করলো।

গ্যাব্রিয়েল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ বন্ধ করলো। ক্লান্তিতে সে দূরে কোথাও চলে গেলো। সে যখন ওয়াশিংটনে প্রথম এসেছিলো, রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার স্বপ্ন দেখতো। হয়তো কোনো একদিন সে হোয়াইট হাউজেও কাজ করবে। এই মুহূর্তে, সে মনে করছে এই জীবনে যথেষ্ট রাজনীতি হয়েছে – মারজোরি টেঞ্চের সাথে মুখোমুখি হওয়া, তার এবং সিনেটরের অশ্লীল ছবিগুলো, নাসা'র মিথ্যে কথাগুলো ...

রেডিওতে একজন নিউজকাস্টার বলছে একটা গাড়িবোমা হয়েছে, সম্ভবত সন্ত্রাসী কাজ।

আমাকে এই শহর থেকে বের হয়ে যেতে হবে, গ্যাব্রিয়েল এই প্রথম রাজধানীতে আসার পর এই কথাটা ভাবলো।

৯৯

কন্ট্রোলার খুব কমই শ্রান্ত হয়। কিন্তু আজ সেটা হলো। কোনো কিছুই পরিকল্পনা মতো হচ্ছে না – বরফের নিচে পাথরটা ট্র্যাজিক আবিষ্কার, সিক্রেটটা বজায় রাখার সমস্যা এবং এখন হত্যা খুনের তালিকা দীর্ঘ হওয়া।

কারোরই মরার কথা ছিল না...কেবল কানাডিয়ানটা ছাড়া।

এটা খুব পরিহাসের ব্যাপার যে, এই পরিকল্পনার সবচাইতে কঠিন অংশটা এখন খুব কমই সমস্যাসংকুল হিসেবে পরিগণিত হয়ে ওঠেছে।

পাথরটা অনুপ্রবেশ, একমাস আগেই করা হয়েছিলো, সেটাতে কোনো সমস্যা হয়নি। একবার সেটা স্থাপন করার পর, বাকি কাজটা করবে পিওডিএস স্যাটেলাইট।

কিন্তু ঐ শালার সফওয়্যারটা কাজ করলো না।

কন্ট্রোলার যখন জানতে পারলো সফটওয়্যারটা আসন্ন নির্বাচনের আগে আর ঠিক করা যাবে না, তখন পুরো পরিকল্পনাটাই হুমকীর মুখে প'ড়ে গেলো। পিওডিএস ছাড়া, উল্কাপিণ্ডটি চিহ্নিত করা যাবে না। কন্ট্রোলার কোনো এক উপায়ে নাসার কাউকে উল্কাপিণ্ডের অস্তিত্বের ব্যাপারে জানিয়ে দিলো। সমাধানটাতে প্রয়োজন পড়লো একজন কানাডিয়ান ভূ-তত্ত্ববিদের বেতার বার্তার সম্প্রচার। ভূ-তত্ত্ববিদকে, সংগত কারণেই, সঙ্গে সঙ্গেই হত্যা করার দরকার ছিলো এবং তাঁর মৃত্যুটাকে একটা দুর্ঘটনার মতো ক'রে দেখানো হয়েছিলো। একজন নির্দোষ ভূ-তত্ত্ববিদকে হেলিকপ্টার থেকে নিচে ফেলে দেয়ার মধ্য দিয়েই শুরু হয়েছিলো। এখন সবকিছু খুব দ্রুতই এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

ওয়েলি মিং। নোরা ম্যাঙ্গোর। দু'জনেই মৃত।

সবচাইতে সাহসী খুনটা সংঘটিত হয়েছে এফডিআর মেমোরিয়ালের সামনে।

খুব শীঘ্রই এই তালিকায় যোগ দেবে রাচেল সেক্সটন, মাইকেল টোল্যান্ড আর ডক্টর মারলিনসন।

এছাড়া আর কোনো পথ নেই, কন্ট্রোলার ভাবলো, নিজের উদ্বিগ্নতা আর অনুশোচনা কাটাতে চাইলো।

১০০

কোস্টগার্ডের ডলফিন হেলিকপ্টারটা এখনও *গয়া*'র অবস্থান থেকে দু'মাইল দূরে আছে। সেটা ৩০০০ ফিট উপর দিয়ে উড়ছে। টোল্যান্ড চিৎকার ক'রে পাইলটকে ডাকলো।

"আপনাদের এখানে কি নাইট-সাইট রয়েছে?

পাইলট সায় দিলো। "আমরা উদ্ধারকারী ইউনিট।"

টোল্যান্ডও ঠিক এরকমটি প্রত্যাশা করেছিলো। নাইট-সাইট হলো রে-থিওন মেরিন

থার্মাল ইমেজিং সিস্টেম। অন্ধকারেও ধ্বংসস্তূপ বা ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেতে এটা সাহায্য ক'রে থাকে। কেউ পানিতে সাঁতরে থাকলে, সাঁতারুর মাথা থেকে যে উত্তাপ বের হয় সেটা এই যন্ত্রে কালো সমুদ্রের উপর লাল বিন্দু হিসেবে ধরা পড়ে।

"সেটা চালু করেন।" টোল্যান্ড বললো।

পাইলট দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে তাকালো। "কেন? কিছু হারিয়েছেন কি?"

"না। আমি সবাইকে একটা জিনিস দেখাতে চাচ্ছি।"

"এতো উপর থেকে আমরা কিছুই দেখতে পাবো না, যদি না কোনো তেল ট্যাংকারে আগুন লেগে থাকে।"

"শুধু একটু ছাড়ুন," টোল্যান্ড বললো।

পাইলট একটু অবাক হয়ে যন্ত্রটা চালু ক'রে দিলো। একটা এলসিডি পর্দা তার ড্যাশ বোর্ডে রাখা, সেটা চালু হয়ে গেলে একটা ছবি দেখা ভেসে উঠলো।

"আরে বাবা!" পাইলট অবাক হয়ে চমকাতেই হেলিকপ্টারটি দুলে উঠলো। তারপর সে সামলে নিয়ে পর্দার দিকে তাকালো।

রাচেল আর কর্কি সামনের দিকে ঝুঁকলো, তারাও বিস্মিত হলো ছবিটা দেখে। কালো রঙের সাগরের প্রেক্ষাপটে বিশাল একটা লাল রঙের কুণ্ডুলী দেখা যাচ্ছে।

রাচেল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে টোল্যান্ডের দিকে তাকালো। "এটা মনে হচ্ছে সাইক্লোন।"

"তাই," টোল্যান্ড বললো। "উষ্ণ স্রোতের সাইক্লোন। আধমাইল জুড়ে বিস্তৃত।"

পাইলট মাথা নেড়ে সায় দিলো। "এটা খুবই বড়। আমরা এটা হরহামেশাই দেখি, কিন্তু এখনও এসবের কবলে পড়িনি।"

"গত সপ্তাহে পৃষ্ঠে উঠে এসেছে," টোল্যান্ড বললো। "সম্ভবত, আর কয়েকদিনের বেশি টিকবে না।"

"এটা হবার কারণ কি?" রাচেল জিজ্ঞেস করলো। এটা দেখে বোধগম্য কারণেই সে হতবিহ্বল হয়ে গেছে।

"ম্যাগমা ডোম," পাইলট বললো।

রাচেল উদ্বিগ্ন হয়ে টোল্যান্ডের দিকে চাইলো। "আগ্নেয়গিরি?"

"না," টোল্যান্ড বললো। "পূর্ব উপকূলে সাধারণত আগ্নেয়গিরি থাকে না। কিন্তু প্রায়ই আমরা ম্যাগমার পকেট খুঁজে পাই, সেটা সমুদ্র তলদেশের অনেক নিচে, উত্তপ্ত এলাকা। উত্তপ্ত এলাকাটি বিপরীত তাপামাত্রার মিশ্রনে থাকে – গরম পানি নিচে এবং ঠাণ্ডা পানি উপরে। এর কারণেই এই বিশাল স্রোতের কুণ্ডলীর জন্ম হয়। তাদেরকে বলে মেগাপ্লাম। তারা কয়েক সপ্তাহ ধ'রে চক্কর খাবার পর মিইয়ে যায়।"

পাইলট এলসিডি পর্দার দিকে আবার তাকালো। "এগুলো মনে হয় এখনও শক্তিশালীই আছে।" সে একটু থেমে অবস্থানটা জেনে নিয়ে অবাক হয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে বললো, "মি: টোল্যান্ড, মনে হচ্ছে আপনার *গয়া* এই জায়গার মাঝখানেই পার্ক করা আছে।"

টোল্যান্ড সায় দিলো। "কেন্দ্রের দিকে স্রোতের বেগ একটু কমই থাকে। আঠারো নট।"

"যিশু," পাইলট বললো। "আঠারো নট স্রোতের বেগ? ওখানে প'ড়ে যাবেন না যেনো!"

সে হেসে উঠলো।

রাচেল হাসলো না। "মাইক, তুমি কিন্তু মেগাপ্লাম, ম্যাগমা ডোম, উষ্ণ স্রোত, এসব আগে বলোনি।"

সে আশ্বস্ত করার জন্য তার হাঁটুতে হাত রাখলো। "এটা খুবই নিরাপদ, বিশ্বাস রাখো।"

রাচেল ভুরু কুচকালো। "তাহলে তুমি এখানে এসেছ ম্যাগমা ডোমের ওপর প্রামান্যচিত্র বানাতে?"

"মেগাপ্লাম এবং *স্ফিরনা মোকারান*।"

"বেশ। এটা তুমি আগে বলেছিলে।"

টোল্যান্ড একটু মুচ্‌কি হাসলো। "*স্ফিরনা মোকারান* গরম পানি পছন্দ করে।"

"*স্ফিরনা মোকারান* জিনিসটা কী?"

"সমুদ্রের সবচাইতে কুৎসিত মাছ।"

"রাঘব বোয়াল?"

"টোল্যান্ড হেসে উঠলো। "গ্রেট হ্যামারহেড হাঙ্গর।"

রাচেল একটু কুক্‌ড়ে গেলো যেনো। "তোমার জাহাজের চারপাশে হাঙ্গর রয়েছে?"

টোল্যান্ড মুচ্‌কি হাসলো। "চিন্তার কিছু নেই, তারা বিপজ্জনক কিছু নয়।"

"তারা বিপজ্জনক না হয়ে ওঠার আগ পর্যন্ত তুমি একথা বলতে পারো না।"

টোল্যান্ড আবারো মুচ্‌কি হাসলো। "আমার মনে হয়, তুমি ঠিকই বলেছো।" টোল্যান্ড অতি নাটকীয় ভঙ্গীতে পাইলটকে বললো, "এই যে, আপনারা শেষ কতদিন আগে হ্যামার হেডের আক্রমন থেকে কাউকে উদ্ধার করেছেন?"

পাইলট কাঁধ ঝাঁকালো। "আরে আমরা বিগত এক দশকে কাউকে হ্যামার হেডের আক্রমণ থেকে উদ্ধার করিনি।"

টোল্যান্ড রাচেলের দিকে ফিরে বললো, "দেখেছো। একদশক। কোনো চিন্তা নেই।"

"আরে রাখো," রাচেল বললো। "আপনি বললেন আপনারা এক দশকে কাউকে উদ্ধার করতে পারেননি!"

"হ্যা," পাইলট জবাব দিলো। "কাউকেই না। সাধারণত আমরা দেরি ক'রে ফেলি। আর এই বানচোতগুলো খুব দ্রুতই খেয়ে ফেলে যে।"

১০১

শূন্য থেকে, *গয়া*'র অবয়বটা আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে। আধমাইল দূর থেকেও টোল্যান্ড জাহাজের ডেকে জ্বালিয়ে রাখা বাতিটা দেখতে পেলো। সেটা তার ক্রু সদস্য জাভিয়া জ্বালিয়ে রেখেছে। আলোটা দেখে তার একটু স্বস্তিবোধ হলো।

"আমার মনে হয় তুমি বলেছিলে জাহাজে একজনই আছে," রাচেল বললো, সবগুলো বাতি জ্বালানো দেখে সে অবাক হলো।

"তোমরা যখন বাড়িতে একা থাকো তখন কি সব আলো জ্বালিয়ে রাখো না?"

"একটা বাতি জ্বালিয়ে রাখি। পুরো বাড়ির বাতি নয়।"

টোল্যান্ড হাসলো। সে জানে রাচেল হাল্কা চালে কথা বললেও সমুদ্রের কাছাকাছি এসে আসলে সে ঘাবড়ে গেছে। তার কাঁধে একটা হাত রেখে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলো সে। "বাতিগুলো নিরাপত্তার কারণে জ্বালানো আছে, এতে ক'রে জাহাজটাকে কর্মচঞ্চল দেখায়।"

কর্কি মুখ টিপে বললো, "জলদস্যুদের ভয়ে, মাইক?"

"না। বড় বিপদটা হলো, সেইসব গর্দভদের কারণে, যারা রাডারের ভাষা পড়তে জানে না। কারো সাথে ধাক্কা খাবার হাত থেকে বাঁচার জন্য সেরা কাজ হলো সব বাতি জ্বালিয়ে রাখা।"

কোস্টগার্ড হেলিকপ্টারটা ধীরে ধীরে উজ্জ্বল আলোর জাহাজের কাছে নামতে শুরু করলো। ডেকের হেলিপ্যাডের দিকে পাইলট সুকৌশলে কপ্টারটা ল্যান্ড করতে শুরু করলো। উপর থেকে টোল্যান্ড দেখতে পেলো *গয়া* স্রোতের বিরুদ্ধে নোঙরটার কারণে আঁটকে আছে। যেনো শেকলে বাঁধা কোনো পশু।

"সে দেখতে আসলেই খুব সুন্দর," পাইলট হেসে বললো।

টোল্যান্ড জানে মন্তব্যটা টিট্‌কারি টাইপের। *গয়া* দেখতে কুৎসিত। "পাছামোটা কুৎসিত," এক টেলিভিশন রিপোর্টারের মন্তব্য অনুসারে। SWATH জাহাজের মাত্র সতেরোটি মডেল তৈরি করা হয়েছিলো। *গয়া* হলো তাদেরই একটি। *গয়া*'র ছোট ওয়াটার প্লেন এরিয়াটার দুটো হাল আর যাইহোক সুন্দর নয়।

জাহাজটার প্লাটফর্ম বিশাল, সেটা সমুদ্র থেকে ত্রিশ ফুট উঁচুতে। দূর থেকে জাহাজটাকে তেল খনন করার প্লাটফর্মের মতো দেখায়। কাছে এলে দেখা যায় এটার প্লাটফর্মে রয়েছে ক্রুদের কোয়ার্টার, গবেষণাগার এবং নেভিগেশন ব্রিজ। ঝুলন্ত প্লাটফর্মটা ছবি তোলার কাজের উপযোগী। এনবিসি টোল্যান্ডকে নতুন জাহাজ দেবার কথা ব'লে যাচ্ছে, কিন্তু টোল্যান্ড রাজি হয়নি। সে জানে এর চেয়ে ভালো আর আধুনিক জাহাজ থাকলেও এই জাহাজটাতে টোল্যান্ড এক দশক ধ'রে বাস করছে, তাই এটা সে ছাড়তে রাজি হয়নি। এই জাহাজেই সিলিয়ার মৃত্যুর পর টোল্যান্ড কাজে ফিরে এসেছিলো শোক-তাপ ভুলে। রাতে কখনও কখনও সে এই জাহাজে সিলিয়ার কণ্ঠও শুনতে পায়। এই আত্মা যদি উধাও হয়ে যায় কেবল তবেই টোল্যান্ড নতুন জাহাজ নেবার কথা ভাববে।

এখন নয়।

* * *

চপারটা অবশেষে হেলিপ্যাডে নামলে রাচেল কেবল অর্ধেক স্বস্তি পেলো। সুসংবাদটা হলো তাকে আর সমুদ্রের ওপর দিয়ে উড়তে হচ্ছে না। দুঃসংবাদটা হলো তাকে সমুদ্রের ওপরেই থাকতে হচ্ছে।

টোল্যান্ড তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। "আমি জানি," সে বললো। সমুদ্রের গর্জনের শব্দের বিরুদ্ধে বলার জন্য তাকে জোরে জোরে বলতে হলো। "টেলিভিশনে এটাকে খুব বড় দেখায়।"

রাচেল সায় দিলো। "আর খুব বেশি সুস্থির।"

"সমুদ্রে এটা হলো সবচাইতে নিরাপদ জাহাজ।" টোল্যান্ড তার কাঁধে হাত রেখে তাকে ডেক থেকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো।

তার আন্তরিক ব্যবহার আর উষ্ণ হাতের ছোঁয়া পেয়েও রাচেলের ভীতি কাটলো না। *আমরা মেগাপ্লাম-এর ওপরে আছি,* সে ভাবলো।

ডেকের সামনে রাচেল দেখতে পেলো একটা এক মনুষ্যবিশিষ্ট ট্রাইটন সাবমার্সিব্‌ল হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখা আছে। ট্রাইটন হলো গৃক সমুদ্র দেবতার নাম। দেখতে অবশ্য সেরকম কিছু লাগছে না।

"জাভিয়া সম্ভবত হাইড্রোল্যাবে রয়েছে," টোল্যান্ড বললো। "এদিকে আসো।"

রাচেল আর কর্কি তাকে অনুসরণ করলো। পাইলট তার ককপিটেই থাকলো, তাকে কড়া নির্দেশ দেয়া হয়েছে রেডিও ফোন ব্যবহার না করার জন্য।

"এটা একটু দেখো," টোল্যান্ড বললো, জাহাজের রেলিংয়ের দিকে নির্দেশ করলো সে।

ইতস্তত ক'রে রাচেল রেলিংয়ের কাছে গেলো। সেখান থেকে ত্রিশ ফুট নিচে পানি। তারপরও পানির উত্তাপ রাচেল টের পেলো।

"এটা গোসলের গরম পানির তাপমাত্রার কাছাকাছি।" পানির স্রোতের দিকে তাকিয়ে বলে সে রেলিংয়ের সুইচ বক্সের কাছে গেলো। "এটা দেখো।" সে একটা সুইচ টিপলো।

জাহাজের পেছনের পানির নিচ থেকে একটা আলো জ্বলে উঠলো। এমনভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো যেনো একটা আলোকিত সুইমিংপুল। রাচেল এবং কর্কি একসাথে আত্‌কে উঠলো।

জাহাজের চারপাশে পানিতে কয়েক ডজন ভুতুরে ছায়া দেখা গেলো। উজ্জ্বল পানির কয়েক ফুট নিচে তারা ভেসে বেড়াচ্ছে। তাদের সম্মুখভাগটা দেখে না চেনার কোনো উপায় নেই।

"ঈশ্বর, মাইক," কর্কি বললো। "এগুলো আমাদেরকে দেখানোর জন্য আমরা খুব আনন্দিত।"

রাচেলের শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেলো। সে রেলিং থেকে স'রে যেতে চাইলেও সরতে পারলো না। সে একেবারে জমে গেছে।

"অবিশ্বাস্য, তাই না?" টোল্যান্ড বললো। তার হাত আবারো রাচেলের কাঁধে। "তারা গরম পানির খোঁজ পেয়ে এক সপ্তাহ ধ'রে এখানে এসে জড়ো হয়েছে। সাগরে তাদের নাকই সবচাইতে সেরা। তারা একমাইল দূর থেকেও রক্তের গন্ধ পেয়ে থাকে।"

কর্কিকে সন্দেহগ্রস্ত ব'লে মনে হলো। "তাই নাকি?"

"বিশ্বাস করছো না?" টোল্যান্ড তার ক্যাবিনে গিয়ে একটা মৃত মাছ নিয়ে ফিরে এলো। সে একটা চাকু দিয়ে মাছটা কেটে ফেললে সেটা থেকে রক্ত ঝরতে শুরু করলো।

"মাইক, ঈশ্বরের দোহাই," কর্কি বললো। "এটা জঘন্য।"

টোল্যান্ড মাছটা ত্রিশ ফিট নিচে ফেলে দিলো। যেনো মূহুর্তে মাছটা পানিতে পড়লো, ছয়

থেকে সাতটি হাঙ্গর মাছ সেখানে দ্রুত ছুটে এলো। তাদের রূপালি দাঁতে মাছটা ক্ষতবিক্ষত হলো। মুহূর্তেই মাছটা অদৃশ্য হয়ে গেলো।

দৃষ্টিটা সরিয়ে নিয়ে রাচেল টোল্যান্ডের দিকে তাকালো। সে আরেকটা মাছ হাতে নিয়েছে। একই রকমের। একই আকারের।

"এবার কোনো রক্ত নয়," টোল্যান্ড বললো। মাছটা না কেটেই সে পানিতে ছুড়ে মারলো। মাছটা পানিতে পড়লেও কিছুই হলো না। হ্যামারহেড হাঙ্গরগুলো মনে হলো কিছুই লক্ষ্য করলো না।

"তারা কেবল গন্ধ শুঁকেই আক্রমণ করে," টোল্যান্ড বললো।

তাদেরকে রেলিং থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলো। "সত্যি বলতে কী, তুমি এখানে পুরোপুরি নিরাপদে সাঁতারও কাটতে পারবে – তোমার কোনো জখম বা কাঁটা ফাঁটা থাকতে পারবে না।"

কর্কি তার গালের কাটা জায়গাটার সেলাইগুলোর দিকে ইঙ্গিত করলো।

টোল্যান্ড ভুরু তুললো। "একদম ঠিক। তোমার জন্য সাঁতার কাঁটা নিষেধ।"

১০২

গ্যাব্রিয়েল এ্যাশের ট্যাক্সিটা একটুও নড়ছে না।

এফডিআর মেমোরিয়ালের রোডব্লকের সামনে তার ট্যাক্সিটা থেমে আছে। সে জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলো পুলিশ আর ফায়ার সার্ভিসের লোকজনের ছোটাছুটি। রেডিওতে বলা হচ্ছে, বিস্ফোরিত গাড়িতে নাকি উচ্চ পদস্থ কোনো কর্মকর্তা ছিলো।

সেলফোনটা বের ক'রে সে সিনেটরকে ফোন করলো। তিনি অবশ্যই গ্যাব্রিয়েলের দেরি হবার জন্য চিন্তিত হয়ে থাকবেন।

লাইনটা খুবই ব্যস্ত।

গ্যাব্রিয়েল দেখতে পেলো আশপাশের কিছু গাড়ি মোড় ঘুরিয়ে বিকল্প রাস্তার দিকে চ'লে যাচ্ছে।

ড্রাইভার তাকে বললো, "আপনি কি অপেক্ষা করতে চান?"

গ্যাব্রিয়েল দেখতে পেলো অনেক কর্মকর্তাদের গাড়ি এসে পড়ছে এখানে। "না। অন্য দিক দিয়ে যান।"

ড্রাইভার মাথা দোলাতে দোলাতে গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে বিকল্প পথের দিকে ছুটলো। গ্যাব্রিয়েল আবারো সেক্সটনকে ফোন করার চেষ্টা করলো।

এখনও ব্যস্ত আছে।

কয়েক মিনিট বাদে গ্যাব্রিয়েল দেখতে পেলো সি স্ট্রিটের অদূরে ফিলিপ এ হার্ট অফিস ভবনটা। তার ইচ্ছে ছিলো সোজা সিনেটরের এপার্টমেন্টে যাবে, কিন্তু কি যেনো মনে ক'রে সে ড্রাইভারকে থামতে বললো। "এখানেই রাখুন, ধন্যবাদ।"

গাড়িটা থেমে গেলো।

গ্যাব্রিয়েল মিটারে যা ভাড়া এলো তার চেয়েও ১০ ডলার বেশি দিলো ড্রাইভারকে।

"আপনি কি দশ মিনিট অপেক্ষা করতে পারবেন?"

ড্রাইভার টাকার দিকে চেয়ে ঘড়ি দেখলো। "তার চেয়ে এক মিনিট যেনো বেশি দেরি না হয়।"

গ্যাব্রিয়েল দ্রুত চলে গেলো। *আমার পাঁচ মিনিটও লাগবে না।*

সিনেট অফিসটা এই সময়ে একেবারেই ফাঁকা থাকে। গ্যাব্রিয়েল দ্রুত চার তলার উদ্দেশ্যে ছুটলো। সিনেটর সেক্সটনের পাঁচ ঘরের অফিসে এসে গ্যাব্রিয়েল তার কি-কার্ডটা ব্যবহার করলো। ফয়ারটা পেরিয়ে সে নিজের অফিসে চলে এলো। বাতি জ্বালিয়ে ফাইল ক্যাবিনেটটা খুললো সে। নাসা'র আর্থ অবরজারভিং সিসটেমের বাজেটের ওপরে তার কাছে পুরো একটা ফাইল রয়েছে। তাতে পিওডিএস সম্পর্কেও অনেক তথ্য আছে। সেক্সটনকে সে হার্পারের কথাগুলো বলার পর সিনেটরের অবশ্যই এই তথ্যগুলো দরকার পড়বে।

নাসা পিওডিএস-এর ব্যাপারে মিথ্যা বলেছে।

গ্যাব্রিয়েল ফাইল খুঁজতে যেতেই তার সেলফোনটা বেজে উঠলো।

"সিনেটর?" সে জবাব দিলো।

"না, গ্যাব। আমি ইয়োলান্ডা।" তার বন্ধুর কণ্ঠটা কেমন যেনো অদ্ভুত কোনোচ্ছে। "তুমি কি এখনও নাসা'তেই আছ?"

"না। আমার অফিসে।"

"নাসা'তে কিছু খুঁজে পেলে?"

তুমি চিন্তাও করতে পারবে না। গ্যাব্রিয়েল জানে, সে ইয়োলান্ডাকে সেক্সটনের সাথে কথা বলার আগে এসব বলতে পারবে না। সিনেটর খুব ভালো করেই জানেন এ ধরনের তথ্য কীভাবে ব্যবহার করতে হয়। "আমি তোমাকে সেটা বলবো সিনেটরের সঙ্গে কথা বলার পর। আমি তাঁর কাছেই যাচ্ছি।"

ইয়োলান্ডা একটু চুপ থাকলো। "গ্যাব, তুমি জানো, তুমি সিনেটরের ক্যাম্পেইনের টাকা পয়সা আর এসএফএফ সম্পর্কে যে বলছিলে?"

"আমি তোমাকে তো বলেছিই আমি ভুল বুঝেছিলাম – "

"আমি আমাদের দু'জন রিপোর্টারের কাছ থেকেও একই রকম কথা শুনলাম।"

গ্যাব্রিয়েল খুবই অবাক হলো। "তার মানে?"

"আমি জানি না। কিন্তু এসব রিপোর্টার খুবই ভালো,। তারা বেশ নিশ্চিত যে সেক্সটন স্পেস ফ্রন্টিয়ার ফাউন্ডেশনের কাছ থেকে অবৈধ টাকা নিয়েছেন। আমার মনে হলো কথাটা তোমাকে জানাই। আমার মনে হয় ... আমি জানি না, সিনেটরের সঙ্গে কথা বলার আগে হয়তো তাদের সাথে কথা বলে দেখতে পারো।"

"তারা যদি এতোটাই নিশ্চিত হয়ে থাকে, তবে তারা কেন খবরটা প্রেসে দিচ্ছে না?" গ্যাব্রিয়েল বললো।

"তাদের কাছে শক্ত কোনো প্রমাণ নেই। মনে হয় সিনেটর লুকোছাপার ব্যাপারে খুবই দক্ষ।"

বেশিরভাগ রাজনীতিকই সেরকম। "এসব কিছুই নয়, ইয়োলান্ডার। আমি তোমাকে

বলেছি তো, তিনি এসএফএফএর কাছ থেকে অনুদান নেবার কথা আমার কাছে স্বীকার করেছেন।"

"সেটা আমি জানি, তিনি তোমাকে কী বলেছেন। কোনোটা সত্য, কোনোটা মিথ্যা আমি জানি না। আমি কেবল তোমাকে নিশ্চিত হতে বলছি।"

"এই রিপোর্টাররা কারা?" গ্যাব্রিয়েল একটু রেগে গেলো যেনো।

"কোনো নাম বলা যাবে না। আমি কেবল একটা মিটিংয়ের ব্যবস্থা করতে পারি। তারা খুবই স্মার্ট। তারা ক্যাম্পেইন ফিনান্স ল'য়ের ব্যাপারে ভালো জানে ... " ইয়োলান্ডা দ্বিধাগ্রস্ত হলো। "তুমি জানো, এইসব লোক বিশ্বাস করে যে, সেক্সটনের টাকা পয়সা তেমন নেই – দেউলিয়া হয়ে গিয়েছেন।"

গ্যাব্রিয়েলের মনে প'ড়ে গেলো টেঞ্চের কথাটি। সেও একই কথা বলেছিলো তাকে।

"আমার লোকেরা তোমার সঙ্গে কথা বলতে পছন্দই করবে," ইয়োলান্ডা বললো।

আমি বাজি ধ'রে বলতে পারি তারা সেটা করবেই। গ্যাব্রিয়েল ভাবলো।

"আমি তোমাকে ফোন করছি।"

"তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমার কথায় তুমি রাজি নও।"

"তোমার সাথে কখনও না, ইয়োলান্ডা। তোমার বেলায় নয়। ধন্যবাদ।" গ্যাব্রিয়েল ফোনটা রেখে দিলো।

সিনেটর সেক্সটনের ওয়েস্টব্রুক এপার্টমেন্টের হলোওয়েতে ব'সে থাকা সিকিউরিটি গার্ড তার সেলফোনটা বাজতেই ঝিমুনি অবস্থা থেকে জেগে উঠলো।

"হ্যা?"

"ওয়েন, আমি গ্যাব্রিয়েল।"

সেক্সটনের গার্ড তার কণ্ঠটা চিনতে পারলো। "ওহ্, হাই।"

"সিনেটরের সাথে আমার কথা বলার দরকার। তুমি তাঁর দরজায় নক্ করবে একটু? তাঁর লাইনটা খুব ব্যস্ত আছে।"

"দেরি হয়ে গেছে।"

"তিনি সজাগ আছেন। আমি এতে নিশ্চিত।" গ্যাব্রিয়েলকে খুব উদ্বিগ্ন ব'লে মনে হলো। "এটা খুবই জরুরি।"

"আরেকবার?"

"তাকে কেবল ফোনটা ধরতে বলো, ওয়েন। তাঁকে আমার কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে।"

গার্ড দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালো। "ঠিক আছে। আমি নক্ করছি।" সে সিনেটরের দরজার কাছে গেলো। "কিন্তু আমি এটা কেবল এজন্যে করছি যে, আপনাকে এর আগে ঢুকতে দিয়েছি ব'লে তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন।" সে দরজায় নক্ করতে গেলো।

"তুমি কী বললে?" গ্যাব্রিয়েল জানতে চাইলো।

"গার্ড নক্ করতে যেতেই থেমে গেলো।

"আমি বলেছি যে সিনেটর খুব খুশি হয়েছিলেন আপনাকে ভেতরে যেতে দিয়েছি ব'লে।

আপনি ঠিকই বলেছেন। কোনো সমস্যা হয়নি।"

"তুমি এবং সিনেটর এ নিয়ে কথা বলেছ?" গ্যাব্রিয়েলের কণ্ঠটাতে বিস্ময়।

"হ্যা। তাতে কি?"

"না, আমি ভাবিনি ..."

"আসলে, সেটা এক রকম অদ্ভুতই ছিলো। আপনি যে ভেতরে গেছেন এটা মনে করতে সিনেটরের কয়েক সেকেন্ড লেগেছিলো। আমার মনে হয় তারা খুব বেশি খেয়েছে।"

"তোমরা দু'জন কখন কথা বলেছিলে?

"আপনার চ'লে যাবার ঠিক পরেই। কেন কিছু হয়েছে কি?"

একটু নিরবতা নেমে এলো। "না ... না। কিছু না। এবার শোনো, আমার মনে হচ্ছে এখন সিনেটরকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না। আমি তাঁর বাড়ির ফোনে চেষ্টা করবো। যদি তাতে না পাই, তবে আবার তোমাকে ফোন ক'রে তাঁকে ডাকতে বলবো।"

গার্ডের চোখ দুটো বড় হয়ে গেলো। "আপনি যেমনটি বলেন, মিস অ্যাশ।"

"ধন্যবাদ, ওয়েন। তোমাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত।"

"কোনো সমস্যা নেই।" গার্ড ফোন রেখে দিলো। চেয়ারে ফিরে গিয়ে আবার ঝিমোতে লাগলো।

নিজের অফিসে গ্যাব্রিয়েল একা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। *সেক্সটন জানে আমি তাঁর এপার্টমেন্টে গিয়েছিলাম... আর একথাটা সে আমাকে বলেনি?*

তাহলে সিনেটর তাকে ফোন ক'রে একটু আগে যেসব স্বীকার করেছেন সেগুলো স্বেচ্ছায় নয়? ঘটনার মোড় ঘুরিয়ে দেবার জন্যই সব স্বীকার করেছেন।

অল্প টাকা, সেক্সটন বলেছিলেন। *একেবারে বৈধ।*

আচম্‌কাই, সেক্সটন সম্পর্কে গ্যাব্রিয়েল যেসব বাজে ধারণা করেছিলো, সেগুলো আবার ফিরে এলো একসাথে।

বাইরে, ট্যাক্সিটা হর্ন বাজাচ্ছে।

১০৩

গয়া'র বৃজটা প্লেক্সিগ্লাসের, সেটা প্রধান ডেকেরও দু'তলা ওপরে অবস্থিত। এখান থেকে ৩৬০ ডিগ্রি দৃশ্য দেখা যায়, চারপাশের অন্ধকার সমুদ্র।.

টোল্যান্ড এবং কর্কি জাভিয়াকে খুঁজতে গেলে রাচেল পিকারিংকে ফোন করার চেষ্টা করলো। সে ডিরেক্টরের কাছে প্রতীজ্ঞা করেছিলো পৌঁছাবার পরই তাকে ফোন করবে। সে এখন খুবই উদগ্রীব এটা জানতে যে মারজোরি টেঞ্চের সাথে পিকারিংয়ের মিটিংটার খবর কী।

গয়া'র SHINCOM 2100 ডিজিটাল কমিউনিকেশন সিস্টেমের সাথে রাচেল পরিচিত। সে জানে কলটা খুব সংক্ষেপে করতে হবে আর যোগাযোগটা নিরাপদ রাখতে হবে।

পিকারিংয়ের নাম্বারটা ডায়াল ক'রে রাচেল প্রত্যাশা করলো প্রথম রিং হতেই পিকারিং সেটা ধরবে। কিন্তু রিং হতেই লাগলো।

ছয়টা রিং। সাতটা রিং। আটটা ... রাচেল অন্ধকার সাগরের দিকে তাকালো। নয়টা

রিং। দশটা রিং। *তোলেন!*

সে পায়চারী করতে লাগলো। কী হচ্ছে কী? পিকারিং সবসময়ই নিজের সঙ্গে ফোন রাখে। আর সে নিজেই রাচেলকে ফোন করতে বলেছে।

পনেরো রিংয়ের পর, সে ফোনটা রেখে দিলো।

উদ্বিগ্ন হয়ে সে সিনকম'টাতে আবারো একটা নাম্বার ডায়াল করলো।

চারটা রিং। পাঁচটা রিং ...

সে কোথায়?

অবশেষে একটা ক্লিক্ ক'রে শব্দ হলে রাচেল একটু স্বস্তি পেলো। কিন্তু সেটা খুবই সাময়িক। অপরপ্রান্তে কেউ নেই। শুধু স্তব্ধতা।

"হ্যালো," সে বললো। "ডিরেক্টর?"

তিনটি দ্রুত ক্লিক্ হলো।

"হ্যালো?" রাচেল বললো।

ইলেক্ট্রনিক নয়েজ আর দোমড়ানো মোচড়ানোর শব্দ কোনো গেলো। সে তার কান থেকে রিসিভারটা সরিয়ে ফেললো। এরপর সব শব্দ থেমে গেলে কিছু লোকের কথাবার্তা শুনতে পেলো সে। রাচেলের দ্বিধা খুব দ্রুত বদলে গেলো, সে বুঝতে পেওে ভীত হয়ে উঠলো।

"ধ্যাত্!"

সে রিসিভারটা রেখে দিলো। কয়েক মূহুর্ত ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে ভাবলো ফোনটা না করলেই ভালো হোতো। জাহাজের মাঝখানে, দুই ডেক নিচে, *গয়া*'র হাইড্রো-ল্যাবটা অবস্থিত। খুবই ব্যয়বহুল যন্ত্রপাতিতে সেটা ঠাঁসা। সবধরণের যন্ত্রপাতিই রয়েছে সেখানে।

কর্কি আর টোল্যান্ড যখন ঢুকলো, *গয়া*'র ভূ-তত্ত্ববিদ জাভিয়া তখন একটা টিভির সামনে ঝুঁকে কী যেনো দেখছিলো। সে এমনকি ঘুরেও তাকালো না।

"তোমাদের বিয়ার কেনার টাকা কি শেষ হয়ে গেছে?" সে ঘাড় বেঁকিয়েই বললো। বোঝাই যাচ্ছে সে ধ'রে নিয়েছে তার ক্রুদের কেউ ফিরে এসেছে।

"জাভিয়া," টোল্যান্ড বললো, "আমি মাইক।"

ভূ-তত্ত্ববিদ চম্‌কে ঘুরে তাকালো। খেতে থাকা স্যান্ডউইচের অর্ধেকটা মুখে ঢুকিয়ে হা ক'রে রইলো কিছুক্ষণ। "মাইক?" সে বিস্ময়ে বললো। তাকে দেখে একেবারে ভড়কে গেছে। সে উঠে দাঁড়িয়ে স্যান্ডউইচটা চিবোতে চিবোতে কাছে এলো। "আমি ভেবেছিলাম ওরা বুঝি বিয়ার নিতে ফিরে এসেছে। তুমি এখানে কী করছো?" জাভিয়ার খুবই ভারি গড়নের আর কৃষ্ণবর্ণের এক মেয়ে, তার কণ্ঠ তীক্ষ্ণ। সে টেলিভিশনের দিকে ঘুরে সেদিকে ইঙ্গিত করলো, সেখানে এখনও দেখানো হচ্ছে টোল্যান্ডের প্রামান্যচিত্রটা। "তুমি আইস শেল্‌ফে বেশিক্ষণ ছিলে না, তাই না?"

টোল্যান্ড বললো, "জাভিয়া, আমি নিশ্চিত কর্কি মারলিনসনকে তুমি চেনো।"

জাভিয়া মাথা নেড়ে সায় দিলো, "সেটাতো আমার জন্য সম্মানের, স্যার।"

কর্কি তার হাতের আধ খাওয়া স্যান্ডউইচের দিকে তাকালো। "এটা তো ভালোই আছে এখনও।"

জাভিয়া তার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকালো।

"আমি তোমার মেসেজটা পেয়েছি," টোল্যান্ড জাভিয়াকে বললো। "তুমি বলেছিলে আমি আমার প্রামান্যচিত্রে একটা ভুল করেছি? আমি তোমার সাথে এ নিয়ে কথা বলতে চাই।"

ভূ-তত্ত্ববিদ তার দিকে তাকিয়ে থেকে হাসিতে ফেটে পড়লো। "এজন্যে তুমি ফিরে এসেছো? ওহ্ মাইক, ঈশ্বরের দোহাই, আমি তোমাকে তো বলেছিই সেটা তেমন কিছু না। আমি কেবল তোমার চেনটা ধ'রে টান দিয়েছি। নাসা অবশ্যই তোমাকে কিছু পুরনো ডাটা দিয়েছিলো। অপর্যাপ্ত। সত্যি বলতে কী, এই পৃথিবীর তিন কি চার জন ভূ-তত্ত্ববিদ এটা খেয়াল করেছে!"

টোল্যান্ড একটা দম নিয়ে বললো, "এটা কি কন্ড্রুইল সংক্রান্ত কিছু?"

জাভিয়ার আতংকিত হয় গেলো, "হায় ঈশ্বর, ইতিমধ্যে তাদের কেউ তোমার সাথে যোগাযোগও ক'রে ফেলেছে দেখি?"

টোল্যান্ড খেদোক্তি করলো। *কন্ড্রুইল।* সে কর্কির দিকে চেয়ে আবার জাভিয়ারের দিকে ফিরলো। "জাভিয়া আমি চাই তুমি কন্ড্রুইলের ব্যাপারে কী জানো সব আমাকে খুলে বলো। আমার ভুলটা কী ছিলো?"

জাভিয়ার তার দিকে চেয়ে রইলো। এবার সে বুঝতে পারলো মাইক খুবই সিরিয়াস। "মাইক, এটা তেমন কিছুই না। কিছুদিন আগে ট্রেড জার্নালে একটা প্রবন্ধ পড়েছিলাম। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না তুমি এটা নিয়ে এতোটা পেরেশান কেন?"

টোল্যান্ড দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "জাভিয়া কথাটা খুব অদ্ভুত কোনোাবে, আজ রাতের ঘটনাসমূহ তুমি যতো কম জানো ততোই ভালো হয়। আমি কেবল তোমার কাছ থেকে জানতে চাই কন্ড্রুইল সম্পর্কে তুমি কি জানো, তারপর আমাদের কাছে থাকা পাথরের নমুনাটা পরীক্ষা করবো।"

জাভিয়া রহস্যে পড়ে গেলো। "চমৎকার, সেই আর্টিকেলটা তোমাকে দেয়া যাক তাহলে। এটা আমার অফিসে রয়েছে।" সে স্যান্ডউইচটা রেখে অফিসের দিকে চ'লে গেলো।

কর্কি তাকে পেছন থেকে ডাকলো। "আমি কি এটা খেতে পারি?"

অবিশ্বাসে জাভিয়া থেমে গেলো। "আপনি আমার স্যান্ডউইচটা খেতে চাচ্ছেন?"

"না মানে, আমি ভাবলাম তুমি যদি –"

"নিজের স্যান্ডউইচ খান," জাভিয়া চলে গেলো।

টাল্যান্ড মুখ টিপে হেসে একটা ছোট শেল্‌ফের দিকে তাকালো। "শেল্‌ফের নিচের দিকে দেখো, কর্কি।"

ডেকের বাইরে রাচেল বৃজ থেকে হেলিপ্যাডের দিকে গেলো। পাইলট একটু ঝিমুচ্ছিলো, কিন্তু রাচেলকে আসতে দেখে উঠে বসলো।

"শেষ ক'রে ফেলেছেন?" সে জিজ্ঞেস করলো। "খুব জলদিই হয়ে গেলো মনে হয়।"

রাচেল মাথা ঝাঁকালো। "আপনি কি রাডারটা চালু করতে পারেন?"

"অবশ্যই। দশ মাইল পরিধির।"

"দয়া ক'রে সেটা চালু করেন।"

পাইলট একটু হতভম্ব হয়ে রাডারটা চালু করলো।

"কিছু পাওয়া গেলো?" রাচেল জিজ্ঞেস করলো।

"কয়েকটা ছোট ছোট জাহাজ আছে আশপাশে, কিন্তু তারা আমাদের থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। আমরা নিরাপদেই আছি। চারদিকে পানি আর পানি।"

রাচেল সেক্সটন দীর্ঘশ্বাস ফেললো। যদিও সে খুব একটা স্বস্তি পেলো না।" আমার জন্য একটা কাজ করুন, কোনো কিছু যদি আমাদের দিকে আসতে দেখেন – নৌকা, জাহাজ, এয়ারক্রাফট, যাইহোক – আপনি কি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবেন?"

"অবশ্যই। সব কিছু কি ঠিক আছে?"

"হ্যা। আমি কেবল জানতে চাচ্ছি কেউ আমাদের দিকে আসছে কিনা।"

পাইলট কাঁধ ঝাঁকালো। "কিছু হলেই সবার আগে আপনি জানবেন।"

রাচেল হাইড্রোল্যাবের দিকে যাবার সময় একটু দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হলো। সে ঢুকে দেখলো কর্কি আর টোল্যান্ড একটা কম্পিউটারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তারা স্যান্ডউইচ খাচ্ছে।

কর্কি খাবার মুখে নিয়েই রাচেলকে বললো, "কি হবে? ফিশ না চিকেন, নাকি ফিশ বোলোগনা, কিংবা ফিশ এগ সালাদ?"

রাচেল প্রশ্নটা শুনতে পেলো ব'লে মনে হলো না। "মাইক আমরা কতো দ্রুত এই খবরটা পাবো আর এই জাহাজ থেকে চলে যেতে পারবো?"

১০৪

টোল্যান্ড হাইড্রোল্যাবে পায়চারী করতে লাগলো। রাচেল আর কর্কিকে নিয়ে জাভিয়ার ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করছে সে। কন্ড্রুইলের খবরটার মতোই রাচেলের পিকারিংয়ের সাথে যোগাযোগ করার খবরটাও অস্বস্তিকর।

ডিরেক্টর কোনো জবাব দেননি।

কেউ গয়া'র অবস্থান জানার চেষ্টা করেছিলো।

"শান্ত হও," টোল্যান্ড সবাইকে বললো। "আমরা নিরাপদেই আছি। পাইলট রাডার দেখছে। সে আমাদেরকে অনেক আগেভাগেই কারো আসার খবরটা দিতে পারবে।"

রাচেল তার সাথে একমত হয়ে সায় দিলেও তাকে খুব বিচলিত মনে হলো।

"মাইক, এটা আবার কী?" কর্কি কম্পিউটার মনিটরের দিকে ইঙ্গিত ক'রে জিজ্ঞেস করলো। একটা অদ্ভুত ছবি দেখা যাচ্ছে, সেটা এমনভাবে স্পন্দিত হলো যেনো জীবন্ত কিছু।

"একুয়েস্টিক ডপলার কারেন্ট প্রোফাইল," টোল্যান্ড বললো। "এটা স্রোতের আভ্যন্তরীণ ছবি।"

রাচেল তাকিয়ে রইলো। "এজন্যেই আমরা এটার ওপরে নোঙর করেছি?"

টোল্যান্ডকে স্বীকার করতেই হলো, ছবিটা ভীতিকর। যেনো সমুদ্রের নিচে কোনো সাইক্লোন ঘুরপাক খাচ্ছে।

"এটাই হলো মেগাপ্লাম," টোল্যান্ড বললো।

কর্কি আত্‌কে উঠলো। "দেখে তো মনে হচ্ছে পানির নিচে টর্নেডো।"

"একই জিনিস। সমুদ্রের নিচে সাধারণত শীতল এবং ঘনত্ব বেশি থাকে। কিন্তু এখানে গতিবিদ্যাটি বিপরীতধর্মী হয়ে থাকে। গভীর পানির নিচে উত্তাপ বেশি হয়ে যায় আর হালকাও হয়, এতে ক'রে সেটা উপরের দিকে উঠতে থাকে। এই ফাঁকে উপরের দিকের পানি ভারি হয়, তাই সেটা নিচের দিকে যেতে থাকে। একটা কুণ্ডলীর তৈরি হয়।"

"সমুদ্রের উপরে এটা আবার কি?" কর্কি সমুদ্রের ওপরে একটা ফুলে ওঠা অংশের দিকে ইঙ্গিত করলো। সেটা বিশাল একটা বুদবুদের মতো।

"ফুলে ওঠাটাই হলো ম্যাগমা ডোম।" টোল্যান্ড বললো। "এখানেই লাভা নিচ থেকে ওপরের দিকে ওঠার জন্য ধাক্কা দিতে থাকে।"

কর্কি মাথা নাড়লো। "বিশাল একটা বুদবুদের মতো।"

"অনেকটা সেরকমই।"

"এটা যদি উৎক্ষিপ্ত হয়?"

"আটলান্টিকের ম্যাগমা ডোম উৎক্ষিপ্ত হয় না।" টোল্যান্ড বললো। "ঠাণ্ডা পানি গরম ম্যাগমাকে কঠিন ক'রে ফেলে। ফলে আস্তে আস্তে ম্যাগমাগুলো পাথরে পরিণত হয়ে কুণ্ডলীটা উধাও হয়ে যায়। মেগাপ্লাম সাধারণত বিপজ্জনক হয় না।"

কর্কি কম্পিউটারের পাশে রাখা একটা পুরনো ম্যাগাজিনের দিকে নির্দেশ ক'রে বললো, "তাহলে তুমি বলতে চাচ্ছো *সাইন্টিফিক আমেরিকান* মনগড়া কথা ছাপায়?"

টোল্যান্ড কভারটা দেখে ভুরু কুচ্‌কালো। কেউ ওটা *গয়া*'র আর্কাইভ থেকে এখানে এনে রেখেছে। এটা একটা পুরনো ম্যাগাজিন, *সাইন্টিফিক আমেরিকান*, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯। কভারের ছবিতে একটা বিশাল কুণ্ডলী সমুদ্র থেকে ফুঁসে উঠছে, সঙ্গে অগ্ন্যুৎপাত। শিরোনামটি হলো : মেগাপ্লাম– গভীর সমুদ্রের দানবীয় খুনি?

টোল্যান্ড এতে হেসে ফেললো। "একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। এই প্রবন্ধে যে মেগাপ্লামের কথা বলা হয়েছে সেটা ভূমিকম্প জোনের, এটা হলো জনপ্রিয় বার্মুদা ট্রায়াঙ্গালের হাইপোথিসিস, জাহাজ উধাও হবার ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। আসলে এরকম কিছু এই সমুদ্রে নেই, তোমরা তো জানোই ..."

"না, আমরা জানি না," কর্কি বললো।

টোল্যান্ড কাঁধ ঝাকালো। "উপরে ফুলে ওঠে।"

"খুব ভালো। আমাদের এখানে এনেছো ব'লে খুব খুশি হয়েছি।"

জাভিয়ার পেপারটা নিয়ে ফিরে এলো। "মেগাপ্লামের প্রশংসা করা হচ্ছে?"

"ওহ্, হ্যা," কর্কি ব্যঙ্গ ক'রে বললো। "মাইক আমাদেরকে এই ছোট্ট জিনিসটা বোঝাচ্ছিলো যে আমরা একটা বিশাল ঘুর্নির মধ্যে আছি। সেটা নিচের একটা নর্দমায় আমাদের টেনে নিয়ে যাবে।"

"নর্দমা?" জাভিয়ার শীতলভাবে হাসলো। "আসলে পৃথিবীর সবচাইতে বড় টয়লেট ফ্লাশ।"

*গয়া*র ডেকের বাইরে, কোস্টগার্ড হেলিকপ্টারের পাইলট রাডারের পর্দার দিকে চেয়ে আছে। সে সবার চোখে বিশেষ ক'রে রাচেলের চোখে এক ধরণের ভীতি দেখেছে।

সে কী ধরণের অতিথির প্রত্যাশা করছে? সে অবাক হয়ে ভাবলো।

রাডারে কিছুই দেখতে পেলো না সে। আট মাইল দূরে একটা মাছ ধরার নৌকা। একটা বিমান তাদের অনেক দূর দিয়ে চলে গেলো। সেটা সাধারণ ব্যাপার।

পাইলট দীর্ঘশ্বাস ফেললো, এবার সে বাইরের সমুদ্রের দিকে তাকালো।

সে আবার রাডারের পর্দার দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য রাখতে শুরু করলো।

১০৫

গয়া'র ভেতরে টোল্যান্ড রাচেলের সঙ্গে জাভিয়ারের পরিচয় করিয়ে দিলো। জাভিয়ার তার সামনে দাঁড়ান রাচেলকে দেখে হতভম্ব হলো একটু। পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্রুত ক'রে এই জাহাজ থেকে চলে যাবার জন্য রাচেলের তাড়নায় জাভিয়ার একটু অস্বস্তিবোধ করলো।

সময় নিয়ে করো, জাভিয়া, টোল্যান্ড তাকে আকারে ইঙ্গিতে বললো। *আমাদেরকে সব কিছুই জানতে হবে।*

জাভিয়া এবার কথা বললো, তাঁর কণ্ঠে আড়ষ্টতা। "তোমার প্রামান্যচিত্রে, মাইক, তুমি বলেছো পাথরের ঐসব ছোট ছোট ধাতব-বিন্দুগুলো কেবলমাত্র মহাশূন্যেই তৈরি হয়।"

টোল্যান্ড কথাটা শুনে একটু কেঁপে উঠলো। *কন্ড্রুইল কেবল মহাশূন্যেই হয়। এটাই নাসা আমাকে বলেছিলো।*

"কিন্তু এই লেখাটা মতে," একটা পাতা বের করে জাভিয়া বললো, "এই কথাটা পুরোপুরি সত্যি নয়।"

কর্কি গর্জে উঠলো। "এটা একেবারেই সত্য!"

জাভিয়া কর্কির দিকে কটমট ক'রে তাকিয়ে পাতাটা দেখালো। "গতবছর, লি পোলক নামের এক তরুণ ভূ-তত্ত্ববিদ এক ধরণের নতুন মেরিন রোবট ব্যবহার ক'রে প্রশান্ত মহাসাগরের গভীর তলদেশে মারিয়ানা ট্রেঞ্চ থেকে কিছু পাথরের নমুনা সংগ্রহ করেছিল, যেগুলোতে এমন কিছু ছিলো যা এর আগে কখনও দেখা যায়নি। ঐ জিনিসগুলো দেখতে ঠিক কন্ড্রুইলের মতোই।"

কর্কি ঢোক গিললো। কিন্তু জাভিয়া তাকে পাত্তাই দিলো না। "ডক্টর পোলক বলেছেন যে, সাগরের সুগভীর তলদেশে যেখানে সীমাহীন চাপে পাথরখণ্ড রূপান্তরিত হয়ে যায়, এবং এর ভেতরে ধাতব-বিন্দুর জন্ম নেয়।"

টোল্যান্ড কথাটা বিবেচনা করলো। মারিয়ানা ট্রেঞ্চ সাত মাইল গভীরে, পৃথিবীর এমন এক জায়গা যেখানে কেউ কখনও যায়নি। কেবলমাত্র কিছু অত্যাধুনিক সাব-রোবট অভিযান চালিয়েছে ওখানে। আর তাদের বেশিরভাগই প্রচণ্ড চাপে ভেঙে পড়েছে তলদেশে পৌছার আগে। ওখানে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ১৮০০০ পাউন্ড চাপ সৃষ্টি হয়। যেটা সমুদ্র পৃষ্ঠে মাত্র ২৪ পাউন্ড। সমুদ্রবিজ্ঞানীরা এখনও এই স্থান সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানে না। "তাহলে, এই

পোলক সাহেব মনে করেন যে, মারিয়ানা ট্রেঞ্চ পাথরে ভেতরে কন্ড্রুইল তৈরি করতে পারে?"

"এটা খুবই অস্পষ্ট একটি তত্ত্ব," জাভিয়া বললো। "সত্যি বলতে কী, এটা কখনও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিতও হয়নি। আমি পোলকের নিজের ওয়েব-সাইটে ঢুকে এ সম্পর্কিত তার নোট দেখেছি, গত মাসে।"

"তত্ত্বটা কখনই প্রকাশিত হয়নি," কর্কি বললো। "কারণ এটা হাস্যকর। কন্ড্রুইল তৈরি করতে হলে তোমার দরকার উত্তাপের। পানির চাপে এরকম ক্রিস্টাল বিন্দু তৈরি হবে না।"

"চাপ," জাভিয়া পাল্টা বললো, "আমাদের এই গ্রহে একক বৃহত্তম শক্তি যা ভৌত পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে। এটাকে বলে রূপান্তরিত শিলা? ভূতত্ত্ব ১০১?"

কর্কি ভ্রূ কুচ্‌কালো।

টোল্যান্ড বুঝতে পারলো জাভিয়ার কথাতে যুক্তি আছে। যদিও উত্তাপ পৃথিবীর অনেক ভৌত পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে, তার পরও বেশিরভাগ শিলার রূপান্তরই ঘটে থাকে প্রচণ্ড চাপে। তারপরও ডক্টর পোলকের তত্ত্বটি এখনও গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি।

"জাভিয়া," টোল্যান্ড বললো। "আমি কখনও শুনিনি পানির চাপে শিলার রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে। তুমি হলে ভূতত্ত্ববিদ, তোমার মত কি?"

"আচ্ছা," সে বললো, তার হাতে ধরা কাগজটাতে টোকা মেরে। "এটা প'ড়ে মনে হচ্ছে কেবল পানির চাপই একমাত্র বিবেচ্য বিষয় নয়।" জাভিয়া একটা অধ্যায় প'ড়ে কোনোালো। "মারিয়ানা ট্রেঞ্চের সামুদ্রিক পাথর তৈরি হয়েছে পানির চাপ এবং ঐ এলাকার টেকটোনিক প্লেটের চাপে।"

অবশ্যই, টোল্যান্ড ভাবলো। মারিয়ানা ট্রেঞ্চ এ এরকম টেকটোনিক জোন রয়েছে।

জাভিয়া পড়তেই থাকলো। "পানির চাপ এবং টেকটোনিক প্লেটের যৌথ চাপে শিলার অভ্যন্তরে কন্ড্রুইল তৈরি হতে পারে, যা পূর্বের ধারণা মতে কেবল মহাশূন্যেই ঘটা সম্ভব।"

কর্কি তার চোখ বড় বড় ক'রে ফেললো। "অসম্ভব।"

টোল্যান্ড কর্কির দিকে তাকালো। "ডক্টর পোলকের পাওয়া পাথরে যে কন্ড্রুইল পাওয়া গেছে সেটার কি অন্য কোনো ব্যাখ্যা রয়েছে?"

"খুব সহজ," কর্কি বললো। "পোলক আসলে সত্যিকারের একটি উল্কাখণ্ডই পেয়েছে। উল্কাখণ্ড বেশিরভাগ সময়ই সমুদ্রে প'ড়ে থাকে। পোলক সেটাকে উল্কাখণ্ড ব'লে মনে করেনি কারণ দীর্ঘদিন পানিতে থাকার ফলে ফিউশন ক্রাস্টটা ক্ষয়ে গিয়েছিলো, এতে ক'রে তিনি মনে করেছেন সেটা সাধারণ কোনো পাথরই।" কর্কি জাভিয়ার দিকে তাকালো। "আমার মনে হয় না পোলকের নিকেল উপাদান হিসেব করার মতো মস্তিষ্ক রয়েছে, আছে কি?"

"সত্যি বলতে কী, হ্যা, আছে," জাভিয়া পাল্টা বললো। হাতে ধরা কাগজটা আবারো তুলে ধরল তার সামনে। "পোলক লিখেছে: 'আমি সেই নমুনাতে নিকেলের উপাদান মাঝারি স্তরে খুঁজে পেয়েছি। যা আমাকে অবাক করেছে, কেননা পার্থিব শিলায় এমনটি সাধারণত হয় না'।"

রাচেলকে খুব বিচলিত ব'লে মনে হলো। "সমুদ্রের শিলাটি কি আসলে উল্কা হবার সম্ভাবনা রয়েছে?"

জাভিয়াকেও বিচলিত মনে হলো। "আমি কোনো পেট্রোলজিস্ট নই, কিন্তু এটা বুঝি পোলকের পাওয়া শিলার সাথে সত্যিকারের উল্কাপিণ্ডের অনেক পার্থক্য রয়েছে।"

"পার্থক্যগুলো কী?" টোল্যান্ড চাপ দিলো।

জাভিয়া তার হাতে ধরা পৃষ্ঠায় একটা গ্রাফের দিকে দৃষ্টি দিলো। একটা পার্থক্য হলো কন্ড্রুইলের রাসায়নিক গঠনের পার্থক্য। এতে দেখা যাচ্ছে টাইটানিয়াম/জিরকোনিয়ামের অনুপাতে ভিন্নতা রয়েছে। সামুদ্রিক শিলার কন্ড্রুইলের টাইটানিয়াম/জিরকোনিয়াম অনুপাত কেবলমাত্র এক মিলিয়নে দুই অংশ।"

"দুই পিপিএস?" কর্কি জোরে বললো। "উল্কাখণ্ডের এটার চেয়ে হাজারগুণ বেশি থাকে!"

"একদম ঠিক," জাভিয়া জবাব দিলো। "যার জন্য পোলক মনে করেছেন যে তার নমুনাটির কন্ড্রুইল মহাশূন্য থেকে আসেনি।"

টোল্যান্ড কর্কির কাছে ঝুঁকে নিচু স্বরে বললো, "নাসা কি মিল্নের শিলার টাইটানিয়াম/জিরকোনিয়াম অনুপাত মেপে দেখেছিলো?"

"অবশ্যই না।" কর্কি বললো। "কেউ সেটা মাপতে পারে না, মাপেও না। এটা মনে হবে যে কেউ তার গাড়ির চাকার টায়ারের রাবারের উপাদান দেখে নিশ্চিত হওয়া যে গাড়িটাই দেখা যাচ্ছে!"

টোল্যান্ড একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জাভিয়ার দিকে তাকালো। "আমরা যদি তোমাকে একটা কন্ড্রুইলবিশিষ্ট পাথর দেই তুমি কি পরীক্ষা ক'রে বলতে পারবে সেটা উল্কাখণ্ড নাকি ... পোলকের সামুদ্রিক পাথর?"

জাভিয়া কাঁধ ঝাঁকাল। "মনে হয় ইলেক্ট্রনিক মাইক্রোস্কোপে সেটা কাছাকাছি ধরা যাবে। এসব কেন করা হচ্ছে, বলতে পারো?"

টোল্যান্ড কর্কির দিকে তাকালো। "তাকে ওটা দিয়ে দাও।"

কর্কি অনিচ্ছা সত্ত্বেও উল্কাখণ্ডের নমুনাটি পকেট থেকে বের ক'রে তাকে দিয়ে দিলো। সে ফিউশন ক্রাস্টের দিকে চেয়ে ফসিলের দিকে তাকালো।

"হায় ঈশ্বর!" সে বললো, তার মাথাটা যেনো ঘুরে গেলো। "এটা সেই পাথরের অংশ তো ...?"

"হ্যা," টোল্যান্ড বললো। "দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো সেটাই।"

১০৬

গ্যাব্রিয়েল অ্যাশ নিজের অফিসের জানালার সামনে একা দাঁড়িয়ে আছে। ভাবছে এরপর সে কী করবে। সে নাসা'র ওখান থেকে প্রবল উত্তেজনা নিয়ে ফিরে এসেছে এই আশায় যে পিওডিএস এর জালিয়াতি সম্পর্কে সিনেটরকে জানাবে।

এখন, সে অতোটা নিশ্চিত নয়।

ইয়োলান্ডার মতে, এবিসি'র দু'জন রিপোর্টারও সেক্সটনের এসএফএফ ঘুষ সম্পর্কে সন্দেহ করছে। তারচেয়েও বড় কথা, গ্যাব্রিয়েল এই মাত্র জানতে পেরেছে যে, সেক্সটন জেনে

গেছেন, গ্যাব্রিয়েল তাঁর ফ্ল্যাটে ঢুকে সব দেখে ফেলেছে। তারপরও তিনি তাকে এ ব্যাপারে কিছুই বলেননি?

গ্যাব্রিয়েল দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তার ট্যাক্সিটা অনেক আগেই চলে গেছে, তাকে এখন আরেকটা ডাকতে হবে। সে জানে তার আগে তাকে একটা কিছু করতে হবে।

আমি কি সত্যি এটা চেষ্টা করে দেখবো?

গ্যাব্রিয়েল অবাক হয়ে ভাবলো। এ ছাড়া তার আর কোনো উপায়ও নেই। সে জানে না কাকে বিশ্বাস করবে।

তার অফিস থেকে বের হয়ে সে সেক্সটনের অফিসের দিকে গেলো। সেক্সটনের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। দরজার মধ্যে দুটো পতাকা লাগানো আছে – ডানদিকে ওল্ডগ্লোরি এবং বাম দিকে ডেলাওয়ার পতাকা। তাঁর দরজাটা আর সব সিনেটরের দরজার মতোই স্টিলের তৈরি, নিরাপত্তামূলক। তাতে রয়েছে ইলেক্ট্রনিক কি-প্যাড। আর একটা এলার্ম সিস্টেম।

সে জানে, সে যদি কয়েক মিনিটের জন্যও ভেতরে যেতে পারতো, তাহলে সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যেতো। এই দরজা দিয়ে ভেতরে যাবার কোনো ভ্রান্তি বিলাস তার নেই। তার অন্য একটা পরিকল্পনা আছে।

সেক্সটনের অফিসের দশ ফিট দূরে, একটা লেডিস রুমে গ্যাব্রিয়েল ঢুকে পড়লো। ভেতরের আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সে।

তুমি কি নিশ্চিত, এটা করার জন্য তুমি প্রস্তুত?

গ্যাব্রিয়েল জানে সেক্সটন তার কাছ থেকে পিওডিএস-এর খবর জানার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। দুঃখের বিষয় হলো, সে এখন বুঝতে পেরেছে সেক্সটন তাকে বোকা বানিয়েছে। গ্যাব্রিয়েল অ্যাশ এটা পছন্দ করেনি। সিনেটর আজ রাতের ঘটনা তার কাছে থেকে গোপন রেখেছেন। প্রশ্ন হলো কতোটা গোপন রেখেছেন, উত্তরটা নিহিত আছে তাঁর অফিসের ভেতরে, ঠিক এই দেয়ালের ওপাশেই।

"পাঁচ মিনিট," গ্যাব্রিয়েল সশব্দেই বললো, নিজেকে গুছিয়ে নেবার জন্য।

সে বাথরুমের সাপ্লাই ক্লোসেটের দিকে গেলো। দরজার ফ্রেমের উপরে হাতড়ালে একটা চাবি ফ্লোরে প'ড়ে গেলো। এটা হলো জরুরি কাজের জন্য রাখা একটা চাবি। এ খবর জানে কেবল হাতে গোনা কয়েকজন। ভাগ্য ভালো যে, গ্যাব্রিয়েল তাদের মধ্যে একজন।

সে ক্লোসেটটা খুলে ফেললো।

ভেতরটা গুমোট, পরিস্কার করার সরঞ্জামে ঠাঁসা। একমাস আগে গ্যাব্রিয়েল পেপার টাওয়েল খোঁজার জন্য এখানে এসে একটা জিনিস আবিষ্কার করতে পেরেছিলো। পেপার না পেয়ে সেটা খোঁজার জন্য টপ শেল্ফের সিলিং-টাইল খুলে দেখতে গেলে সে অবাক হয়ে শুনতে পেয়েছিলো সেক্সটনের অফিস থেকে তাঁর কণ্ঠটা শোনা যাচ্ছে।

একেবারে পরিস্কার।

এখন, আজ রাতে সে এখানে এসেছে টয়লেট পেপারের খোঁজে নয়। গ্যাব্রিয়েল জুতা খুলে শেল্ফের ওপরে উঠে পড়লো। ছাদের ফাইবার বোর্ড টাইল্সটা খুলে ফেলে সে উঠে

গেলো ওখানে। *জাতীয় নিরাপত্তার জন্য অনেক বেশিই হয়ে গেছে।* সে ভাবলো। অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো কতোগুলো স্টেট এবং ফেডারেল আইন সে লঙ্ঘন করেছে।

নিচু হয়ে সে সেক্সটনের প্রাইভেট গেস্ট-রুমের দিকে যেতে লাগলো। গ্যাব্রিয়েল তার পা-দুটো চিনামাটির সিঙ্কে রেখে নেমে পড়লো সেক্সটনের প্রাইভেট অফিসের ভেতর।

তাঁর প্রাচ্যদেশীয় কার্পেটটা নরম আর উষ্ণ ব'লে মনে হলো তার কাছে।

১০৭

ত্রিশ ফুট দূরে, একটা কালো কিওয়া গানশিপ দক্ষিণ ডেলাওয়ার-এর পাইনগাছের সারির ওপর এসে থামলো। ডেল্টা-ওয়ান অবস্থান চিহ্নিত ক'রে অটো নেভিগেশন সিস্টেমটা লক্ ক'রে ফেললো।

যদিও রাচেলের জাহাজের ট্রান্সমিশন যন্ত্রটি এবং পিকারিংয়ের সেলফোন, দুটোই এনক্রিপ্ট করা, যাতে যোগাযোগের বিষয় সুরক্ষিত থাকে, তারপরও ডেল্টা-ওয়ান যে রাচেলের ফোন ইন্টারসেপ্ট করেছে তার লক্ষ্য কিন্তু তাদের কথাবার্তা আঁড়িপেতে কোনো নয়। রাচেলের ভৌগলিক অবস্থান জানাই আসল লক্ষ্য।

ডেল্টা-ওয়ান সবসময়ই এটা ভেবে খুব মজা পায় যে, বেশিরভাগ সেলফোন গ্রাহকই জানে না যে, তারা প্রতিবারই কল করার সাথে সাথে সরকারের লিসেনিং পোস্ট তাদের অবস্থান একেবারে নিখুঁতভাবে চিহ্নিত করতে পারে। এই ছোট্ট ব্যাপারটিই কোনো সেলফোন কোম্পানি বিজ্ঞাপন করে না। আজ রাতে, ডেল্টাফোর্স পিকারিংয়ের সেলফোনে আসা ইনকামিং কলের ভৌগলিক অবস্থান নিখুঁতভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছে।

তাদের টার্গেটের দিকে তারা ছুটে যাচ্ছে। বিশ মিনিটের মধ্যেই তারা পৌঁছে যেতে পারবে। "ছাতা প্রস্তুত?" সে জিজ্ঞেস করলো ডেল্টা-টু'কে, সে রাডার এবং ওয়েপেন সিস্টেমটা ঠিকঠাক করছে।

"হ্যা, প্রস্তুত। পাঁচ মাইল রেঞ্জের মধ্যে।

পাঁচ মাইল, ডেল্টা-ওয়ান ভাবলো। কপ্টারটা রাডার ফাঁকি দিয়ে টার্গেটের কাছাকাছি নিয়ে যেতে চাচ্ছে। সে জানে *গয়া*'র যাত্রীদের কেউ কেউ উৎকণ্ঠার সাথে আকাশের দিকে লক্ষ্য রাখছে। যেহেতু ডেল্টা ফোর্সের উদ্দেশ্য হলো তাদের টার্গেটকে কোনো রকম রেডিও যোগাযোগ করতে না দিয়েই শেষ করা, তাই নিঃশব্দেই তারা এগিয়ে গেলো।

পনেরো মাইল দূরে, এখনও তার রাডার রেঞ্জের বাইরে আছে। ডেল্টা-ওয়ান কিওয়া'কে ৩৫ ডিগ্রি বাঁক নিয়ে পশ্চিমে দিকে চলে গেলো। সে ৩০০০ ফুট উপরে ওঠে গেলো তারা – ছোট প্লেনের রেঞ্জ এটা – আর তার গতি ১১০ নট ঠিক ক'রে নিলো।

গয়া'র ডেকে কোস্টগার্ড হেলিকপ্টারের পাইলট রাডার পর্দায় ছোট একটা বিপ্ শুনে ভালো ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখলো। দশ মাইল সীমানার মধ্যে একটা কিছু ঢুকেছে। পাইলট সোজা হয়ে বসলো। জিনিসটা মনে হলো ছোট্ট একটা কার্গো প্লেন, পশ্চিম উপকূলের দিকে যাচ্ছে।

হয়তো নেটওয়ার্কের উদ্দেশ্যে যাচ্ছে।

প্লেনটার গতি ১১০ নট হবে। আর সেটা তাদের জাহাজ থেকে ক্রমশ দূরে স'রে যাচ্ছে।

৪.১ মাইল। ৪.২ মাইল।

পাইলট হাফ ছেড়ে বাঁচলো। স্বস্তিবোধ করলো। তারপরই অদ্ভুত ব্যাপারটা ঘটলো।

"ছাতা মেলে ধরা হয়েছে," ডেল্টা-টু বললো। "নয়েজ অফ করা হয়েছে, পাল্‌স সক্রিয় আছে।"

ডেল্টা-ওয়ান একেবারে ডান দিকে বাঁক নিয়ে নিলো। ক্রাফটা সরাসরি গয়া'র দিকে মুখ ক'রে ছুটতে লাগলো। এই কৌশলটার জন্য জাহাজের রাডারে কিছুই ধরা পড়বে না।

রাডার ফাঁকি দেয়ার কৌশলটা আবিস্কৃত হয়েছিলো দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময়ে। এক বৃটিশ পাইলট তার প্লেন থেকে খড়ের বস্তা ফেলতে শুরু ক'রে বোমা হামলার সময়ে। জার্মান রাডারে এতগুলো বস্তু ধরা পড়ে যে তারা ভেবেই পেলো না কোনোটাকে গুলি করবে। এই কৌশলটাই তারপর থেকে উন্নত টেকনিকে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

কিওয়া'র 'ছাতা' রাডার ফাঁকি দেবার সবচাইতে অত্যাধুনিক মিলিটারি যুদ্ধাস্ত্র। এতে ক'রে সব ধরণের রাডারে ফাঁকি দেয়া যায়। তাছাড়াও আশপাশের সব ধরণের রেডিও যোগাযোগ অথবা মাইক্রোওয়েভ সিস্টেম অচল হয়ে যায় – অবশ্য সলিড টেলিফোন লাইন বাদে। যদি কিওয়া *গয়া*'র কাছে এসে পড়ে তবে সেখানকার সব ধরণের যোগাযোগ সিস্টেম অচল হয়ে পড়বে।

নিখুঁত বিচ্ছিন্নতা, ডেল্টা-ওয়ান ভাবলো। *তাদের আত্মরক্ষার কোনো কিছুই নেই।*

তাদের টার্গেটরা মিল্‌নে আইস শেল্‌ফ থেকে ভাগ্যক্রমে এবং কিছুটা চালাকি করেই পালাতে পেরেছে। কিন্তু এবার সেটার পুনরাবৃত্তি হবে না। উপকূল ছেড়ে সমুদ্রে আসাটা রাচেল আর টোল্যান্ডের নেয়া সর্বশেষ বাজে সিদ্ধান্ত, এটাই হবে তাদের জীবনের শেষ বাজে সিদ্ধান্ত।

হোয়াইট হাউজে প্রেসিডেন্ট জাখ হার্নি নিজের বিছানায় টেলিফোন ধ'রে বিমূঢ় হয়ে ব'সে আছেন। "এসময়? এক্সট্রম আমার সাথে এখন কথা বলতে চাচ্ছে?" হার্নি বিছানার পাশে রাখা ঘড়িটার দিকে তাকালো। *৩টা ১৭ মিনিট।*

"হ্যা, মিঃ প্রেসিডেন্ট," কমিউনিকেশন অফিসার বললো। "তিনি বলেছেন এটা নাকি খুবই জরুরি।"

১০৮

কর্কি আর জাভিয়া যখন কন্ড্রুইলের জিরকোনিয়াম উপাদান মাপার জন্য মাইক্রোপ্রোবের সামনে ব্যস্ত, রাচেল তখন টোল্যান্ডের সাথে পাশের ঘরে চলে গেলো। সেখানে টোল্যান্ড আরেকটা কম্পিউটার চালু করলো। বোঝাই যাচ্ছে সমুদ্রবিজ্ঞানী আরেকটা জিনিস চেক ক'রে দেখতে চাইছে।

কম্পিউটারটা চালু হতেই টোল্যান্ড রাচেলের দিকে তাকালো। সে কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলো।

"কী হয়েছে?" রাচেল জিজ্ঞেস করলো। তার সান্নিধ্যে আসলে রাচেলের কী রকম জানি শারীরিক অনুভূতির সৃষ্টি হয় এই কথাটা ভেবে অবাক হলো সে ।

"আমি তোমার কাছে একটু ক্ষমা চাচ্ছি,' টোল্যান্ড বললো। তাকে খুব বিনয়ী মনে হচ্ছে।

"কিসের জন্য?"

"ডেকে? হ্যামার হেড নিয়ে? আমি খুব বেশি উত্তেজিত ছিলাম। কখনও কখনও আমি ভুলে যাই অনেকের কাছে সমুদ্র কী রকম ভীতিকর হতে পারে।"

তার সঙ্গে মুখোমুখি হলে রাচেলের মনে হয় একজন টিনএজার তার ছেলে বন্ধু নিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। "ধন্যবাদ, সেটা কোনো ব্যাপার না। সত্যি বলছি।" তার মন কেন জানি বলছে টোল্যান্ড তাকে চুমু খেতে চাচ্ছে।

একটু বাদেই সে লজ্জায় স'রে গেলো। "আমি জানি। তুমি তীরে যেতে চাচ্ছো। আমাদেরকে কাজটা করতে হবে আগে।"

"এখনই।" রাচেল আলতো ক'রে হাসলো।

"এখনই," টোল্যান্ড কথাটা আবারো বললো, কম্পিউটারের সামনে ব'সে পড়লো সে।

রাচেল তার পেছনেই বসলো। সে দেখলো টোল্যান্ড কতোগুলো ফাইল খুলে দেখছে। "আমরা কি করছি?"

"সমুদ্রের বড় বড় উকুনের ডাটাবেস্ চেক ক'রে দেখছি। আমি দেখতে চাচ্ছি সেখানে এমন কিছু পাই কিনা – যা দেখতে নাসা'র ফসিলের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়।" মেনুতে খোঁজ ক'রে দেখলো টোল্যান্ড। "এখানে সমুদ্রের সাম্প্রতিকতম খবরাখবর থাকে। কোনো মেরিন বায়োলজিস্ট নতুন কোনো প্রজাতি অথবা ফসিল পেলে সেটার তথ্য এবং ছবি ডাটা ব্যাংকে দিয়ে দেয়।"

রাচেল টোল্যান্ডের দিকে চেয়ে বললো, "তাহলে তুমি ওয়েব-এ ঢুকেছো?"

"না। সমুদ্রে থেকে ইন্টারনেটে ঢোকা খুবই কঠিন কাজ। আমরা এইসব ডাটা এখানেই একটা অপটিক্যাল ড্রাইভে সংরক্ষণ ক'রে থাকি। পাশের ঘরেই সেটা আছে। যখনই আমরা বন্দর বা পোর্টে নামি ডাটাগুলো আপ-ডেট ক'রে নেই। এভাবে আমরা ইন্টারনেট ছাড়াই ডাটাগুলোতে একসেস করতে পারি।" টোল্যান্ড কী যেনো টাইপ করতে লাগলো। সে মুখ টিপে হাসছে। "তুমি সম্ভবত বিতর্কিত মিউজিক ফাইল ডাউন লোড করা ন্যাপস্টার-এর নাম শুনেছো?"

রাচেল সায় দিলো।

"আমাদের এই ডাটাব্যাংক ড্রাইভার সিস্টেমকেও বায়োলজিস্টদের ন্যাপস্টার বলা হয়। আমরা অবশ্য এটাকে বলি LOBSTER, লনলি ওশানিক বায়োলজিস্ট শেয়ারিং টোট্যালি এসেনট্রিক রিসার্চ।"

রাচেল হেসে ফেললো। এরকম কঠিন সময়েও টোল্যান্ড হাস্যরস ক'রে রাচেলের ভয় কিছুটা কমিয়ে দিতে পারছে।

"আমাদের ডাটাবেস্‌টা কিন্তু খুবই বিশাল।" টোল্যান্ড বললো। "প্রায় দশ টেরাবাইট বর্ণনা আর ছবি এতে রয়েছে। এখানে এমন কিছু তথ্য আছে যেটা কেউ কখনও দেখেনি

সামুদ্রিক প্রাণীর সংখ্যা খুবই বিশাল।" সে সার্চ বাটনে ক্লিক করলো। "দেখা যাক, আমাদের ক্ষুদে মহাশূন্য ছারপোকার ফসিলের মতো সাদৃশ্যপূর্ণ কোনো সামুদ্রিক ফসিল কেউ পেয়েছে কিনা।"

এরপর, একেরপর এক ছবি আর বর্ণনা পর্দায় ভেসে আসতে লাগলো। টোল্যান্ড প্রতিটা তালিকাই পরখ ক'রে দেখলো। কিন্তু মিল্‌নে-তে পাওয়া ফসিলের মতো কোনো কিছু পেলো না।

টোল্যান্ড ভুরু কুচ্‌কে বললো, "অন্যভাবে চেষ্টা ক'রে দেখি।" সে 'ফসিল' শব্দটা বাদ দিয়ে দিলো কি-ওয়ার্ডের তালিকা থেকে।

"আমরা সব জীবিত প্রাণীর মধ্যে খুঁজে দেখি। হয়তো সেখানে কিছু পেতে পারি।" পর্দাটা রিফ্রেশ হলো।

আবারো টোল্যান্ড ভুরু কুচকালো। কম্পিউটার শত শত এন্ট্রি নিয়ে হাজির হয়েছে। সে তার গাল চুলকালো। "এটা অনেক বেশি হয়ে গেছে। সার্চটা একটু সংক্ষিপ্ত করা যাক।"

রাচেল দেখতে পেলো সে মেনুতে 'হ্যাবিটাট' শব্দটিতে মার্ক দিয়ে ক্লিক্ করলো। এবার সে তালিকাটি এলো সেটা সীমাহীন : টাইডপুল, মার্স, লাগুন, বিফ, সালফার ভেন্ট ইত্যাদি। টোল্যান্ড তালিকাটার নিচে গিয়ে একটা অপশন বাছাই করলো :

ওশানিক ট্রেঞ্চ

স্মার্ট, রাচেল মনে মনে বললো। টোল্যান্ড তার সার্চটা কেবলমাত্র নির্দিষ্ট একটা জায়গার মধ্যে সীমাবদ্ধ ক'রে ফেললো যেখানে কন্ড্রুইল হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

এবার পর্দায় যেটা ভেসে উঠলো সেটা দেখে টোল্যান্ড হাসলো। "ভালো খবর, কেবল তিনটা এন্ট্রি।"

রাচেল প্রথম এন্ট্রিটার দিকে তাকালো। *লিমুলাস পলি... এরকমই কিছু।*

টোল্যান্ড এন্ট্রিটাতে ক্লিক্ করলে একটা ছবি ভেসে উঠলো। প্রাণীটাকে দেখে মনে হলো একটা বিশাল আকারের লেজবিহীন হর্স-সু কাঁকড়া।

"না," টোল্যান্ড বললো। আগের পাতাতেই ফিরে গেলো সে।

রাচেল দ্বিতীয় আইটেমটার দিকে লক্ষ্য করলো। *শ্রিম্পাস আগলিয়াস ফ্রম হোস*। সে দ্বিধাগ্রস্তভাবে বললো, "এটা কি আসলেই কোনো নাম?"

টোল্যান্ড হাসলো। "না। এটা নতুন প্রজাতি, যার নাম এখনও দেয়া হয়নি। যে লোকটা এটা আবিষ্কার করেছে তার রসবোধ রয়েছে।"

সে শেষ এন্ট্রিটার দিকে গেলো এবার। "শেষেরটা দেখি কি হয় ..." সে তৃতীয় আইটেমটা ক্লিক্ করলো। সেই পাতাটা ভেসে এলো।

"*বাথিনোমাস জাইগানতিয়াস....*" টোল্যান্ড লেখাটা জোরে জোরে পড়লো। ছবিটা ভেসে এলো পর্দায়। রঙ্গীন ছবি।

রাচেল লাফিয়ে উঠলো। "হায় ঈশ্বর!"

টোল্যান্ড একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস নিয়ে নিলো। "ওরে বাবা। এটাকে তো চেনা চেনা লাগছে।"

রাচেল সায় দিলো। নির্বাক সে। *বাথিনোমাস জাইগানতিয়াস।* প্রাণীটা দেখে মনে হচ্ছে বিশাল সামুদ্রিক উকুন। নাসা'র পাওয়া পাথরের ফসিলের সাথে এটার খুব মিল রয়েছে।

"এখানে খুব কমই পার্থক্য রয়েছে," টোল্যান্ড বললো। "কিন্তু এটা খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ। বিশেষ ক'রে এটা বিবেচনায় নিলে যে, এটা একশত নব্বই মিলিয়ন বছরেরই পুরনো প্রজাতি।"

খুবই কাছাকাছি, রাচেল ভাবলো।

খুব কাছাকাছি।

টোল্যান্ড পর্দায় থাকা বিবরণটা পড়লো : "মনে করা হয় এটা সমুদ্রের সবচাইতে পুরনো প্রজাতি। *বাথিনোমাস জাইগানতিয়াস* একটি বিরল প্রজাতির গভীর সমুদ্রের আইসোপোড জাতীয় গুটি পোকা। দৈর্ঘ্যে দুই ফিটের মতো। এটার মাথার কঙ্কাল খুব শক্ত, এর রয়েছে এন্টেনা এবং স্থলভাগের পোকা মাকড়ের মতোই জটিল প্রকৃতির এক জোড়া চোখ। এরা বাস করে এমন পরিবেশে, আগে মনে করা হোতো সেসব জায়গাতে কোনো প্রাণী থাকা সম্ভব নয়।" টোল্যান্ড মুখ তুলে তাকালো। যা অন্যসব ফসিলগুলোতেও ব্যাখ্যা করতে পারে।"

রাচেল পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকলো। উত্তেজিত বোধ করলেও সে বুঝতে পারছে না এসবের মানে কী।"

"কল্পনা করো," টোল্যান্ড উত্তেজিতভাবে বললো। "একশত নব্বই মিলিয়ন বছর আগে এরকম *বাথিনোমাস* সমুদ্রের গভীরে ভূমিধ্বসে চাপা প'ড়ে গেলো। কাদাগুলো পাথর হয়ে গেলে ছারপোকাগুলো পাথরের ভেতরে ফসিল হয়ে যায়। একই সঙ্গে সমুদ্রের তলদেশের প্লেটের সঞ্চারণের ফলে সেটা ট্রেঞ্চের কাছাকাছি চলে আসে, ফসিলযুক্ত পাথরটা এসে পড়ে উচ্চ-চাপযুক্ত এলাকাতে, যেখানে কন্ড্রুইলের জন্ম হয়।" টোল্যান্ড এবার খুব দ্রুত বলতে লাগলো। "ট্রেঞ্চের আশেপাশে এই পাথরের টুক্‌রো খুঁজে পাওয়াটা একেবারে বিরল ঘটনা নয়!"

"কিন্তু নাসা যদি ..." রাচেল থেমে গেলো একটু। "মানে বলতে চাচ্ছি, এটা যদি সম্পূর্ণ মিথ্যে হয়ে থাকে, নাসা অবশ্যই জানে আজ হোক কাল হোক কেউ না কেউ ঠিকই খুঁজে পাবে যে, এই ফসিলটা সামুদ্রিক প্রাণীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, তাই না? যেমন আমরা খুঁজে পেলাম!"

টোল্যান্ড *বাথিনোমাস*-এর ছবিটা লেজার প্রিন্টারে প্রিন্ট ক'রে নিলো। "আমি জানি না। কেউ যদি আগ বাড়িয়ে এসে ব'লে যে সামুদ্রিক উকুনের সঙ্গে নাসা'র ফসিলের মিল রয়েছে, তারপরও তাদের ফিজিওলজি তো পরিচিতিজ্ঞাপক নয়। এটা নাসা'র কেসটাকে আরো শক্তিশালী ক'রে তুলবে।"

রাচেল আচমকাই বুঝতে পারলো। 'পান্সপারমিয়া'। *পৃথিবীতে জীবনের আর্বিভাব হয়েছে মহাশূন্যের বীজ থেকে।*

"একদম ঠিক। মহাশূন্যের প্রাণীদের সাথে পৃথিবীর প্রাণীদের সাদৃশ্য চমৎকার বৈজ্ঞানিক ধারণা তৈরি করবে। এই সামুদ্রিক উকুনটি নাসা'র কেসটাকে আরো বেশি শক্তিশালী করবে।"

"কেবলমাত্র যদি উল্কার বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়।"

টোল্যান্ড সায় দিলো। "একবার যদি উল্কাপিণ্ডটি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়ে তবে সব

কিছুই ভেঙে পড়বে। সামুদ্রিক উকুনটা নাসা'র বন্ধু থেকে শত্রুর পরিণত হয়ে যাবে।"

রাচেল নিজেকে বোঝাতে লাগলো এটা নাসা'র একটি নির্দোষ ভুল। কিন্তু তার যুক্তি বলছে তা নয়। কারণ যারা অজান্তে ভুল করে তারা মানুষ খুন করতে যাবে না।

আচমকাই কর্কির নাকি সুরের কণ্ঠটা প্রতিধ্বনিত হলো ল্যাবে। "অসম্ভব!"

টোল্যান্ড এবং রাচেল দু'জনেই ঘুরে দেখলো।

"অনুপাতটি আবারো হিসেব ক'রে দেখা হলো! এতে তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না!

জাভিয়াও সেখানে দ্রুত ছুটে এলো হাতে একটা প্রিন্ট-আউট নিয়ে। তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। "মাইক, আমি জানি না কীভাবে বলবো ..." তার কণ্ঠ কাঁপা কাঁপা। "টাইটানিয়াম/জিরকোনিয়াম অনুপাতটি, এই নমুনার, দেখেছি। এটা নিশ্চিত, নাসা একটা বিশাল ভুল করেছে। তাদের উল্কাপিণ্ডটি আসলে সামুদ্রিক পাথর।"

টোল্যান্ড আর রাচেল একে অন্যের দিকে তাকালো কিন্তু কিছুই বললো না। তারা এটা জানে। যেনো সব সন্দেহ আর দ্বিধা এক নিমিষেই সরে গেলো। একটা মূল বিন্দুতে এসে পৌঁছেছে।

টোল্যান্ড সায় দিলো, তার চোখে বেদনা। "হ্যা। ধন্যবাদ। জাভিয়া।"

"কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না," জাভিয়া বললো। "ফিউশন ক্রাস্ট ... বরফের নিচে তার অবস্থান –"

"আমরা এটা তীরে পৌঁছে ব্যাখ্যা করবো," টোল্যান্ড বললো। "আমরা এখান থেকে চ'লে যাচ্ছি।"

রাচেল দ্রুত যাবতীয় কাগজপত্র যোগাড় ক'রে হাতে নিয়ে নিলো। এসবে রয়েছে কীভাবে নাসা এই আবিষ্কারটা সাজিয়েছে। আর এই সিদ্ধান্তে আসা গেছে যে, পুরো ব্যাপারটিই জালিয়াতি।

টোল্যান্ড রাচেলের হাতে থাকা কাগজপত্রগুলোর দিকে বিষণ্নভাবে তাকিয়ে বললো, "তো, পিকারিংয়ের জন্য সব প্রমাণই আছে এখানে।"

রাচেল মাথা নেড়ে সায় দিলো, অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো পিকারিং কেন তার ফোনে জবাব দিলো না।

টোল্যান্ড একটা ফোন তুলে নিয়ে তার দিকে বাড়িয়ে দিলো। "তুমি এখান থেকে আবার চেষ্টা করে দেখবে?"

"না, চলো, জলদি চলে যাই। আমি কপ্টার থেকে তার সঙ্গে যোগাযোগ করবো।" রাচেল মনে মনে ঠিক ক'রে ফেলেছে, সে যদি পিকারিংয়ের সাথে যোগাযোগ করতে না পারে, তবে কপ্টারটা নিয়ে সোজা এনআরও- তে চলে যাবে।

টোল্যান্ড ফোনটা রাখতে গিয়ে থেমে গেলো। সে রিসিভারে কী যেনো শুনে ভুরু কুচকালো। "আজব তো। কোনো ডায়াল টোন নেই।"

"কী বললে?" রাচেল বললো, তাকে এখন বিচলিত মনে হচ্ছে।

"আজব," টোল্যান্ড বললো। "সরাসরি COMSAT লাইন কখনও এরকম করে না তো

"মিঃ টোল্যান্ড?" পাইলট ল্যাবে ছুটে এসে বললো, তার মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

"কি হয়েছে?" রাচেল জানতে চাইলো। "কেউ কি আসছে?"

"সেটাই তো সমস্যা," পাইলট বললো। "আমি জানি না। আমাদের সব কমিউনিকেশন যন্ত্রপাতি আর রাডার বন্ধ হয়ে গেছে।"

রাচেল কাগজগুলো তার শার্টের ভেতরে গুজে রেখে দিলো। "হেলিকপ্টারে আসো আমরা এক্ষুণি চ'লে যাবো। এক্ষুণি!"

১০৯

সিনেটর সেক্সটনের অন্ধকার অফিসে ঢুকে গ্যাব্রিয়েলের হৃদস্পন্দনটা বেড়ে গেলো। ঘরটা যেমন ব্যয়বহুল তেমনি অভিজাত – কাঠের নক্সা করা দেয়াল। তৈলচিত্র, ইরানী কার্পেট, বিশাল মেহগনি কাঠের ডেস্ক। ঘরটার একমাত্র আলো হলো সেক্সটনের কম্পিউটার মনিটরের হালকা আলোটা।

গ্যাব্রিয়েল তাঁর ডেস্কের দিকে গেলো।

সিনেটর টেক্সটন তাঁর অফিসের যাবতীয় নথিপত্র, ফাইল, সব দলিল-দস্তাবেজই বড় বড় ফাইল ক্যাবিনেট আর ড্রয়ারে না রেখে ডিজিটালি সংরক্ষণ করেন – কম্পিউটারে। আর এই অফিসটা তিনি সব সময়ই তালা মেরে রাখেন নিরাপত্তার কারণে। তিনি কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ পর্যন্ত দেননি যাতে হ্যাকাররা তাঁর তথ্য চুরি করতে না পারে।

ওয়াশিংটনে এসে গ্যাব্রিয়েল একটা কথা শিখেছে। *তথ্যই শক্তি।* গ্যাব্রিয়েল জানতে পেরেছে রাজনীতিবিদরা তাদের সব ধরণের অবৈধ অনুদানই রেকর্ড ক'রে রাখে। কথাটা শুনতে বোকামী মনে হলেও আসলে এর পেছনে রয়েছে একটা নিরাপত্তাজনিত কারণ। এটাকে ওয়াশিংটনে বলা হয় 'সিয়ামিজ ইন্সুরেন্স'। ডোনারের হাত থেকে প্রার্থীকে রক্ষা করার জন্য এটা করা হয়। যারা মনে করে যে ডোনাররা পরবর্তীতে রাজনৈতিক চাপ দিতে পারে প্রার্থীকে, যদি কোনো ডোনার খুব বেশি দাবিদাওয়া চেয়ে ব'সে তবে প্রার্থী অবৈধ ডোনেশনের কাগজপত্র বের ক'রে দেখায় এবং স্মরণ করিয়ে দেয় যে, বাড়াবাড়ি করলে উভয়ের জন্যই ক্ষতি হবে। আমরা দু'জনেই সংযুক্ত আছি – সিয়ামিজ যমজের মতো।

গ্যাব্রিয়েল সিনেটরের ডেস্কের পেছনে ব'সে পড়লো। সে একটা গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে কম্পিউটারের দিকে তাকালো। *সিনেটর যদি এসএফএফ-এর কাছ থেকে কোনো ঘুষ নিয়েই থাকেন, তবে তার প্রমাণ এখানে থাকবেই।*

সেক্সটনের স্ক্রিনসেভারে লেখা আছে : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট সেজউইক সেক্সটন ...

গ্যাব্রিয়েল মাউস নাড়ালে একটা সিকিউরিটি ডায়ালগ বক্স পর্দায় ভেসে এলো।

এন্টার পাসওয়ার্ড :

সে এটাই প্রত্যাশা করলো। এটাতে কোনো সমস্যা হবে না। গত সপ্তাহে, গ্যাব্রিয়েল সিনেটরের অফিসে ঢুকে দেখতে পেয়েছিলো সিনেটর কম্পিউটারের সামনে ব'সে আছেন। সে

তাঁকে দেখতে পেয়েছিলো একটা কি-তেই তিনবার চাপ দিলেন।

"এটাই পাসওয়ার্ড?" সে ঢুকতে ঢুকতে বলেছিলো।

সেক্সটন তার দিকে তাকিয়ে বলেছিলো, "কি?"

"তোমার পাস-ওয়ার্ড কেবলমাত্র তিনটি অক্ষরে? আমার মনে হয় টেকনিশিয়ানরা আমাদেরকে কমপক্ষে ছয়টা অক্ষর ব্যবহার করতে বলেছিলো।"

"আরে, ওরা হলো ছোক্‌রা ছেলে। ওরা যখন চল্লিশের ওপর হবে তখন ওরাও ছয়টি অক্ষর মনে করতে বেগ পাবে। তাছাড়া, দরজাতে এলার্ম আছে। কেউ এখানে আসতে পারবে না।"

গ্যাব্রিয়েল তার কাছে গিয়ে একটু হেসে বললো, "তুমি যখন বাথরুমে থাকো, তখন যদি কেউ এসে পড়ে, তখন কি হবে?"

"আর পাস-ওয়ার্ডটা মেলাবে?" তিনি একটা সন্দেহগ্রস্তভাবে হাসলেন। "আমি বাথরুমে খুব দেরি করি, কিন্তু অতোটা দেরি নিশ্চয় করি না।"

"আমি তোমার পাস-ওয়ার্ডটা দশ সেকেন্ডে যদি বের করতে পারি তবে কি বে ডেভিডে ডিনার খাওয়াবে?"

সেক্সটনকে কৌতুহলী ব'লে মনে হলো। "তুমি ডেভিডে খাওয়ানোর ক্ষমতা রাখো না, গ্যাব্রিয়েল।"

"তাহলে তুমি বলছো তুমি একজন কাপুরুষ?"

অবশেষে সেক্সটন চ্যালেঞ্জটা গ্রহন করেছিলেন। কিন্তু গ্যাব্রিয়েল জানে কোনো তিনটি অক্ষর হবে। এটা খুবই সোজা। সেক্সটন তার নামের অনুপ্রাসটি খুবই পছন্দ করেন। সিনেটর সেজউইক সেক্সটন।

একজন রাজনীতিবিদের ইগোকে খাটো ক'রে কখনও দেখবে না।

সে এসএসএস টাইপ করেছিলো। সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রিনসেরভারটা চলে গিয়েছিলো। এটা দেখে সেক্সটনের মুখ হা হয়ে গেলো।

সেটা অবশ্য গত সপ্তাহের কথা। এখন গ্যাব্রিয়েলের মনে হলো সেক্সটন তো নতুন পাস-ওয়ার্ডও তৈরি ক'রে নিতে পারে। *কেন সে ওটা করবে? সে আমাকে খুবই বিশ্বাস করে।*

সে এসএসএস টাইপ করলো।

কিন্তু তাতে হলো না– পাসওয়ার্ডটা ভুল।

গ্যাব্রিয়েল ভড়কে গেলো।

বোঝাই যাচ্ছে সিনেটর যে তাকে কতোটা বিশ্বাস ক'রে সে ব্যাপারে সে একটু বেশিই ধারণা ক'রে ফেলেছিলো।

১১০

আক্রমণটা আচম্‌কাই এলো। দক্ষিণ পশ্চিম দিকে *গয়া*'র আকাশের ওপরে, দৈত্যাকারের গানশিপ হেলিকপ্টারটা যেনো ধেয়ে এলো। সেটা কি অথবা কেন এটা এখানে সে সম্পর্কে

রাচেলের কোনো সন্দেহই নেই।

অন্ধকার চিড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে লাগলে *গয়া*'র ডেকের ফাইবার গ্লাস চুরমার হয়ে গেলো। রাচেল আত্মরক্ষার্থে ব'সে পড়লো কিন্তু খুব দেরি হয়ে গেছে, তার হাতে বুলেটের টুকরো এসে বিঁধলে সে আছড়ে পড়লো জমিনে। তারপর গড়িয়ে ট্রাইটন সাবমেরিনটার পেছনে চলে গেলো সে। বিশাল একটা বিস্ফোরণ হতেই মুহূর্তে একটা হিস্ ক'রে শব্দ হলো। কপ্টারটার রকেট বিস্ফোরিত হলো সমুদ্রে। সঙ্গে সঙ্গে আরো বিস্ফোরণ।

ডেকে শুয়েই রাচেল কাঁপতে কাঁপতে তার হাতটা একটু তুললো। সে টোল্যান্ড আর কর্কির দিকে তাকালো। তারা একটা স্টোরেজের আড়ালে লুকিয়েছে। তারা দু'জনে এবার উঠে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকালো ভয়ার্তভাবে। রাচেল হাঁটুর উপর ভর দিয়ে উঠে বসলো। পুরো জগৎটিই মনে হচ্ছে ধীর গতির হয়ে গেছে।

ট্রাইটনের পেছনে থেকে রাচেল তীব্র আতংকে এদের একমাত্র পালানোর বাহনটার দিকে তাকালো – কোস্টগার্ড হেলিকপ্টার। জাভিয়া ইতিমধ্যেই কপ্টারে উঠে বসেছে। রাচেল দেখতে পেলো পাইলট ককপিটে ব'সে দ্রুত কপ্টারটা চালু করার চেষ্টা করছে। হেলিকপ্টারটা ব্লেড ঘুরতে শুরু করলো ... আস্তে আস্তে।

অনেক ধীরে।

জলদি।

রাচেল উঠে দাঁড়িয়ে দৌড়ানোর প্রস্তুতি নিলো। ভাবলো সে কি আক্রমণকারীদের আরেকটা আঘাতের আগে ডেকটা পেরিয়ে ওপাশে যেতে পারবে কিনা। তার পেছনে, সে শুনতে পেলো টোল্যান্ড আর কর্কি তার দিকে এবং অপেক্ষারত হেলিকপ্টারের কাছে আসছে।

হ্যা! জলদি।

একশ গজ দূরে, আকাশের ওপরে, ফাঁকা অন্ধকারে, পেন্সিলের মতো চিকন একটা লাল আলোর রেখা *গয়া*'র ডেকে নিক্ষেপ করা হয়েছে। রেখাটা ডেকের মধ্যে কী যেনো খুঁজে বেড়াচ্ছে। নিশ্চিত, সেটা লক্ষ্যবস্তু খুঁজছে। আলোর রেখাটা হেলিকপ্টাপরটার পাশে এসে থামলো।

রাচেল মুহূর্তেই বুঝতে পারলো, কিন্তু খুব বেশি দেরি হয়ে গেছে।

জাভিয়া কপ্টারে ব'সে উদভ্রান্তের মতো তাকালো – লাল আলোর রেখাটি রাতের আকাশ চিড়ে ফেললো যেনো।

রাচেল ঝট ক'রে টোল্যান্ড আর কর্কির দিকে ঘুরে দাঁড়ালো, তারা হেলিকপ্টারের দিকেই ছুটছিলো। সে পেছন থেকে তাদেরকে ধরতেই তারা তিনজনই হুমুড় ক'রে পায়ে পা লেগে ডেকের ওপর প'ড়ে গেলো। দূরে, একটা সাদা ফ্ল্যাশ লাইট দেখা গেলো। রাচেল ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে দেখতে পেলো লেজার লাইটটা অনুসরণ ক'রে একটা রকেট ছুটে যাচ্ছে হেলিকপ্টারটার দিকে।

যখন হেল-ফায়ার মিসাইলটা হেলিকপ্টারে আঘাত করলো, সেটা একটা খেলনার মতো টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। বিস্ফোরণের উত্তাপ আর ধাক্কা তাদের গায়ে এসেও লাগলো। আগুনের ফুল্‌কি আর লোহার ছোট ছোট টুকরোর বৃষ্টি নেমে এলো যেনো। হেলিকপ্টারটার

কঙ্কাল দুমড়ে মুচড়ে আস্তে ক'রে ডেক থেকে জাহাজের নিচে প'ড়ে গেলো। সমুদ্রে পড়তেই পানি বাষ্প হয়ে হিস্‌হিস্ ক'রে শব্দ ক'রে নিমিষেই ওটা অতল গহ্বরে চলে গেলো।

রাচেল তার চোখ বন্ধ করলো, শ্বাস নিতে পারছে না সে। সে শুনতে পেলো মাইকেল টোল্যান্ড চিৎকার করছে। রাচেলের মনে হলো টোল্যান্ড তার শক্ত হাত দিয়ে তাকে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে। কিন্তু সে নড়তে পারছে না।

কোস্টগার্ড পাইলট আর জাভিয়া মারা গেছে।

এরপরই আমরা।

১১১

মিল্‌নের আইস শেল্‌ফের আবহাওয়াটা থিতু হলো। হ্যাবিস্ফেয়ারটা এখন নিরব-নিথর। তারপরও নাসা প্রধান লরেন্স এক্সট্রম ঘুমাবার চেষ্টা করলো না। সে একা একা কয়েক ঘন্টা কাটিয়েছে, ডোমের ভেতর পায়চারী ক'রে। উল্কা উত্তোলনের গর্তটার দিকে তাকিয়ে রইলো সে। বিশাল পাথর খণ্ডটার অঙ্গারের উপর হাত বুলালো।

অবশেষে, সে মন ঠিক ক'রে ফেললো। এবার সে হ্যাবিস্ফেয়ারের পিসি ট্যাঙ্কের ভিডিও ফোনের সামনে বসলো, প্রেসিডেন্টের উদ্বিগ্ন চোখের দিকে তাকালো। জাখ হার্নি রাতের পোশাক পরে আছেন, তাঁকে খুব একটা ভালো মেজাজে দেখাচ্ছে না।

এক্সট্রম জানে, তিনি তার কাছ থেকে সব কোনোর পর তাঁর মেজাজ আরো খারাপ হয়ে যাবে।

এক্সট্রম সব কিছু বলা শেষ করার পর হার্নির চেহারায় অস্বস্তি দেখা গেলো।

"রাখো, রাখো," হার্নি বললো। "তুমি কি এটা বলছো যে নাসা এই উল্কাখণ্ডটির অবস্থান জানতে পেরেছে একটা জরুরি রেডিও ট্রান্সমিশন ইন্টারসেপ্ট করে, তারপর ভান করেছে যে পিওডিএস সেটা খুঁজে পেয়েছে?"

এক্সট্রম চুপ রইলো।

"ঈশ্বরের দোহাই, ল্যারি, আমাকে বলো এটা সত্য নয়!"

এক্সট্রমের মুখ শুকিয়ে গেলো। "উল্কাপিণ্ডটি পাওয়া গেছে, মিঃ প্রেসিডেন্ট। এটাই হলো আসল কথা।"

"আমি বলছি, আমাকে বলো এটা সত্যি নয়!"

তাঁকে আমার বলতেই হবে, এক্সট্রম নিজেকে বললো। *ভালোর চেয়েও খারাপই হবে দিনকে দিন।* "মিঃ প্রেসিডেন্ট, পিওডিএস-এর ব্যর্থতা আপনার নির্বাচনের বারোটা বাজাত, স্যার। আমরা যখন উল্কাখণ্ড সম্পর্কিত বার্তাটি ইন্টারসেপ্ট করতে পারলাম, দেখলাম লড়াইয়ে ফিরে যাওয়ার আমাদের একটা সুযোগ তৈরি হয়েছে।"

হার্নি হতবাক হয়ে গেলেন। "ভূয়া পিওডিএস আবিষ্কারের মাধ্যমে?"

"পিওডিএস খুব জলদিই সচল হয়ে যাবে। কিন্তু এতো জলদি নয় যে নির্বাচনের আগেই সেটা চালু হবে। নির্বাচনটা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিলো, আর সেক্সটন নাসা'কে আক্রমণ করে

এগিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত, তাই –"

"তুমি কি পাগল? তুমি আমার সাথে মিথ্যে বলেছো, ল্যারি!"

"সুযোগটা আমাদের কাছে এসে পড়েছিলো স্যার। আমি ঠিক করেছিলাম সেটা নিতে। যে কানাডিয়ানটা এই উল্কাপিণ্ড আবিষ্কার করেছিলো, তার রেডিও-বার্তা আমরা ইন্টারসেপ্ট ক'রে ফেলেছিলাম। সে ঝড়ে প'ড়ে মারা গিয়েছে। কেউ জানতো না উল্কাখণ্ডটি এখানে আছে। পিওডিএস সেই এলাকাতে ঘুরপাক খাচ্ছে। নাসা'র একটা বিজয়ের দরকার ছিলো। আর আমরা অবস্থানটা জেনে গিয়েছিলাম।"

"তুমি এসব এখন আমাকে কেন বলছো?"

"ভাবলাম, আপনার জানা উচিত।"

"তুমি জানো, এসব কথা সেক্সটন জানতে পারলে কী করবে?"

এক্সট্রম সেটা ভাবতেও পারলো না।

"সে সারা দুনিয়াকে জানিয়ে দেবে যে, নাসা এবং হোয়াইট হাউজ আমেরিকান জনগণের কাছে মিথ্যে বলেছে! আর তুমি জানো, সে ঠিকই বলবে!"

"আপনি মিথ্যে বলেননি, স্যার, আমি বলেছি। আমি পদত্যাগ করবো যদি–"

"ল্যারি তুমি পাশ কাটিয়ে যাচ্ছো। আমি এই প্রেসিডেন্সিটা সততা আর ভদ্রতার সাথে চালিয়ে আসছি! আজ রাতটা ছিলো একদম মহিমান্বিত। এখন, আমি দেখতে পাচ্ছি আমি সারা পৃথিবীর কাছে মিথ্যে বলেছি?"

"ছোট্ট একটা মিথ্যে, স্যার।"

"সেরকম কোনো জিনিস নেই, ল্যারি, মিথ্যা মিথ্যাই," হার্নি রেগে বললেন।

এক্সট্রমের মনে হলো ছোট্ট ঘরটার চারপাশটা যেনো তাকে চেপে ধরছে। প্রেসিডেন্টকে আরো অনেক কিছুই বলার ছিলো। কিন্তু এক্সট্রম বুঝতে পারলো, সেটা সকালে বলাই ভালো। "আপনাকে ঘুম থেকে ওঠানোর জন্য দুঃখিত, স্যার। আমি ভাবলাম কথাটা আপনাকে জানানো উচিত।"

শহরের অন্য প্রান্তে, সেজউইক সেক্সটন ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে আরেক দফা কগনাক খেয়ে নিজের এপার্টমেন্টে পায়চারী করতে লাগলেন।

গ্যাব্রিয়েলা গেলো কোথায়?

১১২

গ্যাব্রিয়েল অ্যাশ সিনেটর সেক্সটনের অফিসের কম্পিউটারের সামনে ব'সে আছে।

পাসওয়ার্ড ভুল হয়েছে।

সে আরো অনেক পাসওয়ার্ড দিয়ে চেষ্টা করলো কিন্তু কম্পিউটারটা কাজ করলো না। অনেক চেষ্টার পর সে হাল ছেড়ে দিলো। সে চলে যাবার সময় সেক্সটনের ডেস্ক কেলেন্ডারের দিকে কিছু একটা দেখতে পেলো। কেউ নির্বাচনের তারিখটি দাগ দিয়ে রেখেছে, লাল, সাদা আর নীল রঙের গ্লিটার কলম দিয়ে। নিশ্চয় সিনেটর সেটা করেননি। গ্যাব্রিয়েল ক্যালেন্ডারটি

কাছে নিয়ে ভালো ক'রে দেখলো। তারিখটার পাশেই জ্বলজ্বল করছে একটা শব্দ : POTUS!

POTUS শব্দের অর্থ গ্যাব্রিয়েল জানে। এই শব্দটা প্রেসিডেন্টের কোড নেম। প্রেসিডেন্ট অব দি ইউনাইটেড স্টেট। নির্বাচনের সময় পর্যন্ত যদি সব কিছু ঠিক থাকে তবে সেক্সটন নির্ঘাত নতুন POTUS হবে।

গ্যাব্রিয়েল চলে যেতে উদ্যত হয়েছিলো, কিন্তু কী যেনো মনে করে সে থেমে গেলো, ফিরে গেলো কম্পিউটারের কাছে। সে পাসওয়ার্ডের জায়গায় লিখলো *POTUS*

আচমকাই সে আশাবাদী হয়ে উঠলো। কেন জানি তার মনে হলো এটাই যথার্থ পাসওয়ার্ড।

আবারো দেখা গেলো পাসওয়ার্ডটা ভুল।

আশা ছেড়ে দিয়ে গ্যাব্রিয়েল বাথরুমে ফিরে গেলো। সে বের হতেই তার সেল ফোনটা বেজে উঠলো। শব্দটা শুনে সে চমকে গেলো। ফোনটা পকেট থেকে বের ক'রে এক পলক ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো ৪টা বাজে। এই সময়ে ফোন মানে, গ্যাব্রিয়েল জানে, এটা সেক্সটনেরই। *আমি কি ধরবো, না ধরবো না?* সে যদি ফোনটা ধরে তবে তাকে মিথ্যে কথা বলতে হবে। আর যদি না ধরে সেক্সটন সন্দেহ করবে।

সে ফোনটা ধরলো। "হ্যালো?"

"গ্যাব্রিয়েল?" অধৈর্য কোনোালো সেক্সটনকে। "কী হয়েছে?"

"এফডিআর মেমোরিয়ালে," গ্যাব্রিয়াল বললো। "ট্যাক্সিতে আটকা প'ড়ে গেছি, এখন অন্য পথে –"

"তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে না তুমি ট্যাক্সিতে আছো।"

"না," সে বললো, ভড়কে গেলো একটু "আমি ঠিক করেছি অফিসে নেমে নাসা সম্পর্কিত কিছু কাগজপত্র নিয়ে আসবো, যা পিওডিএস-এর সঙ্গে সম্পর্কিত। সেসব খুঁজে পেতে খুব ঝামেলা হচ্ছে।"

"আচ্ছা, তো তাড়াতাড়ি করো। আমি সকালে একটা প্রেস কনফারেন্স করতে চাই, আমাদেরকে কিছু বিষয়ে কথা বলতে হবে।"

"আমি জলদি আসছি," সে বললো।

লাইনে একটু নিরবতা নেমে এলো। "তুমি তোমার অফিসে আছো?" তাঁর কথাটা শুনে মনে হলো তিনি একটু দ্বিধাগ্রস্ত।

"হ্যা। আর দশ মিনিট, তারপরই আসছি।"

আরেকটা নিরবতা। "ঠিক আছে। দেখা হবে তাহলে।"

গ্যাব্রিয়েল ফোনটা রেখে দিলো। সে একটুও খেয়াল করেনি কয়েক ফিট দূরেই সেক্সটনের ট্রিপল টিক প্রাইজ জর্ডেন গ্র্যান্ডফাদার ঘড়িটা রয়েছে।

১১৩

মাইকেল টোল্যান্ড রাচেলের রক্তাক্ত হাত ধ'রে টেনে ট্রাইটনের পেছনে লুকানোর জন্য টান

দেবার আগপর্যন্ত সে বুঝতেই পারেনি যে রাচেল আহত হয়েছে। সে এও বুঝতে পারলো রাচেল কোনো যন্ত্রণা পাচ্ছে না। তাকে আড়ালে রেখে টোল্যান্ড কর্কিকে খোঁজার জন্য ঘুরলো। এ্যাস্ট্রোফিজিস্ট ডেক দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে তাদের দিকেই আসছে। তার চোখে তীব্র ভয়।

আমাদেরকে লুকানোর জায়গা খুঁজতে হবে, টোল্যান্ড ভাবলো। তার চোখ ডেকের উপরে, একটা সিঁড়ির দিকে। সেটা চলে গেছে উপরের বৃজের দিকে, যার চারপাশটা একেবারেই খোলা। বৃজটাও গ্লাস বক্সের – একেকবারেই স্বচ্ছ। উপরে যাওয়া মানে আত্মহত্যা। তার মানে, এখন কেবল একটা জায়গাতেই যাবার আছে।

কয়েক মূহুর্তের জন্য টোল্যান্ড ট্রাইটন সাব-টা দেখে একটু আশার আলো দেখলো, যদি সে সবাইকে নিয়ে পানির নিচে চলে যেতে পারতো তবে বুলেটের হাত থেকে বাঁচা যেতো।

অবাস্তব। ট্রাইটন কেবল একজনই বসতে পারে। তাছাড়াও এটা পানিতে নামাতে দশ মিনিট লাগবে কমপক্ষে। তারচেয়েও বড় কথা, ভালোভাবে এটার ব্যাটারি চার্জ না করলে পানিতে গিয়ে সেটা বন্ধ হয়ে যাবে।

"তারা আসছে!" কর্কি চিৎকার ক'রে বললো, ভয়ে ভয়ে সে আকাশের দিকে ইঙ্গিত করলো।

টোল্যান্ড এমন কি তাকিয়েও দেখলো না। সে কাছেই একটা এলুমিনিয়ামের সিঁড়ির দিকে ইঙ্গিত করলো যেটা নিচের ডেকে নেমে গেছে। কর্কিকে মনে হলো না কিছু বলার দরকার রয়েছে। সে মাথাটা নিচু ক'রে এক দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো। টোল্যান্ড তার একটা শক্ত হাত রাচেলের কোমর জড়িয়ে ধ'রে তাকে নিয়ে ছুটলো কর্কির পেছনে পেছনে। মাথার ওপরে হেলিকপ্টারটা এসে গুলি করার আগেই তারা দু'জন উধাও হয়ে গেলো।

টোল্যান্ড নিচের ডেকে ঝুলন্ত প্লাটফর্মে রাচেলকে দাঁড়াতে সাহায্য করলো। টোল্যান্ডের মনে হলো রাচেলের শরীরে বোধহয় কোনো বুলেটবিদ্ধ হয়েছে।

তার মুখের দিকে যখন সে তাকালো তখন বুঝতে পারলো অন্য কিছু হবে। টোল্যান্ড তার চোখের দিকে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলো।

রাচেল ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, তার পা-দুটো নড়তে চাইছে না। সে তার নিচের দিকে অদ্ভুত জগৎটির দিকে তাকিয়ে আছে।

এটার SWATH ডিজাইনের কারণে *গয়া*'র কাঠামো জাহাজের মতো নয়, বরং সেটা একটা বিশার ভেলার মতো। দু'পাশে দুটো বিশাল ফাঁপা টিউবের মতো ভাসমান বস্তুর ওপর পুরো জাহাজটি দাড়িয়ে আছে। সেটা থেকে উপরের ডেকের দূরত্ব ত্রিশ ফুট। চারটা স্ট্রাট বা পিলারের মতো বস্তু দিয়ে ওপরের ডেকের সাথে এটা সংযুক্ত। দুটো টিউবের মাঝখানে ফাঁকা জায়গা আছে, সেটাকে ডাইভ জোন বলে। সেটার দু'পাশ দিয়ে একটা সংকীর্ণ পথ রয়েছে সেটাকে বলে ক্যাটওয়াক। জাহাজের নিচে জ্বলতে থাকা স্পটলাইটটার দিকে রাচেল তাকালো। সে নিচের দিকে তাকিয়ে আরো দেখতে পেলো ছয়-সাতটি হ্যামারহেড হাঙ্গর ঘোরাফেরা করছে।

টোল্যান্ড রাচেলের কানের কাছে মুখ এনে বললো, "রাচেল, তুমি ঠিক আছো। চোখ

সোজা সামনের দিকে রাখো। আমি তোমার পেছনেই আছি।" তার হাত পেছন থেকে তাকে আল্‌তো ক'রে ধ'রে আরেকটা হাত দিয়ে রেলিংটা শক্ত ক'রে ধরেছে। তখনই রাচেল দেখতে পেলে তার হাত থেকে রক্তের ফোঁটা ঝড়ে পড়ছে ক্যাটওয়াকের নিচের জালি দিয়ে সমুদ্রের পানিতে। সে জানে রক্তের ফোঁটা পানিতে পড়তেই হ্যামার হেডগুলো একসাথে তেড়ে আসবে। দাঁত বের ক'রে হা করবে।

তারা একমাইল দূর থেকেও রক্তের গন্ধ পায়।

"সোজা সামনে তাকাও," টোল্যান্ড আবারো বললো, "তার কণ্ঠে আশ্বস্ত করার দৃঢ়তা আছে। "আমি তোমার পেছনেই আছি।"

রাচেল তার কোমরে টোল্যান্ডের হাতটা টের পেলো। তাকে সামনের দিকে তাড়া দিচ্ছে। উপর থেকে হেলিকপ্টারের ব্লেডের শব্দ কোনো যাচ্ছে। কর্কি ইতিমধ্যেই তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

টোল্যান্ড তাকে ডাকলো। "ঐ দিকে যাও! কর্কি, সিঁড়ির নিচে!"

রাচেল এবার দেখতে পেলো কোথায় তারা যাচ্ছে। সামনেই কয়েকটা সিঁড়ির সারি আছে। পানির স্তরের দিকে, সংকীর্ণ শেল্‌ফের মতো একটা ডেক পানির নিচে চলে গেছে। সেখানে একটা সাইনবোর্ড আছে :

ডুব দেয়ার এরিয়া
সতর্কতার সাথে নামবেন।

রাচেল কেবল ভাবতে পারলো মাইকেল যেনো তাদেরকে সাঁতরাতে না বলে। তার আশংকাটাই সত্য হলো। টোল্যান্ড একটা বাক্সের কাছে এসে থেমে সেটার ঢাকনা খুলে ফেললো। সেটার ভেতরে রয়েছে ওয়েটসুট, ফ্লিপার, লাইফ-জ্যাকেট এবং ক্লিয়ার গান। সে কিছু বলার আগেই একটা ফ্লেয়ার গান তুলে নিলো সে। "চলো এবার।"

তারা আবারো সামনের দিকে যেতে লাগলো।

সামনে, কর্কি জাহাজের পেছন অংশে চলে এসেছে। "আমি সেটা দেখেছি!" সে চিৎকার ক'রে বললো। তার কণ্ঠে আনন্দ।

কী দেখেছে? কর্কিকে সংকীর্ণ পথটা দিয়ে দৌড়ে যেতে দেখে রাচেল অবাক হয়ে ভাবলো। টোল্যান্ড তাকে পেছন থেকে তাড়া দিলে রাচেল দেখতে পেলো কর্কির দেখা জিনিসটা। নিচের ডেকের শেষ মাথায়, একটা ছোট পাওয়ার বোট বাঁধা আছে। কর্কি সেটার দিকে দৌড়ে যাচ্ছে।

রাচেল তাকিয়ে রইলো। *একটা স্পিড বোট দিয়ে হেলিকপ্টারের কাছ থেকে পালানো?*

"এটাতে রেডিও আছে, টোল্যান্ড বললো। "আমরা যদি হেলিকপ্টার থেকে একটু দূরে যেতে পারি ..."

রাচেল তার আর কোনো কথা শুনতে পেলো না। সে একটু আঁচ করতে পারলো, কিছু একটা, এটা ভেবেই তার রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। "দেরি হয়ে গেছে," সে বললো। কাঁপতে

কাঁপতে আঙুল তুললো। *আমরা শেষ...*

*   *   *

টোল্যান্ড দেখেই বুঝতে পারলো সব শেষ হয়ে গেছে।

জাহাজের শেষ মাথায়, যেনো কোনো গুহার মুখে একটা ড্রাগন উঁকি মারছে, কালো হেলিকপ্টারটা নিচে নেমে এসে তাদের মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছে। টোল্যান্ডের মনে হলো এটা বুঝি জাহাজের মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে ধেয়ে আসবে তাদের দিকে। কিন্তু হেলিকপ্টারটা একটু ঘুরে লক্ষ্য বস্তুতে আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হলো।

বন্দুকের নলটার দিক লক্ষ্য করলো টোল্যান্ড। *না!*

স্পিডবোটটার পাশেই নিচু হয়ে কর্কি যেইমাত্র তাকিয়েছে অমনি কপ্টারের নিচ থেকে মেশিন-গানটা গর্জে উঠলো বজ্রপাতের মতো। কর্কি এমনভাবে ঝটকা খেলো যেনো তার গুলি লেগেছে। হুড়মুড় ক'রে সে স্পিডবোটে লাফিয়ে উঠে পড়লো। বোটের ফ্লোরে শুয়ে পড়লো সে। গোলাগুলি থেমে গেলে টোল্যান্ড দেখতে পেলো কর্কি হামাঁগুড়ি দিয়ে স্পিডবোটের আরো ভেতরে চলে গেছে। তার ডান পায়ের নিচের দিকে রক্ত ঝ'রে পড়ছে। কর্কি প্রাণপন চেষ্টা ক'রে গেলো কন্ট্রোল প্যানেল থেকে স্পিডবোটটা চালু করতে। বোটটার ২৫০ এইচপি মার্কারি ইন্‌জিনটা গর্জে উঠলো।

একটুবাদেই, কপ্টারটার নাক থেকে ছোড়া লাল আলোর লেজার রশ্মি স্পিডবোটটাকে নিশানা করলো।

টোল্যান্ড স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়ায় তার হাতে ধরা একমাত্র অস্ত্রটা তাক্ করলো।

ট্রিগার টিপতেই হিস্ ক'রে শব্দ ক'রে তীব্র আলোতে, জাহাজের নিচ দিয়ে সোজাসুজি আঘাত হানলো কপ্টারটার সামনের দিকে। উইন্ডশিল্ডে ওটা আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গেই কপ্টারের নিচ থেকে একটা মিসাইল ছুটে এলো। কিন্তু ফ্লেয়ারের তীব্র আলোর কারণে কপ্টারটা একটু সরে গেছে।

"বসে পড়ো।" টোল্যান্ড চিৎকার ক'রে সংকীর্ণ পথটা মানে ক্যাটওয়াকে নিচু হয়ে গেলো।

মিসাইলটা ছোড়া হলেও, সেটা কর্কির পাশ দিয়ে চলে গিয়ে সেটা *গয়া*'র ফাঁপা টিউবের একটাতে গিয়ে আঘাত হানলো।

বিস্ফোরণ, পানির উছলে পড়া সব মিলিয়ে শব্দটা হলো অদ্ভুত। লোহার টুকরো চার দিকে ছড়িয়ে পড়লো। রাচেল আর টোল্যান্ডের আশপাশেও এসে পড়লো সেগুলো। একটা টিউব ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতে জাহাজটা ভারসাম্য হারিয়ে একদিকে একটু কাত হয়ে গেলো।

ধোঁয়া পরিস্কার হতেই টোল্যান্ড দেখতে পেলো *গয়া*'র চারটা স্ট্রুট-এর একটা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শক্তিশালী স্রোত পনটুনের ভাঙা অংশ দিয়ে ঢুকে পড়ছে। সেটা ভেঙে পড়ার উপক্রম হলো। উপর থেকে নিচের ডেকে নেমে আসা প্যাঁচানো সিঁড়িটা কোনোভাবে ঝুলে আছে।

"আসো!" টোল্যান্ড চিৎকার ক'রে রাচেলকে বললো। *আমাদেরকে নিচে নেমে যেতে হবে!*

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। সিঁড়িটা খুলে স্ট্রুটটাসহ সমুদ্রের পানিতে পড়ে গেলো।

জাহাজের ওপরে, ডেল্টা-ওয়ান কোনোভাবে কিওয়া হেলিকপ্টারটা নিয়ন্ত্রণে নিতে পারলো। ফ্রেয়ারটার কারণে কিছুক্ষণের জন্য তার চোখ ঝলসে গেছে, তাই কপ্টারটা উপরে নিয়ে এসে পড়েছে। আর এজন্যেই মিসাইলটাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। গজগজ করতে করতে সে জাহাজের ওপরেই কপ্টারটা ল্যান্ড ক'রে রেখে বাকি কাজ শেষ করাতে মনস্থির করলো।

সবাইকে শেষ করতে হবে। কন্ট্রোলারের কথাটা খুবই স্পষ্ট ছিলো।

"ধ্যাত্! দেখুন!" ডেল্টা-টু ককপিট থেকেই চিৎকার ক'রে বললো, জানালার বাইরে ইঙ্গিত করলো সে। "স্পিডবোট!"

ডেল্টা-ওয়ান ঘুরে দেখলো বুলেটের মতোই একটা স্পিডবোট *গয়া*'র নিচ থেকে অন্ধকার সমুদ্রের দিকে ছুটে যাচ্ছে।

তাকে একটা সিদ্ধান্ত নিতেই হবে।

১১৪

কর্কির রক্তাক্ত হাতটা ক্রেস্টলাইনার ফ্যান্টম ২১০০ স্পিডবোটের হুইলটা ধ'রে আছে। সে সর্বোচ্চ গতিতে ছোটার চেষ্টা করছে। এই মুহূর্তের আগ পর্যন্ত সে তীব্র যন্ত্রণাটা টের পায়নি। সে চেয়ে দেখলো তার ডান পায়ে থেকে রক্ত ঝরছে। সঙ্গে সঙ্গে তার বিবমিষা বোধ হলো।

সে পেছনে ফিরে *গয়া*'র দিকে চেয়ে দেখলো যাতে হেলিকপ্টারটা তার পিছু নেয়। টোল্যান্ড আর রাচেল ক্যাটওয়াকে আঁটকা প'ড়ে যাওয়াতে কর্কি তাদেরকে বোটে তুলতে পারেনি। তাকে খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।

বিভেদ করো এবং বিজয়ী হও।

কর্কি জানে কপ্টারটা প্রলোভন দেখিয়ে কিছু দূর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারলে টোল্যান্ড আর রাচেল রেডিওতে সাহায্যের জন্য বার্তা পাঠাতে পারবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, সে দেখতে পাচ্ছে, কপ্টারটা এখনও এক জায়গায় স্থির হয়ে ভাসছে, যেনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।

আমার দিকে আয়, শালার বানচোত! আমার পিছু নে!

কিন্তু কপ্টারটা তাকে অনুসরণ করলো না। সেটা বরং *গয়া*'র ওপরেই চক্কর দিতে দিতে দিকে ডেকের ওপর ল্যান্ড করলো। *না!* কর্কি ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে দেখলো, বুঝতে পারলো সে টোল্যান্ড আর রাচেলকে হত্যার মুখে রেখে এসেছে।

বুঝতে পারলো, রেডিওতে সাহায্য চাইবার ব্যাপারটা এবার তার উপরই বর্তালো। কর্কি ড্যাশ বোর্ড থেকে রেডিওটা তুলে নিলো। সেটা অন করলেও কিছুই হলো না। কোনো বাতি জ্বললো না। ঘরঘর শব্দও নেই। সে ড্যাশবোর্ডের দিকে তাকিয়ে দেখলো এক ঝাঁক গুলি এসে লেগেছে, রেডিওর ডায়ালটার চূড়মার হয়ে গেলো। ছেঁড়া তার তার সামনে ঝুলছে।

অবিশ্বাসে সে চেয়ে রইলো।

হায়রে কপাল ...

কর্কি আবার *গয়া*'র দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলো হেলিকপ্টার থেকে দু'জন সশস্ত্র সৈনিক ডেকে নেমে যাচ্ছে। তারপরই চপারটা আবার উড়ে কর্কির দিকে ছুটে আসতে লাগলো দ্রুত বেগে।

বিভেদ করো এবং বিজয়ী হও, মনে হচ্ছে এই আইডিয়াটার কথা কেবল কর্কিই জানে না। সে অভিসম্পাত দিলো।

ডেল্টা-থ্রি ওপরের ডেক থেকে নিচের জালিওয়ালা সংকীর্ণ পথটার দিকে যাবার সময় শুনতে পেলো একটা নারী কণ্ঠ নিচ থেকে চিৎকার করছে। সে ডেল্টা-টু'র দিকে তাকালো। সে নিচের ডেকে চলে গেলো সেটা দেখার জন্য। তার সঙ্গীরা তার ব্যাক-আপের জন্য ওপরের ডেকেই রইলো। তারা দু'জন ক্রিপ-টকে সারাক্ষণ যোগাযোগ করছে।

ডেল্টা-থ্রি তার সাবমেশিন গানটা উঁচিয়ে নিচের দিকে নিঃশব্দে চলে গেলো। সে এখন চিৎকারটা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। তারপরই সে তাকে দেখতে পেলো। ক্যাটওয়াকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পানির দিকে তাকিয়ে মাইকেল টোল্যান্ডকে প্রাণপণ ডেকে যাচ্ছে।

টোল্যান্ড কি পড়ে গেছে? হয়তো বিস্ফোরণের চোটে?

যদি তাই হয়, তবে ডেল্টা-থ্রি'র কাজ খুব সহজ হয়ে গেলো। কেবল একটু এগিয়ে গিয়ে গুলি করলেই হবে। একমাত্র চিন্তার বিষয় হলো রাচেল একটা ঢাকনা খোলা যন্ত্রপাতির বাক্সের সামনে দাঁড়িয়ে আছে – একটা স্পিয়ারগান অথবা শার্ক রাইফেল – যদিও এসব তার মেশিনগানের কাছে কিছুই না। ডেল্টা-থ্রি নিশ্চিতমনে মেশিনগানটা তাক্ ক'রে আরো কয়েক পা এগিয়ে গেলো। রাচেল সেক্সটন একেবারে তার নাগালের মধ্যে এসে পড়েছে। সে তার অস্ত্রটা উঁচিয়ে ধরলো।

আরেক পা সামনে।

তার সিঁড়ির নিচে কী যেনো নড়ে উঠলো। সে ভয়ের চেয়েও বেশি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে নিচে চেয়ে দেখলো মাইকেল টোল্যান্ড তার পায়ের দিকে একটা এলুমিনিয়াম পোল তাক্ ক'রে রেখেছে। যদিও তাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু এমন হাস্যকর প্রচেষ্টা দেখে তার হাসি পেলো।

সে টের পেলো তার গোড়ালিতে একটা কিছু এসে লাগলো।

নিচ থেকে তার ডান পা-টাতে একটা প্রচণ্ড জোরে আঘাত লাগলো। ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে ডেল্টা-থ্রি সিঁড়ি থেকে প'ড়ে গেলে তার মেশিনগানটা হাত থেকে ছিট্‌কে ক্যাটওয়াকে প'ড়ে গেলো। তীব্র যন্ত্রণায় তার পা-টা ধরতে গেলো কিন্তু সেটা আর ওখানে নেই।

টোল্যান্ড তার আক্রমণকারীর সামনে এসে দাঁড়ালো, তার হাতে হাঙ্গর মাছ ধরার একটা যন্ত্র। পাঁচ ফুট লম্বা রাইফেল সদৃশ্য বস্তু। এই জিনিসটাতে বারো গজের শটগানের কার্তুজ আছে। এটা হাঙ্গরের আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়। টোল্যান্ড আরেকটা শেল লোড ক'রে

নিলো। এবার অস্ত্রটার নল আক্রমণকারীর গলার দিকে তাক্ করলো। লোকটা তীব্র যন্ত্রণায় প্রায় অথর্ব হয়ে প'ড়ে আছে, সে টোল্যান্ডের দিকে বিস্ময়-ক্রোধ আর যন্ত্রণায় চেয়ে আছে।

রাচেল দ্রুত তাদের দিকে ছুটে এলো। পরিকল্পনাটা ছিলো সাবমেশিন গানটা কেড়ে নেয়ার। কিন্তু ওটা ততোক্ষণে সমুদ্রে পড়ে গেছে।

লোকটার যোগাযোগ যন্ত্রটা তার কোমরে, সেটাতে একটা কণ্ঠ ব'লে উঠলো "ডেল্টা-থৃ? আসছি। আমি একটা গুলির শব্দ শুনতে পেয়েছি।"

লোকটা কোনো জবাব দিলো না।

যন্ত্রটা আবার শব্দ করলো। "ডেল্টা-থৃ? তোমার কি ব্যাক-আপের দরকার রয়েছে?"

সঙ্গে সঙ্গেই লাইনে একটা নতুন কণ্ঠ জবাব দিলো। সেটাও রোবোটিক কিন্তু সেটার ব্যাক-গ্রাউন্ড থেকে হেলিকপ্টারের শব্দ আসছে। "ডেল্টা-ওয়ান বলছি," পাইলট বললো। "ডেল্টা-থৃ। তুমি কি আছো, তোমার কি ব্যাক-আপের দরকার রয়েছে?"

টোল্যান্ড তার হাতে থাকা অস্ত্রটা দিয়ে লোকটার গলায় একটু চাপ দিলো। "হেলিকপ্টারকে বলো স্পিডবোটটা ছেড়ে আসতে। তারা যদি আমার বন্ধুকে হত্যা করে, তবে তুমি মারা যাবে।"

সৈনিকটি যন্ত্রণাকাতর হয়ে কথা বললো, "ডেল্টা-থৃ বলছি। আমি ঠিক আছি। স্পিডবোটটা ধ্বংস ক'রে ফেলো।"

১১৫

গ্যাব্রিয়েল অ্যাশ সেক্সটনের প্রাইভেট বাথরুম থেকে ফিরে এসে অফিস থেকে বের হবার প্রস্তুতি নিলো। সেক্সটনের ফোন কলটা তাকে উদ্বিগ্ন ক'রে তুলেছে। সে যখন তাঁকে বলেছিলো সে তার অফিসেই আছে তখন সেক্সটনকে দ্বিধান্বিত ব'লে মনে হয়েছিলো – যেনো তিনি বুঝে গেছেন সে মিথ্যে বলছে। সে সেক্সটনের কম্পিউটারে ঢুকতে ব্যর্থ হয়েছে আর এখন, এরপর কী করবে সেটাও ভাবতে পারছে না।

সেক্সটন অপেক্ষা করছে।

সে সিঙ্কেকর উপর উঠতে যেতেই ফ্লোরের টাইলে কিছু একটা পড়ার শব্দ শুনতে পেলো। নিচের দিকে তাকিয়ে বিরক্ত হয়ে দেখলো সেক্সটনের একজোড়া কাফ-লিংক প'ড়ে আছে, জিনিসটা মনে হয় সিঙ্কের পাশেই রাখা ছিলো।

নেমে এসে গ্যাব্রিয়েল সেটা মাটি থেকে তুলে আবার সিঙ্কের পাশে রেখে দিলো। সে যখন আবার উঠতে যাবে তখন কাফ-লিংটার দিকে তাকিয়ে দেখলো। অন্য যেকোন সময়ে সে এটা খেয়ালই করতো না। কিন্তু আজ সে ওটার মনোগ্রামটার দিকে তাকালো। সেক্সটনের অন্যসব জিনিসের মতো এটাতেও এসএস অক্ষর দুটো একটার সাথে আরেকটা লেগে আছে। গ্যাব্রিয়েল সেক্সটনের প্রথম দিককার পাসওয়ার্ডটার কথা মনে করলো – এসএসএস। সে তাঁর ক্যালেন্ডারের কথাটি ভাবলো ... POTUS.... আর কম্পিউটারের স্ক্রিন সেভারে লেখাটি।

প্রেসিডেন্ট অব দি ইউনাইটেড স্টেট সেজউইক সেক্সটন....

গ্যাব্রিয়েল অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। *সে কি এতোটা নিশ্চিত হবে?*

খুঁজে পেতে খুব অল্প সময় লাগবে জেনে গ্যাব্রিয়েল আবার সেক্সটনের অফিসে ফিরে গেলো। তাঁর কম্পিউটারে সাতটা অক্ষর টাইপ করলো।

POTUSSS

স্ক্রিন সেভারটা সরে গেলো।

সে অবিশ্বাস্যে তাকিয়ে রইলো।

একজন রাজনীতিকের অহংকে কখনও খাটো ক'রে দেখতে নেই।

১১৬

কর্কি মারলিনসন ক্রেস্টলাইনার ফ্যান্টমের হুইলের সামনে আর নেই। বোটটা অন্ধকারে ছুটে চলছে। সে জানে হুইলে সে থাকুক আর না-ই থাকুক এটা একেবারে সোজাই চলবে। সে এখন ব্যস্ত আছে তার পা-টা নিয়ে। তার পায়ের ডিমে গুলিটা লেগেছে। কিন্তু সেটা বের হয়ে যায়নি সেটা ডিমের মধ্যেই আঁটকে আছে। রক্ত পড়া বন্ধ করার জন্য সে কোনো কিছুই খুঁজে পেলো না। কর্কি উপায়ন্তর না দেখে একটা ড্রয়ার খুলে দেখলো তাতে কিছু যন্ত্রপাতি আর ডাক্ট টেপ আছে। তার পায়ের রক্ত পড়ার দিকে তাকালো। ভাবলো কীভাবে হাঙ্গরের কাছ থেকে দূরে থাকা যায়।

ডেল্টা-ওয়ান তার কিওয়া হেলিকপ্টারটা একটু নিচ দিয়ে চালাতে লাগলো যাতে অন্ধকার সমুদ্র দিয়ে ছুটে চলতে থাকা স্পিডবোটটাকে ভালভাবে দেখা যায়।

সে বুঝতে পারলো বোটটা যতোদূর সম্ভব *গয়া* থেকে দূরে স'রে যেতে চাইছে। তীরে পৌছানর চেষ্টা করছে সেটা। তাকে এখনই পাকড়াও করতে হবে।

সাধারণত কিওয়া এরকম বোটকে পাকড়াও করার জন্য রাডার ব্যবহার ক'রে থাকে, কিন্তু রাডার ফাঁকি দেবার ছাতা ব্যবহার করার সময় এটা কাজে আসে না। এখন ছাতাটি চালু রেখেছে যাতে *গয়া* থেকে কেউ কোনো ফোন কল করতে না পারে।

উল্কাপিণ্ডের সিক্রেটটা মরে যাবে। এখানে। এখনই।

সৌভাগ্যবশত, ডেল্টা-ওয়ানের কাছে ট্রেসিং করার জন্য অন্য ব্যবস্থাও রয়েছে। কিওয়া'র থার্মাল স্ক্যানারটা দিয়ে বোটটা নজরে রাখা যাবে। চারপাশের সাগরের উত্তাপ ৯৫ ডিগ্রির কাছাকাছি। আর ২৫০ অশ্ব-শক্তির স্পিডবোটের ইন্‌জিনটা থেকে কমপক্ষে একশ ডিগ্রির উত্তাপ বের হয়ে থাকবে।

কর্কি মারলিনসনের পা-টা অসাড় হয়ে যেতে লাগলো।

কী করবে ভেবে না পেয়ে সে ডাক্ট টেপ দিয়ে পায়ের ক্ষতটা পেচিয়ে নিলো। হাটু থেকে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত রূপার রঙের টেপ পেঁচানো। রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেছে এখন। যদিও তার হাতে পায়ে আর জামা কাপড়ে রক্ত লেগে রয়েছে।

স্পিডবোটটার পাটাতনে ব'সে কর্কি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো এখন পর্যন্ত কেন কপ্টারটা তাকে খুঁজে পাচ্ছে না। সে আশপাশে তাকিয়ে *গয়া* এবং হেলিকপ্টারটা দেখার আশা করলো। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, সে কিছুই দেখতে পেলো না। অনেক দূরে এসে পড়াতে *গয়া*কে দেখারও কথা নয়।

কর্কি আচমকা আশাবাদী হয়ে উঠলো যে, সে হয়তো পালাতে সক্ষম হবে। হয়তো, তারা অন্ধকারে তাকে হারিয়ে ফেলেছে। হয়তো, সে তীরে পৌঁছাতে পারবে!

তখনই সে লক্ষ্য করলো যে তার বোটটা সোজা চলছে না, ওটা আসলে একটু বেঁকে চলার কারণে যেখান থেকে এসেছিলো সেদিকেই যাচ্ছে। কয়েক মুহূর্ত বাদেই সে ওটা দেখতে পেলো।

গয়া তার সামনেই, আধ মাইল দূরে আছে। ভীত হয়ে কর্কি বুঝতে পারলো, খুব বেশি দেরি হয়ে গেছে। স্পিডবোটটা সোজাই চলার কথা কিন্তু শক্তিশালী স্রোত–মেগাপ্লামের কুণ্ডলীর চক্রাকারের স্রোতের টানে তার বোটটা একটা বিশাল চক্কর খেয়ে *গয়া*র দিকেই ফিরে আসছে। *শালার বড় একটা বৃত্তে আমি চলেছি!*

বুঝতে পারলো, এখনও হাঙ্গরের সীমানায় আছে সে। নিজের ক্ষতস্থানটি দেখে কর্কি আতকে উঠলো।

কপ্টারটা তার কাছে জলদিই ফিরে আসবে।

কর্কি তার রক্তাক্ত কাপড় চোপড় খুলে ফেলে নগ্ন হয়ে উঠে দাঁড়ালো, অন্ধকারে সম্পূর্ণ ন্যাংটা সে।

কর্কি জানে মানুষের প্রস্রাবে রয়েছে ইউরিক এসিড। সেটা তার রক্তের ঠিক বিপরীত কাজ করবে এই সমুদ্রে। সে সঙ্গে সঙ্গে নিজের ডাক্ট টেপ পেঁচানো পায়ে প্রস্রাব করতে শুরু করলো। তার মনে হলো যদি আরো বেশি বিয়ার খেতে পারতো সে। কিছুক্ষণ ক্ষতস্থানে প্রস্রাব ক'রে বাকি প্রশ্রাব হাতে নিয়ে শরীরে মেখে নিলো কর্কি। *খুবই আনন্দদায়ক।*

মাথার ওপরে, অন্ধকার আকাশ থেকে একটা লাল লেজার রশ্মি এসে পড়লো। তার দিকে এমনভাবে তেড়ে আসল যেনো কোনো তলোয়াড় চক্‌চক্ করছে। পাইলট মনে হয় খুবই দ্বিধান্বিত হয়েছে কর্কিকে আবার *গয়া*'র দিকে ফিরে আসতে দেখে। কর্কি বোটের কানায় এসে দাঁড়ালো। তার থেকে পাঁচ ফিট দূরে লাল বিন্দুটা দেখা যাচ্ছে, বোটের ফ্লোরে সেটা এসে পড়েছে।

সময় এসে গেছে।

গয়া থেকে মাইকেল টোল্যান্ড দেখতে পায়নি তার ক্রেস্টলাইনার ফ্যান্টম ২১০০ বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলো।

কিন্তু সে বিস্ফোরণের শব্দটা শুনতে পেয়েছিলো।

১১৭

এ সময়টাতে ওয়েস্ট উইং নিরব-নিথরই থাকে। কিন্তু বাথরোব আর স্লিপার পরে প্রেসিডেন্ট অপ্রত্যাশিতভাবে বেড়িয়ে আসলে জায়গাটা আর নিরব রইলো না।

"আমি টেঞ্চকে খুঁজে পাচ্ছি না, মিঃ প্রেসিডেন্ট," এক তরুণ সহকারী বললো। তাঁর পেছন পেছন ওভাল অফিসে আসছে সে। সব জায়গাতেই খোঁজ নেয়া হয়েছে। "মিস টেঞ্চ তার পেজার কিংবা সেলফোনেও কোনো জবাব দিচ্ছে না।"

প্রেসিডেন্টকে উদ্বিগ্ন দেখালো। "তুমি তাকে তার অফি –"

"সে ওখান থেকে চলে গেছে, স্যার।"

আরেকজন সহকারী হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বললো। "সে এক ঘন্টা আগে চলে গেছে, আমাদের মনে হচ্ছে তিনি এনআরও'-তে গেছেন। আমাদেরকে একজন অপারেটর বলেছে তিনি আর পিকারিং কথা বলেছেন আজ রাতে।"

"পিকারিং?" প্রেসিডেন্ট ভ্যাবাচ্যাকা খেলেন। টেঞ্চ আর পিকারিং আর যাই হোক বন্ধুভাবাপন্ন নয়। "তাকে কি ফোন করেছে?"

"তিনিও ফোনে জবাব দিচ্ছেন না স্যার। এনআরও'র সুইচ বোর্ড তাকে ধরতে পারছে না। তারা বলেছে পিকারিংয়ের সেলফোনটাতে নাকি রিং হচ্ছে না। যেনো তিনি উধাও হয়ে গেছেন।"

হার্নি তার সহকারীর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বারের দিকে চলে গেলেন। এক গেলাস বার্বোন পান করলেন। গেলাসে চুমুক দেবার সময়ই সিক্রেট সার্ভিসের এক লোক হন্ত দন্ত হয়ে ছুটে এলো। "মিঃ প্রেসিডেন্ট?" আমি আপনাকে জানাতে চাইনি, কিন্তু আপনার জানা দরকার যে, এফডিআর মেমোরিয়ালে একটা গাড়ি বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। আজ রাতে।"

"কী?" হার্নি তাঁর হাতের পানীয়টা প্রায় ফেলেই দিচ্ছিলেন। "কখন?"

"এক ঘন্টা আগে।" তার চেহারাটা বিষণ্ন হয়ে গেলো। "এফবিআই এইমাত্র নিহতের পরিচয় জানতে পেরেছে ..."

১১৮

ডেল্টা-থ্'র পা-টাতে তীব্র যন্ত্রণা হতে লাগলো। তার মনে হলো সে এক রকম সচেতনতার মধ্যে ভাসছে। *এটাই কি মৃত্যু?* সে নড়াচড়ার চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না। সে কেবল ঘোলাটে অবয়ব দেখতে পাচ্ছে।

নিশ্চিত টোল্যান্ড আমাকে মেরে ফেলেছে....

কিন্তু ডেল্টা-থ্'র ডান পায়ের তীব্র যন্ত্রণা তাকে ব'লে দিচ্ছে সে বেঁচেই আছে। দূর থেকে একটা বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেলো। টোল্যান্ড বুঝতে পেরে তার বন্ধুকে হারিয়ে আর্তনাদ ক'রে উঠলো। তারপর ক্রুদ্ধ চোখে তাকালো ডেল্টা-থ্'র দিকে। অস্ত্রটা তার গলায় ঠেকিয়ে হত্যা করার জন্য উদ্যত হলো। কিন্তু সে পারলো না। তার নৈতিকতা এ কাজ করতে তাকে বাঁধা দিলো। টোল্যান্ড অস্ত্রটা সরিয়ে বুট দিয়ে ডেল্টা-থ্'র অর্ধেক পায়ে আঘাত করলো।

ডেল্টা-থ্'র কেবল মনে রইলো, তীব্র যন্ত্রণায় বমি ক'রে দিলো, আর সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেলো। এখন সে জ্ঞান ফিরে বুঝতে পারলো না, কতোক্ষণ ধ'রে অজ্ঞান হয়েছিলো সে। বুঝতে পারলো তার পেছন দিকে বাঁধা। তার পা-ও বাঁধা, দু'হাত পেছনে দিকে নিয়ে পায়ের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে তাকে। সে কাউকে ডাক দিতে চাইলো, কিন্তু তার মুখ কী দিয়ে যেনো আঁটকানো। সে দেখতে পেলো তার সামনে *গয়া*র সাবমার্সিবল ট্রাইনটনটা ঝুলছে। তার মানে সে *গয়ার* ডেকে সে। এবার তার মনে একটা নিশ্চিত প্রশ্ন উঠলো।

আমি যদি ডেকে থেকে থাকি... তাহলে ডেল্টা-টু কোথায়?

ডেল্টা-টু'র অস্বস্তিটা বাড়তে লাগলো।

যদিও তার বন্ধু ক্রিপ-টকে বলেছে যে সে ঠিকই আছে, কিন্তু সে গুলির শব্দটা সে শুনতে পেয়েছে, সেটা মেশিনগানের গুলির শব্দ নয়। অবশ্যই টোল্যান্ড এবং রাচেল গুলি করেছে। ডেল্টা-টু যে সিঁড়িটা দিয়ে তার সঙ্গী নেমে গিয়েছিলো সেটার সামনে এসে নিচের দিকে উঁকি মেরে দেখতে পেলো রক্ত।

অস্ত্র উঁচিয়ে সে নিচের ডেকে নেমে গিয়ে দেখতে পেলো ক্যাটওয়াকে রক্তের দাগ, সেটা চলে গেছে জাহাজের সামনের দিকে। এখান থেকে রক্তের দাগটা আবার আরেকটা সিঁড়ি দিয়ে প্রধান ডেকের দিকে চলে গেছে। সেই জায়গাটা ফাঁকা। উদ্বিগ্ন হয়ে ডেল্টা-টু জাহাজের ডেকের ঠিক সামনে, রিয়ারের দিক চলে গেলো। সেখান থেকে আরেকটা সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে।

আরে হচ্ছেটা কী? রক্তের পোঁচটা মনে হচ্ছে একটা বৃত্তাকার তৈরি করেছে।

ডেল্টা-টু অস্ত্র হাতে ল্যাবটা অতিক্রম করলো। রক্তের দাগ ডেকের সামনে চলে গেছে। সতর্কভাবে সে এক কোণে তাকালো। তার চোখ খুঁজে পেলো সেটা।

সে এবার দেখতে পেলো।

যিশু খৃস্ট!

ডেল্টা-থ্ সেখানে পড়ে আছে হাত-পা-মুখ বাঁধা। *গয়া*র ছোট্ট সাব টাইট্রনের সামনে। দূর থেকেও ডেল্টা-টু দেখতে পেলো তার সঙ্গীর ডান পা-টার অনেকখানি নেই।

ডেল্টা-টু অস্ত্র উঁচিয়ে সামনের দিকে এগোলো। ডেল্টা-টু তাকে দেখে শরীর বেঁকিয়ে ফেলছে, সে কিছু একটা বলতে চাচ্ছে।

ডেল্টা-টু সতর্কভাবে তার অসহায় সঙ্গীর কাছে এসে পড়লো। সে তার চোখে সতর্ক করার ইঙ্গিতটা দেখতে পেলো, কিন্তু খুব বেশি দেরি হয়ে গেছে। একটা রূপালি ঝটকা আচমকা কোত্থেকে যেনো তেড়ে এলো।

ট্রাইটনের রোবোটিক একটা হাত আচমকা ডেল্টা-টু'র বাম পায়ের উরুতে থাবা বসিয়ে দিলো। সে ছাড়াবার চেষ্টা করলো কিন্তু থাবাটা শক্ত ক'রে পাকড়াও করেছে তাকে। তীব্র যন্ত্রণায় সে চিৎকার দিলো। তার মনে হলো হাড্ডিটা ভেঙে যাচ্ছে। তার চোখ গেলো ট্রাইটনের ককপিটের দিকে। চিনতে পারলো সে।

মাইকেল টোল্যান্ড সাব-এর ভেতরে ব'সে আছে।

ডেল্টা-টু যন্ত্রণা উপেক্ষা ক'রে মেশিনগানটা টোল্যান্ডের বুক বরাবর নিশানা করলো, তার কাছ থেকে মাত্র তিন ফুট দূরে সাব-এর ভেতরে। সে গুলি চালালো। ধোকা খেয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে ডেল্টা-টু আবারো ট্রিগার টিপলো। তার মেশিনগানের সব গুলি খালি ক'রে ফেললো। নিঃশ্বাসহীন, সে অস্ত্রটা ফেলে দিয়ে সাব-এর ককপিটের সামনের কাঁচের দিকে চেয়ে রইলো।

"মরেছে!" সে বলেই পা-টা ছাড়াতে চেষ্টা করলো। ধাতব থাবাটি তার পায়ের মাংস কেটেকুটে একাকার ক'রে ফেলেছে। সে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ক্রিপ-টকটা বেল্ট থেকে হাতে নিলো। কিন্তু সে কথা বলতেই দ্বিতীয় রোবোটিক হাতটা ছুটে এসে তার ডান হাতটা ধরে ফেললো। ক্রিপ-টকটা তার হাত থেকে পড়ে গেলো।

তখনই ডেল্টা-টু সেই ভূতুরে অবয়বটি দেখতে পেলো। সে বুঝতে পারলো তার ছোঁড়া গুলি মোটা কাঁচটি ভেদ করতে পারেনি। কেবল ঘোলাটে কতোগুলো বৃত্তাকারের ছোপ তৈরি হয়েছে বুলেটের আঘাতে।

সাব-টা থেকে মাইকেল টোল্যান্ড বেড়িয়ে আসলো। টোল্যান্ড ডেকে এসে সাব-এর ডোম উইন্ডোটা দেখলো। সেটা নষ্ট হয়ে গেছে।

"প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে দশ হাজার পাউন্ড," টোল্যান্ড বললো। "মনে হচ্ছে তোমার আরো বড় বন্দুকের দরকার ছিলো।"

হাইড্রোল্যাবের ভেতরে রাচেল জানে, সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। সে বাইরের ডেকে গুলির শব্দ শুনেছে, আর প্রার্থনা করেছে সব কিছু যেনো টোল্যান্ডের পরিকল্পনা মতোই হয়। সে আর এটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। উল্কাপিণ্ডের ধোকাবাজির পেছনে কারা জড়িত – নাসা প্রধান, মারজোরি টেঞ্চ, অথবা প্রেসিডেন্ট নিজে – তাতে কিছুই আর এখন আসে যায় না।

তারা কেউই পার পাবে না। যেনো হোক না কেন, সত্যটা বলা হবেই।

রাচেল একটা কলম আর কাগজ খুঁজে নিয়ে দুই লাইনের একটা মেসেজ লিখে ফেললো। শব্দগুলা খুবই সাদামাটা আর অদ্ভুত। কিন্তু এই মুহূর্তে অলংকারিক শব্দ তৈরি করার মতো শৌখিনতা দেখানর কোনো ইচ্ছে তার নেই। এই নোটটার সাথে সে তার হাতে থাকা কাগজপত্র-আর প্রিন্ট আউটটাও জুড়ে দিলো। উল্কাপিণ্ডটি ভূয়া, এই হলো তার প্রমাণ।

রাচেল সবগুলো কাগজ হাইড্রোল্যাবের ফ্যাক্স মেশিনে ঢুকিয়ে দিলো। তার মুখস্তে থাকা হাতে গোনা কয়েকটি ফ্যাক্স নাম্বার থেকে একটাতে বেছে নিলো। সে ইতিমধ্যেই ঠিক ক'রে ফেলেছে কে এটা পাবে। একটা দম নিয়ে সে ফ্যাক্স নাম্বারটা টাইপ করলো।

বোতাম টিপে 'সেন্ড' করে দিলো সে। মনে মনে প্রার্থনা করলো, সঠিক গ্রাহককেই যেনো বেছে নিয়েছে সে।

ফ্যাক্স মেশিনটা বিপ্ করলো।

নো ডায়াল টোন

রাচেল এটা আশা করেছিলো। *গয়া*'র যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনও জ্যাম হয়ে আছে। সে অপেক্ষা করতে লাগলো। আশা করলো মেশিনটা ঠিক হয়ে যাবে।

পাঁচ সেকেন্ড

বিপ্ করলো।
রিডায়ালিং....
হ্যা! রাচেল মেশিনটার দিকে চেয়ে আছে।
নো ডায়াল টোন
রিডায়ালিং....
নো ডায়াল টোন
রিডায়ালিং...

ফ্যাক্স মেশিনটা একটা ডায়াল টোন সার্চ করতে দিয়ে রাচেল হাইড্রোল্যাব থেকে যেই বের হলো অমনি মাথার ওপর একটা হেলিকপ্টার এসে পড়লো।

১১৯

গয়া থেকে একশ ষাট মাইল দূরে, গ্যাব্রিয়েল অ্যাশ সিনেটর সেক্সটনের কম্পিউটারের পর্দায় চেয়ে আছে নিরব বিস্ময়ে। তার সন্দেহই ঠিক।

সে কখনও কল্পনাও করেনি কতোটা ঠিক।

সে প্রাইভেট স্পেস-কোম্পানি থেকে সেক্সটনকে দেয়া কতোগুলো চেকের স্ক্যান করা ছবির দিকে তাকিয়ে রইলো। সবচাইতে ছোট এমাউন্টটা হলো, ১৫০০০ ডলার। কতোগুলো ৫০০,০০০ ডলারেরও বেশি।

তুচ্ছ জিনিস, সেক্সটন তাকে বলেছিলেন। *সব অনুদানই ২০০০ ডলারের নিচে।*

নিশ্চিতভাবেই সেক্সটন পুরোপুরি মিথ্যে বলেছেন। গ্যাব্রিয়েল দেখছে অবৈধ ক্যাম্পেইন অর্থ, বিশাল আকারের। তার হৃদয় বিশ্বাসঘাতকতা আর তীব্র বেদনায় আচ্ছন্ন হলো। *সে মিথ্যে বলেছে।* তার নিজেকে বোকা মনে হলো। তার খুবই জঘন্য লাগলো। কিন্তু তার চেয়েও বেশি নিজেকে পাগল মনে হলো।

গ্যাব্রিয়েল অন্ধকারে একা ব'সে রইলো, বুঝতে পারলো না এরপর সে কী করবে।

১২০

গয়ার ওপরে পেছনের ডেকে কিওয়া এসে থামতেই, ডেল্টা-ওয়ান নিচের দিকে তাকালো। তার চোখ একটা অপ্রত্যাশিত দৃশ্যের দিকে আঁটকে গেলো।

মাইকেল টোল্যান্ড একটা ছোট সাব-এর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সাব-টার রোবোটিক হাত দুটোতে, একটা বিশাল পোকার মতো ডেল্টা-টু ঝুলে আছে।

সে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছে। কিন্তু বৃথা তার চেষ্টা।

হায় ঈশ্বর একি!?

একই রকম আশংকাজনক চিত্র হলো, রাচেল সেক্সটন, হাত-পা বাঁধা এক লোকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা প'ড়ে রয়েছে সাব-এর নিচে। সেটা ডেল্টা-থ্রি ছাড়া আর

কেইবা হতে পারে। রাচেল ডেল্টা ফোর্সের একটা মেশিনগান ধরে কপ্টারটার দিকে তাকিয়ে আছে। যেনো তাদেরকে আক্রমণ করবে সে।

ডেল্টা-ওয়ান ভড়কে গেলো। বুঝতেই পারলো না এসব কীভাবে হলো। মিল্‌নে আইস শেলফে ডেল্টা ফোর্সের ভুল ত্রুটিগুলো ছিলো বিরল ব্যাপার, আর এটাতো একেবারেই অকল্পনীয়।

ডেল্টা-ওয়ানের এই অপমানটা অনেক বেশি বেড়ে গেছে, কারণ তার সাথে কপ্টারে আরেকজনের আছে। এমন একজন লোক যার উপস্থিতি খুবই অপ্রচলিত একটি ব্যাপার।

কন্ট্রোলার।

এফডিআর মেমোরিয়ালের হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হবার পরই কন্ট্রোলার ডেল্টা-ওয়ানকে হোয়াইট হাউজের খুব কাছেই একটা ফাঁকা পাবলিক পার্কে যাবার নির্দেশ দিয়ে ছিলো। একটা গাছের ছায়া থেকে কন্ট্রোলার বেড়িয়ে এসে কিওয়াতে উঠে বসতেই তারা আবার তাদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ছুটে গিয়েছিলো।

যদিও মিশনে কন্ট্রোলারের সরাসরি অংশ নেয়াটা বিরল ব্যাপার, কিন্তু ডেল্টা-ওয়ান কোনো অনুযোগ করেনি। কারণ মিল্‌নেতে তাদের ভুলের জন্য মিশনটা পুরোপুরি বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে।

এখন কন্ট্রোলার কপ্টারে ব'সে আছে, স্বচক্ষে দেখছে এমন এক ব্যর্থতা যা ডেল্টা-ওয়ান কখনও দেখেনি।

এটা এখনই শেষ করতে হবে।

কন্ট্রোলার কিওয়া থেকে *গয়ার* ডেকে তাকিয়ে দেখে অবাক হয়ে গেলো। এটা কীভাবে হতে পারলো এটা তার মাথায় ঢুকছে না। কোনো কিছুই ঠিকমতো হচ্ছে না।

"কন্ট্রোলার," ডেল্টা-ওয়ান বললো, তার কণ্ঠে বিস্ময় আর হতাশা, "আমি কল্পনাও করতে পারছি না –"

আমিও, কন্ট্রোলার ভাবলো। তাদের শিকারদের খুব বেশি খাটো ক'রে দেখা হয়েছে।

কন্ট্রোলার নিচে রাচেল সেক্সটনের দিকে চেয়ে আছে। রাচেল হেলিকপ্টারের উইন্ড শিল্ডের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, কিন্তু প্রতিফলিত উইন্ডশিল্ড ব'লে ভেতরে কে আছে সেটা দেখতে পারছে না। তার হাতে ক্রিপ-টকটা ধরা। তার সিনথেসাইজ কণ্ঠটা যখন কিওয়ার ভেতরে কোনো গেলো, তখন কন্ট্রোলার আশা করলো সে দাবি জানাবে কপ্টারটা যেনো ফিরে যায় অথবা জ্যামিং সিস্টেমটা যেনো বন্ধ ক'রে দেয়া হয়। যাতে ক'রে টোল্যান্ড সাহায্যের জন্য ফোন করতে পারে। কিন্তু রাচেল সেক্সটন যে কথা বললো সেটা আরো বেশি আশংকাজনক।

"তোমরা খুব দেরি ক'রে ফেলেছো," সে বললো, "কেবল আমরাই এখন সেটা জানি না।"

শব্দটা কপ্টারের ভেতরে কিছুক্ষণ প্রতিধ্বনিত হলো। যদিও তার দাবিটাকে সত্য ব'লে মনে হচ্ছে না, তারপরও এটা সত্য হবার মৃদু সম্ভাবনা কন্ট্রোলারকে কিছুক্ষণের জন্য চুপ

করিয়ে দিলো। এই প্রজেক্টের সফলতার জন্যই যারা সত্যটা জানে তাদের সবাইকে শেষ ক'রে দিতে হবে।

অন্য কেউও জানে...

রাচেল আবারো ক্রিপ-টকে বললো। "ফিরে যাও, তানা হলে তোমার লোকদেরকে শেষ ক'রে দেবো। আরেকটু কাছে এলেই তাদেরকে মেরে ফেলা হবে। যেভাবেই হোক সত্যটা বেরিয়ে আসবে। ফিরে যাও।"

"তুমি ধোঁকা দিচ্ছো," কন্ট্রোলার বললো। সে জানে রাচেল যে কণ্ঠটা শুনবে সেটা রোবোটিক কণ্ঠ। "তুমি কাউকে বলোনি।"

"তুমি সেই সুযোগটা নিতে প্রস্তুত?" রাচেল পাল্টা বললো। "আমি পিকারিংকে পাইনি, তাই আমি একটু অন্যভাবে করেছি, একটা ইন্সুরেন্সের মতো।"

কন্ট্রোলার চিন্তিত হলো। *এটা সম্ভব।*

"তারা এটা পাত্তাই দিচ্ছে না," রাচেল টোল্যান্ডের দিকে তাকিয়ে বললো।

ঝুলে থাকা সৈনিকটি ঠাট্টার হাসি দিয়ে বললো, "তোমাদের অস্ত্রে গুলি নেই, কপ্টারটা তোমাদেরকে উড়িয়ে দেবে। তোমরা দু'জনেই মরবে। তোমাদের একমাত্র আশা হলো আমাদেরকে যেতে দাও এখান থেকে।"

নরকে, রাচেল ভাবলো, এরপর কী করবে হিসেব করার চেষ্টা করলো। সে হাত-পা-মুখ বাঁধা লোকটার দিকে তাকিয়ে হাঁটু গেঁড়ে তার সামনে ব'সে পড়লো, শক্ত চোখে তাকালো সে, "আমি তোমার মুখ খুলে দিচ্ছি, ক্রিপ-টকটা ধরো, তুমি হেলিকপ্টারটাকে ফিরে যেতে রাজি করাবে। বুঝতে পেরেছো?"

লোকটা সায় দিলো।

রাচেল তার মুখের বাঁধনটা খুলে দিতেই লোকটা রক্তমেশানো থুথু রাচেলের মুখে ছুঁড়ে মারলো।

"কুত্তি," সে রেগেমেগে বললো। "আমি তোর মৃত্যু দেখবো। তারা তোকে শূয়োরের মতো খুন করবে। আর আমি সেটা মজা ক'রে দেখবো।"

রাচেল তার মুখে লাগা থুথুটা মুছতেই টোল্যান্ড তাকে ধ'রে তুললো। সে মেশিন গানটা উঁচিয়ে গুলি করতে উদ্যত হচ্ছিলো। টোল্যান্ড কয়েক গজ দূরে কন্ট্রোল প্যানেলে গিয়ে একটা লিভার ধ'রে ডেকে শোয়া লোকটার দিকে তাকালো।

"দ্বিতীয় আঘাত," টোল্যান্ড বললো। "আর আমার জাহাজে, এটাই তুমি পাবে।"

একটা হ্যাচ্‌কা টান মারতেই, ট্রাইটনের নিচে একটা পাটাতন মানে ট্র্যাপ-ডোর খুলে গেলো। যেনো ফাঁসি কাষ্ঠের পাটাতনটা সরে গেলো। হাত-পা বাঁধা সৈনিকটি একটা চিৎকার দিলো। তারপরই উধাও হয়ে গেলো সে। গর্তের ভেতর দিয়ে ত্রিশ ফিট নিচে সমুদ্রে গিয়ে পড়লো। পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই হাঙ্গরেরা তার দিকে তেড়ে আসবে।

কন্ট্রোলার নিচের দিকে চেয়ে দেখলো হাঙ্গরগুলো ডেল্টা-থ্'র শরীর ছিন্নভিন্ন ক'রে খেয়ে ফেলছে।

যিশু খৃস্ট।

কন্ট্রোলার ডেকের দিকে আবার তাকালো, ডেল্টা-টু ঝুলে আছে সেখানে, ট্রাইটনের রোবোটিক হাতে। এবার সাব-এর হাত তাকে ঐ খোলা পাটাতনের সামনে নিয়ে আসতে লাগলো। টোল্যান্ডকে যা করতে হবে, তাহলো রোবোটিক হাতটা ছেড়ে দিলেই হবে। ডেল্টা-টুও নিচে পড়ে যাবে।

"ঠিক আছে," কন্ট্রোলার ক্রিপ-টকে গর্জে বললো। "দাঁড়াও। একটু দাঁড়াও।"

রাচেল কিওয়ার দিকে তাকালো। "তুমি এখনও ভাবছো আমরা ধোকা দিচ্ছি?" ক্রিপ-টকে সে বললো। "এনআরও'র মেইন সুইচ বোর্ডে কল করো। জিম সামিলিয়ানকে চাও। সে রাতের শিফটের পিএন্ডএ, আমি উল্কাপিণ্ডের ব্যাপারে সব ব'লে দিয়েছি তাকে।"

সে আমাকে নির্দিষ্ট একটা নাম বলছে?

রাচেল সেক্সটন বোকা নয়। এটা যদি ধোঁকা হয় তবে কন্ট্রোলার সঙ্গে সঙ্গেই চেক করতে পারবে। যদিও কন্ট্রোলার জিম সামিলিয়ান নামের কাউকে এনআরও-তে চেনে না, কিন্তু এজেন্সিটা অনেক বড়। চূড়ান্তত খুনটি করার আগে কন্ট্রোলার নিশ্চিত হতে চাইলো – এটা ধোকা কিনা।

"আপনি যাতে কল করতে পারেন তার জন্য কি আমি জ্যামারটা বন্ধ ক'রে দেবো?" ডেল্টা-ওয়ান বললো।

"জ্যামারটা বন্ধ কর," কন্ট্রোলার বললো। একটা সেলফোন বের করলো সে। "আমি রাচেলের কথাটা সত্য কিনা দেখছি। তারপরই আমরা ডেল্টা-টু'কে উদ্ধার করবো, আর এই ব্যাপারটা শেষ ক'রে ফেলবো।"

* * *

ফেয়ার ফ্যাক্সে, এনআরও'র অপারেটর অধৈর্য হয়ে উঠলো। "আমি তো আপনাকে বলেছিই, এখানে কোনো জিম সামিলিয়ান ব'লে কেউ নেই।"

কলার আবারো চাপাচাপি করলো। "অন্য ডিপার্টমেন্টে চেষ্টা ক'রে দেখবেন? বানানটা অন্যভাবে ক'রে?"

অপারেটর আবারো চেক ক'রে দেখলো। কয়েক সেকেন্ড বাদে সে বললো, "না, এ নামে কেউ নেই। অন্য কোনো বানানেও এরকম কেউ নেই।"

কলারের কথা শুনে মনে হলো সে খুশিই হয়েছে। "তাহলে, আপনি নিশ্চিত জিম সামিলিয়ান ব'লে এখানে কেউ নেই –"

হঠাৎ করেই লাইনে একটা বিশৃঙ্খল শব্দ হলো। কেউ চিৎকার করলো তারপর, কলার আক্ষেপ ক'রে লাইনটা কেটে দিলো।

কিওয়ার ভেতরে, ডেল্টা-ওয়ান জ্যামিং সিস্টেমটা আবার চালু করতেই রেগেমেগে চিৎকার ক'রে উঠলো। সে বুঝতে একটু দেরি ক'রে ফেলেছে। ককপিটের এলইডি মনিটরে দেখা গেলো একটা SATCOM ডাটা সিগনাল *গয়া* থেকে এইমাত্র ট্রান্সমিশন হয়ে গেলো। *কিন্তু*

কীভাবে? কেউ তো ডেক ছেড়ে যায়নি!

হাইড্রোল্যাবের ভেতরে, ফ্যাক্স মেশিনটা বিপ্ করতে শুরু করলো।

ফ্যাক্সটা গন্তব্যে চলে গেছে।

১২১

মারো না হয় মরো। রাচেল তার নিজের একটা অংশ আবিষ্কার করলো, যার অস্তিত্বের ব্যাপারে সে অবগত ছিলো না। বেঁচে থাকার তাড়না – একটি বন্য আকাঙ্খা, ভয়ের ফলে সৃষ্টি হয়েছে।

"এই ফ্যাক্সটাতে কী আছে?" ক্রিপ-টকের কণ্ঠটা জানতে চাইলো।

ফ্যাক্সটা যেতে পেরেছে ব'লে রাচেল স্বস্তি পেলো। পরিকল্পনা মতোই ব্যাপারটা ঘটেছে। "এখান থেকে চলে যাও, সব শেষ হয়ে গেছে। তোমাদের সিক্রেটটা ফাঁস হয়ে গেছে।"

রাচেল ফ্যাক্সের সব কথা বলে দিলো। "আমাদের ক্ষতি করলে তোমাদের পরিস্থিতি আরো খারাপ হবে।"

একটা গভীর নিরবতা নেমে এলো। "কার কাছে ফ্যাক্সটা পাঠিয়েছো?"

এ প্রশ্নে জবাব দেবার কোনো ইচ্ছে রাচেলের নেই।

"উইলিয়াম পিকারিং," কণ্ঠটা অনুমান ক'রে বললো। "তুমি পিকারিংয়ের কাছে ফ্যাক্সটা পাঠিয়েছো?"

ভুল। রাচেল ভাবলো। সে আসলে পিকারিংয়ের কাছে পাঠায়নি, কারণ তার অনুমান তাকে ইতিমধ্যেই শেষ ক'রে ফেলা হয়েছে। রাচেল সেটা অন্য কারো কাছে পাঠিয়েছে।

তার বাবার অফিসে।

রাচেল কখনই ভাবেনি তার বাবাকে তার এভাবে কখনও দরকার হবে।

কিন্তু দুটো কারণে এটা সে করেছে – কেবলমাত্র তিনিই এই ভূয়া উল্কাখণ্ডের খবরটি মরিয়া হয়ে প্রকাশ করবেন, কোনো রকম ইতস্তত করবেন না। আর তিনি হোয়াইট হাউজকে এই খবরটা দিয়ে ব্ল্যাকমেইল ক'রে হত্যা স্কোয়াডটাকে ফিরিয়ে আনতে পারবেন।

আক্রমণকারীরা যদি জানেও রাচেল কোথায় এই ফ্যাক্সটা পাঠিয়েছে, তারপরও তাদের পক্ষে ফিলিপ এ হার্ট বিল্ডিংয়ের ফেডারেল নিরাপত্তা ভেদ করা মোটেই সম্ভব হবে না।

"তুমি ফ্যাক্সটা যেখানেই পাঠাও না কেন, তুমি সেই ব্যক্তিকে বিপদে ফেলে দিয়েছো," কণ্ঠটা বললো।

"এখানে একজনই বিপদে আছে, আর সে হলো তোমাদের এজেন্ট," ডেল্টা ফোর্সের ঝুলে থাকা সদস্যের দিকে ইঙ্গিত ক'রে রাচেল বললো ক্রিপ-টকে। "খেল খতম। চ'লে যাও। ডাটাগুলো এখান থেকে চলে গেছে। তোমরা হেরে গেছো। এখান থেকে চলে যাও, তানা হলে এই লোকটা মরবে।"

ক্রিপ-টকের কণ্ঠটা পাল্টা ঝেড়ে বললো, "মিস্ সেক্সটন, তুমি গুরুত্বটা বুঝতে পারছ না –"

"বুঝতে পারছি না?" রাচেল ক্ষেপে ওঠে বললো। "আমি কেবল বুঝি তোমরা নিরীহ

লোকদের হত্যা করো! আমি বুঝি উল্কাপিণ্ড সম্পর্কে মিথ্যে বলেছো! আর আমি বুঝি, তোমরা কোনোভাবেই পার পাবে না! এমন কি আমাদেরকে হত্যা করলেও, খেল খতম হয়ে গেছে।"

দীর্ঘ একটা নিরবতা নেমে এলো। অবশেষে লোকটা বললো, "আমি নিচে নেমে আসছি।"

রাচেলের পেশীগুলো শক্ত হয়ে গেলো। *নেমে আসবে?*

"আমি নিরস্ত্র," কণ্ঠটা বললো। "উল্টা পাল্টা কিছু করো না। তোমার আর আমার মুখোমুখি কথা বলার দরকার।"

রাচেল কিছু বলার আগেই কপ্টারটা *গয়ার* ডেকে নেমে এলো। দরজাটা খুলে গেলে একটা অবয়ব দেখা গেলো। কালো কোট আর টাই পরা একজন। মুহূর্তেই, রাচেলের চিন্ত াভাবনাসমূহ ফাঁকা হয়ে গেলো।

সে উইলিয়াম পিকারিংয়ের দিকে চেয়ে রইলো।

উইলিয়াম পিকারিং রাচেলের চোখে এক বিপজ্জনক আবেগ দেখতে পেলো।

অবিশ্বাস, বিশ্বাসঘাতকতার শিকার, দ্বিধাগ্রস্ত, আর ক্রোধ।

সবটাই বোধগম্য, সে ভাবলো। *অনেক কিছুই আছে সে বুঝবে না।*

মুহূর্তের জন্য, পিকারিংয়ের তার মেয়ের কথাটা মনে প'ড়ে গেলো। ডায়না। রাচেল আর ডায়না একই যুদ্ধের বলি। এমন একটা যুদ্ধ, পিকারিং প্রতীজ্ঞা করেছে সারা জীবন চালিয়ে যাবে। কখনও কখনও যুদ্ধের বলিটা খুবই নির্মম হয়ে থাকে।

"রাচেল," পিকারিং বললো। "আমরা এখনও এটা সমাধান করতে পারি। অনেক কিছুই আমার ব্যাখ্যা করার আছে।"

রাচেলকে খুবই তিক্ত দেখালো। তার বমি এসে গেলো প্রায়। টোল্যান্ড তার মেশিন গানটা পিকারিংয়ের বুকে তাক ক'রে রেখে বিস্ময়ে চেয়ে আছে।

"আগে বাড়বে না!" টোল্যান্ড চিৎকার ক'রে বললো।

পিকারিং রাচেলের দিকে তাকিয়ে পাঁচ গজ দূরেই দাঁড়িয়ে রইলো।

"তোমার বাবা ঘুষ নিচ্ছে, রাচেল। প্রাইভেট স্পেস কোম্পানির কাছ থেকে। সে নাসা'কে ধ্বংস ক'রে, মহাশূন্যকে প্রাইভেট খাতে ছেড়ে দিতে চাচ্ছে। তাকে অবশ্যই থামাতে হবে। জাতীয় নিরাপত্তার খাতিরেই।"

রাচেল চেয়ে রইলো।

পিকারিং দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "যতো সমস্যাই থাকুক, নাসা'কে সরকারীই থাকতে হবে।"

রাচেলের কণ্ঠটা কাঁপতে লাগলো।

"আপনি ভূয়া উল্কাখণ্ড বানিয়ে, নির্দোষ লোকদেরকে হত্যা করেছেন ... জাতীয় নিরাপত্তার খাতিরে?"

"এটা আসলে এভাবে হবার কথা ছিলো না।" পিকারিং বললো। "পরিকল্পনাটা ছিলো একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারী এজেন্সিকে বাঁচানরো। খুন করার কোনো পরিকল্পনা ছিলো না।"

উল্কাপিণ্ডটির প্রতারণা, পিকারিং জানে কীভাবে হয়েছিলো। তিন বছর আগে, এনআরও'র

হাইড্রোফোন ব্যবস্থাকে সম্প্রসারণ করার জন্য গভীর সমুদ্রে যাবার প্রয়োজন হয়েছিল। নাসা'র উদ্ভাবিত একটি অত্যাধুনিক সাবমেরিন দু'জন মানুষবিশিষ্ট, সমুদ্রের গভীরে অভিযান চালিয়েছিলো – তার মধ্যে মারিয়ানা ট্রেঞ্চের তলদেশও অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

এই দুই মনুষ্যবাহী সাবমেরিনটার নক্সা ক্যালিফোর্নিয়ার ইন্‌জিনিয়ার গ্রাহাম হকের কম্পিউটার হ্যাক ক'রে করা হয়েছিলো। টাকার অভাবে হক এটার প্রোটোটাইপটি নির্মাণ করতে পারেনি। অন্যদিকে, পিকারিংয়ের টাকা পয়সার কোনো সমস্যা ছিলো না।

এই গোপন সিরামিকের তৈরি সাবমেরিনটা ব্যবহার ক'রে পিকারিং একটি গোপন দল পাঠায় সমুদ্রের নিচে নতুন হাইড্রোফোন স্থাপন করার জন্য। মারিয়ানা ট্রেঞ্চের খাদেও সেটা স্থাপন করতে হয়েছিলো। সেখানেই খনন করার সময় একটি ভৌত বস্তু তারা খুঁজে পায়। এমন কিছু যা কোনো বিজ্ঞানী কখনও দেখেনি। এই পাথর খণ্ডটাতে অজ্ঞাত পরিচয়ের কিছু প্রাণীর ফসিল আর কন্ড্রুইল ছিলো। যেহেতু এনআরও'র এই অভিযানটি খুবই গোপন ছিলো, তাই এটার খবর কেউ জানতে পারেনি।

কিছুদিন আগেই, পিকারিং এবং এনআরও'র বিজ্ঞান উপদেষ্টারা এই সিদ্ধান্তে এসেছিল যে মারিয়ানার অনন্য এই বস্তুটা ব্যবহার ক'রে তারা নাসা'কে বাঁচিয়ে দেবে। মারিয়ানার পাথরটাকে উল্কাপিণ্ড ব'লে চালিয়ে দেয়াটা খুবই সহজ কাজ ছিলো। ইসিই স্ল্যাশ্ হাইড্রোজেন ইন্‌জিন ফিউশন ক্রাস্ট তৈরি করে। তারপর ছোটখাট একটা সাব ব্যবহার ক'রে পাথরখণ্ডটাকে মিল্‌নের আইস শেল্‌ফের নিচে স্থাপন করা হয়। একবার পাথর খণ্ডটা বরফের মধ্যে স্থাপন করার পর, সেটাকে দেখে মনে হবে যে ওটা ওখানেই তিনশত বছর ধ'রে আছে।

দুঃখের বিষয় হলো, পুরো পরিকল্পনাটা ভেস্তে যায় কিছু বায়োলুমিনিসেন্ট প্লাংটনের কারণে...

থেমে থাকা কিওয়ার ককপিটে ব'সে ডেল্টা-ওয়ান সবকিছু দেখছিলো। রাচেল আর পিকারিং কথা বলছে, টোল্যান্ড মেশিন গানটা পিকারিংয়ের বুকে তাক ক'রে রেখেছে। ডেল্টা-ওয়ানের প্রায় হাসি এসে পড়লো, কারণ এতো দূর থেকেও সে টোল্যান্ডের মেশিনগানটার ককিং বারটা পেছনের দিকে টানা দেখতে পেলো। এর মানে, তাতে কোনো গুলিই নেই। এটা একেবারেই মূল্যহীন।

ডেল্টা-ওয়ান বুঝতে পারলো তার এখন কিছু করার সময় এসে গেছে। সে কপ্টারটা থেকে নিঃশব্দে নেমে সেটার আড়ালে লুকিয়ে পড়লো। নিজের মেশিনগানটা উঁচিয়ে ক'রে সে এগিয়ে গেলো চুপিসারে। ডেকে নামার আগে পিকারিং তাকে নির্দিষ্ট ক'রে অর্ডার দিয়ে দিয়েছিলো। আর ডেল্টা-ওয়ানের এই সহজ সরল কাজটাতে ব্যর্থ হবার কোনো ইচ্ছেই নেই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই, সে জানে, *এটার পরিসমাপ্তি হবে।*

১২২

বাথরোবটা পরেই জাখ হার্নি ওভাল অফিসের নিজের ডেস্কে ব'সে আছেন। হতবিহ্বলতার নতুন অংশটা এইমাত্র উন্মোচিত হয়েছে।

মারজোরি টেঞ্চ মারা গেছে।

হার্নির সহকারীরা তাঁকে বলেছে, টেঞ্চ এফডিআর মেমোরিয়ালে গাড়ি চালিয়ে গিয়েছিল উইলিয়াম পিকারিংয়ের সাথে দেখা করার জন্য। এখন পিকারিংকেও পাওয়া যাচ্ছে না। আশংকা করা হচ্ছে, সেও মারা গিয়ে থাকবে।

এর আগে থেকেই হার্নি আর পিকারিংয়ের মধ্যে একটা সমস্যা হচ্ছিলো। একমাস আগে, হার্নি জানতে পেরেছিলো পিকারিং প্রেসিডেন্টের হয়ে অবৈধ কিছু কাজ ক'রে যাচ্ছে হার্নির ক্যাম্পেইনকে ভরাডুবির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য।

এনআরও'র সম্পদ ব্যবহার ক'রে পিকারিং সিনেটর সেক্সটনের নোংরা কাজের প্রমাণ সংগ্রহ ক'রে চলছে সেক্সটনের ক্যাম্পেইনের ভরাডুবির জন্য – সেক্সটন আর তাঁর সহকারী গ্যাব্রিয়েল এ্যাশের অবৈধ সঙ্গমের রগরগে ছবি, প্রাইভেট স্পেস কোম্পানি থেকে সেক্সটনের ঘুষ গ্রহণের প্রমাণপত্র ইত্যাদি যোগাড় করেছে সে। পিকারিং নিজের পরিচয় লুকিয়ে এসব জিনিস মারজোরি টেঞ্চের কাছে পাঠিয়েছিলো, এই ভেবে যে, হোয়াইট হাউজ এটা ভালোভাবেই ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু হার্নি এসব ছবি আর তথ্য দেখে টেঞ্চকে কড়াভাবে ব'লে দিয়েছিলেন সে যেনো এসব ব্যবহার না করে। যৌন কেলেংকারী আর ঘুষ ওয়াশিংটনে ক্যান্সারের মতো ছড়িয়ে আছে। নতুন ক'রে এসব জানিয়ে সরকারের ওপর জনগণের আস্থাহীনতা তৈরি করার কোনো ইচ্ছে তাঁর নেই।

নিন্দাবাদ এই দেশটাকে খুন ক'রে ফেলছে।

হার্নি এসব খবর ফাঁস ক'রে সেক্সটনকে ধ্বংস করতে চায়নি, কারণ এতে ক'রে ইউএস সিনেটকে হেয় করা হবে। যা হার্নি কোনোভাবেই করতে চায় না।

আর কোনো নেতিবাচকতা নয়।

পিকারিংয়ের দেয়া প্রমাণপত্রগুলো হোয়াইট হাউজ ব্যবহার করতে অস্বীকার করায়, সে রটনা রটিয়ে দেয় যে সেক্সটন তার সহকারীর সঙ্গে যৌন সঙ্গমে জড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু সেক্সটন সব অস্বীকার ক'রে উল্টো হোয়াইট হাউজকে এসব নোংরামীর জন্য অভিযুক্ত করলে শেষ পর্যন্ত জাখ হার্নিকে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে হয়েছিলো। হার্নি পিকারিংকে এই ব'লে শাসিয়েছিলেন যে, তাঁর ক্যাম্পেইন নিয়ে মাথা ঘামালে তাকে বরখাস্ত করা হবে। পরিহাসের ব্যাপার হলো পিকারিং প্রেসিডেন্টকে মোটেও পছন্দ করত না। এনআরও'র প্রেসিডেন্ট কেবল নাসা'কে বাঁচাতেই হার্নির ক্যাম্পেইনে সাহায্য করতে চেয়েছিলো। জাখ হার্নি হলেন দুই শয়তানের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম খারাপ।

এখন কেউ কি পিকারিংকে খুন করেছে?

হার্নি ভাবতেও পারছে না।

"মি: প্রেসিডেন্ট?" এক সহকারী বললো। "আপনার কথামতো আমি লরেন্স এক্সট্রমকে ফোন ক'রে মারজোরি টেঞ্চের ব্যাপারটা বলেছি।"

"ধন্যবাদ তোমাকে।"

"তিনি আপনার সাথে দেখা করতে চাচ্ছেন, স্যার।"

"তাকে বল, আমি তার সঙ্গে সকালে কথা বলবো।"

"মি: এক্সট্রম আপনার সাথে এক্ষুণি কথা বলতে চাচ্ছেন, স্যার।" সহকারীকে খুব বিমর্ষ দেখালো। "তিনি খুব ভেঙে পড়েছেন।"

সে ভেঙে পড়েছে? হার্নির মেজাজ বিগড়ে গেলো। এক্সট্রমের ফোনটা নিতে যাবার সময় তিনি অবাক হয়ে ভাবলেন আবার কি উল্টাপাল্টা কিছু হলো নাকি।

১২৩

*গয়া*র ডেকে, রাচেলের মনে হলো তার মাথাটা হালকা হয়ে গেছে। যে রহস্যময়তা তার চারপাশ জুড়ে ভারি কুয়াশার মতো বিরাজ করছিলো, সেটা এখন কাটতে শুরু করেছে। সে তার সামনের আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে আছে আর তার কথা খুব কমই শুনতে পারছে।

"নাসা'র ইমেজকে আমাদের পুনঃনির্মাণ করতে হবে।" পিকারিং বলছিলো। "জনপ্রিয়তা এবং ফান্ড দ্রুত কমে যাচ্ছে, বিপজ্জনকভাবেই।" সে একটু থামলো, তার ধূসর চোখ রাচেলের দিকে স্থির। "রাচেল, নাসা'র একটা বিজয়ের দরকার ছিলো। কাউকে এটা সম্ভব ক'রে তোলার দরকার ছিলো।

কিছু একটা করতেই হোতো, পিকারিং ভাবলো।

উল্কাপিণ্ডের ব্যাপারটা ছিলো শেষ প্রচেষ্টা। পিকারিং এবং বাকিরা প্রথমে নাসা'কে ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির সাথে সংযুক্ত ক'রে বাঁচাতে চেয়েছিলো। কিন্তু হোয়াইট হাউজ এ প্রস্তাবটাকে পাত্তাই দেয়নি। কিন্তু সেক্সটনের নাসা বিদ্বেষী বক্তব্য জনপ্রিয় হতে থাকলে পিকারিং এবং তার মিলিটারি পাওয়ার-ব্রোকাররা জানতো সময় খুব দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। স্পেস এজেন্সিটাকে বাঁচাতে হলে তাদের এমন কিছু করতে হবে যা সবাইকে সন্তুষ্ট করবে। এমন কিছু, যাতে করদাতারা মনে করবে যে তাদের পয়সা নাসা নষ্ট করছে না।

"রাচেল," পিকারিং বললো। "আপনি যে খবরটা ফ্যাক্স করেছেন, সেটা খুবই বিপজ্জনক। আপনি এটা অবশ্যই বুঝবেন। এটা প্রকাশ পেলে হোয়াইট হাউজ আর নাসা'কে বিপদে ফেলে দেবে। অথচ প্রেসিডেন্ট এবং নাসা কিছুই জানে না, রাচেল। তারা নির্দোষ। তারা বিশ্বাস করে উল্কাপিণ্ডটি সত্যি।"

পিকারিং এক্সট্রম আর হার্নিকে এই ঘটনায় জড়ায়নি, কারণ তারা খুব বেশি আদর্শবাদী। এক্সট্রম কেবল পিওডিএস'এর সফটওয়্যারের ব্যাপারে মিথ্যে বলেছে। কিন্তু সে এতো কিছু জানতো না।

মারজোরি টেঞ্চ প্রেসিডেন্টের ক্যাম্পেইনের নাজুক অবস্থা দেখে এক্সট্রমের সঙ্গে মিলে পিওডিএস-এর ব্যাপারে মিথ্যে বলেছিলো। তারা আশা করেছিলো পিওডিএস'এর ছোট্ট একটা সফলতা হয়তো প্রেসিডেন্টের সাহায্যে আসবে।

টেঞ্চ যদি আমার দেয়া ছবিগুলো আর ঘুষ নেবার প্রমাণগুলো ব্যবহর করতো, তাহলে এসব কিছুর দরকার হোতো না!

টেঞ্চের হত্যাটি দুঃখনজক। রাচেল তাকে উল্কাখণ্ডটি ভূয়া এই অভিযোগ করার পর পিকারিং জানতো, টেঞ্চ একটি তদন্ত করবে, ঘটনার গভীরে গিয়ে দেখবে আসল নায়ক

কারা। এটা পিকারিং হতে দিতে পারে না। তাই তাকে মরতে হলো।

রাচেল সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তার বসের দিকে তাকালো।

"বুঝতে পেরেছেন," পিকারিং বললো। "এই খবরটা চাউড় হলে আপনি দু'জন নির্দোষীকে ধ্বংস ক'রে ফেলবেন, নাসা এবং প্রেসিডেন্ট। আপনি, একজন বিপজ্জনক লোককেও সেইসাথে ওভাল অফিসে পাঠাবেন। আমাকে জানতে হবে আপনি ফ্যাক্সটা কোথায় পাঠিয়েছেন।"

এই কথাটা যখন সে বলছে, তখন রাচেলের মুখে একটা অদ্ভুত ভঙ্গীর উদয় হলো। এটা এমন একটা ভঙ্গী, যে কেউ যেনো বুঝতে পেরেছে সে বিশাল একটা ভুল ক'রে ফেলেছে।

ডেল্টা-ওয়ান চুপিসারে কপ্টারের পেছন থেকে হাইড্রোল্যাবের সামনে এসে পড়েছে। একটা কম্পিউটারে অদ্ভুত একটা ছবি দেখা যাচ্ছে – গভীর সমুদ্রের নিচে একটা উত্তাল স্রোত, মনে হচ্ছে *গয়া*র ঠিক নিচেই। কুণ্ডলী পাকাচ্ছে।

এখান থেকে চলে যাবার আরেকটা কারণ, সে ভাবলো, তার টার্গেটের দিকে এগিয়ে গেলো সে।

ফ্যাক্স মেশিনটা এই ঘরেই দেখা যাচ্ছে। এর ট্রেতে একগাদা কাগজ। ডেল্টা-ওয়ান কাগজগুলো হাতে তুলে নিলো। রাচেলের লেখা একটা নোট রয়েছে সবার ওপরে। মাত্র দুটো লাইন। সে ওটা পড়লো।

ডেল্টা-ওয়ানের ফ্যাক্সটা কোথায় পাঠানো হয়েছে সেই নাম্বার জানার জন্য কোনো চেষ্টাই করতে হলো না। শেষ ফ্যাক্স নাম্বারটা এলসিডি ডিসপ্লেতে উঠে আছে।

ওয়াশিংটন ডিসির একটা নাম্বার।

সে ফ্যাক্স নাম্বারটা সতর্কভাবে টুকে নিয়ে কাগজপত্রসহ ল্যাব থেকে বেরিয়ে গেলো।

টোল্যান্ড মেশিনগানটা পিকারিংয়ের দিকে তাক্ ক'রে আছে। সে এখনও রাচেলকে ঐ একই কথা জিজ্ঞেস ক'রে যাচ্ছে – ফ্যাক্সটা কোথায় পাঠানো হয়েছে।

"হোয়াইট হাউজ এবং নাসা নির্দোষ," পিকারিং আবারো বললো। "আমার সাথে কাজ করুন। আমার ভুলের জন্য নাসা আর প্রেসিডেন্টকে শেষ ক'রে দেবেন না। আমরা একটায় সমঝোতায় আসতে পারি। উল্কাখণ্ডটির এদেশের দরকার রয়েছে। আমাকে বলুন, ফ্যাক্সটা কোথায় পাঠিয়েছেন, দেরি হবার আগেই বলুন।"

"যাতে ক'রে আপনি আরো একজনকে খুন করতে পারেন?" রাচেল বললো। "আপনি আমাকে অসুস্থ ক'রে ফেলেছেন।"

"আমি এই কথাটা আর একবার বলব," পিকারিং বললো। "পরিস্থিতিটা এতোই জটিল যে, আপনি পুরোপুরি বুঝতে পারবেন না। এই জাহাজ থেকে তথ্যটা পাঠিয়ে আপনি বিশাল একটা ভুল করেছেন। আপনি আপনার দেশকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছেন।"

পিকারিং নিশ্চিতভাবেই সময়ক্ষেপন করতে চাচ্ছে, এটা এখন টোল্যান্ড বুঝতে পারলো। টোল্যান্ড একেবারে ভড়কে গেলো যখন দেখতে পেলো সৈনিকটি হাতে কাগজ আর মেশিন গান নিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

টোল্যান্ড সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে সেই সৈনিকের দিকে মেশিন গানটা তাক্ ক'রে ট্রিগার টিপলো।

"আমি ফ্যাক্স নাম্বারটা খুঁজে পেয়েছি," সৈনিকটি বলেই পিকারিংয়ের দিকে এক টুকরো কাগজ বাড়িয়ে দিলো। "আর মিঃ টোল্যান্ডের মেশিন গানে কোনো গুলি নেই।"

১২৪

সেজউইক সেক্সটন নিজের অফিসে ছুটে এলেন। গ্যাব্রিয়েল কীভাবে এখানে এসেছিলো সে সম্পর্কে তাঁর ধারণাই নেই, কিন্তু সে তাঁর অফিসে এসেছিলো নিশ্চিত। তারা যখন টেলিফোনে কথা বলছিলো সেক্সটন তখন তাঁর অফিসের টৃপল-ক্লিক জরডেন ঘড়ির শব্দটা শুনতে পেয়েছে।

কীভাবে সে আমার অফিসে ঢুকল?

সেক্সটন খুব খুশি যে তিনি তাঁর কম্পিউটারে পাস-ওয়ার্ডটা বদলেছিলেন।

সে অফিসে ঢুকে গ্যাব্রিয়েলকে হাতে নাতে ধরার উদ্দেশ্যে ছুটে এসেছে। কিন্তু তাঁর অফিসটা ফাঁকা আর অন্ধকার। কেবল কম্পিউটার মনিটরের হালকা আলো জ্বলছিলো। বাতি জ্বালিয়ে ঘরটার চারপাশ তাকিয়ে দেখলেন। সবই ঠিক আছে। সুনসান। কেবল ঘড়ির শব্দটা হচ্ছে।

সে গেলো কোথায়?

কোথাও খুঁজে না পেয়ে সেক্সটন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ছবিটা দেখলেন। ভাবলেন আজ রাতে খুব বেশি মদ খেয়েছন বলে কি তাঁর এরকম হয়েছে। *আমি কিছু একটা শুনেছি।* হতাশ আর দ্বিধান্বিত হয়ে তিনি অফিসে এসে বসলেন।

"গ্যাব্রিয়েল?" তিনি ডাক দিলেন, হলের দিকে গেলেন। সেখানেও সে নেই। গ্যাব্রিয়েলের অফিসটা অন্ধকার।

টয়লেট থেকে একটা ফ্লাশের শব্দ শুনে সেক্সটন দৌড়ে সেখানে গেলেন। ঢুকেই দেখেন রেস্ট-রুমে গ্যাব্রিয়েল হাত শুকাচ্ছে। সে তাঁকে দেখে চম্‌কে গেলো।

"হায় ঈশ্বর! তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছ!" সে তাঁকে বললো, তাকে দেখে সত্যি ভয় পেয়েছে ব'লে মনে হলো। "তুমি এখানে কী করছো?"

"তুমি বলেছিল, তুমি তোমার অফিস থেকে নাসা'র ডকুমেন্ট নিচ্ছো।" তিনি তার হাতের দিকে তাকিয়ে বললেন। "সেগুলো কোথায়?"

সেগুলো আমি খুঁজে পাইনি। সবজায়গায় খুঁজেছি। এজন্যেই এতো দেরি হয়ে গেছে।"

তিনি তার চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বললেন, "তুমি কি আমার অফিসে ছিলে?"

আমি তাঁর ফ্যাক্স মেশিনের কাছে ঋণী, গ্যাব্রিয়েল ভাবলো।

কয়েক মিনিট আগেই সে সেক্সটনের কম্পিউটারের সামনে বসেছিলো। সে ফাইলগুলো প্রিন্ট করতে যেতেই সেক্সটনের ফ্যাক্স মেশিনটা রিং করলো। সঙ্গে সঙ্গে গ্যাব্রিয়েল কম্পিউটার ফাইল বন্ধ ক'রে সেখান থেকে বের হয়ে এসেছে। সেক্সটনের বাথরুমে যখন সে

উঠতে যাচ্ছে তখনি সেক্সটনের আসার শব্দ শুনতে পেয়েছিলো।

এখন সেক্সটন তার সামনে। সে জানে সে যদি মিথ্যে বলে সেক্সটন তা ধরে ফেলবে।

"তুমি মদ খেয়েছো," গ্যাব্রিয়েল বললো। *সে কিভাবে জানলো আমি তাঁর অফিসে ছিলাম?*

গ্যাব্রিয়েল ভেতরে ভেতরে ভড়কে গেলো। "তোমার অফিসে? কীভাবে? কেন?"

"তোমার সাথে কথা বলার সময় ফোনে আমি আমার জরডেন ঘড়িটার শব্দ শুনেছি।"

গ্যাব্রিয়েল জিভ কাটলো। *তাঁর ঘড়ি?* "তুমি কি জানো কথাটা কতোটা হাস্যকর কোনোাচ্ছে?"

"আমি সারাদিন আমার অফিসে কাটাই। আমি জানি সেটার আওয়াজ কেমন হয়।"

গ্যাব্রিয়েল টের পেলো এটা এক্ষুণি শেষ করতে হবে। সেরা আত্মরক্ষা হলো আক্রমণ করা। গ্যাব্রিয়েল তার দু'হাত কোমরে তুলে সিনেটরের দিকে এগিয়ে গেলো। "তাহলে শোনো, সিনেটর। এখন ভোর চারটা বাজে। তুমি মদ খাচ্ছিলে, তুমি ফোনে তোমার ঘড়ির টিক্‌টিক্ শব্দ শুনেছো, আর এজন্যে তুমি এখানে ছুটে এসেছো?" গ্যাব্রিয়েল একটু দম নিয়ে আবার বললো, "তুমি বলতে চাচ্ছো আমি এলার্মটা অফ ক'রে, দুটো তালা খুলে তোমার অফিসে ঢুকেছি। তাই না?"

সেক্সটন চোখের পলক ফেললেন বার কয়েক।

"একারণেই কারোর একা একা মদ খাওয়াটা উচিত নয়।" গ্যাব্রিয়েল বললো। "এখন তুমি কি নাসা সম্পর্কে কথা বলতে চাও নাকি চাও না?"

সেক্সটন একটু চুপ মেরে এক গ্লাস পেপসি ঢেলে পান করলেন, আরেক গ্লাস পেপসি গ্যাব্রিয়েলকে দিলেন।

"খাবে?" বলেই নিজের ঘরের দিকে ফিরে গেলেন। কিন্তু গ্যাব্রিয়েল তাঁকে অনুসরণ করলো না। "ওহ্, ঈশ্বরের দোহাই! আস। নাসা'তে কী পেয়েছো বলো?"

"আমার মনে হয় আজ রাতে অনেক খাটুনি গেছে," সে বললো, "আগামীকাল কথা বলি।"

সেক্সটনের এই তথ্যটা এখনই জানা দরকার। আর এজন্যে এতো অনুনয় বিনয় করার তাঁর কোনো ইচ্ছে নেই। "আমি তালগোল পাকিয়ে ফেলেছি, দিনটা খুব বাজে গেছে। জানি না কী ভাবছিলাম আমি।" সেক্সটন বললেন, একটু চালাকি করলেন আসলে।

গ্যাব্রিয়েল ঠায় দাঁড়িয়েই রইলো।

সেক্সটন নিজের ডেস্কে ব'সে বললেন, "বসো, সোডা পান করো। আমি মাথাটা সিঙ্কে ভিজিয়ে আসছি।" বাথরুমের দিকে চলে গেলেন তিনি।

গ্যাব্রিয়েল তখনও নড়লো না।

"আমার মনে হয় আমি একটা ফ্যাক্স দেখেছি," সেক্সটন যেতে যেতে বললেন। *তাকে দেখাও যে তুমি তাকে বিশ্বাস করো।*

"সেটা একটু দেখবে?"

সেক্সটন বাথরুমের দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে মুখে পানি দিলেন। সেক্সটন ভালো করেই

জানেন যে, গ্যাব্রিয়েল তাঁর অফিসে ঢুকেছিলো।

কিন্তু কীভাবে? সেটা তো অসম্ভব।

সেক্সটন আপাতত এটা তুলে রাখলেন। এখন তার দরকার নাসা'র খবরটা। গ্যাব্রিয়েলকে তাঁর এখন ভীষণ প্রয়োজন। তাকে বিচ্ছিন্ন করার সময় এটা নয়। সে কী জানে সেটা তাঁর জানা দরকার।

বাথরুম থেকে বের হয়ে সেক্সটন দেখতে পেলেন গ্যাব্রিয়েল তাঁর অফিসে এসে বসেছে। একটু স্বস্তি পেলেন সেক্সটন। *বেশ।* তিনি ভাবলেন। *এখন আমরা কাজে লেগে যেতে পারি।*

গ্যাব্রিয়েল ফ্যাক্স থেকে কতগুলো কাগজ বের ক'রে তাকিয়ে আছে।

"কী আছে?" সেক্সটন তার কাছে এসে বললেন।

গ্যাব্রিয়েল স্তম্ভিত হয়ে আছে।

"কি?"

"উল্কাপিণ্ডটি ..." সে কাঁপতে কাঁপতে কথাটা বললো। তার হাতটাও কাঁপছে। "আর তোমার মেয়ে ... সে খুব বিপদে আছে।"

অবাক হয়ে সেক্সটন সামনে এসে ফ্যাক্সটা গ্যাব্রিয়েলের কাছ থেকে নিয়ে নিলেন। উপরের পাতাটিতে হাতের লেখা নোট। সেক্সটন লেখাটি চিনতে পারলেন মূহুর্তেই। কথাটা খুব সংক্ষিপ্ত আর শোচনীয়।

উল্কাপিন্ডটি ভূয়া। এখানে তার প্রমাণ রয়েছে।

নাসা/হোয়াইট হাউজ আমাকে হত্যা করতে চাচ্ছে। সাহায্য করো!- আর এস

সিনেটর খুব ভড়কে গেলেন। রাচেলের নোটটা প'ড়ে তিনি কী বুঝবেন সেটাই ভেবে পেলেন না।

উল্কাপিন্ডটি ভূয়া? নাসা আর হোয়াইট হাউজ তাকে খুন করতে চাচ্ছে?

একটা ঘোরের মধ্যেই সেক্সটন আধ ডজন কাগজ নেড়েচেড়ে দেখলেন। কিছু কম্পিউটার প্রিন্টের ছবি, আর কাগজ পত্র। যাতে নিশ্চিত প্রমাণ রয়েছে উল্কাপিণ্ডটি কীভাবে বরফের নিচে ঢোকানো হয়েছে।

আরেকটা পাতায় সেক্সটন দেখতে পেলেন অদ্ভুত এক সামুদ্রিক প্রাণীর ছবি, যার নাম *বাথিনোমাস জাইগানতিয়াস*। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন। *এটাতো উল্কার ভেতরে থাকা ফসিলের প্রাণীটা!*

সেক্সটন সবটুকু পড়ার পর চেয়ারে ধপাস ক'রে ব'সে পড়লেন।

নাসা'র উল্কাপিণ্ডটি ভূয়া!

সেক্সটনের জীবনের আর কোনো দিন এরকম উত্থান-পতনের ভেতর দিয়ে যায়নি। চূড়ান্ত ধ্বংস হবার পর আবার জেগে ওঠা। একেবারে মাথা উঁচু করে। বিজয়ীর বেশে।

আমি যখন এই তথ্যটা জনগণকে জানাবো, প্রেসিডেন্ট পদটা তখন আমারই হয়ে যাবে।

প্রচণ্ড খুশির চোটে সিনেটর সেক্সটন নিজের মেয়ের চরম বিপদের কথা ভুলে গেলেন।

"রাচেল বিপদে আছে," গ্যাব্রিয়েল বললো, "তাকে নাসা এবং হোয়াইট হাউজ খুন করতে চাচ্ছে –"

সেক্সটনের ফ্যাক্স মেশিনটা আবারো বিপ্ ক'রে উঠলো। সেক্সটন ভাবলেন রাচেল হয়তো আরো কিছু পাঠাচ্ছে। কিন্তু এবার আর কোনো কাগজ বের হলো না। এন্সারিং মেশিন ফিচারে একটা ফোন এসেছে।

"হ্যালো, আমি সিনেটর সেক্সটন বলছি। আপনি যদি ফ্যাক্স পাঠাতে চান যেকোন সময়ে পাঠাতে পারেন। তানা হলে একটা মেসেজ রেখে যেতে পারেন।" সেক্সটন বললেন।

"সিনেটর সেক্সটন?" লোকটা বললো। "আমি এনআরও'র ডিরেক্টর পিকারিং বলছি। আপনার সাথে আমার এক্ষুণি কথা বলার দরকার।" সে একটু থামলো, যাতে কেউ রিসিভার তুলে নেয়।

গ্যাব্রিয়েল রিসিভারটা তুলে নিলো। সেক্সটন তার হাতটা ধ'রে বাধা দিলেন। গ্যাব্রিয়েল অবাক হলো। "কিন্তু এটা তো এনআরও'র –"

"সিনেটর," পিকারিং বলতে লাগলো। "আমি খুব বাজে সংবাদ দিচ্ছি আপনাকে। আমি এইমাত্র খবর পেয়েছি আপনার মেয়ে রাচেল খুব বিপদে আছে। আমি একটা দল পাঠিয়ে তাকে সাহায্য করব। ফোনে ব্যাপারটা নিয়ে বিস্তারিত বলতে পারবো না। কিন্তু আমি জানতে পেরেছি, সে এইমাত্র আপনার কাছে কিছু তথ্য ফ্যাক্স ক'রে পাঠিয়েছে। সেটা নাসা'র উল্কাপিণ্ড বিষয়ক। যে লোকগুলো আপনার মেয়ের জীবন নাশ করার হুমকী দিচ্ছে তারা আমাকে সাবধান ক'রে বলেছে কেউ যদি এটা পাবলিকের কাছে প্রকাশ করে তবে আপনার মেয়েকে তারা হত্যা করবে। স্যার। আপনার মেয়ের পাঠানো তথ্যগুলো কাউকে জানাবেন না। তার জীবন এটার উপরেই নির্ভর করছে। যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন। আমি খুব জলদিই আসছি।" সে একটু থেমে আবারো বলতে লাগলো, "ভাগ্য ভালো হলে, আপনি ঘুম থেকে ওঠার আগেই এটা সমাধান হয়ে যাবে। আপনি আপনার অফিসেই থাকুন, কাউকে ফোন করবেন না। আপনার মেয়েকে বাঁচাতে সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করবো আমি।"

পিকারিং ফোনটা রেখে দিলো।

গ্যাব্রিয়েল কাঁপতে লাগলো। "রাচেলকে জিম্মি করা হয়েছে?"

সেক্সটন এরকম খৃস্টমাস উপহার পেয়ে, তা ব্যবহার করবে না, এটা ভেবেই খুব খারাপ লাগলো তাঁর। তাঁর মনে প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে।

পিকারিং চাচ্ছে আমি চুপ থাকি?

তিনি উঠে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন এসবের মানে কী।

"তুমি কী করবে?" গ্যাব্রিয়েল জানতে চাইলো অবাক হয়ে। "তারা রাচেলকে খুন করতে পারবে না," সেক্সটন বললেন। যদি উল্টাপাল্টা কিছু হয়েও যায়, সেক্সটন জানে তাঁর মেয়েকে হারালেও তাঁর অবস্থান আরো বেশি শক্তিশালী হয়ে যাবে। যেভাবেই হোক, তিনিই জিতবেন।

"এসব কপি করছো কেন?" গ্যাব্রিয়েল জানতে চাইলো। "পিকারিং বলেছে কাউকে না জানাতে!"

সেক্সটন গ্যাব্রিয়েলের দিকে ফিরে চাইলো। এখন সে কেবল তাঁর স্বপ্নটা বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছে। কোনো কিছুই তাঁকে থামাতে পারবে না। ঘুষের কোনো ব্যাপার থাকবে না। যৌনকেলেংকারীর গুজবেরও কিছু থাকবে না।

"বাড়িতে যাও গ্যাব্রিয়েল। তোমাকে আর আমার দরকার নেই।"

১২৫

খেলা শেষ হয়ে গেছে। রাচেল ভাবলো। সে এবং টোল্যান্ড ডেল্টা ফোর্সের সৈনিকের বন্দুকের সামনে এখন দাঁড়িয়ে আছে। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো, পিকারিং এখন জেনে গেছে রাচেল ফ্যাক্সটা কোথায় পাঠিয়েছে। সিনেটর সেজউইক সেক্সটনের অফিসে।

রাচেলের সন্দেহ, তার বাবা ফ্যাক্সটা কখনও নিতে পারবে কিনা। আজ সকালে অন্য কারোর আগেই পিকারিং সেক্সটনের অফিসে চলে যেতে পারবে। যদি সে তা করতে পারে তবে সেক্সটনের কোনো ক্ষতি না করেই পিকারিং ফ্যাক্সটা নষ্ট করে ইনকামিং নাম্বারটা মুছে ফেলতে পারবে খুব সহজেই। পিকরিং হলো ওয়াশিংটনে সেই স্বল্প সংখ্যক লোকদের একজন যে সিনেট অফিসে প্রবেশ করার ক্ষমতা রাখে।

অবশ্য এতে যদি সে ব্যর্থ হয় তবে, একটা হেলফায়ার মিসাইল ছুড়ে দেবে সেক্সটনের জানালা দিয়ে। ঘরের সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। ফ্যাক্স মেশিনটাও। কিন্তু তার মন বলছে এসবের কোনো দরকার হবে না।

এখন সে আর মাইকেল একসাথে ব'সে আছে, টোল্যান্ডের হাতটা আনমনে রাচেলের হাতটা ধ'রে ফেললে রাচেলের এক ধরণের অদ্ভুত অনুভূতি হলো। যেনো সারাজীবন তারা এভাবেই থাকবে।

কখনও না, সে বুঝতে পারলো। *এটা কখনও হবে না।*

মাইকেল টোল্যান্ডের মনে হলো সে এমন একজন মানুষ যে ফাঁসির দঁড়ির সামনেও আশার আলো দেখতে পায়।

জীবন আমার সাথে ঠাট্টা করছে।

সিলিয়ার মৃত্যুর পর টোল্যান্ডও মরে যেতে চাইতো। তারপরও সে বেঁচে থাকাটাই বেছে নিয়েছিলো। একা একা থাকার প্রতীজ্ঞা করেছিলো সে। তার বন্ধুরা অবশ্য তাকে সঙ্গী জুটিয়ে নিতে বলতো।

মাইক তোমার একা থাকার দরকার নেই। আরেকজনকে খুঁজে নাও।

টোল্যান্ডের এখন মনে হলো সিলিয়ার আত্মা তাকে ডেকের ওপর থেকে দেখছে। তাকে কিছু একটা বলছে।

"তুমি একজন যোদ্ধা," তার কণ্ঠটা নিচু স্বরে বললো যেনো। "আমাকে কথা দাও তুমি আরেকজনকে খুঁজে নেবে।"

"আমি কখনই সেটা করবো না," টোল্যান্ড তাকে বললো।

"তোমাকে শিখতে হবে," সিলিয়া হেসে বলেছিলো।

এখন *গয়া*'র ডেকে টোল্যান্ড বুঝতে পারলো, সে শিখছে। তার অন্তরের গভীরে একটা আবেগ উথলে উঠছে। সে বুঝতে পারলো সেটা সুখের।

আর এটার সঙ্গেই বেঁচে থাকার একটা সর্বশক্তির আবির্ভাব হচ্ছে। পিকারিংকে একটু অন্যরকম মনে হলো। সে রাচেলের সামনে এসে দাঁড়ালো।

"কখনও কখনও," সে বললো, "পরিস্থিতির জন্য অসম্ভব সিদ্ধান্ত নিতে হয়।"

"আপনি এসব পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন," রাচেল তার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো।

"যুদ্ধে হতাহত হয়ই," পিকারিং বললো। "ডায়না পিকারিংকে জিজ্ঞেস করুন, অথবা অন্য যে কাউকে যারা এই দেশকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রতিবছর মারা যায়। আপনারা সবাই সেটা জানেন, রাচেল," সে তার চোখের দিকে তাকালো। "*লেকচুরা পোকুর্ম সার্ভা সুলতোস*।"

রাচেল কথাটার মানে জানে – অনেককে বাঁচাতে অল্পকয়েকজনকে বলি দেয়া।

"এখন আমি আর মাইক আপনার কাছে হয়ে গেছি সেই অল্পকয়েকজন?" প্রচণ্ড ঘৃণায় রাচেল বললো।

পিকারিং কথাটা শুনলো। *এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।* সে ডেল্টা-ওয়ানের দিকে ঘুরে বললো, "তোমার সঙ্গীকে মুক্ত ক'রে এসব শেষ ক'রে ফেলো।"

ডেল্টা-ওয়ান সায় দিলো।

পিকারিং রাচেলের দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে জাহাজের রেলিংয়ের দিকে চলে গেলো। এটা এমন কিছু যা সে দেখতে চাচ্ছে না।

ডেল্টা-ওয়ান তার সঙ্গীকে মুক্ত করতে গেলো। ডেকের ফ্লোরে সে ট্র্যাপ ডোরটা আছে সেটা খোলা রয়েছে। তার ঠিক উপরেই তার সঙ্গী ঝুলছে। তাই সবার আগে ট্র্যাপ ডোরটা বন্ধ করতে হবে। সে কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে তাকালো। অনেকগুলো লিভার রয়েছে সেখানে। ভুল কোনো লিভার টেনে সে কোনো ঝুঁকি নিতে চাচ্ছে না। তাতে ক'রে সাব-টা পনির নিচে প'ড়ে গিয়ে তার সঙ্গীও শেষ হয়ে যাবে।

কোনো ঝুঁকি নেয়া যাবে না। তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই।

সে টোল্যান্ডকে দিয়ে এ কাজটা করাতে চাইছে।

তোমার শত্রুদেরকে একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করো।

ডেল্টা-ওয়ান তার অস্ত্রটা রাচেলের দিকে তাক ক'রে টোল্যান্ডকে তার সঙ্গীর বাঁধন খুলে দেবার জন্য বাধ্য করলো।

"মিস সেক্সটন, উঠে দাঁড়াও," ডেল্টা-ওয়ান বললো।

সে উঠে দাঁড়ালো।

ডেল্টা-ওয়ান রাচেলকে ট্রাইটন সাব-এর উপরে ওঠে বসতে বললো।

রাচেলকে খুব ভীত আর দ্বিধান্বিত ব'লে মনে হলো।

"এক্ষুণি করুন," ডেল্টা-ওয়ান বললো।

"সাব-এর উপরে উঠুন," সৈনিকটি বললো। টোল্যান্ডের কাছে ফিরে গিয়ে তার মাথায় অস্ত্র ঠেকালো সে।

রাচেল ট্রাইটনের ইন্জিন কেসিং এর ওপর গিয়ে বসলো। সাব-টা ঝুলছে আর নিচে ট্র্যাপ-ডোরটা একেবারেই খোলা।

"ঠিক আছে, এবার ওঠ," টোল্যান্ডকে সৈনিকটি বললো। "কন্ট্রোল প্যানেলে গিয়ে ট্র্যাপ-ডোরটা বন্ধ কর।"

অস্ত্রের মুখে টোল্যান্ড কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে এগোতে লাগলো। তার পেছনেই অস্ত্রধারী। রাচেলের কাছাকাছি আসলে, সে একটু ধীর গতির হলো। রাচেল বুঝতে পারলো মাইকের চোখ তাকে একটা বার্তা দিচ্ছে। সে সরাসরি তার চোখের দিকে তাকিয়ে তারপর ট্রাইনের খোলা ঢাকনাটার দিকে তাকালো।

রাচেল তার পায়ের নিচে তাকিয়ে দেখলো ঢাকনাটা মানে হ্যাচটা খোলা আছে। *সে চাচ্ছে আমি এটার ভেতরে ঢুকে পড়ি?*

রাচেল আবার টোল্যান্ডের দিকে তাকালো, সে এখন প্রায় কন্ট্রোল প্যানেলের কাছে চ'লে গেছে। টোল্যান্ডের চোখ তার দিকে আঁটকে আছে।

তার ঠোঁট নড়ছে, যেনো নিঃশব্দে বলছে, "উঠে পড়ো, এক্ষুণি।"

ডেল্টা-ওয়ান যে-ই দেখলো রাচেল খোলা হ্যাচটা দিয়ে ট্রাইটনের ভেতরে ঢুকে পড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে সে গুলি চালালো। কিন্তু বুলেটগুলো হ্যাচের গায়ে লেগে ছিটকে অন্যত্র স'রে গেলো, ভেদ করতে পারলো না।

টোল্যান্ড, মূহুর্তেই বুঝতে পারলো অস্ত্রটা আর তার পেছনের তাক্ করা নেই। সে তার বাম দিকে ট্র্যাপ-ডোরটার অন্য পাশে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ডেকের ফ্লোরে পড়েই সে গড়িয়ে গেলো, সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রটাও গর্জে উঠলো। টোল্যান্ড গড়িয়ে জাহাজের সামনের দিকে নোঙরের স্পুলটার আড়ালে চ'লে যাওয়াতে একটা গুলিও লাগেনি – স্পুলটা বিশাল আকৃতির একটা মোটা পিলারের মতো, যাতে কয়েক হাজার স্টিল ক্যাবল পেঁচানো রয়েছে। জাহাজের নোঙরটা সেই স্টিলের তারের সাথেই লাগানো। টোল্যান্ডের একটা পরিকল্পনা রয়েছে, আর তাকে এটা খুব দ্রুতই করতে হবে। সৈনিকটি তার দিকে আসতেই টোল্যান্ড দু'হাত দিয়ে নোঙরের লক্‌টা ছেড়ে দিলো, সঙ্গে সঙ্গে নোঙরের সাথে আটকানো ক্যাবল ছাড়তে শুরু করলো।

স্পুলটাতে পেঁচানো স্টিলের ক্যাবল দ্রুত ছাড়তে শুরু করলে *গয়া* স্রোতের টানে চলতে শুরু করলো। আচম্‌কা চলতে শুরু করার কারণে ডেকের উপর সবকিছুই দুলতে লাগলো। নোঙরের স্টিল ক্যাবল যতই খুলতে লাগলো জাহাজটা ততোই স'রে যেতে লাগলো স্রোতের দিকে। সৈনিকটি কোনোরকম ভারসাম্য বজায় রেখে টোল্যান্ডের দিকে আসতে চাইলো। টোল্যান্ড শেষ মূহুর্তটার জন্য অপেক্ষা করলো। এবার সে নোঙর-এর স্পুলটা লক্ ক'রে দিলো। স্টিলের ক্যাবল ছাড়া বন্ধ হয়ে গেলো আচম্‌কা। জাহাজটা প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি খেলো। টোল্যান্ডের সামনে আসতে থাকা সৈনিকটি ভারসাম্য হারিয়ে হাটু গেঁড়ে প'ড়ে গেলো। পিকারিংও রেলিং থেকে ছিট্‌কে ডেকের ওপর পড়লো। ট্রাইনটনটাও প্রচণ্ডভাবে দুলতে লাগলো ঝুলন্ত অবস্থায়।

জাহাজের নিচে, একটা ধাতব জিনিসের ভেঙে পড়ার বিকট শব্দ কোনো গেলে জাহাজটা ভূমিকম্পের মতো কাঁপতে লাগলো। ভগ্নপ্রায় একটা স্ট্রুট ভেঙে পড়েছে। *গয়া*র ডান দিকটা তার নিজের ওজনে ধ্বসে পড়তে শুরু করলো। জাহাজটা এমন ভাবে পড়তে লাগলো যেনো

একটা টেবিলের চারটা পায়ার একটা ভেঙে গেছে। ভেঙে পড়ার বিকট শব্দ হলো।

ট্রাইটনের ভেতর থেকে রাচেল সব দেখতে পেলো। সে একেবারে ভড়কে গেছে। তার সামনের কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখতে পেলো নিচের সমুদ্র উথলে উঠছে। তার চোখ ডেকের ওপর টোল্যান্ডকে খোঁজার চেষ্টা করলো।

কয়েক গজ দূরে, ট্রাইটনের রোবোটিক হাতের থাবায় ঝুলতে থাকা ডেল্টা সৈনিকটি প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। পিকারিং রেলিংয়ের একটা রড ধ'রে কোনোভাবে ভারসাম্য রক্ষা করছে। নোঙরের লিভারের কাছেই টোল্যান্ডও ঝুলছে। ঢালু দিয়ে যাতে গড়িয়ে সমুদ্রে না প'ড়ে যায় সেই চেষ্টাই করছে। রাচেল যখন দেখতে পেলো সৈনিকটি অস্ত্র নিয়ে গুলি করার চেষ্টা করতে যাচ্ছে, সে সাব-এর ভেতর থেকেই চিৎকার ক'রে উঠলো, "মাইক, দেখো।"

কিন্তু ডেল্টা-ওয়ান টোল্যান্ডকে পুরোপুরি এড়িয়ে গেলো। সৈনিকটি তার হেলিকপ্টারের দিকে তাকিয়ে তীব্র আতংকে মুখ হা ক'রে ফেললো। রাচেল সেদিকে তাকিয়ে দেখলো থেমে থাকা হেলিকপ্টারটা হেলিপ্যাড থেকে এক পাশে প'ড়ে যেতে শুরু করেছে। ঢালু হয়ে যাওয়াতে সেটা কাত হয়ে আসলে ট্রাইটন সাব-এর দিকেই হেলে পড়ছে।

ডেল্টা-ওয়ান দৌড়ে গিয়ে হেলে পড়া কপ্টারটার ককপিটে উঠে বসলো। তাদের একমাত্র বাহনটি হারাবার কোনো ইচ্ছেই তার নেই। ডেল্টা-ওয়ান কপ্টারটা চালু ক'রে দিলো। *ওড়!* কানফাঁটা শব্দে হেলিকপ্টারটার ব্লেড ঘুরতে শুরু করলো। *ওঠ, শালা ওঠ!* কিন্তু হেলিকপ্টারটা কাত হয়ে ট্রাইটনের দিকে পড়তে লাগলো। ডেল্টা-টু ককপিটে ব'সে আপ্রাণ চেষ্টা করছে ওটা ওড়াতে।

কিওয়ার নাকটা সামনের দিকে ঝুঁকতেই কিওয়ার ব্লেডও নিচু হয়ে গেলো, আরেকটু কাত হলে ব্লেডটা ট্রাইটন সাব-এ ঝুলতে থাকা ডেল্টা টু'র মাথাটা এবং সাব-এর উপরিভাগে লেগে যাবে।

ট্রাইটন সাব যে স্টিলের তারে ঝুলছে কিওয়া'র ব্লেডটা সেটার সাথে লাগলে প্রচণ্ড একটা শব্দ হলো। ধাতব ব্লেডের সাথে তারের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে আগুনের ফুল্‌কি ছড়িয়ে পড়লো। কিওয়ার ব্লেডটাও দুমড়েমুচড়ে গেলো। কিছু বুঝে ওঠার আগেই কপ্টারটা হেলিপ্যাড থেকে গড়িয়ে জাহাজের ডেকে আছড়ে পড়লো। তারপর একটা পল্টি খেয়ে ডেকের রেলিংয়ে গিয়ে আঘাত করলো সেটা।

কিছুক্ষণের জন্য মনে হয়েছিলো রেলিংটা বুঝি ভাঙবে না।

তারপরই ডেল্টা-ওয়ান একটা ভাঙনের শব্দ শুনতে পেলো। বিশাল কপ্টারটা হুড়মুড় ক'রে সমুদ্রে প'ড়ে গেলো।

ট্রাইটনের ভেতরে রাচেল অসাড় হয়ে ব'সে রইলো। সাব-টা একেবারে কাত হয়ে আছে, এটা যে তারগুলোতে ঝুলেছিলো সেটার কয়েকটা ছিঁড়ে গেলেও সাব-টা কোনোরকম ঝুলেই আছে।

রাচেল ভাবতে লাগলো কতো দ্রুত এই সাব থেকে বের হয়া যায়। যে সৈনিকটি সাব-এর রোবোটিক হাতের থাবায় আঁটকে ঝুলে আছে সে তার দিকে চেয়ে আছে, ক্ষতবিক্ষত সে, রক্ত

ঝরছে, আগুনের স্ফুলিঙ্গের কারণে পুড়ে গেছে।

রাচেল দেখতে পেলো উইলিয়াম পিকারিং এখনও ঢালু হওয়া ডেকের একটা আঙটা ধ'রে আছে।

মাইকেল কোথায়? সে তাকে দেখছে না। তার ভয়টা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। নতুন একটা ভীতিতে আক্রান্ত হলো সে। যে তারে সাব-টা ঝুলছিলো সেটা ছিঁড়ে গেলো এবার।

কিছুক্ষণের জন্য রাচেলের নিজেকে ওজনহীন ব'লে মনে হলো। সাব-টা ট্র্যাপ-ডোর দিয়ে সোজা ত্রিশ ফুট নিচে সমুদ্রে পড়ে গেলো। পানিতে সেটা একটু ডুবেই, আবার ভেসে উঠলো, অনেকটা শোলার মতো। হাঙ্গরগুলো সঙ্গে সঙ্গে আঘাত হানলো। রাচেল তার চোখের সামনেই এই দৃশ্যটা দেখলো।

ডেল্টা-টু'র মনে হলো ধারালো কিছু তার বাঁধা হাতের উপরের অংশ কেটে ফেলছে। একটা হাঙ্গর তার হাত কাঁমড়ে মাথাটা দু'পাশে সজোরে নাড়াতেই ডেল্টা-টু'র হাতটা তার শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। অন্য হাঙ্গরগুলো তার পা কাঁমড়ে ধরলো। একটা ধরলো পেট, আরেকটা তার ঘাড়। ডেল্টা-টু চিৎকারও দিতে পারলো না, তার দম বন্ধ হয়ে গেছে। শেষ যে জিনিসটা তার মনে আছে সেটা হলো একটা বিশাল হা-করা মুখ তার চেহারা বরাবর ধেয়ে আসছে।

পুরো জগৎটি অন্ধকার হয়ে গেলো।

*　*　*

ট্রাইটনে ভেতরে, রাচেল এবার তার চোখ খুললো। লোকটা উধাও হয়ে গেছে। তার চারপাশের পানির রঙ ঈষদ লাল।

রাচেল তার সিট থেকে প'ড়ে গিয়েছিলো প্রচণ্ড ধাক্কায়। সে এবার উঠে বসলো। তার মনে হলো সাব-টা চলছে। এটা স্রোতের টানে স'রে যাচ্ছে *গয়া*র নিচের ডাইভ-ডেক থেকে। সে আরো টের পেলো এটা আকেরটা দিকেও যাচ্ছে। নিচে। *আমি ডুবে যাচ্ছি!*

তীব্র ভয়ে রাচেল আচম্‌কা উঠে দাঁড়ালো। মাথার ওপর ছাদটার নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করলো। ঢাকনাটার হাতল ধরতে পারলো। সে যদি ঢাকনা খুলে সাব-এর ওপরে উঠতে পারে তবে এখনও সময় আছে লাফিয়ে *গয়া*'র ডাইভ ডেকে উঠে পড়তে পারবে। এটা কেবল মাত্র কয়েক ফিট দূরে এখন।

আমাকে বের হতে হবে!

ঢাকনাটার হাতল ঘুরিয়ে সে খুলতে চাইলো কিন্তু সেটা খুললো না। আঁটকে আছে। সে আবারো চেষ্টা করলো। কিছুই হলো না। সর্বশক্তি দিয়ে রাচেল ধাক্কা মারলো।

ঢাকনাটা খুললো না।

ট্রাইটনটা আরো কয়েক ইঞ্চি ডুবে গেলো। বিশালবপু নিয়ে সেটা সমুদ্রে ডুবতে শুরু করছে।

১২৬

"এটা করো না," সিনেটর কাগজগুলো কপি করার সময় গ্যাব্রিয়েল তাঁর কাছে অনুনয় বিনয় করলো। "তুমি তোমার মেয়ের জীবনকে বিপদে ফেলে দিচ্ছো!"

সিনেটর কাগজগুলো নিয়ে নিজের ডেস্কে বসলেন।

মিডিয়া জগতে সবচাইতে ভয়ংকর মালমসলা, সেক্সটন ভাবলো। প্রতিটি কপিই একটা সাদা এনভেলপে ভরতে লাগলেন। প্রতিটি এনভেলপেই তাঁর নাম আর অফিসের ঠিকানা সেই সাথে সিনেটোরিয়াল সিল সংবলিত। এই তথ্যগুলো কোত্থেকে এসেছে সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহই থাকবে না। *শতাব্দীর সেরা রাজনৈতিক কেলেংকারী,* সেক্সটন ভাবলেন, *আর আমিই সেটা প্রকাশ করবো!*

গ্যাব্রিয়েল এখনও রাচেলের নিরাপত্তার কথা ভেবে তাঁকে তাড়া দিচ্ছে। কিন্তু সেক্সটন কিছুই বলছে না।

পিকারিং এই ব'লে সতর্ক ক'রে দিয়েছে যে, সেক্সটন যদি এই খবর প্রকাশ করে তবে কেবল রাচেলেরই ক্ষতি হবে না, বরং নাসা আর হোয়াইট হাউজেরও বিপর্যয় হবে।

জীবনে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতেই হয়, তিনি ভাবলেন। *আর তারাই বিজয়ী হয় যারা এটা নিতে পারে।*

গ্যাব্রিয়েল অ্যাশ সিনেটরের চোখে এরকম কিছু এর আগেও দেখেছে। *অন্ধ উচ্চাকাঙ্খা।* সে বুঝতে পারলো, সেক্সটন তাঁর নিজের মেয়ের জীবনকে বিপদাপন্ন ক'রে হলেও নাসা'র জালিয়াতিটা প্রথমে জানানর সুযোগ নিচ্ছে।

"তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না, তুমি ইতিমধ্যে জিতেই গেছো?" গ্যাব্রিয়েল জানতে চাইলো। "জাখ হার্নি এবং নাসা'র এই কেলেংকারী থেকে বেঁচে যাওয়ার আর কোনো সুযোগ নেই। এসব প্রকাশ কে করলো, কখন করলো, তাতে কিছু যায় আসে না। রাচেল নিরাপদে আছে কিনা সেটা জানার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করো। পিকারিংয়ের সঙ্গে কথা বলার আগ পর্যন্ত অন্তত এটা করো না!"

সেক্সটন তার কথা মোটেও শুনছেন না। তিনি এনভেলপগুলোতে সিল মারতে শুরু করলেন।

"এটা করবে না," সে বললো, "তানা হলে আমি আমাদের সম্পর্কের কথা ফাঁস ক'রে দেবো।"

সেক্সটন উচ্চস্বরে হেসে ফেললেন। "সত্যি? তোমার ধারণা এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে – ক্ষমতালোভী আমার এক সহকারী আমার প্রশাসনে উপযুক্ত পদ না পেয়ে প্রতিহিংসাবশত একাজ করছে? আমি আমাদের ব্যাপারটা একবার অস্বীকার করেছি, আর পৃথিবী আমার কথা বিশ্বাস করেছে। আমি এটা আবারো অস্বীকার করবো।"

"হোয়াইট হাউজের কাছে এসব ঘটনার ছবি রয়েছে," গ্যাব্রিয়েল জানালো।

সেক্সটন তাকিয়েও দেখলেন না।

"তাদের কাছে কোনো ছবি নেই। আর যদি থাকেও সেগুলো অর্থহীন।" তিনি শেষ

সিলটা মারলেন। "আমার আত্মরক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। আমার বিরুদ্ধে যে যা-ই করুক না কেন, এইসব এনভেলপ সেগুলোকে উড়িয়ে দেবে।

গ্যাব্রিয়েল জানে তিনি সত্যি কথাই বলছেন।

সেক্সটন সব কিছু গুছিয়ে অফিস থেকে চলে যেতে উদ্যত হলেন। গ্যাব্রিয়েল তাঁর পথ আগলে ধরলো। "তুমি ভুল করছ। অপেক্ষা করো।"

সেক্সটন তার দিকে তাকালেন। "আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি, গ্যাব্রিয়েল, এখন আমি তোমাকে শেষ করবো।"

"রাচেলের পাঠান ফ্যাক্সের কারণে তুমি প্রেসিডেন্ট হতে পারবে। তুমি তার কাছে ঋণী।"

"আমি তাকে অনেক দিয়েছি।"

"তার যদি কিছু হয়, তবে কি হবে?"

"তাহলে তার জন্য আমি সহমর্মীতার ভোট পাবো।"

গ্যাব্রিয়েল কথাটা বিশ্বাসই করতে পারলো না। সে ঘেন্নায় কুঁকড়ে গিয়ে ফোনের কাছে গেলো। "আমি হোয়াইট হাউজে ফোন –"

সেক্সটন তার গালে প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিলেন।

গ্যাব্রিয়েল প'ড়ে যেতে লাগলো, তার মুখ বিস্ময়ে হা হয়ে আছে। এই লোকটাকে সে পূজা করতো এক সময়।

সেক্সটন তার দিকে চেয়ে কটমট ক'রে তাকালেন। "তুমি যদি আর বাড়াবাড়ি করো, তবে সারাজীবনের জন্য পস্তাবে।" তিনি হন হন ক'রে কাগজগুলো নিয়ে চলে গেলেন।

গ্যাব্রিয়েল রক্তাক্ত ঠোঁট নিয়ে অফিস থেকে বের হয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসলো। তারপর, ওয়াশিংটনে আসার পর, এই প্রথম গ্যাব্রিয়েল কান্নায় ভেঙে পড়লো।

১২৭

ট্রাইটনটা পড়ে গেছে...

মাইকেল টোল্যান্ড নিজের পায়ের ওপর উঠে দাঁড়ালো। নোঙরের স্পুলটা ধ'রে নিচের পানির দিকে তাকিয়ে দেখলো সে। ট্রাইনটনটা এইমাত্র পানি থেকে একটু ভেসে উঠলে স্বস্তি পেলো সে। সাব-টা অক্ষতই আছে। টোল্যান্ড ঢাকনাটার দিকে তাকালো। দেখতে চাইলো রাচেল সেটা খুলে ওখান থেকে বের হয়ে লাফিয়ে নিরাপদে আছে কিনা। কিন্তু ঢাকনাটা বন্ধ রয়েছে। টোল্যান্ড ভাবলো সে হয়তো প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে ভেতরে অচেতন হয়ে পড়ে আছে।

ডেক থেকেই টোল্যান্ড দেখতে পেলো, ট্রাইটনটা আসলে ডুবে যাচ্ছে। *এটা ডুবে যাচ্ছে।* টোল্যান্ড ভাবতেই পারলো না, কেন। কিন্তু সেই কারণটা জানা এখন অপ্রাসঙ্গিক।

আমাকে এখনই রাচেলকে ওখান থেকে বের করতে হবে।

টোল্যান্ড যেনো এগোতে যাবে, তার ওপর মেশিন গানের গুলির বৃষ্টি নেমে এলো। সবগুলো গিয়ে লাগলো মোটা নোঙরের স্পুলটার গায়ে। সে হাটু মুড়ে ব'সে পড়লো।

তাকিয়ে দেখলো পিকারিং ওপরের ডেক থেকে তাকে লক্ষ্য ক'রে গুলি ছুড়ছে। ডেল্টা-ওয়ান তার মেশিন গানটা ফেলে হেলিকপ্টারে উঠে গিয়েছিলো। পিকারিং সেটা তুলে নিয়েছে।

স্পুলের আড়াল থেকে মাইকেল ট্রাইটনের দিকে আবার তাকালো। *রাচেল! বের হও ওখান থেকে!* সে অপেক্ষা করলো ঢাকনাটা খোলার জন্য, কিন্তু সেটা খুললো না।

গয়া'র ডেকে আবার সে তাকালো। তার নিজের অবস্থান থেকে জাহাজের পেছনের রেলিংয়ের মধ্যে আনুমানিক বিশ গজ দূরত্ব। আড়াল নেবার মতো কিছুই নেই এর মাঝখানে।

টোল্যান্ড একটা দম নিয়ে মনস্থির ক'রে ফেললো। নিজের শার্টটা খুলে সে তার ডান দিকে ছুড়ে মারলো। পিকারিং শার্টটা ছিন্নভিন্ন ক'রে ফেললো গুলিতে। সঙ্গে সঙ্গে টোল্যান্ড বাম দিকে ছুটলো, পেছনের ডেকে। বড় বড় পা ফেলে সে জাহাজের পেছনের রেলিংয়ে এসে পড়লো। সেখান থেকে ঝাঁপ দেবার সময় তার পেছনে গুলির শব্দ শুনতে পেলো। সে জানে একটা বুলেট লাগলেই পানিতে পড়ার সাথে সাথেই হাঙ্গরের খপ্পরে পড়ে যাবে।

রাচেল সেক্সটনের মনে হলো সে একটা খাঁচায় বন্দী জন্তু। সে ঢাকনাটা বার বার খোলার চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারেনি। তার নিচে একটা ট্যাংকএ পানিতে পূর্ণ হবার শব্দ পাচ্ছে সে। বুঝতে পারলো সাব-টা আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছে।

আমি পানিতে ডুবে মারা যাচ্ছি।

সে ট্রাইটনের কন্ট্রোল প্যানেলের লিভার টেনে চেষ্টা ক'রে দেখলো সাব-টা চালান যায় কিনা। কিন্তু ইন্‌জিনটা বন্ধ হয়ে আছে। সে একটা তালাবদ্ধ লোহার ট্যাংকে ডুবে মরছে। তার মনে প'ড়ে গেলো শৈশবের ডুবে যাওয়ার ঘটনাটি। চোখ বন্ধ ক'রে ফেললো রাচেল।

নিঃশ্বাসহীন। পানির নিচে। ডুবে যাচ্ছে।

তার মার কণ্ঠস্বর। "রাচেল! রাচেল!"

সাব-টার বাইরের দিক থেকে একটা আঘাত লাগলো। কেউ যেনো ধাকাচ্ছে। রাচেল বর্তমানে ফিরে এলো আবার। তার চোখ খুলে গেলো।

"রাচেল!" গ্লাসের ওপর পাশে একটা ভূতুরে চেহারার উদয় হলো। শরীরটা উল্টে আছে। অন্ধকারে চেহারাটা চিনতে কষ্ট হচ্ছে।

"মাইকেল!"

টোল্যান্ড পানির ওপর উঠে এসে স্বস্তিতে নিঃশ্বাস নিলো, রাচেল সাব-টার ভেতরে ঠিকমতো আছে বলে। *সে বেঁচে আছে।*

ট্রাইটন যদি পুরোপুরি ডুবে যায় তবে পানির চাপের কারণে ঢাকনাটা আর খোলা যাবে না। তাই টোল্যান্ড বুঝতে পারলো তাকে খুব দ্রুত করতে হবে।

"হয় এখন নয়তো কখনই নয়," সে এই ব'লে দম নিয়ে ঢাকনাটার হুইল ধ'রে একটা মোচড় দিলো। কিছুই হলো না। আবারো চেষ্টা করলো সে। সর্বশক্তি দিয়ে। তারপরও খুললো না।

সে ভেতর থেকে রাচেলের ভয়ার্ত কণ্ঠটা শুনতে পেলো। "আমি চেষ্টা করছি!" চিৎকার ক'রে বললো, "কিন্তু খুলতে পারছি না!"

"একসাথে টান দাও!" টোল্যান্ড চিৎকার ক'রে বললো। "ডান দিকে ঘোরাও!"

"ঠিক আছে, এখনই!"

সে জোরে মোচর দিলো। ভেতর থেকে রাচেলও একই কাজ করলো। হুইলটা আধ ইঞ্চির মতো ঘুরলেও ঢাকনাটা খুললো না।

এবার টোল্যান্ড সেটা দেখতে পেলো। ঢাকনাটা ঠিকমত লাগানো হয়নি। তাই ওটা একেবারে ফেঁসে গেছে। ঢাকনাটার চারপাশে যে রাবারের প্যাড আছে সেটা একেবাওে দুমরেমুচ্‌রে গেছে। এটা একমাত্র ওয়েল্ডিং করেই খুলতে হবে। তার মানে রাচেলকে বের করা যাবে না। টোল্যান্ডের হাত-পা শীতল হয়ে গেলো।

দু'হাজার ফিট নিচে হেলিকপ্টার কিওয়া তার ফিউসলেজে বোমাসহ ডুবে যাচ্ছে গহীন সমুদ্রের নিচে। ককপিটের ভেতরে, ডেল্টা-ওয়ানের নিষ্প্রাণ দোমড়ানো-মোচড়ানো শরীর দেখে চেনা দুষ্কর। মারাত্মক পানির চাপে তার শরীর চ্যাপ্টা হয়ে গেছে।

এয়ার ক্রাফটা চক্রাকারে পাক খেতে খেতে নিচের দিকে চ'লে যাচ্ছে। সেটার হেলোফায়ার মিসাইল এখনও ওটার সাথে লাগানো আছে। আর ম্যাগমাডোমের উদগীরনের ফলে সমুদ্রের তলদেশ প্রচণ্ড গরম হয়ে আছে। তলদেশের তিন মিটার নিচে গলিত লাভা উদগীরনের জন্য অপেক্ষা করছে। সেটার তাপমাত্রা ১০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

১২৮

টোল্যান্ড হাটু পানিতে, ডুবন্ত ট্রাইটনের ইনজিনের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। সে রাচেলকে বাঁচানোর জন্য কিছু একটা করার কথা ভাবছে।

সাব-টাকে ডুবতে দিও না!

সে *গয়া*র দিকে ফিরে তাকালো, যদি কোনোভাবে এটাকে পানিতে ভাসিয়ে রাখা যেতো। অসম্ভব। সেটা এখন পঞ্চাশ গজ দূরে। আর পিকারিং সেটার বৃজের ওপরে একজন রোমান সম্রাটের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

ভাবো! টোল্যান্ড নিজেকে বললো। *সাব-টা ডুবে যাচ্ছে কেন?*

সাব-এর ভেসে থাকার যান্ত্রিক ব্যবস্থাটি খুবই সহজ। নিশ্চিত ট্যাংকটাতে পানি ঢুকে যাচ্ছে।

কিন্তু সেটা তো হতে পারে না!

বৃষ্টির মতো গুলির মধ্যে কি সেটাতে গুলি লাগেনি? সেটা তো হতেই পারে।

বুলেটের ছিদ্র।

ধ্যাত্! টোল্যান্ড সঙ্গে সঙ্গেই পানিতে ডুব দিয়ে পানির নিচে ট্যাংকের গায়ে হাত বুলালো। টোল্যান্ড টের পেলো সেটাতে কয়েক ডজন বুলেট লেগেছে। সেটা দিয়েই পানি ঢুকছে। এজন্যেই ট্রাইটনটা ডুবতে যাচ্ছে। টোল্যান্ড সেটা পছন্দ করুক আর নাই করুক।

সাব-টা এখন পানির তিন ফুট নিচে ডুবে আছে। টোল্যান্ড সাব-এর ডোমের **কাঁচটায়**

সামনে মুখ এনে ভেতরে দেখার চেষ্টা করলো। রাচেল কাঁচের মধ্যে আঘাত করছে, চিৎকার করছে। রাচেলের কণ্ঠের ভীতিটা তাকে অক্ষম ক'রে তুললো। কয়েক মুহূর্তের জন্য টোল্যান্ড একটা হাসপাতারে চলে গেলো। তার ভালোবাসার নারীকে দেখতে লাগলো। সে জানে তার প্রিয়তমা মারা যাবে, আর তার কিছুই করার নেই। পানির নিচে ডুব দিয়ে ডুবন্ত সাব-টার ভেতরে রাচেলকে দেখে সে নিজেকে বললো, সে দ্বিতীয়বার এটা সহ্য করতে পারবে না। *তুমি একজন যোদ্ধা,* সিলিয়া তাকে বলেছিলো, কিন্তু টোল্যান্ড একা একা যুদ্ধ ক'রে বাঁচতে চায় না... আবার এটা হতে দেয়া যায় না।

রাচেল চিৎকার ক'রে বলছে যে ভেতরেও পানি ঢুকে পড়ছে। জানালা দিয়ে। ভিউয়িং জানালাটা লিক করেছে।

জানালাতেও বুলেট লেগেছে? এটা তো সন্দেহজনক মনে হচ্ছে। তার ফুঁসফুঁসে বাতাস খালি হয়ে গেছে, তাই সে পানির উপরে উঠলো একটু। পানিতে আবারো ডুব মেরে সে দেখতে পেলো ককপিটেও একটা ফুটো হয়ে গেছে, সেটা ওপর থেকে জোরে পড়াতে এমনটি হয়েছে। *আরো দুঃসংবাদ।*

সাবটা এখন পানির পাঁচ ফুট নিচে। টোল্যান্ড ওপরে ওঠে দম নিয়ে ভাবতে লাগলো কি করা যায়। রাচেল ক্রমাগত কাঁচে আঘাত ক'রে যাচ্ছে।

টোল্যান্ড কেবল একটা কাজের কথাই ভাবলো। সে যদি ডুব দিয়ে ট্রাইটনের ইনজিন বক্সের ট্যাংকটারে থাকা হাইপ্রেসার সিলিন্ডারটা ফাটিয়ে ফেলতে পারতো। এতে অবশ্য তেমন কাজ হবে না। কারণ সিলিন্ডারটা বিস্ফোরিত হলে সাব-টা কিছুক্ষণের জন্য পানির ওপরে উঠে গেলেও তারপরই ট্যাংকটা পানিতে ভ'রে গিয়ে সাব-টা আবার ডুবতে শুরু করবে।

তারপর কী হবে?

আর কোনো উপায় না দেখে টোল্যান্ড আবারো ডুব দিলো। বুক ভ'রে নিঃশ্বাস নিলো সে। *যতো বেশি বাতাস নেবে ততো বেশিই অক্সিজেন।* তার বুকে বাতাস নেয়ার ফলে সে টের পেলো তার পাঁজরে চাপ লাগছে, আর সঙ্গে সঙ্গেই তার মাথায় একটা অদ্ভুত চিন্তা খেলে গেলো।

সাব-এর ভেতরে চাপ বেড়ে গেলে কী হবে? ভিউয়িং ডোমটার একটা ভাঙা সিল রয়েছে। টোল্যান্ড যদি ককপিটের ভেতরে চাপ বাড়ায়, তবে ভিউয়িং ডোমটা ফেঁটে যাবে, আর রাচেলকেও বের ক'রে আনা যাবে।

সে ওপরে উঠে শ্বাস নিয়ে ব্যাপারটা সম্ভাবনার কথা নিয়ে ভাবলো। খুবই যুক্তিসংগত ব'লে মনে হচ্ছে, তাই না? হাজার হোক, সাবমেরিন বানানো হয় একটা মাত্র দিকের কথা মাথায় রেখেই – বাইরের চাপ থেকে রক্ষা করা। কিন্তু ভেতরের চাপ নিয়ে কিছুই ভাবা হয় না কখনও। সেটার দরকারই বা কী।

টোল্যান্ড দম নিয়ে ডুব দিলো।

সাব-টা এখন আট ফিট পানির নিচে। তীব্র স্রোত আর অন্ধকারের জন্য টোল্যান্ডের খুব বেগ পেতে হলো। সে প্রেসার ট্যাংকের হোস পাইপটা খুলে ককপিটের ফুটোর ভেতরে ঢুকিয়ে দিলো। প্রেসার ট্যাংকের পাশে হলুদ রঙের একটা লেখা দেখতে পেলো সে : সাবধান :

কমপ্রেসার এয়ার–৩০০০ প্রতি বর্গ ইঞ্চি।

তিন হাজার পাউন্ড প্রতিবর্গ ইঞ্চিতে, টোল্যান্ড ভাবলো। আশা করলো এই পরিমান চাপে ট্রাইটনের ভিউয়িং ডোমটা ফেঁটে যাবে। টোল্যান্ড এবার প্রেসার সিলিন্ডারের ভাল্বটা খুলে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে টের পেলো হোস পাইপ দিয়ে বাতাস ঢুকে ককপিট বাতাসে পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

ট্রাইটনের ভেতরে, রাচেলের মনে হলো আচম্‌কা একটা তীব্র ব্যথা তার মাথাটাতে চেপে বসেছে। সে চিৎকার দেবার জন্য মুখ খুললো। কিন্তু তার মুখ দিয়ে বাতাস ঢুকে তার বুকে এমন চাপ দিলো যে সেটা যেনো ফেঁটে যাবে। তার মনে হলো চোখ দুটো যেনো মাথার পেছন থেকে জোরে চাপ খাচ্ছে। তার কানটাতে এমন চাপ লাগলো যেনো কানে তালা লাগবার যোগাড় হলো। আর এতে ক'রে সে অচেতন হয়ে পড়তে শুরু করলো। *স্বতঃস্ফূর্ত* প্রতিক্রিয়ায়, সে তার চোখ বন্ধ ক'রে দু'হাতে কান চেপে ধরলো। ব্যাথাটা বাড়তে লাগলো এখন।

রাচেল ঠিক তার সামনেই আঘাতের শব্দ শুনতে পেলো। সে চোখ খুলতেই দেখতে পেলো মাইকেল টোল্যান্ড আঘাতটা করছে। কাঁচের সামনে তার মুখটা। সে তাকে ইঙ্গিতে কিছু করতে বলছে।

কিন্তু কি?

অন্ধকারে তাকে খুব ভালোমত দেখতেও পাচ্ছে না রাচেল। তার দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে, চোখের মণি প্রচণ্ড চাপে দৃষ্টিশক্তি বিকৃত হয়ে যাচ্ছে।

টোল্যান্ড ট্রাইটনের জানালার সামনে নিজেকে হাত-পা ছড়িয়ে মেলে ধরলো। সেই সাথে আঘাত করতে লাগলো। তার বুক বাতাস নেবার জন্য পুঁড়ে যাচ্ছে। সে জানে তাকে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ওপরে ওঠে দম নিতে হবে। *কাঁচে ধাক্কা দাও!* সে তাকে আকারে ইঙ্গিতে বললো। শুনতে পেলো চাপের বাতাস কাঁচের আশপাশ দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। টোল্যান্ড হাতটা দিয়ে একটা কোনো চেপে ধরলো।

তার অক্সিজেন নিঃশেষ হয়ে গেলে শেষবারের মতো সে কাঁচে আঘাত করলো। সে আর রাচেলকে দেখতে পেলো না। অন্ধকার হয়ে গেছে। বুকের ভেতরে শেষ নিঃশ্বাসটি দিয়ে সে পানির নিচে চিৎকার দিলো।

"রাচেল... ধাক্কা....দাও...কাঁচে!"

তার কথাগুলো বুদবুদের সৃষ্টি করলো। নিঃশব্দ কথা।

১২৯

ট্রাইটনের ভেতরে, রাচেলের মনে হলো তার মাথাটা মধ্যযুগের কোনো নির্যাতন যন্ত্রে চেপে ধ'রে রাখা হয়েছে। ককপিটে মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে সে টের পাচ্ছে মৃত্যু তাকে চার পাশে থেকে চেপে ধরছে। তার সামনের ডোমের কাঁচটির সামনে কিছুই দেখা যাচ্ছে না এখন। অন্ধকার। আঘাত করাটা থেমে গেছে।

টোল্যান্ড নেই। চলে গেছে তাকে রেখে। সাব-এর ভেতরের ফ্লোরটা এক হাতের মতো

পানিতে ডুবে আছে। *আমাকে বের করো!* হাজারটা স্মৃতি তার মনের পর্দায় ভেসে উঠছে।

অন্ধকারে, সাব-টা ডুবতে শুরু করছে। রাচেল ভারসাম্য হারিয়ে সামনের দিকে প'ড়ে গেলে ডোমের কাঁচের সাথে তার মাথাটার আঘাত লাগলো। আচম্‌কা তার মনে হলো সাব-এর ভেতরের বাতাসের চাপটা কমতে শুরু করেছে। সাব-টার ভেতর থেকে বাতাস বের হওয়ার জন্য পানিতে যে বুদবুদ হলো সেটার আওয়াজও সে শুনতে পেলো।

মুহূর্তেই সে বুঝে গেলো কী হচ্ছে। একটু আগে সামনের দিকে যখন ঝুঁকে পড়েছিলো তখন তার মাথার সাথে কাঁচের আঘাত লেগে ডোমের কাঁচটা একটু আলগা হয়ে গেছে, সেই ফাঁক দিয়েই বাতাস বের হচ্ছে ভেতর থেকে। সঙ্গে সঙ্গে রাচেল বুঝে গেলো টোল্যান্ড তাকে ভেতর থেকে চাপ বাড়ানোর কথাই বলার চেষ্টা করছিলো।

সে ডোমের কাঁচটি ফাটিয়ে ফেলার চেষ্টা করছিলো।

ওপরে, ট্রাইটনের প্রেসার সিলিন্ডার দিয়ে বাতাস ভেতরে ঢুকেই যাচ্ছে। সেও বুঝতে পারলো চাপটা আবারো বাড়ছে। সে তার শরীরের ভার কাঁচের ওপর দিয়ে চাপ দিলো। কিছুই হলো না। তার কাঁধে একটা আঘাত লাগার জন্য কেটে গেছে। রক্ত পড়ছে সেখান থেকে। সে আরেকটা ধাক্কা দিতে উদ্যত হতেই ধাক্কা দেবার আর সময় পেলো না। আচমকাই সাব-টা উল্টে গেলো – এবার সেটার ভেতরে দ্রুত পানি ঢুকতে লাগলো।

রাচেল ককপিটের পানিতে অর্ধেক ডুবে উল্টে প'ড়ে রইলো। সে ওপরে তাকিয়ে ডোমের ফুটোটার দিকে তাকালো, সেটাকে তার বিশাল স্কাই লাইটের মতো মনে হলো।

বাইরে কেবলই রাত... আর হাজার হাজার টন সামুদ্রিক চাপ।

রাচেল উঠে দাঁড়াতে চাইলেও তার শরীর খুব ভারি মনে হলো, সে উঠে দাঁড়াতে পারলো না।

"লড়াই করো, রাচেল!" তার মা যেনো কথা বলছে, পানির নিচ থেকে তাকে টেনে তোলার চেষ্টা করছে। "হাতটা ধরো!"

রাচেল তার চোখ বন্ধ করলো। *আমি ডুবে যাচ্ছি।*

"লাথি মারো, রাচেল! পা দিয়ে লাথি মারো!"

রাচেল লাথি মারার আপ্রাণ চেষ্টা করলো। তার শরীরটা বরফের গর্ত থেকে একটু ওপরে উঠে এলে তার মা তাকে ধ'রে ফেললো।

"হ্যা!" তার মা চিৎকার ক'রে বলেছিলো। "তোমাকে ওঠাতে সাহায্য করো। পা দিয়ে লাথি মারো!"

রাচেল রাথি মারতেই শরীরটা একটু ওপরে উঠে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে তার মা'র দু'হাত তাকে টেনে তুলে ফেললো। মা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলে সে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলো।

এখন, অন্ধকার সাব-এর ভেতরে, রাচেল দু'চোখ খুলে তাকালো। সে তার মা'র কণ্ঠটা এখনও শুনছে, যেনো কবর থেকে বলছে।

পা দিয়ে লাথি মারো।

রাচেল মাথার ওপরে ডোমের দিকে তাকিয়ে তার সমস্ত সাহস সঞ্চয় করলো। ককপিটের চেয়ারের ওপর উঠে দাঁড়ালো সে, সেটা এখন একপাশে উল্টে আছে। অনেকটা

একটা বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেয়েছিলো। তাদের একটা ডলফিন হেলিকপ্টার সমুদ্রে হারিয়ে গেছে, তাই তারা দুর্ঘটনার আশংকাই করেছিলো। তারা তাদের নেভিগেশন সিস্টেমের সাহায্যে কপ্টারটার শেষ গন্তব্য খুঁজে বের ক'রে উদ্ধারের আশায় একটা কপ্টার পাঠায় এখানে।

উজ্জ্বল আলোতে জ্বলতে থাকা *গয়া*'র আধমাইল দূরে, তারা একটি স্পিডবোটের জ্বলতে থাকা অবশেষ দেখতে পায়। তার কাছেই একটা লোক পানিতে প'ড়ে আছে। তাদের দিকে হাত নাড়ছে সে। তারা তাকে টেনে তুলে নেয়। সে একেবারে উলঙ্গ ছিলো–কেবল এক পায়ে ডাক্টটেপ পেঁচানো।

হাফ ছেড়ে টোল্যান্ড হেলিকপ্টারটার পেট দেখতে পেলো। রাচেলকে তার দিয়ে টেনে তুলতেই টোল্যান্ড দেখতে পেলো ফিউসলেজের দরজা দিয়ে অতি চেনা অর্ধ নগ্ন একটা লোক তার দিকে চেয়ে আছে।

কর্কি? তার হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। *তুমি বেঁচে আছো!*

সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা তার ফেলা হলে সেটা দশ ফুট দূরে গিয়ে পড়লো। টোল্যান্ড সেটার কাছে সাঁতরে যেতে চাইলো কিন্তু সে ইতিমধ্যেই মেগাপ্লামের টানটা আঁচ করতে পারছে। সাগরের মুঠো যেনো তাকে ধ'রে ফেলেছে। ছাড়তে চাইছে না আর।

সমুদ্রের স্রোত নিচের দিকে টানছে। সে ওপরের দিকে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করলো। কিন্তু তার শরীর খুবই ক্লান্ত। *তুমি একজন যোদ্ধা*, কেউ যেনো তাকে বললো। সে তার পা দিয়ে লাথি মারলো। ওপরের দিকে ওঠার চেষ্টা করলো। কপ্টার থেকে ফেলা তারটা তার থেকে একটু দূরেই। ওপরের দিকে তাকিয়ে সে দেখতে পেলো রাচেল নিচে তার দিকে চেয়ে আছে, তার চোখ তাকে ওপরের দিকে টেনে তুলতে চাচ্ছে।

চারটা স্ট্রোকের দরকার হলো উপর থেকে ফেলা তারটা ধরার জন্য। নিজের শরীরের শেষ শক্তি বিন্দু দিয়ে সে তার হাতটা ধরার জন্য এগিয়ে দিলো।

সঙ্গে সঙ্গেই সমুদ্রটা যেনো তার নিচে প'ড়ে রইলো।

টোল্যান্ড নিচে এইমাত্র সেটা তৈরি হওয়া সমুদ্রের ঘূর্ণির মুখটা দেখলো। মেগাপ্লাম অবশেষে ওপরে উঠে এসেছে।

উইলিয়াম পিকারিং *গয়ার* ডেকে দাঁড়িয়ে হতবিহ্বল হয়ে চারপাশের ভীতিকর দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছে। একটা ঘূর্ণির মাঝখানে *গয়া*। সেই ঘূর্ণির বিস্তৃতি হবে প্রায় কয়েক'শ গজ। সেটা দ্রুতই বাড়ছেই। তার চারপাশটা এখন আস্তে আস্তে নিচে নেমে যাচ্ছে যেনো। পিকারিং তার চারপাশে বিরাট গহ্বরটা দেখে বিমূঢ় হয়ে রইলো। যেনো গহ্বরটা কোনো মহাকাব্যের ক্ষুধার্ত দেবতা, বলির জন্য হা করেছে।

আমি স্বপ্ন দেখছি, পিকারিং ভাবলো।

আচম্কা, বিস্ফোরণের মতো সেই গর্তটার কেন্দ্র থেকে আকাশের দিকে উৎক্ষিপ্ত হলো একটা প্রস্রবন-ঝর্ণা।

সঙ্গে সঙ্গে, কুণ্ডলীটার দেয়াল একেবারে খাড়া হয়ে গেলো। বৃত্তটা এবার খুব দ্রুত বাড়তে

লাগলো। চারপাশের পানি টেনে আনতে লাগলো যেনো। *গয়া* টালমাটাল হলে পিকারিং ভারসাম্য রক্ষা করতে ব্যর্থ হলো। হাটু গেঁড়ে ব'সে পড়লো সে। যেনো ঈশ্বরের সামনে সে একটি বাচ্চা ছেলে। নিচের বাড়ন্ত গহ্বরটার দিকে তাকালো পিকারিং।

তার শেষ চিন্তাটি ছিলো তার মেয়ে ডায়নাকে নিয়ে। সে প্রার্থনা করলো তার মেয়ে যেনো মৃত্যুর সময় এ রকম ভীতিকর কিছু দেখে না থাকে।

সমুদ্রের ঘূর্ণির বাষ্পের চোটে হেলিকপ্টারটা দুলে উঠলে টোল্যান্ড রাচেল একে অন্যকে জড়িয়ে ধরলো। পাইলট কোনোভাবে কপ্টারটা নিয়ন্ত্রণে নেবার চেষ্টা করছে। সে কপ্টারটা ডুবন্ত *গয়া*'র ওপর স্থির রাখার চেষ্টা করলো। বাইরে তাকিয়ে তারা দেখতে পেলো উইলিয়াম পিকারি–পাতি হাঁস–কালো কোট প'রে হাটু গেঁড়ে ব'সে আছে ডুবন্ত *গয়ার* ডেকের ওপর।

গয়া'র নোঙরটা একটা হ্যাচ্‌কা টান খেয়ে ছিঁড়ে গেলে জাহাজটা পাক খেয়ে কুণ্ডলীর ভেতরে চ'লে গেলো। সমুদ্রের নিচে চ'লে যাওয়ার সময়ও সেটার বাতিগুলো জ্বলছিলো।

১৩১

ওয়াশিংটনের সকালটা পরিষ্কার আর নির্মল।

একটা দম্‌কা বাতাস ওয়াশিংটন মনুমেন্টের শুকনো পাতাগুলো উড়িয়ে দিলো। বিশ্বের সবচাইতে বড় অবিলিস্কটা তার নিচের পুলের পানিতে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু আজকের সকালটা, একদল রিপোর্টারের হৈ-হল্লার জন্য হট্টগোলের সৃষ্টি হলো। সবাই মনুমেন্টের নিচে জড়ো হয়েছে।

নিজেকে ওয়াশিংটনের চেয়েও বড় মনে করছে সিনেটর সেক্সটন। তিনি লিমোজিন থেকে সিংহের মতো নেমে তার জন্যে অপেক্ষায় থাকা মনুমেন্টের নিচে জড়ো হওয়া সাংবাদিকদের কাছে গেলেন। দেশের সবচাইতে বড় দশটি নিউজ মিডিয়া নেটওয়ার্ককে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এই ব'লে যে, তাদের জন্যে যুগ সেরা কেলেংকারী হাজির করবেন তিনি।

মৃতের গন্ধ পেলে যেমন শকুনের দল ছুটে আসে, সেক্সটন ভাবলেন।

সেক্সটনের হাতে সাদা এনভেলপগুলো। প্রতিটাতে মনোগ্রামের সিল দেয়া আছে। তথ্য যদি শক্তি হয়, তবে সেক্সটন এখন পারমাণবিক বোমা বহন করছেন।

সেক্সটন পোডিয়ামের সামনে এসে দাঁড়ালেন। রিপোর্টাররা দ্রুত তাদের ফোল্ডিং চেয়ারে ব'সে পড়লো। পূর্ব দিকে, সূর্যটা এইমাত্র ক্যাপিটল হিলের ওপরে উদিত হয়েছে। সেক্সটনের ওপর একটা গোলাপী আভা ছড়িয়ে দিচ্ছে সেটা, যেনো স্বর্গ থেকে আসছে।

পৃথিবীর সবচাইতে ক্ষমতাধর ব্যক্তি হয়ে ওঠার জন্য চমৎকার একটি দিন।

"শুভ সকাল, লেডিস এ্যান্ড জেন্টেলমেন," সেক্সটন বললেন। তাঁর সামনের ডায়াসে এনভেলপগুলো রেখে দিয়ে। "আমি এটা যতোটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত করবো। আপনাদের কাছে যে তথ্যটা এখন উপস্থাপন করব সেটা সত্যি বলতে কি খুবই ভয়াবহ। এইসব এনভেলপে সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের একটি জালিয়াতির প্রমাণ রয়েছে। আমি এটা বলতে লজ্জিত হচ্ছি যে, আজ সকালে প্রেসিডেন্ট আমাকে ফোন ক'রে ভিক্ষা চেয়েছেন–হ্যা, ভিক্ষাই

চেয়েছেন–এসব প্রমাণ নিয়ে যেনো আমি জনসম্মুখে না যাই।" তিনি একটু মাথা ঝাঁকালেন। "তারপরও, আমি হলাম এমন একজন মানুষ, যে সত্যে বিশ্বাস করে। সেটা যতো বেদনাদায়কই হোক না কেন।"

প্রেসিডেন্ট সেক্সটনকে আধঘণ্টা আগে ফোন ক'রে সব খুলে বলেছিলেন। হার্নি রাচেলের সঙ্গে কথা বলেছেন, সে এখন কোথাও একটা নিরাপদ বিমানে আছে। অবিশ্বাস্য ব্যাপার যে, এই ঘটনায় নাসা এবং প্রেসিডেন্ট কেবল নির্দোষ দর্শক মাত্র। এই ষড়যন্ত্রটির মূল পরিকল্পনাকারী হলো উইলিয়াম পিকারিং।

সেটাতে কিছু যায় আসে না, সেক্সটন ভাবলেন। এতে করেও জাখ হার্নির পতন হবে।

সেক্সটনের ইচ্ছে হলো সে যদি উড়ে হোয়াইট হাউজে গিয়ে এখন প্রেসিডেন্টের মুখটা দেখতে পেত। সেক্সটন এখনই হার্নির সাথে হোয়াইট হাউজে গিয়ে দেখা করতে রাজি হয়েছিলেন, কীভাবে জাতিকে উল্কাখণ্ডের ব্যাপারে অবহিত করা যায়। হার্নির হয়তো ইতিমধ্যে টিভির সামনে দাঁড়িয়ে সব খুলে বলছেন, কিন্তু তাতে করেও দুর্ভাগ্যটা এড়ান যাবে না।

"বন্ধুরা আমার," সেক্সটন বললেন, সবার দিকে তাকিয়ে। "আমি এটা খুব ভালোমতোই বিচার ক'রে দেখেছি। আমি প্রেসিডেন্টকে সম্মান জানিয়ে তথ্যটা গোপন রাখার কথা বিবেচনা করেছিলাম। কিন্তু আমার হাতে এখন যা আছে সেটা আমি করবই।" সেক্সটন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। "সত্য, সত্যই। আমি এই সব তথ্য সম্পর্কে নিজের মতামতের কোনো রঙ লাগাবো না। আমি এটা আপনাদের কাছেই দিয়ে দিচ্ছি।"

দূরে সেক্সটন একটা হেলিকপ্টারের শব্দ শুনতে পেলেন। তাঁর কিছুক্ষণের জন্য মনে হয়েছিল প্রেসিডেন্ট হয়তো হোয়াইট হাউজ থেকে ভীত হয়ে উড়ে চলে এসেছেন এই সংবাদ সম্মেলনটা স্থগিত করার আশায়। *সেটা হবে আরো খারাপ,* সেক্সটন ভাবলেন। *তাহলে হার্নি কতো বেশি অপরাধী হয়ে দেখা দেবেন?*

"আমি এটা আনন্দের সাথে করছি না।" সেক্সটন বলতে শুরু করলেন। "কিন্তু আমি এটা আমার দায়িত্ব ব'লে মনে করি যে, আমেরিকানদের সাথে যে মিথ্যাচার করা হয়েছে সেটা তাদের জানার অধিকার রয়েছে।"

তাদের ঠিক ডানে, এসপ্লানেডের ওপর হেলিকপ্টারটা নেমে এলো। সেক্সটন যখন তাকিয়ে দেখলেন, অবাক হলেন, সেটা প্রেসিডেন্টের নয়, বরং কোস্ট গার্ডদের একটা হেলিকপ্টার।

হতবাক হয়ে সেক্সটন দেখলেন দরজা খুলে কমলা রঙের কোস্টগার্ড জ্যাকেট পরে একটি মেয়েটি নেমে আসছে, যেনো সে যুদ্ধে আছে। প্রেস এরিয়ার দিকেই আসছে সে। কিছুক্ষণের জন্য সেক্সটন তাকে চিনতে পারলেন না। তারপরই চিনতে পারলেন।

রাচেল? তিনি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। *সে এখানে কি করতে এসেছে?*

জনসমাগমে একটা ফিস্‌ফাস্‌ শুরু হয়ে গেলো।

মুখে একটা চওড়া হাসি এনে সেক্সটন প্রেস এরিয়ার দিকে আবার ফিরলেন। ক্ষমা প্রার্থনাসূচক হাত ওঠালেন। "আমাকে এক মিনিট সময় কি দেবেন? আমি খুবই দুঃখিত!" তিনি একটা আনন্দের হাসি মুখে আঁটলেন। "পরিবার সবার আগে।"

কয়েকজন রিপোর্টার হাসলো।

তাঁর মেয়ে যেভাবে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে তাতে ক'রে সেক্সটন মনে করলেন বাবা মেয়ের এই পুর্ণমিলনিটা একান্তেই হওয়া জরুরি। দুঃখের বিষয় এখানে একান্তে কথা বলার ব্যাপারটি একটু কষ্টকরই। সেক্সটনের চোখ তাঁর ডান দিকের পার্টিশানটার দিকে গেলো।

মুখে হাসি এঁটে সেক্সটন তার মেয়ের দিকে হাত নেড়ে সামনের দিকে এগিয়ে এসে রাচেলকে পার্টিশানের আড়ালে নিয়ে গেলেন।

"হানি?" রাচেলকে দু'হাত বাড়িয়ে হাসি মুখে বললেন। "খুবই অবাক হয়েছি!"

রাচেল সামনে এসে কষে তাঁর গালে একটা চড় মারলো।

পার্টিশানের আড়ালে রাচেল ঘৃণার দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলো। সে তাঁকে চড় মারলেও সেক্সটন সেটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না। নিজেকে তিনি কোনোরকম নিয়ন্ত্রনে রেখে তার দিকে স্থির চেয়ে রইলেন।

তাঁর কণ্ঠটা শয়তানের মত কোনোালো, "তোমার এখানে আসা উচিত হয়নি।"

রাচেল তাঁর চোখে প্রচণ্ড ক্রোধ দেখতে পেলেও এই প্রথমবার সে ভীত হলো না। "আমি তোমার কাছে সাহায্য চেয়েছিলাম, আর তুমি কিনা আমাকে ফিরিয়ে দিলে! আমি প্রায় মরতে যাচ্ছিলাম!"

"তুমি অবশ্যই ভালো ছিলে," তাঁর কণ্ঠটাতে নিরাবেগ।

"নাসা নির্দোষ!" সে বললো। "প্রেসিডেন্ট তোমাকে সেটা বলেছেন! তুমি এখানে কী করতে এসেছো?" রাচেল এখানে আসার আগে প্রেসিডেন্ট তার বাবা এমনকি ভেঙে পড়া গ্যাব্রিয়েল এ্যাশের সাথেও ফোনে কথা বলেছে। "তুমি জাখ হার্নিকে কথা দিয়েছো, তুমি হোয়াইট হাউজে যাবে!"

"যাবোই তো," তিনি শয়তানী হাসি দিয়ে বললেন। "নির্বাচনের দিন।"

এ লোকটা রাচেলের বাবা হয় সেই কথাটা ভাবতেও রাচেলের ঘেন্না হলো। "তুমি যা করছো সেটা পাগলামী।"

"ওহ্?" সেক্সটন ভুরু তুললো। তিনি পোডিয়ামের দিকে তাকিয়ে সেখানে রাখা এনভেলপগুলোর দিকে তাকালেন। "এসব এনভেলেপের তথ্য কিন্তু তুমিই আমার কাছে পাঠিয়েছো, রাচেল। তুমি। প্রেসিডেন্টের রক্ত তোমার হাতে লেগে আছে।"

"যখন আমার তোমার সাহায্যের দরকার ছিলো তখন ওগুলো আমি ফ্যাক্স করেছি। তখন আমি ভেবেছি প্রেসিডেন্ট এবং নাসা অপরাধী!"

"এইসব প্রমাণপত্রেও কিন্তু দেখা যায় নাসা-ই অপরাধী।"

"কিন্তু তারা তো অপরাধী নয়! তারা নিজেদের ভুল স্বীকার করার আশা করতেই পারে। তুমি ইতিমধ্যেই নির্বাচনে জিতে গেছ। জাখ হার্নি শেষ হয়ে গেছেন! তুমি সেটা জানো। লোকটাকে মর্যাদাপূর্ণভাবে যেতে দাও।"

সেক্সটন আর্তনাদ ক'রে উঠলেন। "কী ছেলেমানুষীরে বাবা! এটা নির্বাচনে জেতার ব্যাপার নয়, রাচেল। এটা ক্ষমতার ব্যাপার। প্রতিপক্ষকে গুঁড়িয়ে দিয়ে ওয়াশিংটনের নিয়ন্ত্রণে

নেয়া, যাতে তুমি কিছু করতে পারো।"

"কিসের বিনিময়ে?"

"এতোটা নিরপেক্ষ হয়ো না। আমি শুধু প্রমাণগুলো উপস্থাপন করছি। জণগণই সিদ্ধান্ত নেবে, কে দায়ী।"

"তুমি জানো, এটা কেমন দেখাবে।"

তিনি কাঁধ ঝাঁকালেন। "হয়তো নাসা'র সময় এসে গেছে।"

সেক্সটন টের পেলো প্রেস এরিয়াতে সবাই অস্থির হয়ে উঠেছে।

"আমি সেখানে যাচ্ছি," তিনি বললেন। "আমাকে সংবাদ সম্মেলন করতে হবে।"

"আমি তোমাকে তোমার মেয়ে হিসেবে জিজ্ঞেস করছি," রাচেল অনুনয় করলো। "এটা করো না। তুমি কি করছো সেটা একবার ভাবো, এর চেয়েও ভালো রাস্তা রয়েছে।"

"আমার জন্যে নয়।"

প্রেস এরিয়া থেকে তর্জন গর্জন কোনো গেলো। সেক্সটন চেয়ে দেখলো একজন মহিলা রিপোর্টার দেরি ক'রে এসেছে, সে পোডিয়ামের কাছে এসে মাইক্রোফোন লাগাচ্ছে।

এই সব গর্দভরা সময় মতো কেন আসতে পারে না? সেক্সটন ক্ষেপে গিয়ে মনে মনে বললেন।

পোডিয়ামে মাইক্রোফোন লাগাতে গিয়ে মহিলা রিপোর্টার ডায়াসে রাখা এনভেলপগুলো ফেলে দিলো মাটিতে।

ধ্যাত্‌তারিকা! সেক্সটন ওখানে ছুটে গেলেন। তিনি যখন পৌছালেন তখন মেয়েটা হাঁটু গেঁড়ে এনভেলপগুলো মাটি থেকে তুলছে। সেক্সটন তার মুখটা দেখতে পায়নি। কিন্তু সে অবশ্যই কোনো নেটওয়ার্কেরই হবে–তার গলায় এবিসি'র একটা প্রেস-পাস ঝোলানো আছে।

গর্দভ কুত্তি, সেক্সটন ভাবলো। "আমি নিচ্ছি," তিনি মেয়েটার হাত থেকে এনভেলপগুলো ছো মেরে নিয়ে নিলেন।

"দুঃখিত..." মেয়েটা বললো। তারপর লজ্জিত হয়ে নিজের আসনে ফিরে গেলো।

সেক্সটন এনভেলপগুলো গুণে দেখলো দশটিই আছে। তিনি সেগুলো হাতে তুলে নিয়ে মুচকি হেসে বললেন। "কেউ আঘাত পাবার আগে, মনে হয় এগুলো আমার কাছেই থাকা ভালো।"

সবাই হেসে ফেললো।

সেক্সটন টের পেলো তার মেয়ে তার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে।

"এটা করো না।" রাচেল তাঁকে আবারো বললো। "তুমি পস্তাবে।"

সেক্সটন তার কথা পাত্তাই দিলেন না।

"আমাকে বিশ্বাস করো," রাচেল বললো। "এটা ভুল হচ্ছে।"

সেক্সটন নির্বিকার রইলেন।

"বাবা," করুণভাবে মিনতি জানালো সে। "সঠিক কাজ করার এটা তোমার শেষ সুযোগ।"

কীসের সঠিক? সেক্সটন মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে গলাটা পরিস্কার ক'রে নিয়ে মেয়ের দিকে তিক্তভাবে তাকালেন। "তুমি ঠিক তোমার মায়ের মতো–আদর্শবাদী এবং অতি নগন্য। মেয়েরা আসলে ক্ষমতার সত্যিকারের রূপটি বুঝতে পারে না।"

সেজউইক সেক্সটন মিডিয়ার দিকে তাকিয়ে ভুলেই গেলেন নিজের মেয়ের কথা। তিনি মাথা উঁচু ক'রে সামনে ব'সে থাকা সাংবাদিকদের কাছে এসে এনভেলপগুলো বিলি করলেন। তিনি দেখতে পেলেন এনভেলপগুলো সাংবাদিকরা হুড়োহুড়ি ক'রে নিচ্ছে। সেগুলোর খোলার শব্দ তিনি পেলেন, যেনো ক্রিসমাসের কোনো উপহার তারা খুলছে।

আচম্‌কাই জনসমাগম থেকে একটা ফিসফাস কোনো গেলো। নিরবে সেক্সটন তাঁর ক্যারিয়ারের সেরা মূহুর্তের প্রতিধ্বণি শুনতে পেলেন।

উল্কাখণ্ডটি ভূয়া। আর আমিই সেই লোক যে ওটা প্রকাশ করলাম।

সেক্সটন জানে প্রেসকে ব্যাপারটা বুঝতে কিছুক্ষন সময় লাগবে, কী জিনিস তারা দেখছে: বরফের নিচে পাথর প্রবেঁশ করার জিপিএস এর একটা ছবি; নাসা'র ফসিলের মতো দেখতে একটি জীবিত সামুদ্রিক প্রাণী; পৃথিবীতে কন্ড্রুইল হবার প্রমান। সবটাই এক শোচনীয় সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য করবে।

"স্যার?" একজন রিপোর্টার বিস্মিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলো। "এটা কি সত্যি?"

সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। "হ্যা, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি এটা খুবই সত্য।"

জনসমাগমের মধ্যে একটা গুঞ্জন শুরু হয়ে গেলো।

"এই ছবিটার দিকে আমি সবাইকে একটু তাকাতে বলছি," সেক্সটন বললেন, "তার পরে আমি আপনাদের কাছ থেকে প্রশ্ন আশা করছি যাতে বিষয়টা পরিষ্কার ক'রে বোঝাতে পারি।"

"সিনেটর?" আরেকজন রিপোর্টার জিজ্ঞেস করলো, তাকে পুরোপুরি হতবাক মনে হচ্ছে। "এই সব ছবি কি বিশ্বাসযোগ্য? ... মানে বানোয়াট নয় তো?"

"একশত ভাগ," সিনেটর বললেন, তাঁর কথা এখন খুবই দৃঢ় কোনোচ্ছে। "তা না হলে আমি এইসব প্রমাণ আপনদের সামনে হাজির করতাম না।"

জনসমাগমের মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ততা বেড়ে গেলো, এমনকি সেক্সটন তাদের কাউকে কাউকে হাসতেও দেখলেন–এটা নয় যে, সব প্রতিক্রিয়াই তাঁর প্রত্যাশিত ছিলো। তাঁর এখন ভয় হতে শুরু করলো, কোনো কোনো মিডিয়া হয়তো তার সাথে বৈরি আচরণ করবে। কেমন জানি অদ্ভুত আচরণ করছে প্রেসের লোকজন।

"উম, সিনেটর?" কেউ তাঁকে বললো, তার কথা শুনে মনে হলো সে খুব আমোদে আছে। "সবার জ্ঞাতার্থে বলছি, আপনি এইসব ছবির বিশ্বাসযোগ্যতার সপক্ষে আছেন তো?"

সেক্সটন খুব পেরেশানিতে পড়ে গেলেন। "বন্ধুরা আমার, আমি শেষবারের মতো বলছি, আপনাদের হাতে থাকা এই সব প্রমাণ-পত্র একেবারে বিশ্বাযোগ্য। আর কেউ যদি এটা ভুল প্রমান করতে পারে তবে আমি আমার টুপি খাবো!"

সেক্সটন একটা হাসির রোলের জন্য অপেক্ষা করলেন, কিন্তু সেটা আর হলো না।

একেবারে পিন-পতন নিরবতা। ফাকাঁ চাহ্নি কেবল।

যে রিপোর্টার এই মাত্র সেক্সটনের সঙ্গে কথা বললো সে উঠে এসে তাঁর সামনে চলে

এলো, তার হাতে থাকা ফটোকপিগুলো নাড়িয়ে বললো, "আপনি ঠিকই বলেছেন, সিনেটর। এটা খুবই কেলেংকারীর একটা তথ্য।" রিপোর্টার থেমে মাথা চুলকালো, "তো, আমরা বুঝতে পারছি না, এরকম জিনিস আপনি আমাদেরকে কেন দেখাচ্ছেন, কারণ এর আগে তো আপনি এই খবরটা খুবই জোড়ালোভাবে অস্বীকার করেছিলেন।"

সেক্সটনের কোনো ধারণাই নেই লোকটা বলছে কী। রিপোর্টার তাঁর কাছে ফটোকপিগুলো দিয়ে দিলো। সেক্সটন পৃষ্ঠাগুলোর দিকে তাকালেন–মুহূর্তেই তাঁর মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠলো।

কোনো শব্দ বের হলো না।

তিনি অপারচিত কিছু ছবির দিকে চেয়ে আছেন। সাদা-কালো ছবি। দু'জন মানুষের। বিবস্ত্র। হাত-পা জড়িয়ে আছে। সেক্সটন বুঝতেই পারলেন না কী দেখছেন। তার পরই তাঁর কাছে ব্যাপারটা পরিস্কার হলো। মাথায় যেনো কামানের গোলা আঘাত করলো।

প্রচণ্ড ভয়ে সেক্সটন তাঁর সামনে থাকা মানুষগুলোর দিকে তাকালেন। তারা সবাই হাসছে এখন। তাদের অর্ধেক ইতিমধ্যেই ফোনে নিউজ ডেস্কে খবরটা জানিয়ে দিতে শুরু করেছে।

সেক্সটনের মনে হলো তাঁর কাধ দুটো ভারি হয়ে আছে।

একটা ঘোরের মধ্যে তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন।

রাচেল পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। "আমরা তোমাকে থামাতে চেষ্টা করেছি," সে বললো। "আমরা তোমাকে প্রতিটি সুযোগ দিয়েছিলাম।" একজন মেয়ে এসে তার পাশে দাড়াঁলো।

সেক্সটন মেয়েটাকে চিনতে পারলেন। গলায় এবিসি'র প্রেস-পাস ঝোলানো সেই রিপোর্টার, যেকিনা এনভেলপগুলো ফেলে দিয়েছিলো। মেয়েটার চেহারা দেখতেই রক্ত হিম শীতল হয়ে গেলো সেক্সটনের।

গ্যাব্রিয়েলের ডান হাতে সেই এনভেলপগুলো, যেগুলো সিনেটর নিয়ে এসেছিলেন। তার চোখ সিনেটরকে যেনো বিদ্ধ ক'রে ফেলছে। গ্যাব্রিয়েল তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

১৩২

ওভাল অফিসটা অন্ধকার হয়ে আছে, কেবল একটা পিতলের ল্যাম্পের আলো জ্বলছে হার্নির টেবিলে।

গ্যাব্রিয়েল অ্যাশ মাথা উঁচু ক'রে প্রেসিডেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে সন্ধ্যা নামতে শুরু করেছে এখন।

"আমি শুনলাম তুমি আমাদেরকে ছেড়ে চ'লে যাচ্ছো," হার্নি বললেন, তাঁর কথা শুনে মনে হচ্ছে আশাহত হয়েছেন।

গ্যাব্রিয়েল মাথা নেড়ে সায় দিলো। যদিও প্রেসিডেন্ট তাকে হোয়াইট হাউজের ভেতরে একটা নিরাপদ আশ্রয় দিয়েছেন যাতে প্রেসের কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করা যায়, কিন্তু তবুও সে মনে করছে এভাবে লুকিয়ে থাকাটা ঠিক হবে না। সে যতোদূর সম্ভব দূরে কোথাও চলে যেতে চায়। নিদেনপক্ষে, কিছুদিনের জন্য।

হার্নি তার দিকে তাকালেন। "আজ সকালে তুমি যে কাজটি করেছো গ্যাব্রিয়েল..." তিনি থামলেন। যেনো শব্দ হারিয়ে ফেলেছেন। তার চোখ খুবই পরিষ্কার আর সহজ। সেজউইক সেক্সটনের সাথে তার কোনো তুলনাই চলে না। তারপরও এতো ক্ষমতাবান লোকটির চোখে গ্যাব্রিয়েল সত্যিকারের মমতাই দেখতে পেলো। আত্মসম্মান আর মহত্ত্ব। যা খুব সহজে ভুলতে পারবে না সে।

"আমি এটা আমার জন্যও করেছি," অবশেষে গ্যাব্রিয়েল বললো।

হার্নি সায় দিলেন। "আমিও সব কিছুর জন্য তোমার কাছে ঋণী।" তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তাকে তাঁর সাথে আসতে বললেন। "আমি আসলে আশা করছিলাম তুমি আরো কিছুদিন এখানে থাকবে, যাতে আমি তোমাকে আমার বাজেট স্টাফ পদে একটা প্রস্তাব দিতে পারি।"

গ্যাব্রিয়েল তার দিকে চেয়ে একটু ঠাট্টার ভান করলো। "খরচ করা থামান, নির্মাণ করা শুরু করুন?"

তিনি মুচ্‌কি হেসে বললেন, "অনেকটা সেরকমই।"

"আমার মনে হয়, আমরা দু'জনেই জানি স্যার, আমি আপনার জন্য সম্পদ না হয়ে বরং বোঝা হয়েই দেখা দেবো এই মুহূর্তে।"

হার্নি কাঁধ ঝাঁকালেন। "কয়েকটা মাস যেতে দাও। সব ঠিক হয়ে যাবে। অনেক বিখ্যাত নারী পুরুষই এ ধরণের পরিস্থিতিতে প'ড়ে সেটা কাটিয়ে উঠে মহান হয়েছেন।" তিনি চোখ টিপলেন। "তাদের অনেকেই আবার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট।"

গ্যাব্রিয়েল জানে তিনি ঠিকই বলছেন। গ্যাব্রিয়েল কেবল কয়েক ঘণ্টার জন্যই বেকার ছিলো। ইতিমধ্যে সে দু' দুটো চাকরির প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছে–ইয়োলান্ডার কাছ থেকে এবিসির একটা প্রস্তাব, অন্যটা সেন্ট মার্টিন প্রেসের। তারা প্রস্তাব করেছে সেক্সটনের সাথে ঘটে যাওয়া যৌন কেলেংকারী নিয়ে সে যেনো একটা জীবনী লেখে। কোনো দরকার নেই, ধন্যবাদ।

প্রেসিডেন্টের সাথে হলওয়ে দিয়ে একসাথে নেমে যেতে যেতে আজকের ঘটনাগুলোর কথা স্মরণ করলো গ্যাব্রিয়েল। সে ইয়োলান্ডার কাছ থেকে এবিসির প্রেস পাসটা ধার ক'রে ছবিগুলো নিয়ে সেক্সটনের অফিসে ফিরে গিয়েছিলো। সেখানে তাঁর এনভেলপগুলো নিয়ে সেগুলোর ভেতরের ছবি আর ঘুষ গ্রহণের কাগজপত্রগুলো কপি ক'রে নিয়েছিলো। তারপর সিনেটরের সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁকে একটা প্রস্তাব দিয়েছিলো। প্রেসিডেন্টকে উল্কাখণ্ডের ব্যাপারে ভুল স্বীকার করার একটা সুযোগ দাও, তানা হলে এই ঘুষ গ্রহণের কাগজগুলো জনসম্মুখে প্রকাশ ক'রে দেবো।

এখন গ্যাব্রিয়েল আর প্রেসিডেন্ট বৃফিং রুমের পেছনে এসে শুনতে পেলো হৈ হট্টগোল। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দ্বিতীয়বার, পৃথিবী প্রেসিডেন্টের ভাষণ কোনোর জন্য জড়ো হয়েছে।

"আপনি কী বলবেন?" গ্যাব্রিয়েল জিজ্ঞেস করলো।

হার্নি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তাঁকে অসম্ভব শান্ত দেখাচ্ছে। "বিগত কয়েক বছর ধ'রে আমি একটা বিষয়ই বার বার শিখেছি..." তিনি তার কাঁধে একটা হাত রেখে হাসলেন। "সত্যের কোনো বিকল্প নেই।"

গ্যাব্রিয়েলের মধ্যে এক ধরণের অপ্রত্যাশিত গর্ব বোধ হলো প্রেসিডেন্টকে স্টেজের দিকে যেতে দেখে। জাখ হার্নি তাঁর জীবনের সব চাইতে বড় ভুলটা স্বীকার করতে যাচ্ছেন, আর অদ্ভুত ব্যাপার হলো, তাঁকে এর আগে এত বেশি প্রেসিডেন্টসুলভ ব'লে মনে হয়নি কখনও।

১৩৩

রাচেল যখন ঘুম থেকে উঠলো, ঘরটা তখন অন্ধকারে ঢেকে আছে।

একটা ঘড়িতে জ্বলজ্বল করছে। ১০টা ১৪ মিনিট দেখা যাচ্ছে। বিছানাটা তার নিজের নয়। কয়েক মুহূর্ত সে স্থির হয়ে প'ড়ে রইলো। ভাবতে লাগলো এখন কোথায় আছে সে। ধীরে ধীরে, সবকিছু তার মনে প'ড়ে গেলো...মেগাপ্লাম...আজ সকালে ওয়াশিংটন মনুমেন্টে...হোয়াইট হাউজে থাকার জন্য প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে আমন্ত্রণ পাওয়া।

আমি হোয়াইট হাউজে আছি, রাচেল ভাবলো। *আমি এখানে ঘুমিয়েছি সারাদিন।*

কোস্টগার্ডের কপ্টারটা ক্লান্তশ্রান্ত মাইকেল টোল্যান্ড, কর্কি মারলিনসন আর রাচেলকে ওয়াশিংটন মনুমেন্ট থেকে এখানে নিয়ে এসেছে। তাদেরকে ডাক্তার দেখানো হয়েছে। নাস্তা খাওয়ানো হয়েছে। আর এই ভবনের চৌদ্দটা ঘরের মধ্যে একটা নিজেদের জন্য ঘর বেছে নিতে বলা হয়েছিলো।

রাচেল টেলিভিশনে প্রেসিডেন্ট হার্নিকে দেখে বিশ্বাসই করতে পারলো না, তিনি এতো তাড়াতাড়ি সংবাদসম্মেলনটা শেষ করতে পারলেন। রাচেল তাঁকে বলেছিলো সেও সংবাদ সম্মেলনে তাঁর পাশে থাকবে, কেননা তারা সবাই ভুলটা করেছে। কিন্তু হার্নি রাজি হননি। সব দায়িত্ব তিনি একাই বহন করবেন ব'লে জানিয়ে দিয়েছেন।

দরজায় একটা নক্ হলে রাচেল টিভি থেকে মনোযোগ সরালো।

মাইকেল, সে আশা করলো। টিভিটা বন্ধ ক'রে দিলো সে। নাস্তা খাওয়ার পর থেকে তাকে দেখেনি।

এবার দরজার সামনে গিয়ে আয়নার দিকে একটু তাকিয়ে দেখলো নিজেকে। কী হাস্যকরভাবে পোশাক পরে আছে দেখে তার হাসি পেলো। একটা ফুটবল খেলার পুরনো জার্সি ছাড়া সে পরার মতো আর কিছুই খুঁজে পায়নি এখানে। সেটা তার হাটু পর্যন্ত নেমে আছে।

রাচেল দরজা খুলে একজন মহিলা সেক্রেটারিকে দেখে হতাশ হলো। "মিস সেক্সটন, লিনকন বেড রুমের ভদ্রলোক আপনার টেলিভিশনের শব্দ শুনতে পেয়েছেন। তিনি আমাকে বলেছেন আপনি যদি ঘুম থেকে উঠে থাকেন..." সে থেমে ভুরু তুলে মুচ্‌কি হাসলো।

রাচেলের চেহারাটা রক্তিম হয়ে গেলো। "ধন্যবাদ।"

এজেন্ট রাচেলকে একটা ঘরের দিকে নিয়ে গেলো সে।

"লিনকন বেডরুম," সে বললো। "আর আমি সবসময়ই যা ব'লে থাকি, আরাম ক'রে ঘুমান আর ভূতের কাছ থেকে সাবধানে থাকুন।"

রাচেল সায় দিলো। লিনকন বেড রুমের ভূতের কিংবদন্তীটা সে জানে। চার্চিলও নাকি

সেটা দেখতে পেয়েছিলেন।

তার আচম্‌কাই বিব্রতবোধ হতে লাগলো। "এটা কি কোশার?" সে এজেন্টকে জিজ্ঞেস করলো, নিচু স্বরে। "মানে, এটাই লিনকনের শোবার ঘর।"

এজেন্ট চোখ টিপলো। "এই তলায় আমাদের পলিসি হলো 'জিজ্ঞেস করবেন না, কিছু বলবেন না।'"

রাচেল হাসলো। "ধন্যবাদ।" সে দরজার কাছে গিয়ে নক্ করতে গেলো।

"রাচেল!" হলওয়ের দিক থেকে একটা নাকি কণ্ঠ তাকে ডাকলো।

রাচেল আর এজেন্ট দু'জনেই তাকালো সেদিকে। কর্কি মারলিনসন ক্রাচে ক'রে তাদের দিকেই আসছে। তার পা-টা অবশেষে উপযুক্ত ব্যক্তিরা ব্যান্ডেজ ক'রে বেঁধে দিয়েছে। "আমিও ঘুমাতে পারিনি!"

রাচেল বুঝতে পারলো তার রোমান্টিক আবহটা নষ্ট হতে যাচ্ছে।

কর্কি সুন্দরী সিক্রেটসার্ভিস এজেন্টের দিকে তাকিয়ে চওড়া একটা হাসি দিলো। "ইউনিফর্ম পরা মেয়েদেরকে আমার খুব ভালো লাগে।"

এজেন্ট তার ব্লেজারটা একটু সরিয়ে কোমরে রাখা অস্ত্রটা দেখালো তাকে।

কর্কি একটু পিছু হটে গেলো। "বুঝতে পেরেছি।" সে রাচেলের দিকে তাকালো। "মাইকও কি জেগেছে?" তুমি ভেতরে যাচ্ছো?" কর্কিও তাদের সাথে যোগ দিতে ব্যগ্র।

রাচেল যেনো আর্তনাদ করলো। "আসলে, কর্কি..."

"ডক্টর মারলিনসন," এজেন্ট মেয়েটা বললো। ব্লেজার থেকে একটা নোট বের ক'রে দেখালো সে, "এই নোটটা অনুসারে, মাইকেল টোল্যান্ড আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আপনাকে যাতে আমি নিচের কিচেনে নিয়ে গিয়ে আমাদের শেফকে বলি আপনি কী কী খেতে চান এবং কীভাবে আপনি রক্ষা পেলেন সেই গল্প বলতে।" এজেন্ট একটু ইতস্তত ক'রে চোখ কুচ্‌কে বললো, "কীভাবে পেশাবের সাহায্যে আর কি?"

কর্কি সঙ্গে সঙ্গে ক্রাচটা ফেলে এজেন্টের কাঁধে হাত দিয়ে কথা বলতে বলতে চ'লে গেলো কিচেনের দিকে। "পেশাবটাই হলো আসল কথা," রাচেল শুনতে পেলো কর্কি বলছে, "কারণ ঐসব প্রাণীগুলোর নাক খুবই কড়া, তারা সব কিছুর গন্ধ পায়!"

রাচেল যখন লিনকন বেড রুমে ঢুকলো, ঘরটা তখন অন্ধকারে ডুবে আছে। সে বিছানায় কাউকে না দেখতে পেয়ে অবাক হলো। টোল্যান্ডকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। রাচেল জানালার কাছে গিয়ে উঁকি মারলো। ঘরের কোথাও সে নেই। সে যখন আশাহত হয়ে উঠেছে তখনই ক্লোসেট থেকে একটা ফিস্‌ফিসে কণ্ঠ কোনো গেলো।

"বিয়ে কর-বে -বে ..."

"বিয়ে করবে আমা-কে-কে?" কণ্ঠটা আবারো বললো।

"এটা কি তুমি? ... ম্যারি টোড লিনকন?"

রাচেল সঙ্গে সঙ্গে জানালা বন্ধ ক'রে ক্লোসেটের কাছে গেলো। "মাইক আমি জানি, এটা তুমি।"

"না..." কণ্ঠটা বললো। "আমি মাইক নই...আমি...আব্রা...হাম...এর ভূত..."

রাচেল কোমরে হাত রেখে বললো, "ওহ্, তাই নাকি? সত্যবাদী ভূত?"

একটা হাসি কোনো গেলো। "হ্যা, অপেক্ষাকৃত সত্যবাদী ভূত..."

রাচেলও হেসে ফেললো।

"সাবধানে থেকো," ক্লোসেট থেকে কণ্ঠটা বললো। "খুব সাবধানে।"

"আমি ভয় পাইনি।"

"দয়া ক'রে ভয় পাও..." কণ্ঠটা গোঙালো। "মানুষ প্রজাতির মধ্যে ভয়ের আবেগ আর যৌন তাড়না খুবই গভীরভাবে সংযুক্ত।"

রাচেল হাসিতে ফেঁটে পড়লো। "এজন্যেই ভয় দেখাচ্ছো বুঝি?"

"আমাকে ক্ষমা করো..." কণ্ঠটা গোঙালো। "অনেক বছর হলো নারীসঙ্গ থেকে আমি বঞ্চিত।"

"বোঝাই যাচ্ছে, সেটা," বলেই রাচেল ক্লোসেটের দরজা খুলে দেখে টোল্যান্ড হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নীল রঙের সাটিন পাজামা প'রে আছে সে। তার শার্টের বুকে প্রেসিডেন্সিয়াল সিলটা দেখে রাচেল জিজ্ঞেস করলো।

"প্রেসিডেন্ট-এর পাজামা?"

সে কাঁধ ঝাঁকালো। "ড্রয়ারে এগুলোই কেবল ছিলো।"

"আর আমার কাছে কেবল এই ফুটবল টিমের জার্সিটা।"

"তোমার আসলে লিনকন বেডরুমটা বেছে নেয়া উচিত ছিলো।"

"তোমারই প্রস্তাবটা দেয়া উচিত ছিলো।"

"আমি শুনেছি ম্যাট্রেসটা নাকি বাজে। ঘোড়ার লোমে তৈরি।" টোল্যান্ড একটা মার্বেল টেবিলের ওপরে ছোট্ট একটা গিফটের প্যাকেটের দিকে ইঙ্গিত করলো। "এটা তোমার জন্য।"

রাচেল অবাক হয়ে গেলো। "আমার জন্য?"

"প্রেসিডেন্টের একজন সহকারীকে দিয়ে আনিয়েছি। এটা ঝাঁকাবে না।"

সে খুব সাবধানে প্যাকেটটা খুলে দেখতে পেলো একটা ক্রিস্টালের বোলের মধ্যে দুটো কুৎসিত কমলা রঙের গোল্ডফিশ সাঁতার কাটছে। রাচেল অবাক হলো, হতাশও হলো কিছুটা। "তুমি ঠাট্টা করছো, তাই না?"

"*হেলেসটোমা টেমেনাকি*," টোল্যান্ড খুব গর্বিতভাবে বললো।

"তুমি আমার জন্য মাছ এনেছো?"

"বিরল প্রজাতির চায়নিজ কিসিং ফিশ। খুবই রোমান্টিক।"

"মাছেরা রোমান্টিক হয় না, মাইক।"

"সেটা ওদেরকে বলো, তারা ঘন্টার পর ঘন্টা চুমু খায়।"

"এটাও কি কিছু বোঝানোর জন্য?"

"আমি রোমান্সের ব্যাপারে আনাড়ি। তুমি কি একটু সাহায্য করবে?"

"ভবিষ্যতের জন্য বলছি, মাইক, মাছ দিয়ে নয়, ফুল দিয়ে চেষ্টা ক'রে দেখবে।"

টোল্যান্ড পেছন থেকে সাদা লিলি ফুলের একটা বাস্কেট বের ক'রে আনলো। "আমি লাল গোলাপের খোঁজ করেছিলাম," সে বললো। "কিন্তু পাইনি।"

টোল্যান্ড রাচেলের শরীরটা চেপে ধরতেই তার চুলগুলো নাকের কাছে এসে লাগলো। সে তাকে গভীরভাবে চুমু খেলো। টের পেলো রাচেলের শরীরটাও জাগছে। সাদা লিলি ফুলের বাস্কেটটা হাত থেকে মাটিতে প'ড়ে গেলো আর টোল্যান্ড সেটা পা দিয়ে যে মাড়ালো সেটা পর্যন্ত খেয়াল করলো না।

ভূতগুলো চলে গেছে।

সে টের পেলো রাচেল তাকে বিছানার দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তার চাপা কণ্ঠ টোল্যান্ডের কানে বলছে, "তুমি আসলে মনে করো না মাছেরা রোমান্টিক, তাইনা?"

"আসলেই মনে করি।" সে বললো, তাকে আবারো চুমু খেলো। "তোমার জেলিফিশের সঙ্গম দেখা উচিত। অবিশ্বাস্যরকমেরই যৌনতাপূর্ণ।"

রাচেল তাকে চিৎ ক'রে শুইয়ে দিয়ে তার ওপর চ'ড়ে বসলো।

"আর সি-হর্সরা..." টোল্যান্ড বললো, রাচেলের স্পর্শে তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। "সি-হর্স...ওরা অবিশ্বাস্যরকম ইন্দ্রিয়পূর্ণ নৃত্য করে ওটা করার সময়।"

"মাছের প্যাঁচাল অনেক হয়েছে," টোল্যান্ডের পাজামার বোতাম খুলে ফেলতে ফেলতে সে ফিসফিস ক'রে বললো। "উন্নত প্রজাতির সঙ্গম সম্পর্কে তুমি আমাকে কতোটুকু বলতে পারো?"

টোল্যান্ড দীর্ঘশ্বাস ফেললো, "সেটা তো আমার বিষয় নয়।"

রাচেল তার ফুটবল জার্সিটা খুলে ফেললো। "তো, ছোক্‌রা, তুমি এটা খুব দ্রুতই শিখতে পারবে।"

Scanned and Edited by: Rakib

উপসংহার

নাসা'র বিমানটা আটলান্টিকের ওপর দিয়ে যাচ্ছে।

ভেতরে নাসা প্রধান বিশাল অঙ্গার পাথরটার দিকে শেষবারের মতো তাকালো। *সমুদ্রে ফিরে যাও*, সে ভাবলো। *যেখানে তোমাকে খুঁজে পাওয়া গেছে।*

এক্সট্রিমের নির্দেশে পাইলট দরজা খুলে পাথরটা সমুদ্রে ফেলে দিলো।

বিশাল পাথরটা সমুদ্রে ডুবে গেলো নিমিষেই।

পানির নিচে এটা বারো মিনিট ধ'রে পড়তে থাকবে। তারপর হাজার হাজার ফুট নিচে সমুদ্রের তলদেশে সেটার ঠাঁই হবে। সমুদ্রের লক্ষ লক্ষ প্রজাতি সেটা দেখতে আসবে।

কিন্তু, প্রাণীগুলো নতুন কিছু দেখতে না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে যাবে।

• • •

Scanned and Edited by: Rakib

একটি বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার।
অসাধারণ এক ষড়যন্ত্র। এমন একটি থৃলার যা
আপনি কখনও পড়েন নি...

দুনিয়া কাঁপানো একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে সারা পৃথিবী যখন উদ্বেলিত, পর্দার অন্তরালে তখন ঘটতে থাকে একের পর এক ঘটনা– খুন হতে থাকে বিজ্ঞানী, রাজনীতিক আর উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা–পেছন থেকে কেউ কলকাঠি নাড়ছে। এরই মধ্যে চারজন সিভিলিয়ান বিজ্ঞানী আর সিক্রেট সার্ভিসের এক অফিসার পৃথিবীর সবচাইতে বিপদসঙ্কুল জায়গায় বিপজ্জনক এক পরিস্থিতির মুখোমুখি হলো। পর্দার অন্তরালে থাকা শক্তিটি সবাইকে নিশ্চিহ্ন ক'রে পৃথিবীবাসির কাছে কী লুকাতে চাচ্ছে? আর হতভাগ্য সিভিলিয়ান বিজ্ঞানীরা সেই রহস্য উন্মোচন করতে পেরেছিলো কিনা **ডিসেপশন পয়েন্ট**-এ নিহিত আছে তার উত্তর।

'অসাধারণ থৃলার। বিশ্বাসযোগ্য একটি কাহিনীর উন্মোচন হয়েছে স্নায়ু বিধ্বংসী গতিতে আর বাস্তব চরিত্রের মধ্য দিয়ে। নিখুঁত, পরিশীলিত এবং কৌতুহলোদ্দীপক'

—*পাবলিশার্স উইকলি*

'ডিসেপশন পয়েন্ট-এ রয়েছে এমন বিস্ময় আর আকস্মিকতা যা ঝানু পাঠককেও ভাবনায় ফেলে দেবে'

—*নিউইয়র্ক টাইমস*

'ব্রাউন থৃলারধর্মী লেখকদের মধ্যে সবচাইতে বুদ্ধিদীপ্ত আর বহুমাত্রিক। এটি একটি হাইটেক-অ্যাডভেঞ্চার'

—*লাইব্রেরি জার্নাল*

ISBN 984865917-X
9799848659174

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...